হাঁদা ভোঁদা সমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ

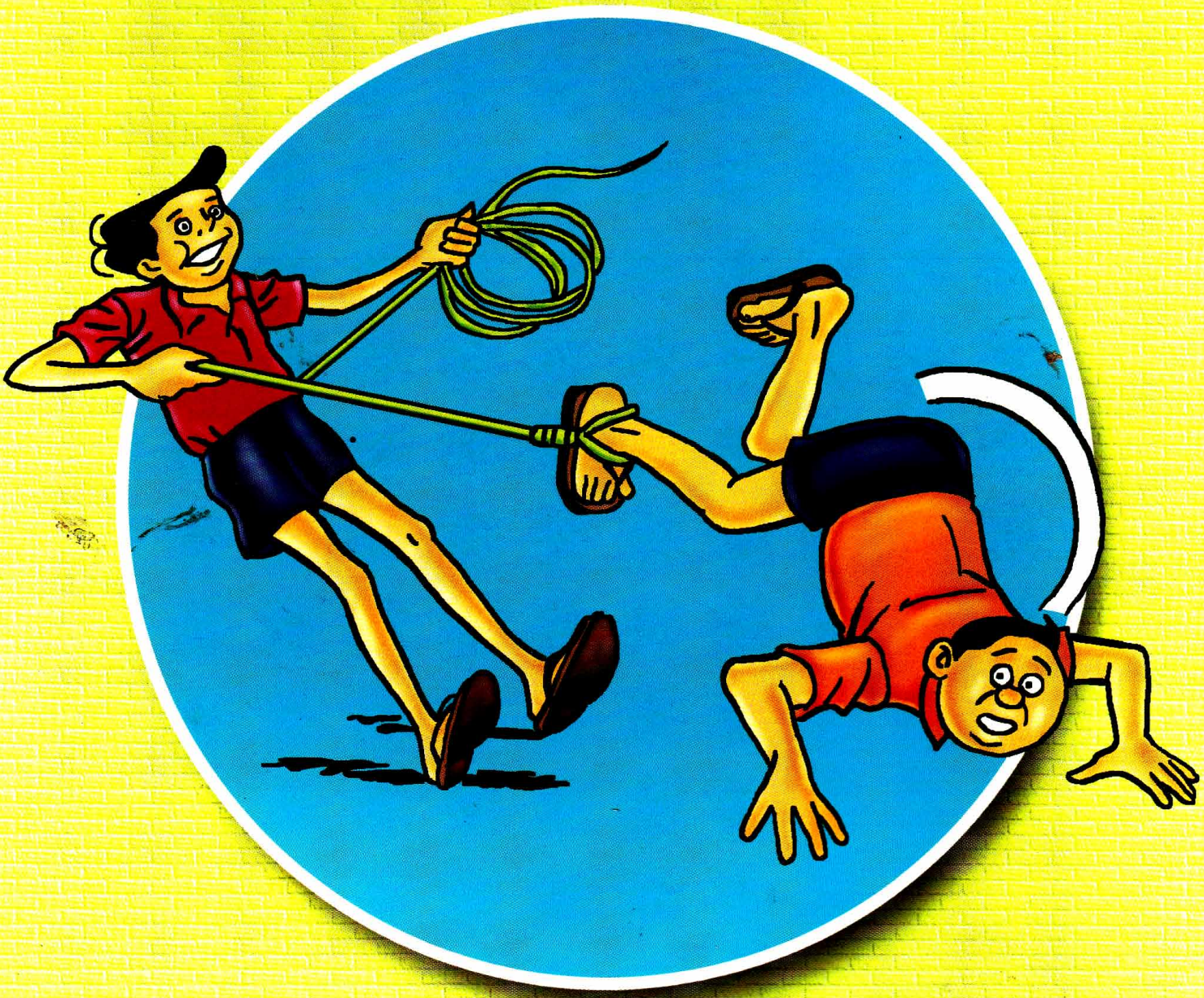

হাঁদা-ভোঁদা সমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

HANDA-BHONDA SAMAGRA
Code : 46 S 20



HANDA-BHONDA SAMAGRA

by

NARAYAN DEBNATH

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১
প্রচ্ছদ : অমিত চক্রবর্তী
কালার গ্রাফিক্স : কমফটোসেট

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
কর্তৃক ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং বি. পি. এম'স্ প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর,
২৪ পরগনা (উঃ) থেকে বি. সি. মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৪৬০ টাকা

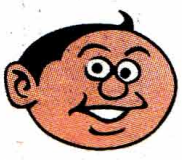

প্রকাশকের কথা

গল্পের বই পড়েন অথচ হাঁদা-ভোঁদাকে চেনেন না, এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া শক্ত। বলা হয় হাঁদা-ভোঁদা ছোটদের জন্য লেখা, কিন্তু আজও শুকতারা পত্রিকা যে কোনো বয়স্ক পাঠকের হাতে পড়লে তিনি ওই একটি লেখা পড়বেনই ছোটদের মতন সমান আগ্রহ নিয়ে।

হাঁদা-ভোঁদার স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ বাংলা কমিকসের জনক এবং হাঁদা-ভোঁদা বাংলা কমিকসের পথিকৃৎ। এমন একটা সময় এই কমিকস আঁকা শুরু হয় যখন কমিকসের ব্যাপারটাই বাংলা পত্রিকার পড়ুয়াদের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল না। বাংলা পত্রিকায় এর পথিকৃৎ 'শুকতারা', সেই হিসাবে এই পত্রিকাটিরও একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কী ভাবে এই কমিকসের শুরু একটু জেনে নেওয়া যেতে পারে।

আজ থেকে একষট্টি বছর আগে প্রুফ রিডার হরিপদ চক্রবর্তী শিল্পী নারায়ণ দেবনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন দেব সাহিত্য কুটীরের কর্ণধার সুবোধচন্দ্র মজুমদারের। ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার এবং মধুসূদন মজুমদারের ব্যবস্থাপনায় ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'শুকতারা' তখন প্রকাশিত হচ্ছে, সম্পাদক মধুসূদন মজুমদার। নারায়ণ দেবনাথ শুকতারায় ছবি আঁকা শুরু করলেন।

নারায়ণ দেবনাথকে কমিকস আঁকার মতলব দেন ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার। সেই প্রস্তাবমতো প্রথম বাংলা কমিকস চরিত্র ভোঁদা আত্মপ্রকাশ করল শুকতারার ফাল্গুন ১৩৫৮ (১৯৫১ সাল) সংখ্যা থেকে, নাম হল 'ভোঁদার ভোজবাজী'। পরের বছরই এসে গেল দ্বিতীয় চরিত্র হাঁদা, প্রথম কমিকসের নাম 'হাঁদার এক্সপেরিমেন্ট'। সেই বছরই এই মানিকজোড় একসঙ্গে হল, তাদের দুজনকে নিয়ে প্রথম কমিকস 'হাঁদা-ভোঁদার ক্রিকেট খেলা'। কমিকসগুলি অবশ্য নারায়ণ দেবনাথের নামে প্রকাশিত হত না, প্রকাশিত হত 'বোলতা' এই ছদ্মনামে। পরে অবশ্য অন্যান্য আরো কমিকস জনপ্রিয় হবার পর শিল্পী স্বনামেই আত্মপ্রকাশ করেছেন।

১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল—এই সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে অক্লান্তভাবে এই জনপ্রিয় কমিকসটি সৃষ্টি করে চলেছেন বাংলা কমিকসের পথিকৃৎ শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ। হাঁদা-ভোঁদার পরিকল্পনা শুকতারা পত্রিকার অন্যতম কর্ণধারের, হাঁদা-ভোঁদার আত্মপ্রকাশ প্রথম শুকতারা পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এবং আজ পর্যন্ত যে অসংখ্য কমিকস তাঁর প্রকাশিত হয়েছে, সেও এই পত্রিকার পাতাতেই। 'শুকতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত হাঁদা-ভোঁদার কমিকস গুচ্ছ গুচ্ছ করে নিয়ে বই হিসাবে প্রথম প্রকাশ করতে শুরু

করেন দেব সাহিত্য কুটীর। এ যাবৎ অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পাঠকদের এই বিপুল উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেব সাহিত্য কুটীর বহুবর্ণে রঞ্জিত এই হাঁদা-ভোঁদা সমগ্র প্রকাশ করছেন। শিল্পীর এই অসাধারণ সৃষ্টিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য আমরা একটি অখণ্ড গ্রন্থে তাকে ধরে রাখার সংকল্প করেছি। এতে যে শিল্পী প্রায় সারাজীবন ধরে দুটি চরিত্রকে স্নেহে-মমতায়, কৌতুকে-উচ্ছ্বাসে সযত্নে গড়ে তুলেছেন তাদের যেমন একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাব, তেমনি শিল্পীকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি ও যোগ্য সম্মানেও আমরা ভূষিত করতে পারব।

হাঁদা-ভোঁদার পরিচিত পাঠক জানেন, এর প্রত্যেকটি কমিকসই নতুন এবং নব নব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এত অসংখ্য কমিকসেও কখনো একঘেয়েমি এসে যায় না, কারণ তিনি কেবল প্রথম শ্রেণির একজন চিত্রশিল্পী নন, তিনি একজন রসজ্ঞ সাহিত্য-স্রষ্টাও। হাঁদা-ভোঁদার প্রত্যেকটি গল্প তাঁর নিজের রচনা এবং গল্পগুলি নির্মল হাস্যরসে ভরা। অসাধারণ কৌতুক আর চমকপ্রদ সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কমিকসই আমাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। তাই বার বার পড়া হলেও সেগুলি পুরোনো হয় না। আশা করব হাঁদা-ভোঁদার এই বিচিত্র কার্যকলাপ একসঙ্গে একটি বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাওয়ার আনন্দ কেবল ছোটরা নয়, বড়োরাও ঠিক একই ভাবে উপভোগ করবেন। সকলের কাছে বইটির সমাদর হলেই আমরা আমাদের এই শ্রম ও পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে মনে করব। ইতি—

প্রকাশক

হাঁদা-ভোঁদার



বাজনা বাদ্যি










আমার ট্রম্বোন বাজানোও অসাধারন!

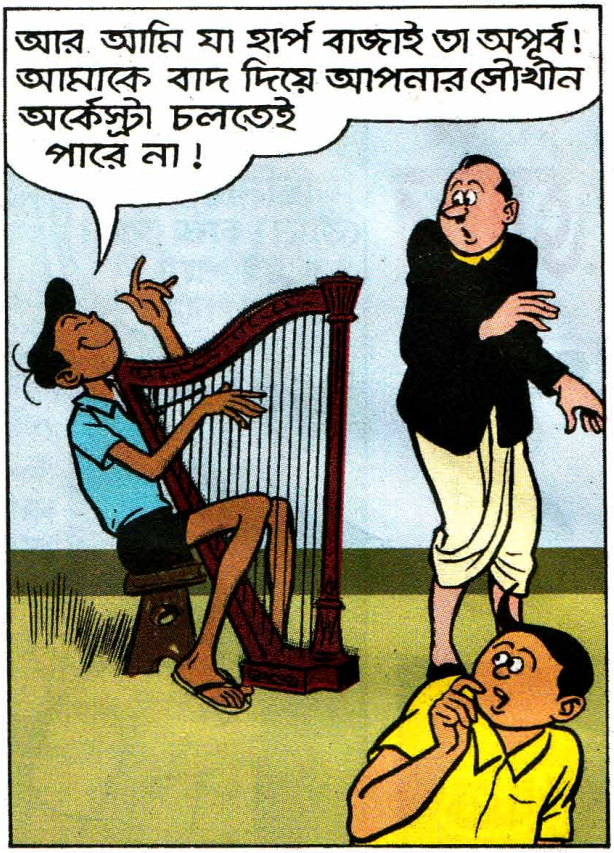
আর আমি যা হার্প বাজাই তা অপূর্ব! আমাকে বাদ দিয়ে আপনার সৌখীন অর্কেস্ট্রা চলতেই পারে না!


আমি সসাফোন বাজাতেও সমান ওস্তাদ!
উ্যাপ্ প্র্যাপ্!


ইয়াহু! যা বাজিয়ে শুনিয়েছি না—আমাকে ওর সৌখীন অর্কেস্ট্রায় নেবেই!

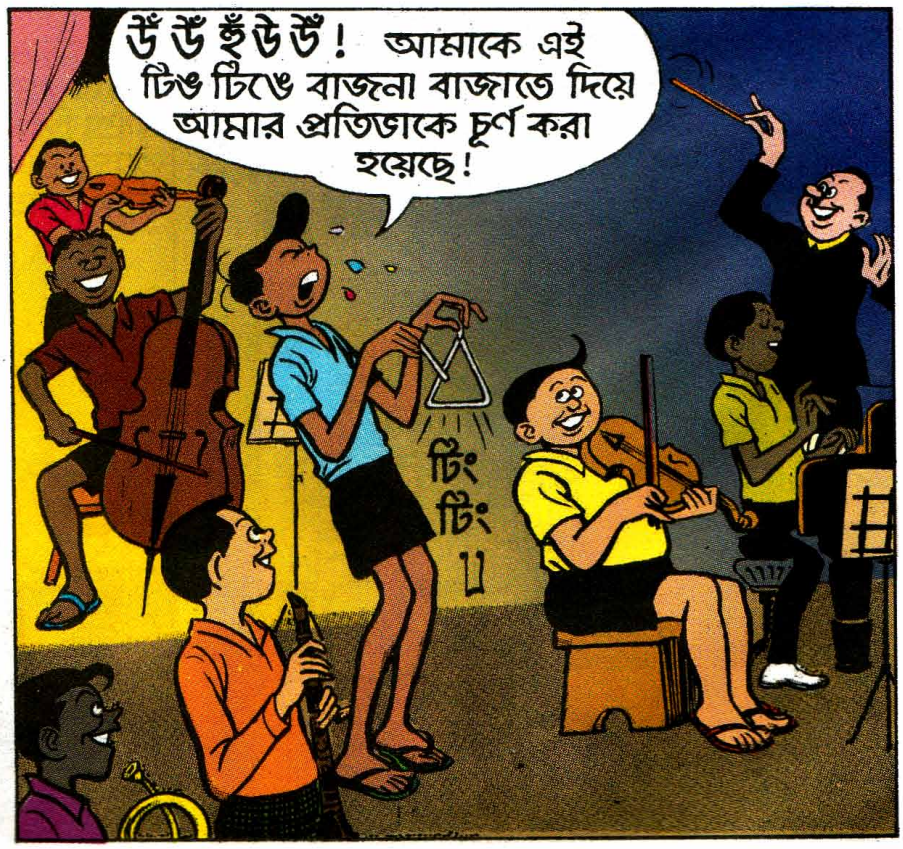
উঁ উঁ হুঁ উ উঁ! আমাকে এই টিঙ টিঙে বাজনা বাজাতে দিয়ে আমার প্রতিভাকে চূর্ণ করা হয়েছে!
টিং টিং

হাঁদা-ভোঁদার



প্রথম পুরস্কার





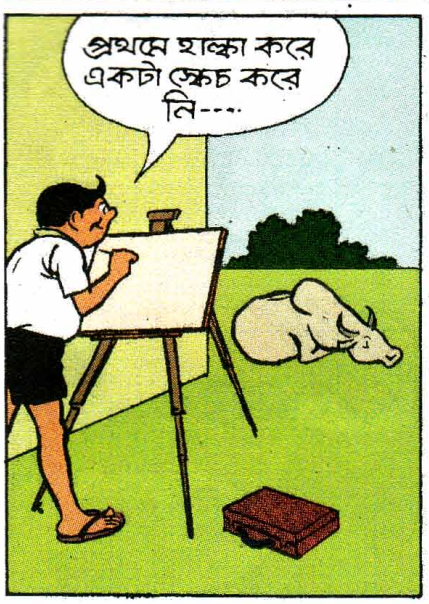












যা এঁকেছি ফার্স্ট প্রাইজ আটকায় কে! দেখি ভোঁদা কেমন আঁকলো।
ছিঃ ছিঃ! এই ছবি দিয়ে তুই প্রাইজ নিবি?
দেখি চেষ্টা করে। মনে হয় স্যার পছন্দ করবে।
ওপস্! যে ভাবেই হোক ছবিটাকে নষ্ট হতে দেবো না।
ছবি আঁকার সঙ্গে ভালো জিমনাস্টিকও দেখালি ভোঁদা!
বাহ্! সমস্ত ঢালু জায়গাটা হড়কে নেমে এলুম, কিন্তু ছবিটাকে ঠিক বাঁচিয়েছি।
ক্যানভাসটার বারোটা বাজিয়েছিস্! পুরস্কারটা না পেলেও তিরস্কার ঠিকই পাবি।
সত্যি দাদা, কি হবে বলতো? স্যার ভাববেন আমি ইচ্ছে করে এটা করেছি।
পরদিন
এই যে স্যার দুটো ক্যানভাস! কিন্তু একটা দুর্ঘটনায়, একটা ক্যানভাসের ক্ষতি হয়েছে বলে আমি খুবই দুঃখিত!
ঠিক আছে দাও। ক্লাশের আর সবাই দিয়ে দিয়েছে।
পরে
সবাই শোনো। ভোঁদার আঁকা ছবিই প্রথম হয়েছে।
ওঃ, আমি জিতেছি! জানি, গাছের ছবিটা স্যারের খুব পছন্দ হবে।
দুর্ভাগ্যবশতঃ ভোঁদা একটা ক্যানভাস নষ্ট করেছে। কিন্তু এটা আধুনিক চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে প্রথম পুরস্কারের অধিকারী হয়েছে।
আঁ্যা! এটার ওপর চেপেই তো হড়কে নেমেছিলুম!
হিক্!

হাঁদা-ভোঁদার



এ্যাক্টিং


হাঁদা! স্টেজে নাকি লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটক হচ্ছে, চ' দেখে আসি।
বলছিস যখন চ' যাই।


হায় হায়! ভাই রে লক্ষ্মণ, এ কি হলো!
ফুই! এই ধরণের নিকৃষ্ট অভিনয় দেখে তুই কেঁদে ভাসাচ্ছিস? অবাক করলি ভোঁদা!
যাই বলিস হাঁদা, ঐ করুণ দৃশ্যটা কিন্তু দারুণ জমেছিল! আমি চেষ্টা করেও কান্না চাপতে পারিনি!


রাবিশ! আমি তোকে দেখিয়ে দেবো ভোঁদা, যে করুণ দৃশ্যের এ্যাক্টিং করা কাকে বলে।


স্কুলের অভিনয়ে আমি এই পার্টটা করেছিলাম এবং আমার এ্যাক্টিংয়ে প্রত্যেকে কেঁদে ভাসিয়েছিলো!
আমিও পারি!


শোন ভোঁদা! হায় হায়! প্রাণের ভাই আমার, আর নেই! নেই! নেই!
হায় রে লক্ষ্মণ, ভাই রে লক্ষ্মণ, আমায় ফেলি কোথায় গেলি! কোথায় গেলি!
উসল্ উস্!
করুণ দৃশ্যের এ্যাকটিং কেমন দেখলি? আমি বলেছিলুম না যে তোকে কাঁদিয়ে ছাড়বো!
আমি কাঁদছি না রে হাঁদা! আমি বাড়িতে রান্নার জন্যে পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছি! তোর ঐ মজার এ্যাকটিং আবার করনা ভাই!
য্যাঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



শিরস্ত্রাণ











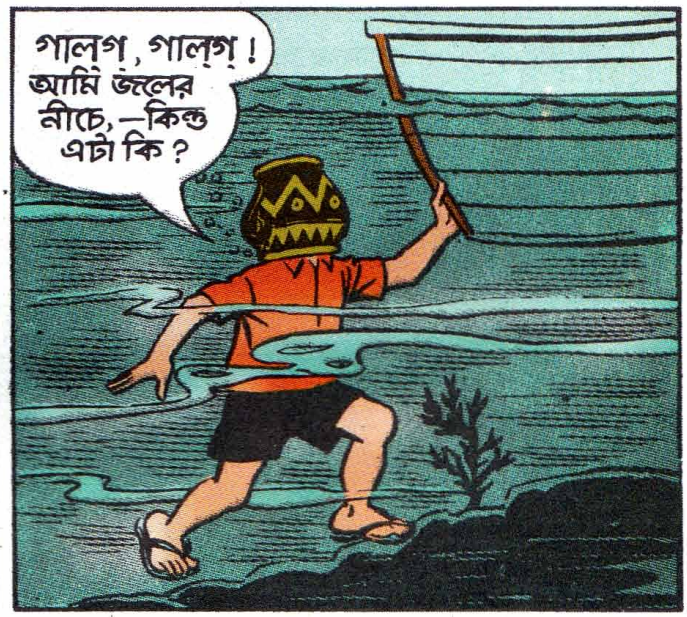


বাঁচাও, বাঁচাও! একটা জলদানব!
গালগ্! গালগ্!
হেঃ, একটা ছোঁড়া দেখছি। অ্যাই, এদিকে আয়। তোকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়ে দি হতভাগা।
জানি না কি করেছি— কিন্তু মনে হচ্ছে ছুটে পালাতে হবে।
দাঁড়া, দাঁড়া বলছি স্টুপিড!
আরে, এটা কি হচ্ছে?
ওকে ধরে রাখুন।
যাচ্ছিস কোথায়? এই টুপি কোথায় পেয়েছিস?
আমায় ছেড়ে দিন।
এই ছোঁড়াকে আমার চাই! ও আমার শান্ত পিলেটাকে অশান্ত করেছে। ওকে দেখে নেবো।
যা, এবারের মতো ক্ষমা করে দিলুম।
চমৎকার একটা দাগ পর্যন্ত লাগেনি।
আধঘন্টা পরে
তুমি ভোঁদাকে খুঁজছো? ও দোকানের ভেতরে সন্দেশ রসগোল্লা খাচ্ছে। ওর জন্যে আমার এই প্রাচীন দুর্মূল্য জিনিসটা ফিরে পেয়েছি।
ইস্!

হাঁদা-ভোঁদার



সুরের ধাক্কা



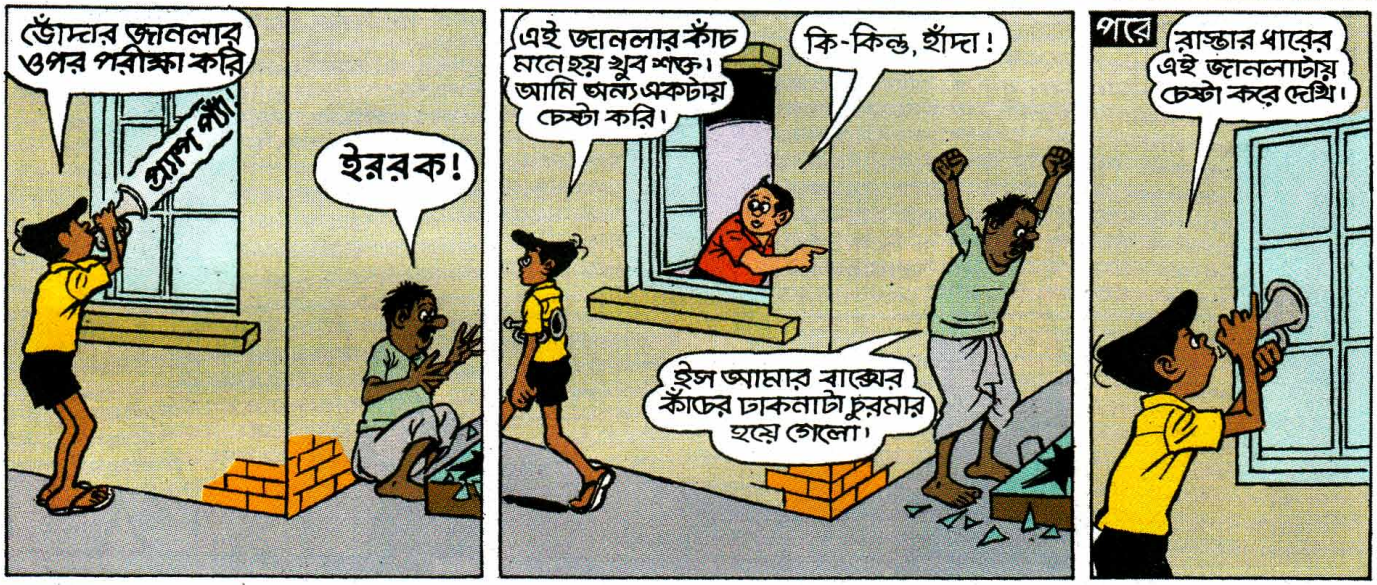




ভিতরে
প্র্যাঁঅ্যাপ!
ওরে বাবা!
ওসব জানলার কাঁচগুলো মনে হয় বাজে তাই ঠিক কাজে এলো না। এবারে ঐ বোতলটার ওপর সঠিক সুরের ধাক্কা লাগাবার চেষ্টা করি।
দেওয়ালের অন্য ধারে
প্র্যাপ প্যাঁ!
ইরুক! বিটকেল আওয়াজটাতে আমার হাতের মুঠো ফস্কে গেলো!
তোর ট্রামপেটটাই মনে হচ্ছে বাজে, ভোঁদা। এটা দিয়ে কাঁচে ফাটল ধরানো যাবে না। এই নে তোর ট্রামপেট—ধর!
কিন্তু
ঝনন!
গরর! আমি নিশ্চিত জেনি এটা ছাঁদার কম্ম!
মরেচে! এযে পিসেমশাই!
মর্কট! ছুঁচো! হাড়গিলে—
যদি ফাঁসিতে ঝুলি সেও ভালো তবু এই বাঁশি দিয়ে আজ তোর খুলি ভাঙবো!
তোর এলেম আছে, ছাঁদা। সঠিক সুরের ধাক্কায় না হলেও ট্রামপেটের গুতো মেরে শেষপর্যন্ত তুই কাঁচ ভেঙেছিস! হিঃহিঃ!
অ্যাই, ভোঁদা! বাজে বকনি বন্ধ রেখে কাজের কাজ কর পিসেমশাইকে চেপে ধর যাতে আর আমার পিছনে ছুটতে না পারে।

হাঁদা-ভোঁদার



বিপন্নের সঙ্কেত


















এবার তাহলে দেখি আমার এই বিপন্নের সঙ্কেতে কারা সাড়া দেয়! হাঃ হাঃ!
লটা বোধহয় বিপদে পড়েছে, ওঁদাদা!
সংরক্ষিত এলাকায়
কার ওপর হামলা হয়েছে?
আমরা তো ভেবেছি ওটা তোর ছোঁড়া তীর!
আমি যেন একটা কিছুর আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি!
মরেচে! এ আবার কি?
কেউ গাছের ওপর লুকিয়ে থেকে আমাদের ফাঁদে ফেলেছে!
ঠিক যা ভেবেছি, এর পেছনে হাঁদা!
দ্যাখ তো, আমার এই তীরটা কেমন লাগে?
অ্যাই!
এঃ!
গররর! আচ্ছা, যারা চোষক তীর ছুঁড়ছে তুই তার একজন!
উল্‌প!
আমার কপালে তীর হাঁকড়ানো? তোকে পাকড়ানোর পর বুঝবি তার ঠ্যালা, মর্কট!
হাঃ হাঃ! বিপন্নের সঙ্কেতই ওকে বিপন্ন করে দিয়েছে!
গেছিরে! বাঁচাও!
আমি কোনরকমে পেনসিল কাটা ছুরিটা বের করে দড়িটা কাটতে পেরেছি!

হাঁদা-ভোঁদার



স্কুলনাটক



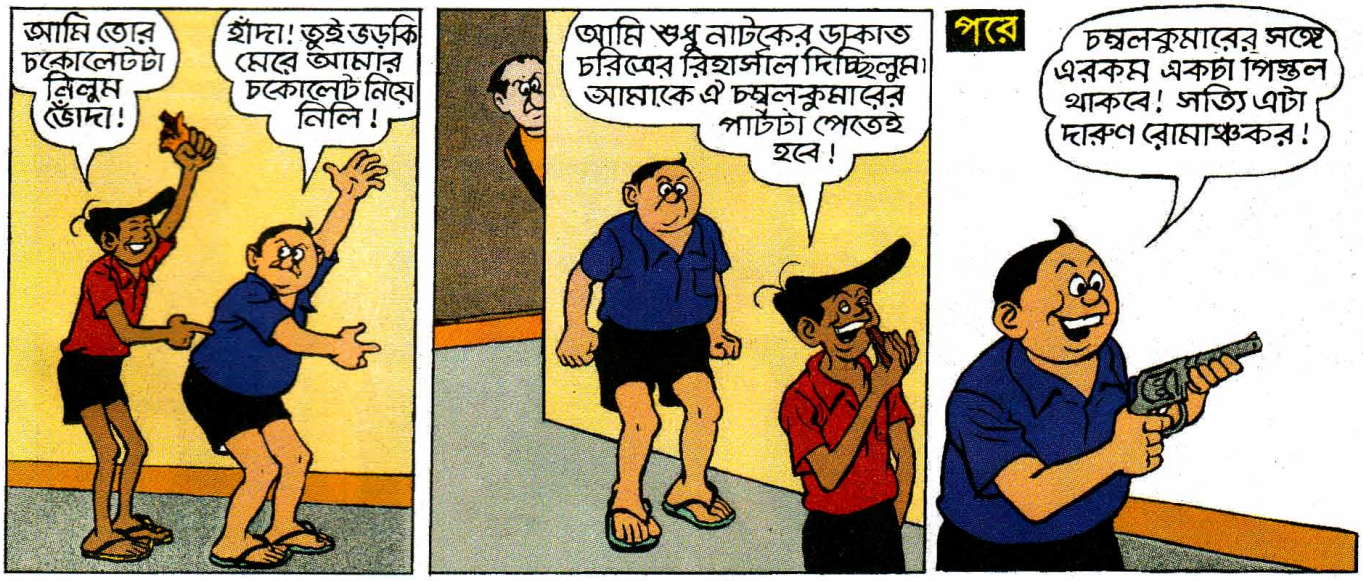




হোঃ হোঃ! এই প্রথম একজনকে ঘোড়ার ওপরে না দেখে তলায় দেখলাম!
পরে
ঠিক আছে, তোঁদা। বই থেকে তুই চম্বলকুমারের কথার লাইনগুলো পড় শুনি।
দিকশুল, নক্ষত্রশুল দিবা সাত, আঠাশ, সাতান্ন গতে, একি! এতো পঞ্জিকা!
চম্বলকুমার যখন তখন ছুটে বেড়াতো বিপন্নকে সাহায্য করতে, কিন্তু তুই তিথি নক্ষত্র দেখে না বেরোলে বেঘোরে মারা পড়বি!
আচ্ছা হাঁদাই তাহলে নাটের গুরু
আমি তোকে লক্ষ্য রেখেছি হাঁদা! তুই বেশ চালাক চতুর আর বেশ ছটফটে। আমি তোর জন্যে ঠিক পার্ট রেখেছি!
আমি অনুমান করতে পারি সেটা কি!
ঐ যে তোর পোষাক ওখানে রয়েছে।
আঁউক্!
আমি চম্বলকুমারের পার্টটাই করছি আর হাঁদার আমার বাহনের অর্ধেক পার্ট।
হোঃ হোঃ! হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ!
অ্যাই হাঁদা! তোর সামনের পার্টনারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চল।
ওফ্ ওফ!

হাঁদা-ভোঁদার



ম্যাজিকের খেলা





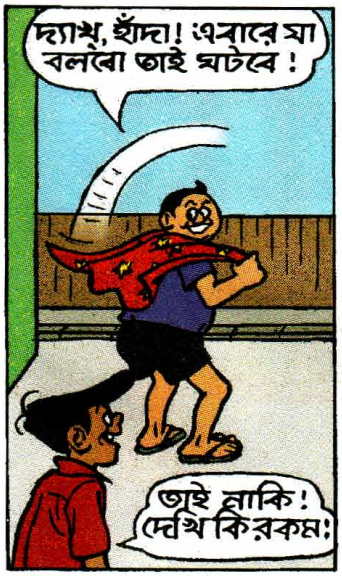












দেখি যদি তোকে শূণ্যে তুলতে পারি, গুবলে! ইড়ি মিড়ি কিড়ি কিড়ি হিঃ হুঃ হা, তুই শূণ্যে উড়ে যা!
বাঁচাও! আমি শূণ্যে ভেসে যাচ্ছি!
আঃছা! মন্ত্র কাজ করেছে— অবশ্য যদিও গুবলের ওপর নয়!
হেঃ হেঃ! তোর ম্যাজিকে যে হয় নি ভোঁদা, তা তো দেখতেই পাচ্ছিস!
তোর আঙ্গরাখাটা আমি নিলুম ভোঁদা!
এবার দেখি ঐ আঙ্গরাখাটা কি ম্যাজিকের খেলা দেখায়!
ইঁক্! এটা ম্যা-ম্যাজিক!
হাঃ হাঃ! এবার কিন্তু আঙ্গরাখাটা সত্যি ম্যাজিক দেখিয়েছে! ওর ভেতর থেকে জ্যান্ত মাছ বেরিয়েছে! একটু পরে মাছটা ভেজে খাবো!
ইঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



বুদ্ধির প্যাঁচ















F-2

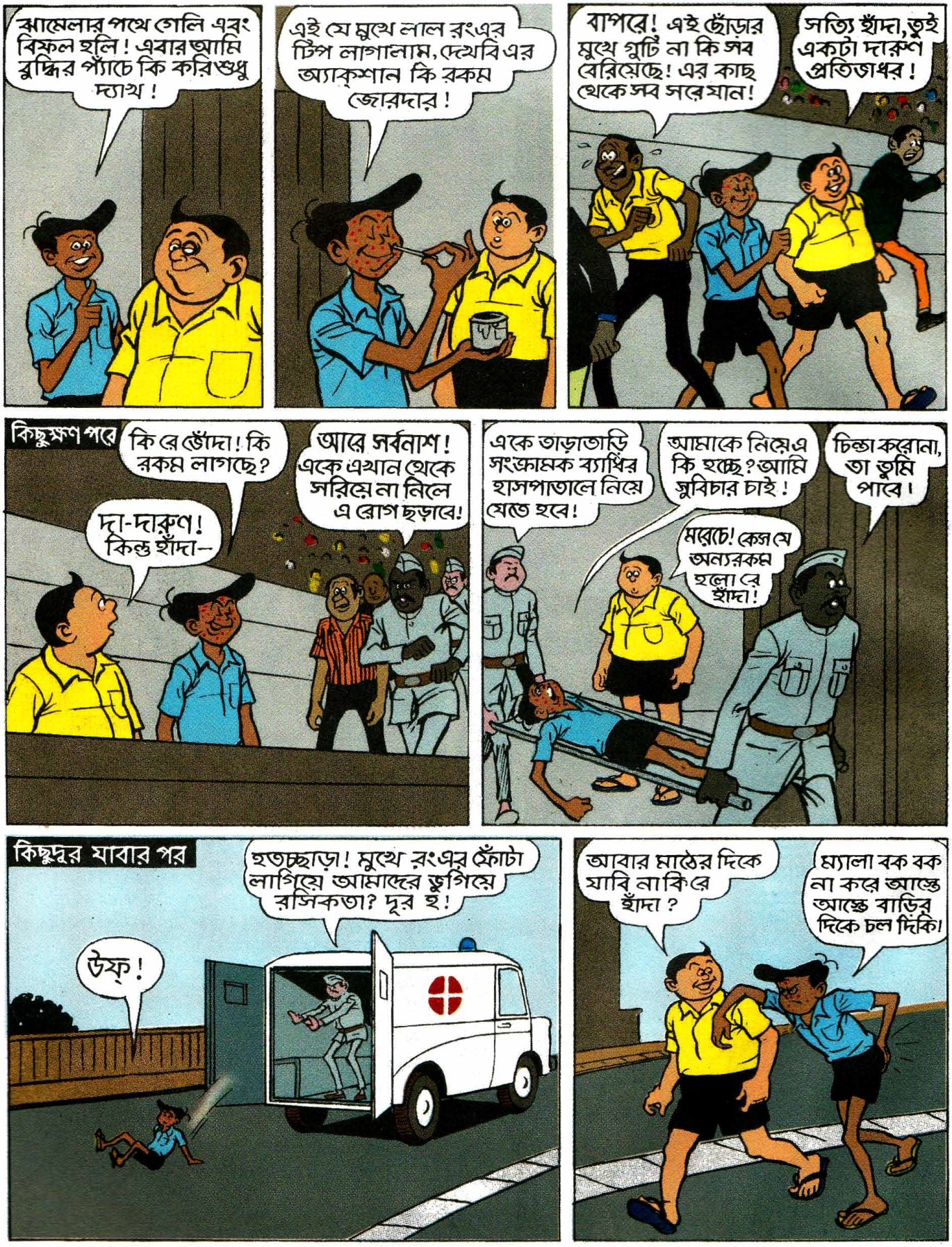
ঝামেলার পথে গেলি এবং বিফল হলি! এবার আমি বুদ্ধির প্যাঁচে কি করি শুধু দ্যাখ!
এই যে মুখে লাল রংএর টিপ লাগালাম, দেখবি এর অ্যাক্‌শান কি রকম জোরদার!
বাপরে! এই ছোঁড়ার মুখে গুটি না কি সব বেরিয়েছে! এর কাছ থেকে সব সরে যান!
সত্যি হাঁদা, তুই একটা দারুণ প্রতিভাধর!
কিছুক্ষণ পরে
কি রে ভোঁদা! কি রকম লাগছে?
দা-দারুণ! কিন্তু হাঁদা—
আরে সর্বনাশ! একে এখান থেকে সরিয়ে না নিলে এ রোগ ছড়াবে!
একে তাড়াতাড়ি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে!
আমাকে নিয়ে এ কি হচ্ছে? আমি সুবিচার চাই!
মরেচে! কেস যে অন্যরকম হলো রে হাঁদা!
চিন্তা করোনা, তা তুমি পাবে।
কিছুদূর যাবার পর
হতচ্ছাড়া! মুখে রংএর ফোঁটা লাগিয়ে আমাদের ভুগিয়ে রসিকতা? দূর হ!
উফ্!
আবার মাঠের দিকে যাবি না কি রে হাঁদা?
ম্যালা বক বক না করে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চল দিকি!

হাঁদা-ভোঁদার



জব্দ বেরা


পার্কের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার পক্ষে আজ চমৎকার দিন ভোঁদা!
তুই যথার্থই বলেছিস হাঁদা!


সবকিছু কেমন সুন্দর, শান্ত আর— ওফ্‌স্!
এই যে মাণিকজোড়! তোদের নববর্ষের অভিনন্দন জানালুম হাঃ হাঃ হাঃ!


এই সেই পাজি হুলোটার বাড়ি। আমাদের গায়ে পচা ডিম ছুঁড়ে, বাড়িতে পালিয়ে এসেছে। একবার দরজা খুলে বেরোলেই হয়!
তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাস না ভোঁদা!


দরজা খুলতেই
এই দ্যাখ ছুঁচো, আমাদের গায়ে পচা ডিম ছোঁড়ার মজা!
ওরে না!


তুই আমাকে একটা দিয়েছিস, আমি তাকে আধডজন দিলুম!
হতভাগা রং মাখার করেছে। এ হুলোর দাদা ভুলো!


ঠিক আছে, ওকে জব্দ করার ভার আমি নিলুম। তুই আমাকে এক বালতি জল এনে দে, তারপর দ্যাখ কত্তা সহজে শয়তানটাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিই!
আচ্ছা এনে দিচ্ছি।


জল অনেক নীচে রে হাঁদা! আমার হাত পৌঁচ্ছোচ্ছে না!
ওরে ভোঁদা, দাঁড়া, থাম!

হাঁদা-ভোঁদার

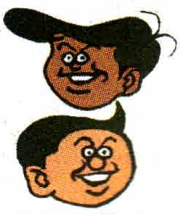

জব্দ করা


পার্কের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার পক্ষে আজ চমৎকার দিন ভোঁদা!
তুই যথার্থই বলেছিস হাঁদা!


সবকিছু কেমন সুন্দর, শান্ত আর— ওফ্‌স্!
এই যে মাণিকজোড়! তোদের নববর্ষের অভিনন্দন জানালুম হাঃ হাঃ হাঃ!


এই সেই পাজি হুলোটার বাড়ি। আমাদের গায়ে পচা ডিম ছুঁড়ে, বাড়িতে পালিয়ে এসেছে। একবার দরজা খুলে বেরোলেই হয়!
তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাস না ভোঁদা!


দরজা খুলতেই
এই দ্যাখ ছুঁচো, আমাদের গায়ে পচা ডিম ছোঁড়ার মজা!
ওরে না!


তুই আমাকে একটা দিয়েছিস, আমি তোকে আধডজন দিলুম!
হতভাগা রং নাম্বার করেছে। এ হুলোর দাদা ডুলো!


ঠিক আছে, ওকে জব্দ করার ভার আমি নিলুম। তুই আমাকে এক বালতি জল এনে দে, তারপর দ্যাখ কতো সহজে শয়তানটাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিই!
আচ্ছা এনে দিচ্ছি।


জল অনেক নীচে রে হাঁদা! আমার হাত পৌঁচ্ছোচ্ছে না!
ওরে ভোঁদা, দাঁড়া, থাম!


আগহ্ ! গ্লার্ড্!
নাঃ, পড়েছে !
চেহারার মতো তোর বুদ্ধিটাও হয়ে যাচ্ছে হাঁদা ! তোকে নদী থেকে জল আনতে বলিনি। এই দেয়ালেই কল রয়েছে।
ইস, দেখতেই পাইনি !
দ্যাখ ভোঁদা ! ছুঁচোটা এসে যেমনি পার্শেলটা তুলবে, অমনি হবে জিজে ঢোল !
হিঃ হিঃ !
আরে ! একটা পার্শেল মাটিতে পড়ে ! আশ্চর্য ! কে এটা ফেলে গেলো ?
আমি বরঞ্চ এটা তুলে নিয়ে হারানো প্রাপ্তি আফিসে জমা দিয়ে আসি।
ইয়োল্ক্!
মরেচে ! আমি ওটা করিনি সিপাইজী ! অপকর্মকারীরা ওখানে লুকিয়ে বসে আছে দেখুন !
হাঁদা, চট করে ওকে জব্দ করে সহজে আমাদের রক্ষা পাবার উপায় বের কর !
কিরে হাঁদা—তোর বুদ্ধির স্টক খালি হয়ে গেলো নাকি ? অলরেডি আমরা আধঘন্টা ধরে ছুটছি। একটা কিছু ছাড় !
ছাড়বার টাইম নেই। স্রেফ পায়ের কাজ চালিয়ে যা।

হাঁদা-ভোঁদার



বল ভাগ


তোদের জুটি কোন কম্মের নয়! ছ'গোল দিতে দিলি,আবার তিনটে পেনাল্টি!
ছ'টার দুটো তো তোর সেমসাইডে!


তোদের আর আমার টীমে খেলতে নেবো না!
ঠিক আছে! কিন্তু ঐ বলে আমাদেরও শেয়ার আছে– তাই আমরা ওটা চাই!


আমাদের দে!
না! দেবো না!
ধমাস!
ধাঁই!
গদাম!


একজন চামড়ার খোলটা পেয়েছে, আর একজন ব্লাডার! আর আমার হাতে রয়েছে ফিতেটা!
হোঃ! হোঃ! আমরা জিতেছি!


পরে
ঐ যে ভোঁদা, ব্লাডারে জল পুরে বোধহয় ছোঁড়াটাকে ভেজাবার তালে আছে! ভোঁদাকেই আমি ভিজিয়ে দি!


হোঃ হোঃ! গুলতি থেকে ছোঁড়া পেরেকটাই এই ম্যাজিক ঘটালো!
আহ্!


নে ভোঁদা! আমার ভাগের লেজটা তোকে দান করলুম!


তারপর
এই যে সেই অন্য ছেলেটা!
ভেতরে কাগজ পুরে নিয়েছি– কাজেই এতে কাঁচ ভাঙবে না!
এবার আমি একটা লাথি মেরে দেখি!
আমার শটের জোর দেখেছিস? এই বল দিয়েও কাঁচ ভাঙলুম!
ঝন্‌ন্‌ন্‌!
এবার এখান থেকে যাবার সময় হয়েছে!
তুই আমার সার্শির কাঁচ ভেঙেছিস? এদিকে আয়!
আমি ভাঙিনি!
কি রে ভোঁদা, তুই আমার দেওয়া বলের ঐ স্মৃতিচিহ্ন নিয়েই ঘুরছিস দেখছি?
হ্যাঁ, ঘুরছি, তাতে কি হয়েছে?
আমার গাড়ির ফ্যান বেল্ট ছিঁড়ে গেছে ভোঁদা! তোমার ঐ চামড়ার লেসটা যদি দাও, তাহলে বাড়ি পৌঁছবার মতো ব্যবস্থা করতে পারি। অবশ্য তার জন্যে পাঁচ টাকা দেবো!
পাঁচ টাকা! নিশ্চয় দেবো!
অ্যাঁঃ!
আঃ! এই আইসক্রীমটা সত্যি বড় ভালো রে ভাঁদা! ভাগ্যিস লেসটা দিয়েছিলি!
হুঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

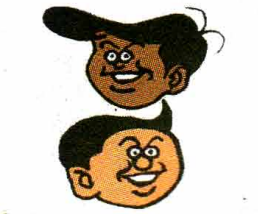

বুদ্ধির প্যাঁচ


















পরে
ঐ দ্যাখ ভোঁদা! বল্টুর সাইকেল। আমিও নাট টিলে করে দিচ্ছি, তবে বল্টুর নয় ওর সাইকেলের।
দ্যাখ, এবারে ছুঁচোটা আমাদের বা অন্য কাউকে আর চাপা দিতে পারবে না।
সত্যি, দারুণ একখানা প্যাঁচ কসিয়েছিস।
সেই সময়
ঘোঁতাদা, তুমি আগামী বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগীতায় যোগ দিতে যাবার জন্যে প্র্যাক্‌টিস্ করতে যাওয়ার আগে আমাকে তোমার সাইকেলটা দিয়েছিলে, ওরা তার অবস্থা কি করেছে দ্যাখো!
না, না!
ধরতে পারলে দুটোকে একসঙ্গে গিঁঠ বেঁধে দেবো।
শিগগির একটা প্যাঁচ বের কর হাঁদা!
ইস্কুলই একমাত্র জায়গা যেখানে ও ঢুকে কিছু করতে পারবে না।
এই যে মাণিকজোড়! তোমাদেরই চাইছিলাম।
চিন্তা করছিলাম যে বুনো হাঁসের পেছনে ছুটিয়েছে কে! এখন বুঝছি একটি রত্নই এই ইস্কুলে আছে, যার মাথায় এই সব বুদ্ধি বোঝাই।
তাই তোর বুদ্ধির বোঝাটা একটু হালকা করে দেওয়া প্রয়োজন।
হালকা হবার আগে শিগগির একটা বুদ্ধির প্যাঁচ কসে দে হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার

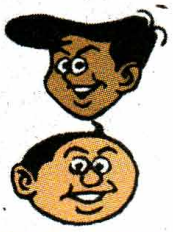

বীজার কাহিনী

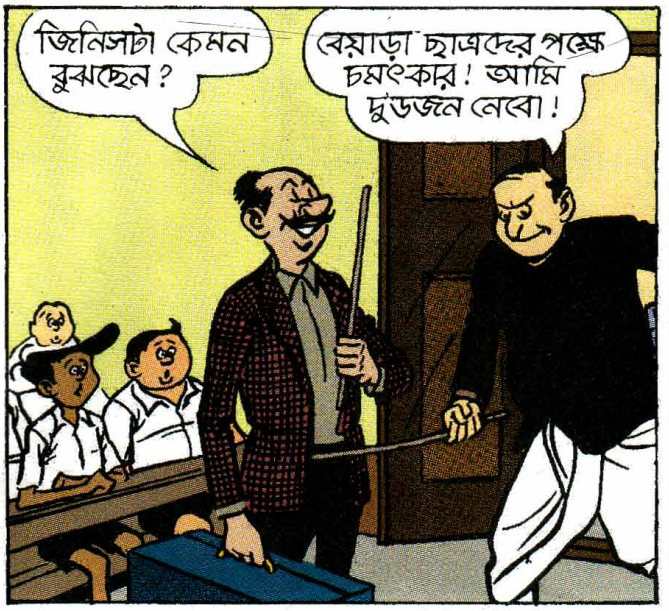













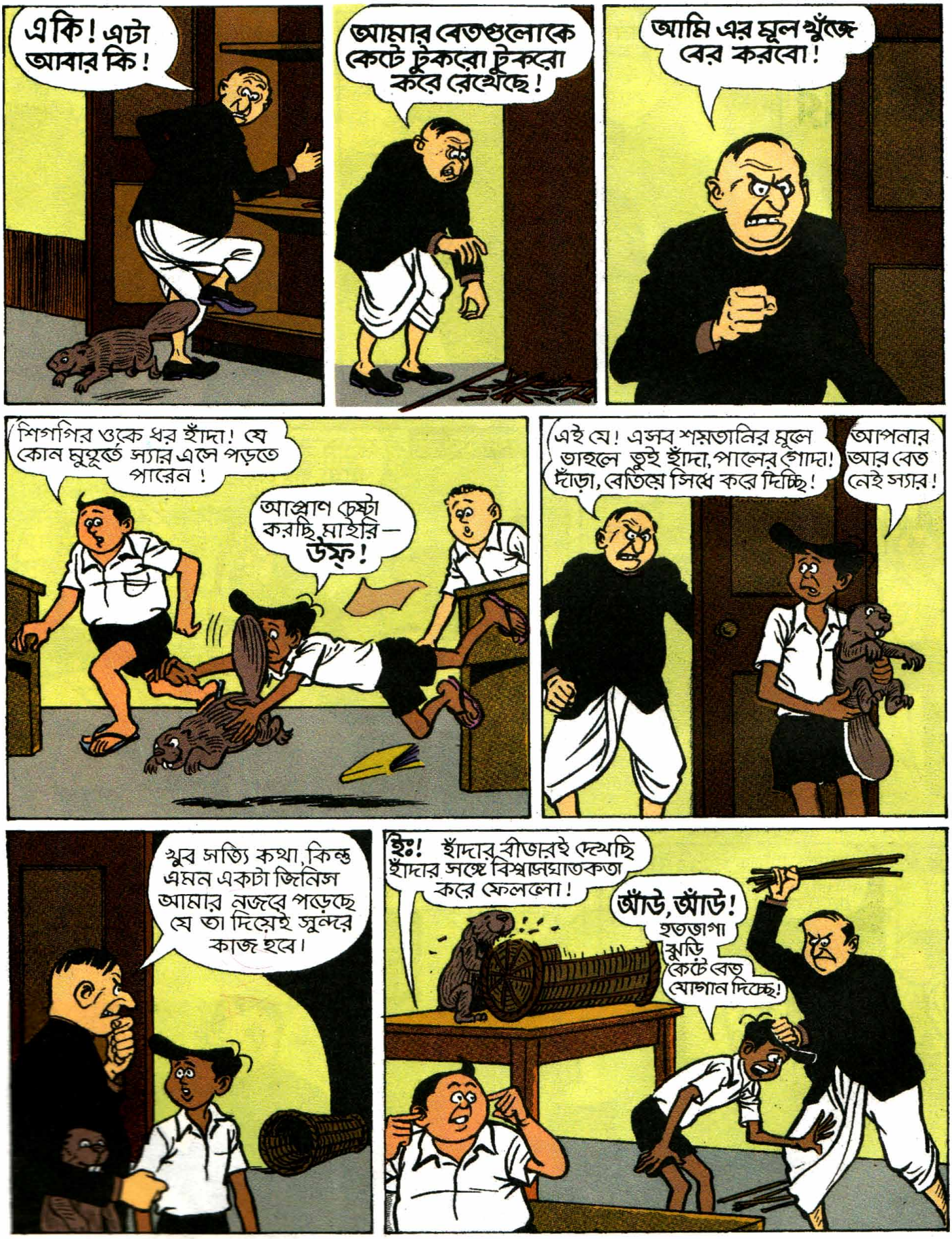
একি! এটা আবার কি!
আমার বেতগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখেছে!
আমি এর মূল খুঁজে বের করবো!
শিগগির ওকে ধর হাঁদা! যে কোন মুহূর্তে স্যার এসে পড়তে পারেন!
আপ্রাণ চেষ্টা করছি, মাইরি— উফ্!
এই যে! এসব শয়তানির মূলে তাহলে তুই হাঁদা, পালের গোদা! দাঁড়া, বেতিয়ে সিধে করে দিচ্ছি!
আপনার আর বেত নেই স্যার!
খুব সত্যি কথা, কিন্তু এমন একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছে যে তা দিয়েই সুন্দরে কাজ হবে।
ইঃ! হাঁদার বীজারই দেখেছি হাঁদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললো!
আঁউ, আঁউ! হতভাগা ঝুড়ি কেটে বেত যোগান দিচ্ছে!

হাঁদা-ভোঁদার

নয়া ফ্যাসাদ




















হাঁদা-আ!
ওরফ! আবার কর্নেল গোবরা!
আমাকে ছুটে পালাতে হবে— ইরক্! কর্নেল গোবরার ভয়ে পালাতে গিয়ে নিজেরই ফ্যালা কলার খোসায় পা হড়কে আমার থোবড়া ভেঙে গেলো!
হিঃহিঃ! এ আদপেই কর্নেল গোবরা নয়! উনি আমাকে এটা দিয়ে বলেছেন তোকে অনুসরণ করতে!
ভোঁদা! তুইও শেষে দলত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিস!
পরে
দুত্তোর! কর্নেলের দাপটে আজ কোন মজাই করতে পারছি না। এবার এই এক ব্যাগ ভুসো কালি দিয়ে দেখি কিছু মজা করা যায় কিনা!
এযে শুভশীল যাচ্ছে। লক্ষ্য করো একমিনিটেই ওর নামের মানে পাল্টে দিচ্ছি!
হাঁদা-আ
তাহলে দলছুট ভোঁদা চোঙা নিয়ে এখনো আমার পেছনে ঘুরছে!
এই যে! এটা তোর হাঁক ডাক বন্ধ করে দেবে।
থ্যাল!
আরফ্স্!
গরর! এটা তাহলে তোরই কারসাজি, এ্যাঁ!
অ্যাই মরেচে! এযে কর্নেল গোবরাজী!
হতচ্ছাড়া মর্কট! আমাকে কালিমালিপ্ত করা! ধরলে তোকে তেপের মুখে উড়িয়ে দেবো!

হাঁদা-ভোঁদার

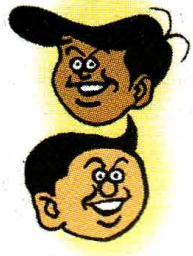

খেলনা ইঁট

খেলাঘর তৈরির ইঁট দিয়ে কি করছিস রে, ভোঁদা? বাড়ি তৈরির খেলা খেলছিস?

হ্যাঁ, কিন্তু তুই এখানে কেন?

আমিও খেলতে এসেছি। দে ইঁটগুলি আমাকে দে, দ্যাখ, আমি কেমন চমৎকার সব বানাতে পারি।

আরে, আরে! এটা কি হচ্ছে?

দ্যাখ! আমি কেমন সিঁড়ি তৈরি করেছি, এখন আমি অনায়াসে পুডিংটায় হাত লাগাতে পারি।

পেয়েছি এটা!

আমি বল গড়িয়ে লক্ষ্যবস্তুতে লাগাবার খেলা খেলি!

আঁইইই!

হোঃ হোঃ! তোর উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে।

গরর! এই সাড়াশব্দে এখুনি পিসেমশাই ছুটে আসবে। তার আগেই এগুলো নিয়ে কেটে পড়ি।

পরে বাইরে

অ্যাই, হাঁদা! তুই আমার ইঁটগুলি ফিরিয়ে দে!

ঘাবড়াচ্ছিস কেন! এগুলো আমার গুলতির দারুণ গুলির কাজ করছে-


এবার তুই তোর ইঁট ফিরে পাচ্ছিস ভোঁদা-কিন্তু চোট পেতে না চাইলে ছোট!
পরে
তোর ইঁট দিয়ে আমি ক্রিকেট উইকেট বানিয়েছি। আমাকে বল করবি আয়, ভোঁদা!
গর্‌র্‌! আমি আমার ইঁটগুলি ফেরত চাই।
আরিব্বাস! কি দুর্দান্ত একখানা হিট!
উফ্!
আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি-
উর্‌র্‌ফ্!
ধড়াম!
আমি সব দেখেছি, আমার দেয়াল ভাঙার জন্যে তুইই দায়ী।
এবার এটা তোকে আবার তৈরি করে দিতে হবে।
হিঃহিঃ! খেলার জন্যে এবার হাঁদা নিজের ইঁট পেয়ে গেছে। এবার আমি আমারটা দিয়ে মজা করে খেলি।
ব্রুফস্!

হাঁদা-ভোঁদার



যন্ত্র নির্মাণ


















তোর বন্ধু হাঁদা যে দলে ভিড়েছে সেই পেটো মস্তানের ক্লাবে আমরা হামলা করবো। এর জন্যে একটা সাঁজোয়া গাড়ি বানাতে তুই আমাদের সাহায্য করবি!
পরে
এটা প্রায় মোটামুটি তৈরি!
ঠিক আছে, ভোঁদা! তবে এটা সঠিক হয়েছে কিনা সেটা প্রমাণের জন্যে তোকে আমাদের সঙ্গে হামলায় যেতে হবে!
কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই না।
ভেতরে ঢুকে এঁটে বসে থাক!
আমরা একেবারে সোজা পেটো মস্তানের আখড়ার দিকে যাচ্ছি, গুলেদা!
সঠিক নিশানা!
ধড়াম!
ওরে বাবা রে! এটা কি হলো রে!
হুঁয়ুফ!
এই এটা হজম কর! আঁউরফ্‌স্!
ঘপাৎ!
ওয়াহ্!
ওউফ্!
অ্যাই মরেচে! দুটো গ্যাংই দেখছি পরস্পরকে ল্যাং মেরে বেহুঁশ করে দিয়েছে!
আমাকে তুলে নিয়ে যা, ভোঁদা!
ঠিক আছে, আমি যে সমস্ত কাম করে দিয়েছি তার দাম হিসেবে আমি এই শুকতারার গাদাটা নিয়ে নিচ্ছি!
দুর্দান্ত! রাত্রে এতো শুকতারা পড়ার জন্যে আমার এই নতুন আলো একেবারে সঠিক জিনিস!

হাঁদা-ভোঁদার



ক্লে পিজিয়ন

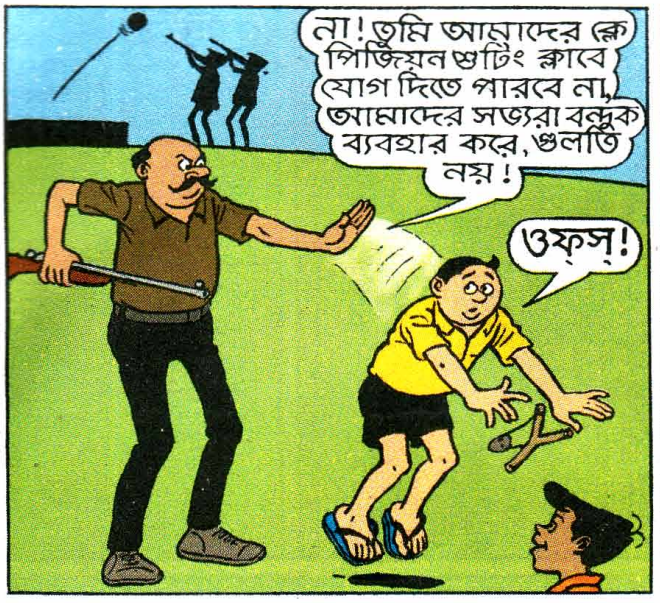



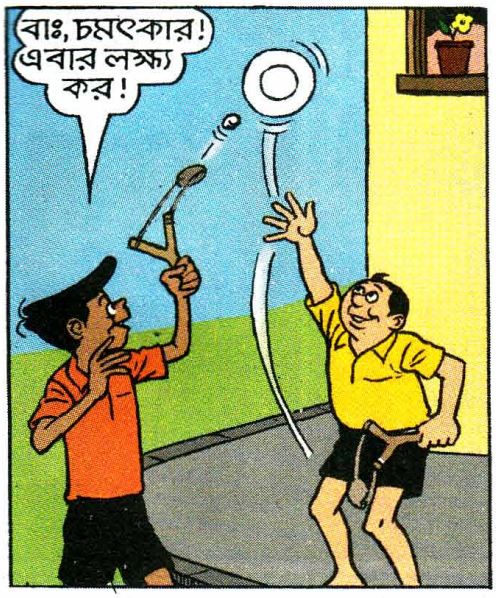





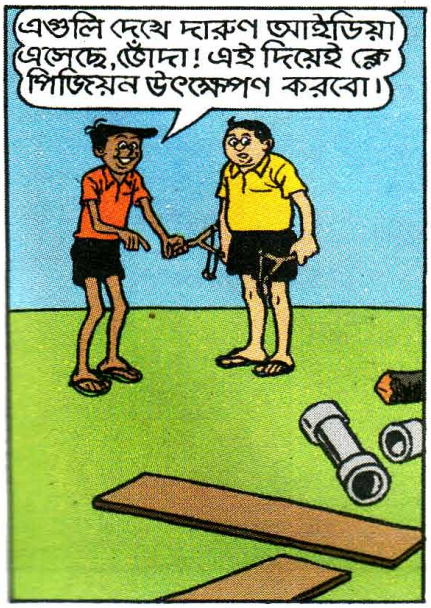

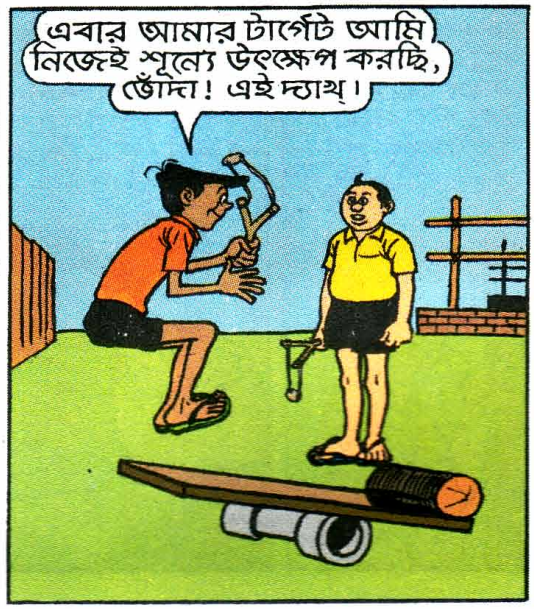




তুই এতো জোরে ঝাঁপালি যে তোর ক্লে পিজিয়ন বেড়ার ওপাশে চলে গেলো হাঁদা!
মালকড়ি কি আছে ছাড়ুন, ঝটপট!
বাবা রে! গেছি রে!
তোর ক্লে পিজিয়নকে তুই লাগাতে পারিসনি হাঁদা! কিন্তু তোর ক্লে পিজিয়ন কাউকে ঠিক লাগিয়েছে।
তোমাদের মধ্যে কে কাঠের গুঁড়ি ছুঁড়ে চোট লাগিয়েছে?
এই যে, জোঁদা ছুঁড়েছে।
চমৎকার করেছো! এই ছিনতাইবাজটার হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছো, জোঁদা! তার পুরস্কার স্বরূপ—
এই হাজার টাকা তোমাকে দিলাম। তুমি তোমার খুশীমতো কিছু কিনো।
খুবই খুশীর সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ!
হিঃ হিঃ! এবার আমি আমার শুটিং প্র্যাকটিসের জন্যে নিজের পছন্দমতো ক্লে পিজিয়ন রেঞ্জ পেয়েছি! আর যা টাকা আছে তাই দিয়ে কয়েকদিন মেলায় এই খেলা খেলতে পারবো, হাঁদা!
শুটিং রেঞ্জ
খ্যাঁক্!

হাঁদা-ভোঁদার স্কুল ফাঁকি




এই যে, হাঁদা-ভোঁদা!
ইনি আমার বন্ধুস্থানীয় আমাদের এখানে এখন থাকবেন।
হায়!


ভোঁদা স্কুলে গেলো, এবার তুমি যাবে তো?
মাথা খারাপ! আমি যাবো মাছ ধরতে! আপনি আসতে চান?
হ্যাঁ চাই, চলো।


সেই মতো
ওই তো চমৎকার পিছলের জায়গা ওখানে।
যদি জলার মালিক এসে পড়ে তখন আমরা কি করবো?
দেখতেই পাবেন!


একটাকে ধরেছি! উররুপ!


অ্যাই!
মরেচে! জলার মালিক এসে পড়েছে! কুছপরোয়া নেই, চলে আসুন, আমি এবার আপনাকে আমার পালাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।


আমিও ওদের পিছনে দোলা খেয়ে যাবো!
কিছু লোকের মধ্যে একমাত্র আমিই সেই লোক যে এই দড়ির কথা জানে-আর সেই কারণেই আমি কখনো ধরা পড়িনি!


হ্যাচ্চঃ
হোঃ হোঃ! উনি সঠিক দড়ি চেনেন না! এখানে মাত্র দুটো দড়িই নিরাপদ!
ঝপাস!

যখন তুমি মাছ ধরতে পারবে না তখন তুমি কি করবে?

ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবো। চলে আসুন আপনাকে দেখাচ্ছি।

গোপন পথ দিয়ে আমি আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবো। দেখুন এটা একটা আলগা তক্তা...

হুম্‌ম্‌... দেখছি!

ফুটবল ম্যা
ফুটবাগান
বনাম
মোহনবে

অ্যাই! দেখো, পুলিশ!

মরেছে! ওঁকে অবশ্যই আমার গোপন পথ জানতে দেওয়া হবে না!

বাঁচতে চান তো পালান!

স্কুল

পুলিশটাকে আমরা ঝেড়ে ফেলেছি। এখন ছুটির সময় হয়েছে, এবার আমি চুপি চুপি স্কুলে ঢুকবো। আসুন আমি আপনাকে দেখাবো আমি এটা কি করে করি!

আমি কখনোই কাউকে এই পিছনের জানালা দিয়ে ভিতরে ঢোকা দেখাইনি! আলবিদা! আমার মনে হয় আপনার কাজের জন্যে আপনাকে যেতে হবে?

মোটেই না! তুমি দ্যাখো আমি কাজই করছি—আর আমি খুবই আনন্দিত যে তুমি তোমার গোপনীয় সবকিছু আমাকে জানতে দিয়েছো!

আমি হচ্ছি নয়া স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলে ধরিয়ে!

হাঁদা-ভোঁদার



ঘণ্টা বাঁধা


পড়শীদের হতচ্ছাড়া বেড়ালটা দুদিন আমাদের মাছ নিয়ে পালালো। এর একটা ব্যবস্থা কর, ভোঁদা!
এ ওর কম্ম নয়, পিসি। ওর ব্যবস্থা আমি করছি! ওর গলায় আমি ঘণ্টা বেঁধে দেবো। তাহলে ও এলেই তুমি সাবধান হতে পারবে!


হাঁদা একটা ফাঁদ পাতলো
সংরক্ষিত এই মরা তোতাটাকে দেখে বেড়ালটা ওকে জ্যান্ত ভেবে ওটাকে ধরার চেষ্টা করবে—তখন আমি ওটাকে পাকড়াও করবো!


কিন্তু
খ্যাঁওয়াচ! এর আগে আমি কখনো এরকম কদাকার পাখি দেখিনি। এটা নি-নির্ঘাত একটা শকুনি হবে!
হুর্‌ক্!
কিসের শব্দ? কিছু একটা বেড়ালটাকে ঘাবড়ে দিয়েছে!
দমাস!


তোতাটা চালা থেকে পড়ে গেলো
গেছিরে!


এটা যদি তোদের তোতা হয় হতচ্ছাড়ারা, তবে ওটা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি—এই নে!
খুব বেঁচে গেছি! মাথায় ঐ ঠোঁটের চোট খেলে দেখতে হতো না!


হাঁদা অন্য কৌশল খাটালো
দ্যাখ্, ভোঁদা! এবার এই পুতুল পাপিয়াটা ঐ বেড়ালটাকে নির্ঘাত আকর্ষণ করবে।
?
পিউ!
পিউ!


মুদিখানা
অ্যাঃ! বেড়ালের বদলে তুই কিছু হাঁসকে আকর্ষণ করেছিস, হাঁদা। আর ওরা মুদিখানার গমের থোলা বস্তা দেখতে পেয়েছে!
প্যাঁক্!
প্যাঁক!


মুদিখানা
গরর! তোকে ধরার টাইম নেই, হাঁদা। নাহলে-
বেড়ালের বদলে এবারে একঝাঁক হাঁস এসে গেলো, হাঁদা! দোকানের মালিক এখন হাঁস তাড়াতে ব্যস্ত থাকবে। এই তালে চল কেটে পড়ি!


পরে আবার নয়া কৌশল
আল্লুস্! বেড়ালটা যখন মাছ ধরার জন্যে লাফ মারবে তখন ঐ কাগজের মধ্যে দিয়ে ঐ পিপেটার ভিতরে গিয়ে পড়বে।
কিন্তু
তোর শিকার বেড়ালটা যেন বিকার গ্রস্ত হয়ে যাতা করে যাচ্ছে হাঁদা! ভেতরে পড়ার বদলে কানায় লাফিয়ে পিপেটাকেই কাত করে ফেলে দিলো।
উওফ্! এটা গড়িয়ে চলে যাচ্ছে রে, ভোঁদা! এটাকে আমি ধরতে পারছি না!
আরে, আরে! সাবধান মশাইরা
ইস্!
ইর্ক্!
ওয়াহ!
বাঁচাও! হে-য়েল্প!
গর্র্! হতভাগাটার পিছু নিন!
লোহার জিনিসের দোকান
ওরে বাবা! আমি এই দোকানটায় ঢুকে পড়ি।
আমি আর তোর সঙ্গে থাকতে ভরসা পাচ্ছি না হাঁদা! কাজেই—
ওপস্! ইয়োফ্!
রং আর যন্ত্রপাতি
ঘণ্টা
দমাস!
বাড়িতে
হাঁদা এলি না কি? তুই কায়দা করে বেড়ালটার গলায় ঘণ্টা বাঁধতে পেরেছিস, তো?
না! কিন্তু ও নিজেকে নিজেই ঘণ্টা পরিয়েছে! আর আমরা আশা করবো ও এভাবেই থাকবে—তাহলে ওর দ্বারা কোন ক্ষতি হবার আগেই ঘণ্টার শব্দে সাবধান হতে পারবো।
!
বেড়ালের বদলে ও নিজেই ঘণ্টা পরেছে, পিসি। হিঃহিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



ছিনতাই রেজিমেন্ট
















হুররে! সেনা জীবন কি দুর্দান্ত, ভোঁদা!
বেকারি
ছ্যাংবেকারি
ছ্যাংয়ের বেকারি
বেকারির ভ্যানটা দেখেছিস? এবার কম্যান্ডোরেইড করতে হবে!
উলস্! কি দারুণ পছন্দসই সব কেক!
বাঁচাও! আমরা ফাঁদে আটকেছি!
দড়াম!
ক্লিক!
অ্যাই মরেচে! ভ্যানটা যে চলতে শুরু করলো রে সার্জেন্ট হাঁদা!
আমরা শেষ পর্যন্ত খেমেছি— ওঁক্!
খাবারের সঙ্গে আমরা এখানে কি পাচ্ছি? এক গোছা খাবার ছিনতাইকারী!
আচ্ছা, তোরা বালসেনারা মনোরম খাবার পছন্দ করিস, তাই না? ঠিক আছে, তোদের জন্যে আমি একটা কাজ ঠিক করেছি—
লেফট্, রাইট্, লেফট্ রাইট্!
রান্নাঘর
তোরা আলুর খোসা ছাড়াবি, ঘুটে কাস্টার্ড মেশাবি, আর সব্জী ধুয়ে রাখবি!
আই বাপ! কে বলেছে যে সৈন্য হিসেবে লাইফ নাকি দুর্দান্ত?
তুই, তুই বলেছিস বেল্লিক!

হাঁদা-ভোঁদার



কর্মোদ্যম














উফস! এখানে এই পাথরটা রাখলো কোন উজবুক!
যাঃ! আমার থেকেও বেরিয়ে গেলো!
গেছি রে!
হুঁয়ুফ্!
মরেচে! এখুনি এখান থেকে পালিয়ে চল, ভোঁদা!
সে আর তোকে বলতে হবে না। হাতে পেলে নগদ মাল দেওয়ার বদলে গায়ের ছাল তুলে নেবে!
উফ ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে গেছে! ওঃ, তুই আছাড় খেয়েই তো সব গুবলেট করে ফেললি।
ঐ পাথরটাই যতো নষ্টের মূলে। তবে নিরাশ হবার কারণ নেই, উদ্যম হারাবি না। উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ!
ইরক্!
দ্য গ্রেট বুলেট সার্কাস
মরেচে! এখানেও পাথরে হোঁচট, এবার খোদ বুলেট সার্কাসের প্রচারের দুঁচাকার গাড়ি।
ইস্! লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে! আমি ওর হয়ে উটপাখিটা সার্কাসে ফিরিয়ে দিয়ে আসি!

হাঁদা-ভোঁদার



ডুব সাঁতার


এই প্রতিযোগিতায় আমার যোগ দেওয়ার খুব ইচ্ছে, কিন্তু আমার মাছ ধরার কোন জিনিসই নেই!
মাছ ধরা প্রতিযোগিতা দারুণ পুরস্কার


আঃহা! আমি ভোঁদার সরঞ্জাম ধার নিতে পারি!
বেল


অ্যাই, ভোঁদা! এর মধ্যে কিরে? অ্যাঃ! কৌটো ভর্তি পাক খাওয়া কেঁচো!
আরেঃ! আমায় দেতে দে, হাঁদা!


এগুলো মাছের পেছনে নষ্ট করা অবিবেচনার কাজ। আমি সবথেকে ভালো এগুলোর ব্যবহার জানি।
অ্যাঁঃ?


ইয়্যাহ্! নোংরা পোকাগুলো পিড়পিড়ে
একটা পোকা এখনো তোর মাথায় রয়েছে, ভোঁদা!


ওটা তাড়াবার একটাই উপায় আছে, ভোঁদা।
আরেঃ?


আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি! পিছন দিকে হাঁট!
অ্যাঃ? এ-এ আবার কি হচ্ছে?


এই যে! এবার ওগুলি চলে যাবে, ভোঁদা!


হাঃ হাঃ! আমি এখন শুধু একটাই গোদা পোকা দেখতে পাচ্ছি, সেটা তুই, ভোঁদা!
বাহ! আমাকে এখন গিয়ে ভিজে জামা প্যান্ট পালটাতে হবে!
সেটাই ঠিক, ভোঁদা। তুই গিয়ে ভিজে কাপড়-চোপড় ছাড় আর আমি এদিকে তোর মাছ ধরার সরঞ্জামের ওপর নজর রাখি!
কিছু পরে
মাছ ধরার যন্ত্রপাতি হাতাবার জন্যে ও আমার গায়ে পোকা দিয়ে নির্যাতন চালিয়েছিলো। এবার আমি ওকে কীট দিয়ে টিট করবো!
হেঃ হেঃ! একটুখানি সিরাপের জলই কাজটা করে দেবে!
ওওঃ! চুলকোচ্ছে! – ইঁক! আমাকে পিঁপড়ে ধরেছে!
গেছিরে! এগুলি আমাকে পাগল করে তুলেছে!
এগুলি তাড়াবার একটাই উপায় আছে, হাঁদা।
উপায়টা ঠিক ধরেছিস দেখছি, হেঃ হেঃ!
হতভাগা, পাজী! এদিকের সব মাছগুলো তাড়ালি!
উঠে আয় তারপর তোকে দেখাচ্ছি!
হেঃ হেঃ! এবার তুমি ডুবসাঁতার দিয়ে মৎস্যধরো বৎস, হাঁদু!

হাঁদা-ভোঁদার

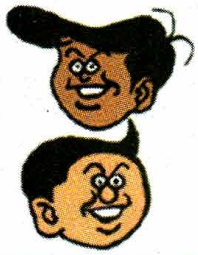

লুকোনো বিপদ
















বাপ রে! গেছি রে!
এই সেই বিপদ, যা তোকে বলেছিলাম!
হিঃ হিঃ! এবার দেখে নে, জোঁদা!
এই সি-সএর মধ্যেও বিপদ কম নেই, হাঁদা!
ঠিক বলেছিস, জোঁদা! সেটা আমিই তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি!
এই তুই শূন্যে উঠে যাচ্ছিস, জোঁদা!
না, যাচ্ছি না! আমি এই নোংরা ফেলার জায়গাটাকে আমার পেছনে সি-সএর সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলাম!
কিন্তু আমি তো এটার মধ্যে কোন লুকোনো বিপদ দেখছি না, জোঁদা!
ভাবনার কিছু নেই, হাঁদা! খুব শিগগিরই সেটা তুই টের পাবি!
আমার সাফ করা পার্কে আবার নোংরা ছিটোনো, অ্যাঁঃ!
ইয়াহ্!
হাঃহাঃ! লুকোনো বিপদ পার্কের রক্ষণাবেক্ষণকারীকে ক্ষুব্ধ করেছে, হাঁদা! তার প্রতিক্রিয়া তুই নিশ্চয় টের পাচ্ছিস!
বড্ড ছুঁচোলো – ইঁয়ারক!
কোন কথা নয়! সাফাই করা চালিয়ে যাও! সমস্ত পার্কটা জঞ্জালমুক্ত করে তবে রেহাই!

হাঁদা-ভোঁদার



কৌতুক উৎপীড়ন







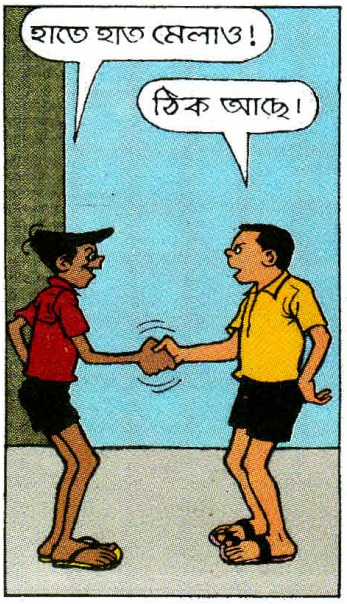







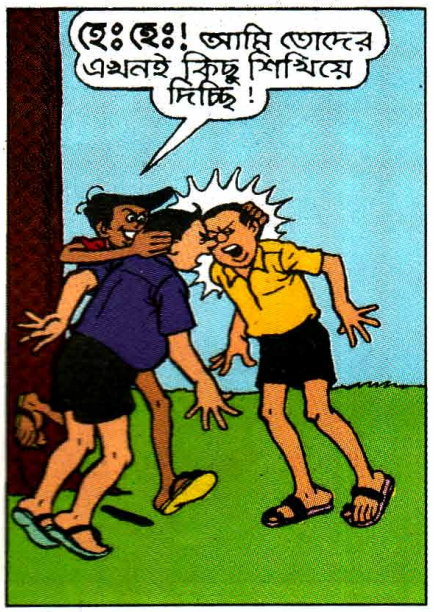


ঠিক আছে, হাঁদা! আমাদের ওপর এই উৎপীড়নের শোধ আমরা নেবো।
পরে
এই যে, হাঁদা! বুঁচে বলেছে বেলা দু'টোর সময় পার্কে ও তোকে জুডোর প্যাঁচ দেখিয়ে দেবে।
চমৎকার! আমি যাবো!
পার্কে
ঐতো, বুঁচে!
তোকে সাবধান করে দিচ্ছি— আমি কিন্তু তুরন্ত শিখনেওয়ালা! ঝট করে শিখে ফট করে তোর ওপরেই হয়তো লাগিয়ে দিতে পারি।
তাই বুঝি?
ঠিক আছে, ভোঁদা— টানো!
অ্যাঁহ! এটা হচ্ছেটা কি?
ঠিক আছে, বুঁচে!
বাঁচাও! আমাকে নীচে নামাও!
দারুণ, বুঁচে! এবার আমরা দড়িটাকে গুঁড়িটাতে বেড় দিয়ে বাঁধবো যাতে ও ঠিক ওখানেই ঝুলে থাকে!
ওওহ্! আআহ্! হোঃ হোঃ! হাঃ হাঃ! দয়া করে থামা!
এবার আমরা যেটা হাঁদার ওপর প্রয়োগ করছি এটা কি, বুঁচে?
এটা হলো চৈনিক উৎপীড়ন, হিঃ হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

ছাতা কাহিনী













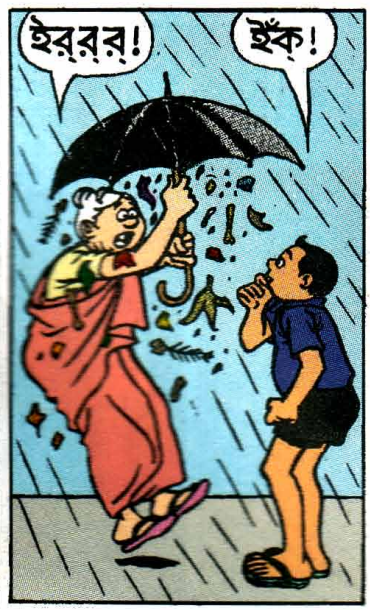





F-4


পরে
হাঁদাটা এখুনি আবার ফিরবে! এই ছাতা দিয়ে আমি ওর মাথা মেরামত করবো!
সহসা
চোর! থামাও!
মরেচে! চোর! আমি ওকে ছাতা দিয়ে লেঙ্গি লাগাবো!
গেছিরে-বাঁচাও!
ধরেছি! এইরে! এযে পিসেমশাইয়ের উকিলবাবু!
গরর! পাজি, বাঁদর! তাড়া রয়েছে, আর তোর জন্যে আমি এই বাসটা ধরতে পারলুম না!
উফ্!
হোঃহোঃ! আবার তোকে বোকা বানিয়েছি, ভোঁদা! 'চোর থামাও' বলে আমিই চেঁচিয়েছিলাম!
হাঁদাকে শিক্ষা দিতে তুই আমাকে একটু সাহায্য করবি বচা?
নিশ্চয়ই ভোঁদুদা!
সেই মতো
এই যে, হাঁদুদা! আমার এই গাড়িতে চড়ে ঢালুপথে একবার গড়িয়ে নামো-দিকি! দেখবে কি দারুণ মজা!
ঠিক আছে, চড়বো!
বাঁচাও! আমি চাকা ঘোরাতে পারছি না!
হোঃহোঃ! কারণ আমি চাকা আটকে দিয়েছি!
দেখে মশাই - অ্যাই মরেচে! পিসেমশাই!
আররফ্!
গরর! নর্কট! পেছন থেকে ধাক্কা মেরে আমাকে জখম করা? এখন এই ছাতা দিয়ে তোর মাথা আমি ভাঙবো!
এবার হাঁদার মাথা আর পিসের ছাতা দুই-ই মেরামত করতে হবে!

হাঁদা-ভোঁদার

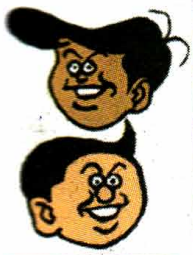

নয়া ভূমিকা


ও কিসের শব্দ ?
গড় গড় !
গড় গড় !


অ্যা - অ্যাই ! তোদের মতলবটা কি ?


হুঁক !
আমরা রোলার ! এখন থেকে তুই আমাদের অনেক রকম ভূমিকায় দেখবি !


রোলার দুটোর পাত্তা নেই, কিন্তু আমি চারদিকে চোখ খুলে রাখবো !
মাল পরিবহন
ক্রীইইচ্!


লিফট দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ, বুঁতেদা !
অ্যাই !
আমরা আবার এসেছি ! এবার আমি তোর কর্ণমর্দন করে দিলুম !


রোলারদের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দে, ভোঁদা !


ছোঁড়াদুটো তোমাকে হেনস্থা করেছে, আমি দেখেছি ! তোমাকে আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করবো !
ধন্যবাদ, দাদু !


ঐ ওরা আবার আসছে !


আমরা সেই রোলার... আগহ!
আর এটা হচ্ছে রং করার রোলার!
এই ফাঁকে সরে পড়ি!
তোকে আমরা এখুনি পাকড়ে ফেলবো, ভোঁদা!
ও নির্ঘাত ওখানে! আমাদের স্কেট এখানে ছেড়ে যেতে হবে। এদিকের জমি খুবই এবড়ো খেবড়ো!
দ্যাখো, হাঁদাদা! ও ঐ ঝোপটার পেছনে!
ঠিক! এবং তোদের স্কেটগুলোও আমার কব্জায়!
ঘড় ঘড়!
তোদের স্কেট-গুলো ফেরত চাস? যা এবং নিয়ে আয়!
ক্র্যানচ!
একি! শব্দ কিসের?
আমাদের রোলার স্কেট! ওগুলো একদম চ্যাপটা করে দিয়েছে!
হেঃহেঃ! তোদের রোলারের নানা ভূমিকা আরএক রোলারের চাপেতেই খতম!

হাঁদা-ভোঁদার



লুকোচুরি


আজ আমি যাচ্ছি না। স্কুল পালানো ছেলে ধরার জন্যে একজন অফিসার এসেছে।
এতে তুই ঘাবড়ে গেলি? আমি দেখবো কি করে আমার খোঁজ পায়।
আমি সাহস পাচ্ছি না, আর তুই তাই করতে যাচ্ছিস? ওস্তাদি বেরিয়ে যাবে।


সুতরাং
এই ফাঁকা ডাস্টবিনটার মধ্যে লুকিয়ে থাকি।

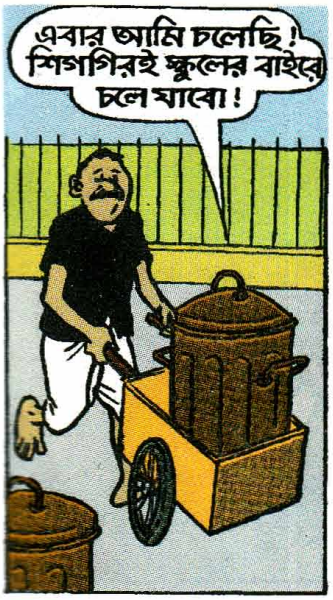
এবার আমি চলেছি! শিগগিরই স্কুলের বাইরে চলে যাবো!


বাইরে
লোকটা চলে গেছে! এবার পলায়ন... ওরে বাবা!


এই নির্ঘাত সেই লোক। স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলেদের ধরার জন্যে ডাস্টবিনে লুকিয়ে আছে!


বিপদ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ গুদোমঘরে লুকিয়ে থাকি।
গুদামের প্রবেশপথ


ওফ!
উফ!


আবার সেই স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলেধরা অফিসার! আমি কিছুতেই ওকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না!


এই জঙ্গলের মধ্যে সে আর আমার পাত্তা পাবে না!
ওরে বাবা! এখানেও ঠিক আমাকে ধাওয়া করেছে!
আরে! এই ছোঁৎকাটা আমার এই গাছের ওপর কি করছে?
যাক, আমাকে দেখতে পায় নি!
এবার ও পালাবার পথ পাবে না!
গেছি রে!
মরেচে! অফিসারের ঘাড়েই পড়েছি!
ঐ যে সে! ওকে পাকড়াও করুন সিপাইজী!
ওরে বাবা! এবারে গেছি! হেডস্যার একেবারে পুলিশ নিয়ে এসেছে!
সাবাশ, ভোঁদা! যে ডাকাতটা স্কুলের টফিগুলি নিয়ে পালাচ্ছিলো তাকে তুই ধরেছিস!
ওঃ! ও তাহলে স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছেলেদের ধরার অফিসার নয়, ও আমারই মতো লুকোতে চেষ্টা করছিলো!
আমি আবার স্কুলে ফিরে এসেছি, হাঁদা। ডাকাত ধরার জন্যে পুরস্কার নিতে!
উস্!

হাঁদা-ভোঁদার



মালা কাহিনী

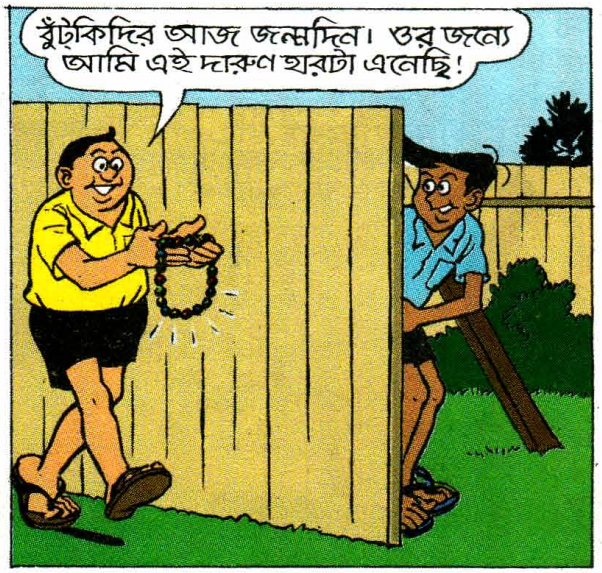
বুঁটকিদির আজ জন্মদিন। ওর জন্যে আমি এই দারুণ হারটা এনেছি!


তোর দারুণ জিনিসটা একটু দেখি, ভোঁদা!


এটার মাপ ঠিক আছে কিনা দেখি!


আরে! এযে জয়ানেক টাইট রে! এটা তোর বুঁটকিদির গলায় ফিট করবে না, ভোঁদা!
অ্যাঁক!


ঘাবড়াস না, ভোঁদা। এটা আমি বড়ো করে দিচ্ছি।
ওঃ! আমার গলা!


এইরে, মনে হচ্ছে আমি এটা বেশী টেনে ফেলেছি!


ইঃ! কি ভাবে ছড়িয়ে গেলো রে ভোঁদা!
পাজী, কুচুটে কোথাকার!


তোর জন্যে আমি ওটা থামিয়ে দিচ্ছি, ভোঁদা।


এই যে— ওহ্! দুঃখিত,ভোঁদা!
ইয়েয়ো! আমার আঙুল!
পরে
হাঁদা হারটাকে নষ্ট করে দিয়েছে,তাই এবার বুটকিদিকে দেবার জন্যে দারুণ বালা এনেছি।
এতো ভোঁদার গলা।
ভোঁদাই তো— আর ওর হাতে যেন কি রয়েছে।
আমি এই বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওটা ছিনিয়ে নেবো!
আরে! এ-একি?
হাঃহাঃ! আমার মনে হয়না বালা নিয়ে এবার খুব উৎসাহী হবে।
অ্যাই! এগুলো খুলে দে,বলছি!
এখনই নয়,হাঁদা!
হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ! ওরে বাবারে! গেলুম! সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ কর বলছি,ভোঁদা!
তোর পরে আমার পালা!

হাঁদা-ভোঁদার



নতুন মজা


কাল ভোঁদাকে নিয়ে একটু মজা করা যাবে।
সতর্ক থাকতে হবে।


পরদিন সকালে
ভোঁদা, আজ তুই আগে মুখে সাবান দিয়ে আয়।
ধন্যবাদ হাঁদা!


হাঃ হাঃ! মাক ভোঁদা তাহলে কোন সন্দেহ করে নি!
আজ একটু সকাল সকাল স্কুল যাবো হাঁদা!


পরে
তোর দেরী হবে হাঁদা! আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। স্কুলে বসে একটু পড়ে নেবো।


আচ্ছা তুই তাহলে যা আমি একটু পরে যাচ্ছি।


এ কিরে ভোঁদা, মুখে লাল রং মেখেছিস কেন?
ওসব চালাকি চলবে না। মুখে লাল রং অমনি বললেই হলো।

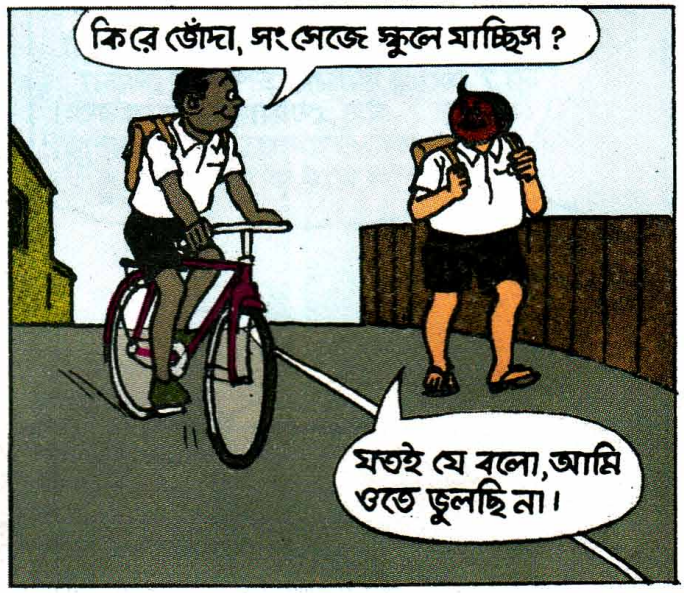
কি রে ভোঁদা, সং সেজে স্কুলে যাচ্ছিস?
যতই যে বলো, আমি ওতে ভুলছি না।


হিঃ হিঃ! হাঁদা ভেবেছে আমাকে নিয়ে মজা করবে। কিন্তু আমিও সতর্ক আছি!
ভোঁদা, মুখে লাল রং মেখে এসেছো কেন? যাও এখুনি ধুয়ে এসো।
স্যার, আপনিও আমার সঙ্গে তামাসা করছেন।
হিঃ হিঃ!
তোমার মুখ লাল কি না আয়নায় দেখো!
মরেচে! মনে হচ্ছে হাঁদা সাবানে কোন কারসাজি করেছিলো!
ভোঁদা, এবারে মুখের রং ধুয়ে আসবে কি?
হ্যাঁ স্যার ধুয়ে আসছি।
ওফ্!
যেখানে যাচ্ছো তা দেখে যেতে পারো না? আরে, আমার চশমাটা গেলো কোথায়? ইস্, তোমার মুখময় রক্ত! নিশ্চয় চোট লেগেছে। আহা বেচারা! বাড়ি চলে যাও, আজ তোমার ছুটি।
অ্যাঁ সত্যি?
তোর চালাকিতে আমার মুখে লাগা লাল রংকে রক্ত ভেবে হেডস্যার আমাকে ছুটি দিয়েছেন—হাঃ হাঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



জ্ঞানের গুঁতো





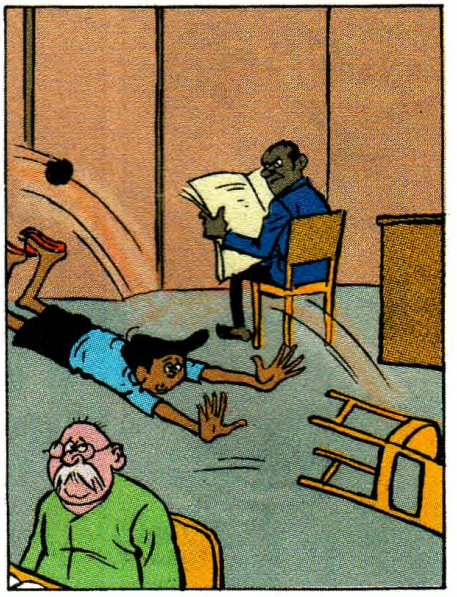





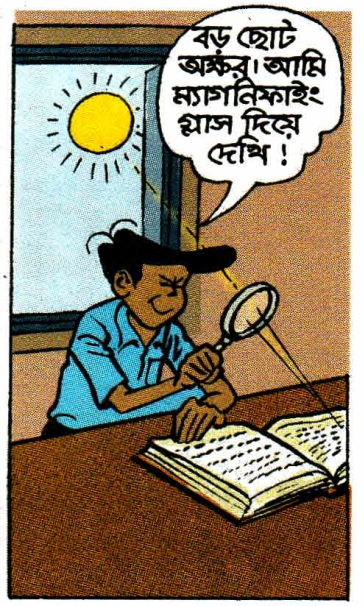







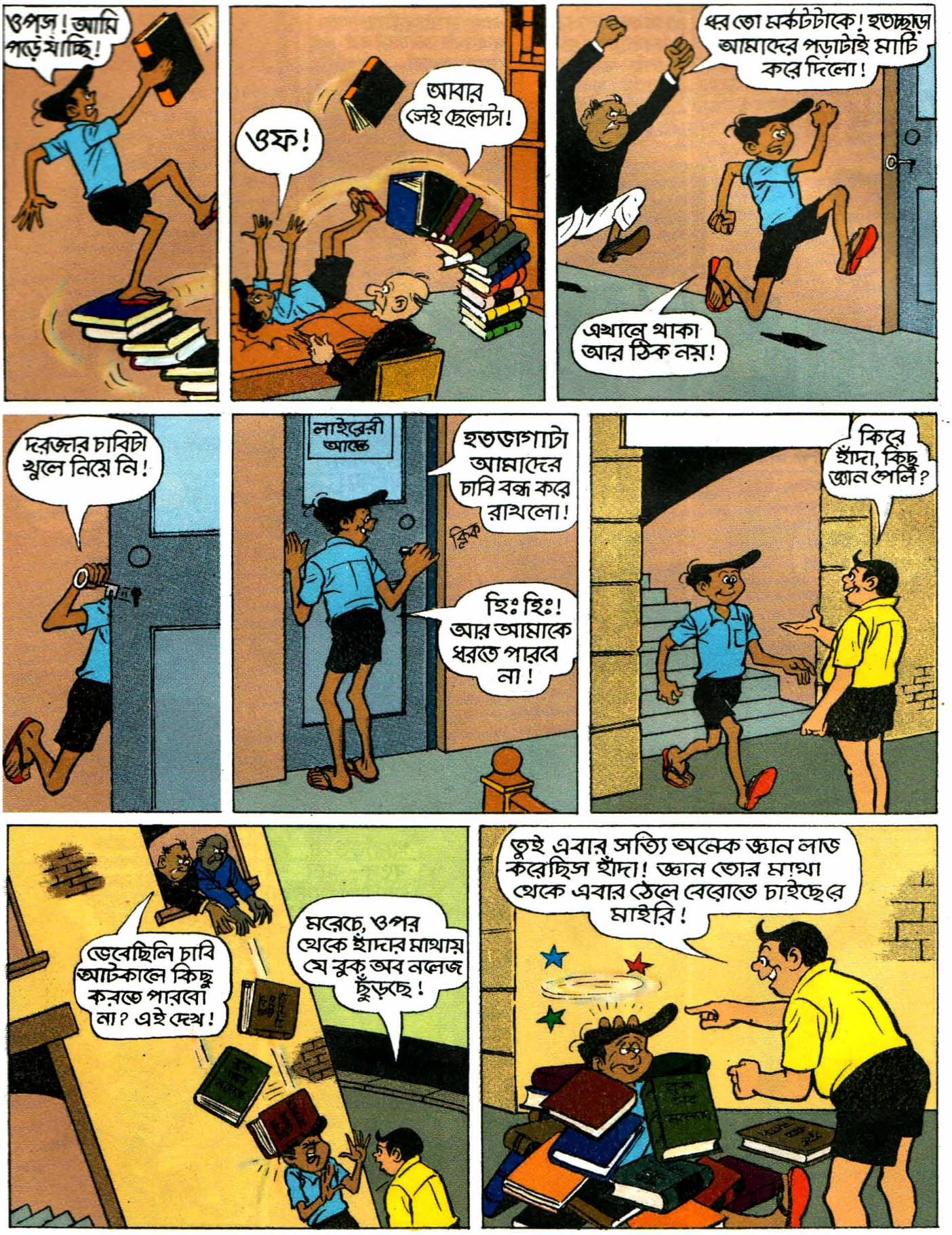
ওপস! আমি পড়ে যাচ্ছি!
ওফ!
আবার সেই ছেলেটা!
ধর তো মর্কটটাকে! হতচ্ছাড়া আমাদের পড়াটাই মাটি করে দিলো!
এখানে থাকা আর ঠিক নয়!
দরজার চাবিটা খুলে নিয়ে নি!
লাইব্রেরী আজ্ঞে
হতভাগাটা আমাদের চাবি বন্ধ করে রাখলো!
ক্লিক
হিঃ হিঃ! আর আমাকে ধরতে পারবে না!
কিরে হাঁদা, কিছু জ্ঞান পেলি?
ভেবেছিলি চাবি আটকালে কিছু করতে পারবো না? এই দেখ!
মরেচে, ওপর থেকে হাঁদার মাথায় যে বুক অব নলেজ ছুঁড়ছে!
তুই এবার সত্যি অনেক জ্ঞান লাভ করেছিস হাঁদা! জ্ঞান তোর মাথা থেকে এবার ঠেলে বেরোতে চাইছেরে মাইরি!

হাঁদা-ভোঁদার

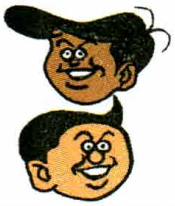

মজার মজা


তুই এই ফার্স্ট এড্ বইটা পড় ভোঁদা, আর তোর কারপেন্ট্রি সেটটা ততক্ষণ আমাকে দে।
ঠিক আছে, দে।

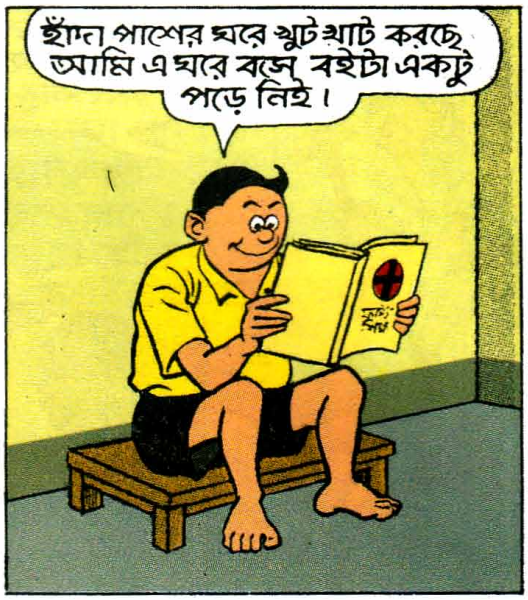
হাঁদা পাশের ঘরে খুট খাট করছে, আমি এ ঘরে বসে বইটা একটু পড়ে নিই।


বাপরে! গেছি রে!


তোর ভুরপুনটা দারুণ ভোঁদা। দেয়ালটার ভেতর দিয়ে যেন কেকের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মতো চলে গেলো!


অন্য জায়গায় যাচ্ছিস ভোঁদা? চশমলটা পরে যা।
হ্যাঁ সে তো যাবোই। অন্য জায়গায় বসে পড়বো।


দেখিস ভোঁদা পড়ে যাস না যেন!
ওপ্‌স্!


যে কোন জিনিসে পেরেক পুঁততে তোর হাতুড়িটা বড়ই চমৎকার ভোঁদা।
ওঁফ!
কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে হাঁদার উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার রাস্তা দেখি।
ইররক!
হাঃ হাঃ! তোর করাতটা দারুণ ধারালো মাইরি ভোঁদা।
তোর সঙ্গে একটু মজা করলুম। এই নে তোর সেট। বইটা শেষ হলে দে!
একটা জায়গা পড়তে আর একটু বাকি আছে।
তুই আমার কারপেন্টির জিনিস দিয়ে আমার সঙ্গে মজা করছিলি, আর আমি তোর বই থেকে ফার্স্ট এড্ শিখে তোর সঙ্গে মজা করলুম।
ফুররর!

হাঁদা-ভোঁদার



ইচ্ছাপূরণ










শিগগির শিগগির! এমারজেন্সি কেস! তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডাক না রে ওঁদা!
হাঁদা চেষ্টা করছিলো নাক দিয়ে সাইনবোর্ডের খুঁটি ওপড়ানো যায় কি না!
প্রাথমিক চিকিৎসা
ঘাবড়াস না হাঁদা! ভেতরে চলে যা!
দূর গর্দভ! ঘাবড়াবো কিরে! আমার তো বেশ মজাই লাগছে! ঐ সব সুশ্রী ডাক্তারেরা আমার দিকে সস্নেহ মনোযোগ দেবে, সহানুভূতি দেখাবে!
আমরা কি ওকে একটা নকল নাক ফিট করে দেবো? আপনার কি মত ডাঃ ঘ্যাঁচারাম?
ডাঃ বেচারাম! আমার মত এই যে, এই বুদ্ধুমার্কা ছেলেটা এবার ভবিষ্যতে যেখানে যাবে, কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখে চলবে!
হতচ্ছাড়া ইডিয়ট! দাঁত বার করে হাসছিস! আগে বললি না কেন উজবুগ যে, সাদা কোট পরা লোকগুলি ডাক্তার নয়, রং লাগাবার লোক!

হাঁদা-ভোঁদার



ন্যাফথালিন বিভ্রাট

















F-5


হতচ্ছাড়া! আমি তোকে আজ···
কয়েকটা এখনো আছে ভোঁদা, এইনে।
ইর্‌ক্‌ক!
ডিগবাজী প্র্যাকটিস করছিস নাকি? কর আমি চলি।
ওঃ!
হতভাগা উচ্চিংড়ে! এই দ্যাখ কেমন লাগে!
উফ্!
পালাবি কোথায় মট্‌কু! ঐ যে ওধার দিয়ে যাচ্ছে।
হতচ্ছাড়া নির্ঘাত ঝোপের বেড়ার ঐ ফাঁক দিয়ে গুঁড়ি মেরে গেছে আর অজান্তে রুমালটা ফেলে গেছে!
উজবুকটা আমার ফাঁদে পা দিয়েছে!
উফ্! বেড়ার এদিকে যে কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে তা বুঝতেই পারি নি!
ওরে বাবা! এ কোথায় এলুম! এ যে দেখছি ভোঁদার বদলে এক গোদা ক্ষ্যাপা রামছাগল!
গেছি রে!
হাঁদা, মনে হচ্ছে তোকে পোকায় কেটেছে মাইরি! এবার তোর সত্যিই কিন্তু ন্যাফথালিন বলের দরকার।
বেল্লিক!

হাঁদা-ভোঁদার



থটরিডিং


তুই তো সব কিছুতেই ওস্তাদি করিস। এটা ঠিক বলে দিয়ে পুরস্কারটা জিতে নে দেখি!
জারের দানার ঠিক সংখ্যা অনুমান করে বলে পুরস্কার জিতুন।

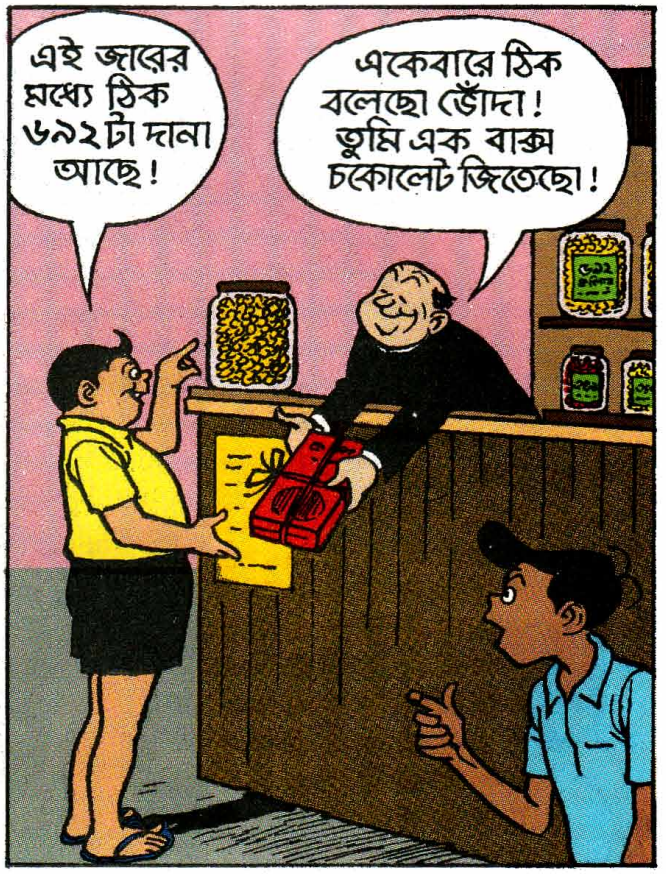
এই জারের মধ্যে ঠিক ৬৯২টা দানা আছে!
একেবারে ঠিক বলেছো ভোঁদা! তুমি এক বাক্স চকোলেট জিতেছো!


মনে হচ্ছে তুই খুব তাড়াতাড়ি গুণতে পারিস। ভোঁদা! বলতো পার্কের এই পক্ষীশালায় কতো পাখী আছে?
অ্যাঁ-হ্যাঁ! ৯৯৭টা উড়ছে আর তিনটে বসে আছে।


ওঃ, এটাও একেবারে ঠিক! কিভাবে বললি বল তো?
আমি এমনিই খুব তাড়াতাড়ি গুণতে পারি, বুঝলি!
এই নতুন পক্ষীশালায় এক হাজার পাখী রাখা আছে।


এবার তোকে যা দেখাবো, তা তুই এতো তাড়াতাড়ি আর গুণতে পারবি না !
এই ফুটবল মাঠে কতো দর্শক আছে চটপট বলে ফ্যাল দেখি !
আ-হুম্ ! মনে হচ্ছে ঠিক ১৬,৭৮২ জন আছে !
আশ্চর্য কাণ্ড ! আবার একেবারে ঠিক ! এতো তাড়াতাড়ি তুই গুণলি কি করে বলতো ?
আজকের দর্শক সংখ্যা ১৬,৭৮২
কি জানিস, ওটা আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা !
আমি স্রেফ আমার চোখটা চারদিকে খোলা রেখেছিলুম বুঝলি ?
ফুটবল মাঠ

হাঁদা-ভোঁদার



কেঁচোর ঢোপ


বন্ধুগণ! সম্প্রতি হাঁদার সঙ্গে আমার মতান্তর ঘটেছে। তাই আমি মাছ ধরে সময় কাটাবো বলে টোপের জন্যে কেঁচো খুঁজছি।


এইরে!
কোন উজবুক দিনকানা রে?


হতভাগা গোব্দা গুবরেপোকা! আমার মাথায় মাটি ফেলার মজা দেখাচ্ছি!
আরে, আমি কি দেখেছি নাকি! আমি তো কেঁচোর জন্যে মাটি খুঁড়ছি!


হতচ্ছাড়া, তুই ইচ্ছে করেই ফেলেছিস। আজ তোকে আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবো!


এই নে এক নম্বর গুঁতো—
উঁহুঁহুঁ! গেছিরে!


এবার ভোঁদাকে ঠিক মতো বাগে পেয়েছি!
এগুলো আমার পছন্দসই কেঁচো।


তোর আগমন আমি আগেই টের পেয়েছি হাঁদা! এই নে মাছের টোপ তুই খা।
অ্যাঁক!


ওয়াক! ওয়াক! থুঃ!
হিঃ হিঃ! মনে হচ্ছে এ জিনিস ওর পছন্দ হচ্ছে না!


ভোঁদা এদিকেই এসেছে। এবার ওকে পেয়ে যাবো।
ওটা ওখানে কি? একটা আপেল!
রোখ্ যাও— এটা তো আপেল গাছ নয়!
হিঃ হিঃ! আমি আপেলটা গাছে বেঁধেছিলাম টোপ হিসেবে, হাঁদা নামে একটা দু'পেয়ে গাধাকে ধরার জন্যে এবার দেখো কি হয়!
বাঁচাও! হেল্প!
গেছি রে!
আমার ছোট জমিটাকে আজ খুঁড়তেই হবে!
ইয়োপ!
তুই গাছের গুঁড়ি আমার দিকে গড়িয়ে দিয়েছিস ছোকরা, না? এর জন্যে তোকে সাজা পেতে হবে!
গুল্লুবাবু তাঁর জন্যে হাঁদাকে দিয়ে নিজের জমি খোঁড়াচ্ছেন! আর দেখো বন্ধুগণ! সেইসঙ্গে ও আমার জন্যে চমৎকার সব কেঁচো তুলে দিচ্ছে!

হাঁদা-ভোঁদার

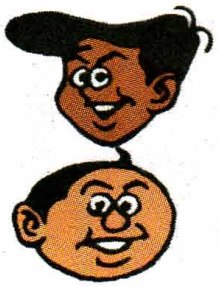

দন্তশূল


জোরদার ছবি চলছে রে ভোঁদা! ফার্স্ট শোতেই মারতে হবে।
চিত্রঘর
গন্ধমাদন বিজ্ঞ
স্কুল


আমি এখন আর ইস্কুলে যাচ্ছিনা। ম্যাটিনিতে ঐ ছবিটা দেখতে যাবো। তুই স্যারকে বলবি যে আমার দাঁতের ব্যথার জন্যে আমি ডেন্টিস্টের কাছে গেছি!
চিত্রঘর
এ খুব খারাপ হচ্ছে হাঁদা


ডেন্টিস্ট
স্যার, হাঁদা বলেছে যে ও আজ ডেন্টিস্টের কাছে যাবে তাই ও আজ ইস্কুলে আসবে না।
হিঃ হিঃ! এবার আমার কায়দা!


উওওঃ! একটা বড় দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তার বলেছে সারাদিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে।
ডেন্টিস্ট
আহা বেচারা! তোকে আজ স্কুলে আসতে হবে না।


স্যারকে বেশ চমৎকার বোকা বানিয়েছি! এবারে সোজা সিনেমা হাউসের দিকে। ভোঁদার নিশ্চয়ই আমার মতো স্মার্ট আর চালাক হতে ইচ্ছে হচ্ছে!
ডেন্টিস্ট
একটা বাচ্চা ছেলের দাঁত অমন ভাবে তোলে—বুদ্ধু কোথাকার! আবার নিজেকে দন্ত চিকিৎসক বলে পরিচয় দেন?
না মশাই! দাঁতের ডাক্তারবাবু ঘন্টা খানেক আগে অন্য জায়গায় উঠে গেছেন আমরা বাড়ি ভাঙার লোক এ বাড়ি ভাঙছি!
ঠিকানা পরিবর্তন • ডাক্তারখানা এখান হইতে হাড়ভাঙা লেনে স্থানান্তরিত হইল।
ডেন্টিস্ট
এ্যাই মরেচে!
হতচ্ছাড়া বিট্‌লে! আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি! এর জন্যে তোকে ছুটির পর আরো দু ঘন্টা স্কুলে থাকতে হবে!
বিদ্যালয়
বেচারা হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



শিকারী কুকুর







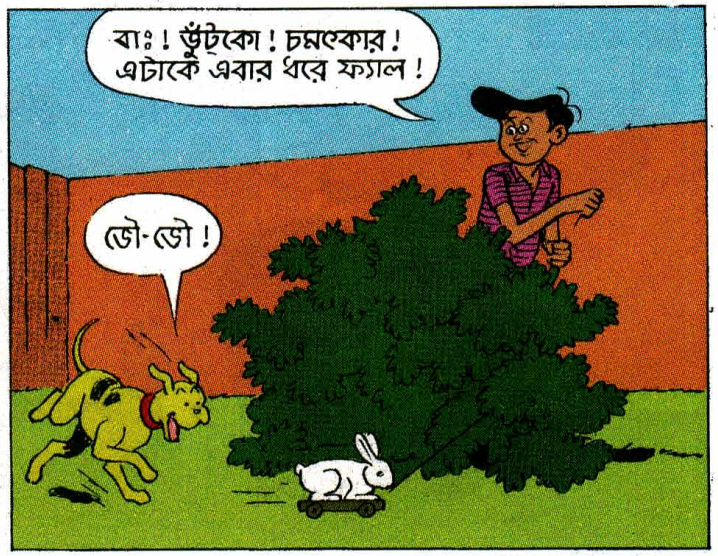







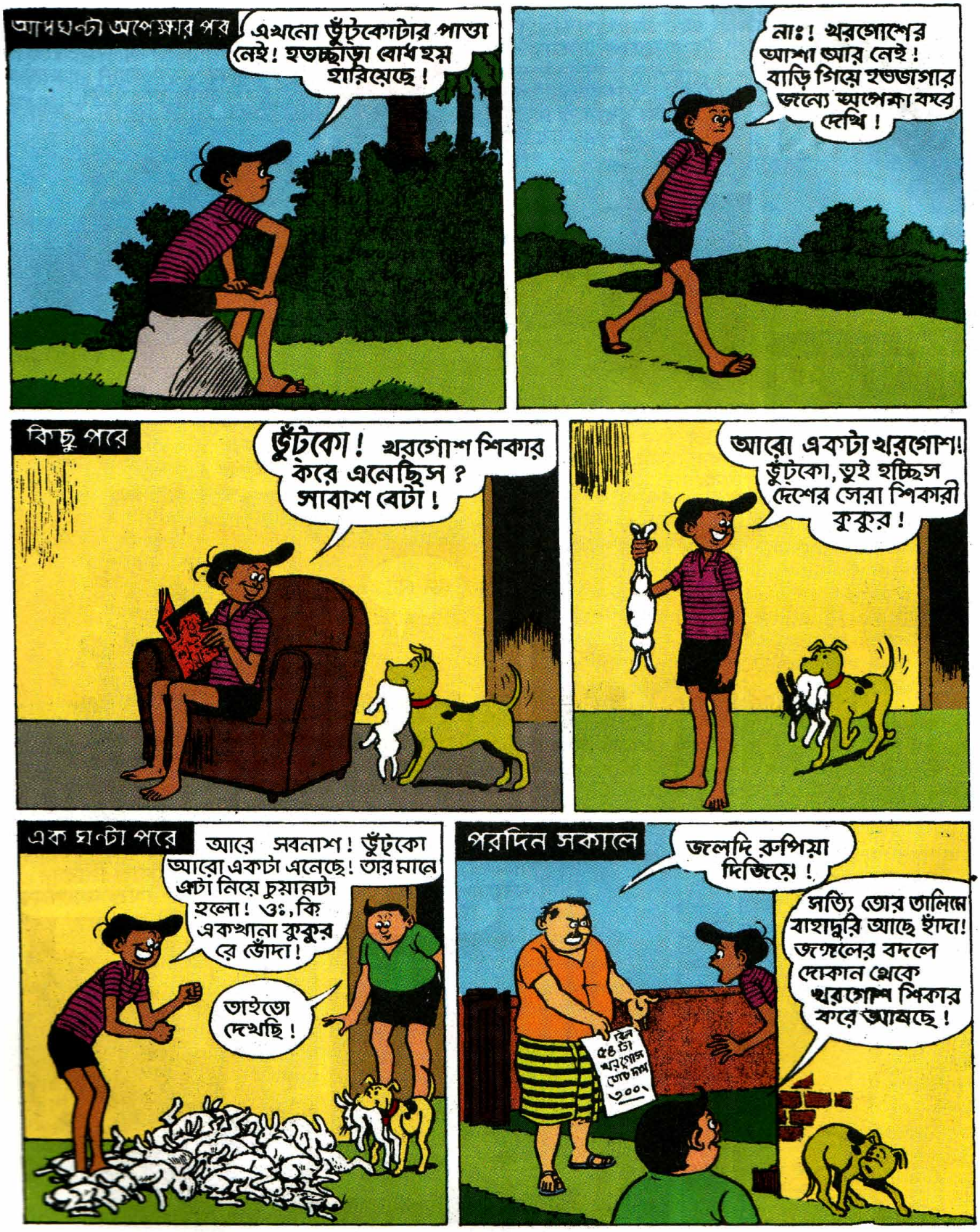
আধঘন্টা অপেক্ষার পর
এখনো ভুঁটকোটার পাত্তা নেই! হতচ্ছাড়া বোধ হয় হারিয়েছে!
নাঃ! খরগোশের আশা আর নেই! বাড়ি গিয়ে হুতোমগার জন্যে অপেক্ষা করে দেখি!
কিছু পরে
ভুঁটকো! খরগোশ শিকার করে এনেছিস? সাবাশ বেটা!
আরো একটা খরগোশ! ভুঁটকো, তুই হচ্ছিস দেশের সেরা শিকারী কুকুর!
এক ঘন্টা পরে
আরে সবনাশ! ভুঁটকো আরো একটা এনেছে! তার মানে একটা নিয়ে চুয়ান্নটা হলো! ওঃ, কি একখানা কুকুর রে ভোঁদা!
তাইতো দেখছি!
পরদিন সকালে
জলদি রুপিয়া দিজিয়ে!
সত্যি তোর তালিমে বাহাদুরি আছে হাঁদা! জঙ্গলের বদলে দোকান থেকে খরগোশ শিকার করে আনছে!

হাঁদা-ভোঁদার

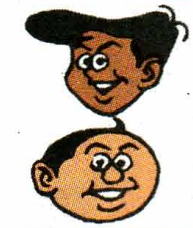

অভীষ্ট পূরণ









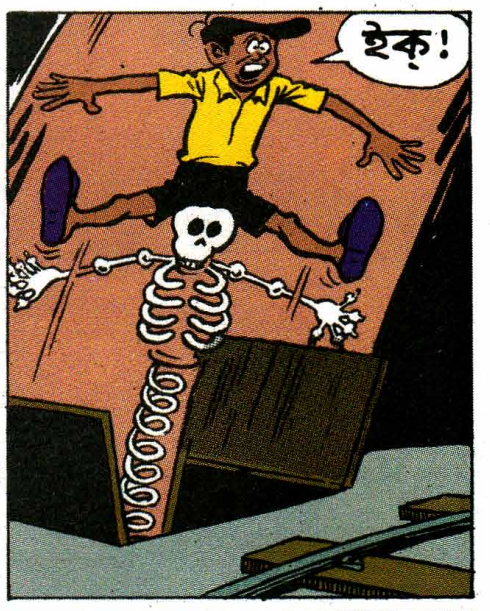





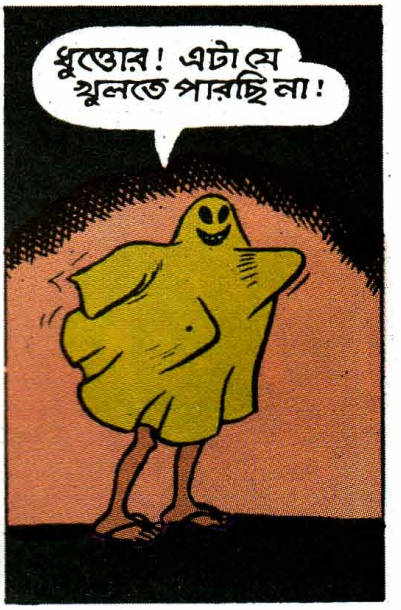


ওরে বাবারে! এটা আবার কি রে?
ধম্
ইইইইক!
উফস!
একেবারে আসল ভূত!
অ্যাই! এখানে এসব কি হচ্ছে?
হেল্প!
ভয় দেখিয়ে আমার সমস্ত খদ্দের তাড়াচ্ছো এর মানে কী?
আগে তোকে একবার ধরি তারপর দেখে তোর কি হাল - করি!
গাধায় চড়া ২৫পয়সা
মনে হয় লোকটা এই বেড়া ডিঙোতে পারবে না!
!
!
বাবারে! গেছিরে! বাঁচাও! হে-য়েল্প!
হোঃ হোঃ! শেষ পর্যন্ত একটা কিছুতে চড়তে পেরেছিস হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



আম খাওয়া


আরিব্বাস! হাঁদাদের গাছের আম পেকেছে দেখছি!


দারুণ আম!
এটা কি হচ্ছে ভোঁদা? ভালো ছেলের মতো কেটে পড়ো!


ওফ্!
হিঃ হিঃ!


হোঃ হোঃ! যেমন কর্ম তেমনি ফল! আর আমে হাত দিবি না!
অ্যাই


আওফ্!


আবার যদি আমাদের গাছের আম পাড়তে দেখি, তাহলে আমি এই হোস পাইপ দিয়ে তোকে নাকানি চোবানি খাওয়াবো!
ওরে হাঁদু! আমি এখুনি ফিরে আসছি!


কৈ রে হাঁদা, তোর হোস পাইপের জল ছাড়!
মরেচে, হতভাগা উদোম হয়ে শুধু জাঙিয়া পরে এসেছে!


খালি গায়ে যখন এসেছিস তখন গরম জলের ধোলাইটা কেমন লাগে দ্যাখ !
গরম জল
ওরে বাবারে!
ওঃ, গরম জল দিয়ে শরীরটা একেবারে ঝলসে দিয়েছে হতচ্ছাড়াটা ! গাটা মুছে আসি !
পরে
এবার আমি সব বাধা অতিক্রম করে আম পাড়তে পারবো।
কিন্তু-
হিঃ হিঃ ! গাছ বেঁকিয়ে বেঁধে রেখেছি। এবার আর আমের নাগাল পাবি না !
?
ছুরি ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করার কৌশলটা এবার কাজে লাগানো যাক !
হিঃ হিঃ! লক্ষ্যভেদ করেছে !
দারুণ আম রে ছাঁদা! একা একা খেতে খুব খারাপ লাগছে। তুই এসে সহযোগিতা কর না !
আহা, প্রত্যেকটা আমই একেবারে টসটসে পাকা!

হাঁদা-ভোঁদার

নৌকা বিহার


নৌকো চড়তে পারলে বেশ হতো কিন্তু বড্ড বেশী ভাড়া। কুছপরোয়া নেই, নিজেই নৌকো তৈরি করে নেবো।
কিসের নৌকো রে ভোঁদা, কাগজের?
কাঠের এই বড় বাক্সটা একটা বুদ্ধি জুগিয়েছে। এটা নিয়ে একটু টিকটাক করে নৌকো বানাতে পারি।
এ ভাঙা বাক্সটা নেবো?
ঘ্যাচ্ছদ্দে। এখুনি এ জঞ্জাল নিয়ে যাও!

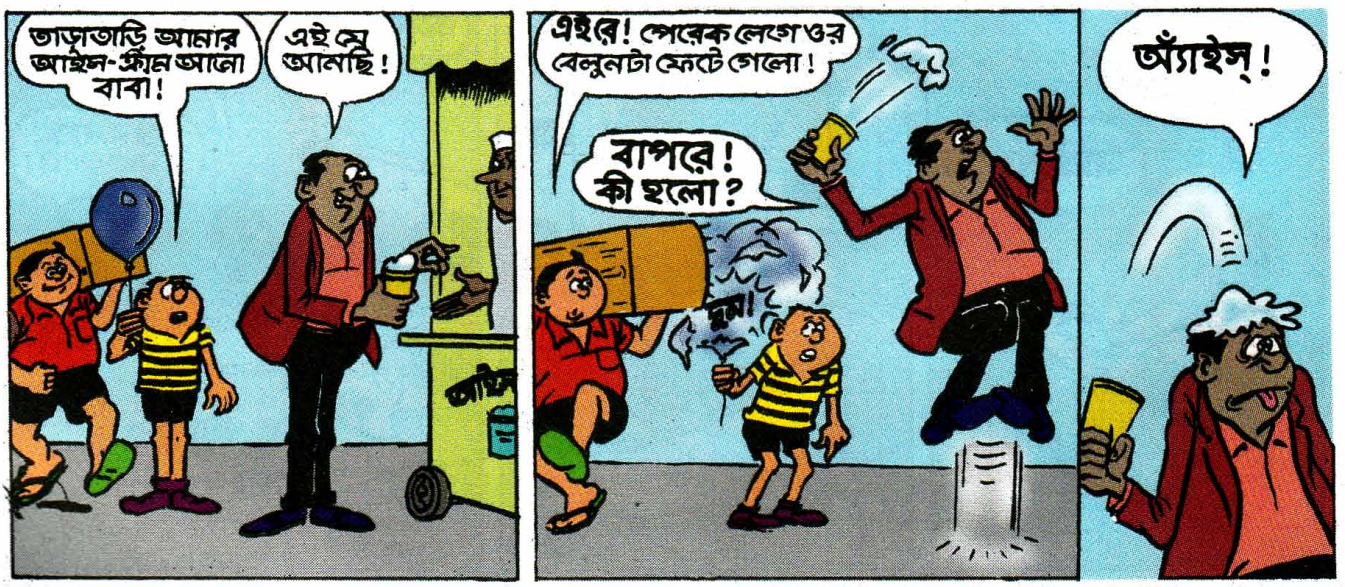
তাড়াতাড়ি আমার আইস-ক্রীম আনো বাবা!
এই যে আনছি!
এইরে! পেরেক লেগে ওর বেলুনটা ফেটে গেলো!
বাপরে! কী হলো?
অ্যাঁইস্!


হতচ্ছাড়া! এই দ্যাখ মজা!
কাঠের বাক্স খতম! ওদিয়ে আর নৌকো বানানো চলবে না ভোঁদা হেঃ হেঃ!
একটু পরে
নৌকো তৈরি তোর কম্ম নয় ভোঁদা। এবার ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে। দ্যাখ এই পুরোনো বাথ টবটার ছ্যাঁদা বন্ধ করে কি চমৎকার নৌকো তৈরি করি।


এটা ঠিক করতে বাড়ি নিতে হবে। পুরোনো প্যারাম্বুলেটারের চাকা এতে লাগিয়ে দিয়েছি ঠেলে নেওয়া যাবে। দুজনে হেঁটে লাভ নেই, আমি বরঞ্চ এটাতে বসি তুই ঠেলে নিয়ে চল।
আঃ, এই যে আমার বাস এসে গেছে— বাঁধকে!
বাস থামবে
থামবে
উফ্‌স্!
অ্যাই মরেচে!
আরে আরে, ই ক্যায়া?
অ্যাহও! ইসে গাড়ি রুখবে কি কোরে? ব্রেক কাঁহা?
ওরে বাবারে! একি হলোরে!
বাপরে! গাড়ি তো পানিমে গিরলো। আখুন কি হোবে?
ঝপাস্!
আজি সমঝা! ই দো বদমাস হমাকে পানিমে ডুবাকে মারার ফিকির কোরলো। লেকিন হামি ভি দেখে লেচ্ছে। এক বদমাস তো পকড় গিয়া দুসরেকো হামি ঠিক পাকড়াবে!
ওরে ভোঁদারে, তুই শান্তিরক্ষককে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে অশান্তি করে গেলি!

হাঁদা-ভোঁদার

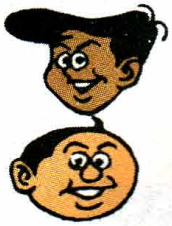

মেলা দেখো


সাত দিনের জন্যে মেলা বসেছে কিন্তু একটা পয়সা নেই যে ঢুকে দেখবো।


আরে, হাঁদা বিদ্বেষীদের কাজে লাগিয়ে আমিও কিছু আয় করতে পারি।


কারোর টিপ নেই। আমি বেশ কিছু রোজগার করতে পারবো!
উঃ রে!
প্রতিতীর ১০পয়সা
২০ পয়সা দেওয়া হবে হাঁদার নাকে লাগাতে পারলে
কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো?


মরেচে! একেবারে আসল হাঁদার নাকে লাগিয়ে বসে আছে।
ভোঁদা তোর এই কীর্তি!


এখুনি তোর ঐ গোদা নাক ফাটিয়ে দিতে পারি ভোঁদা!


কিন্তু তা আমি করবো না। কারণ তুই আমাকে একটা মতলব দিয়েছিস, ভোঁদা! আমারও মেলা দেখার জন্যে পয়সা দরকার। আয় আমরা দুজনে পার্টনার হই!


আরে—মায়ের কাপ ডিস গুলো নিচ্ছিস কেন রে হাঁদা?
হিঃহিঃ! দেখতেই পাবি!


গোলে বল ঢোকাও
উপস্!
বল মেরে ডিস ভাঙো প্রতি সট ২৫পয়সা
ভোঁদা জানে ডিস ভাঙলে ওর আর রক্ষা থাকবেনা!


টা-টা ভোঁদা! আমি মেলায় চললুম। তুই এবার কাপ ডিসগুলো সাফ করে ফ্যাল!


চমৎকার ছেলে ভোঁদা! এই যে মেলা দেখার জন্যে পয়সা!
আহ্, ভোঁদো যে! তাহলে তুই কিছু পয়সা পেয়ে গেছিস!
আইসক্রিম
আবার ছাঁদা!
এখানে থেকে আর কাজ নেই!
উফ্‌স্!
ইওফ্‌স্!
খড়াস!
আমার টয় রেলগাড়ির চাকা ভেঙে ব্যবসা নষ্ট করেছিস তাই তোকে দিয়েই ক্ষতিপূরণ করবো!
উপস্! আপ্‌স্!
হা:হা:! আমি ছিলেব করে বলতে পারি মেলার সাত দিনই তুই থাকতে পারবি ছাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার

স্ট্যাম্প অ্যালবাম













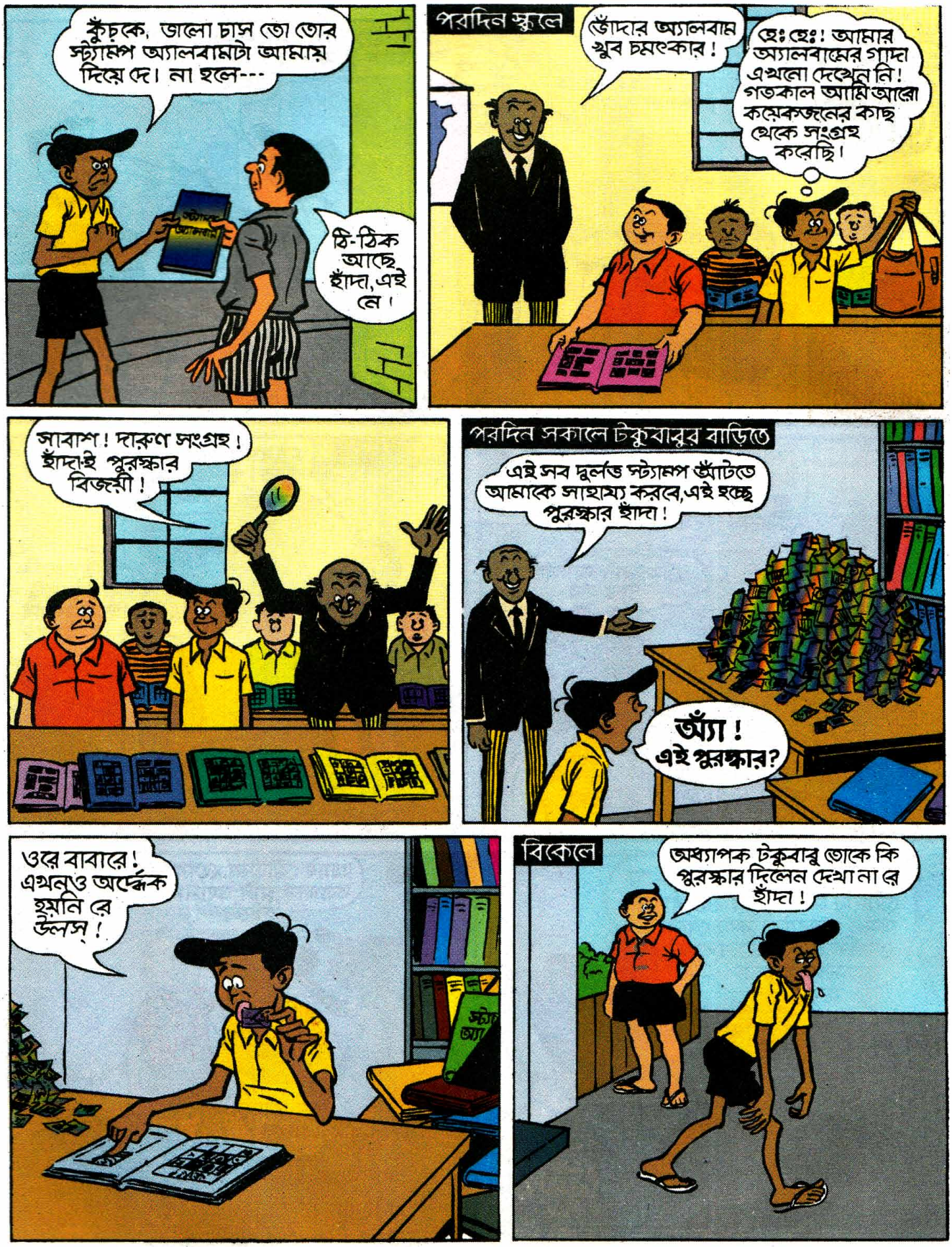
কুঁচকে, ভালো চাস তো তোর স্ট্যাম্প অ্যালবামটা আমায় দিয়ে দে। না হলে---
ঠি-ঠিক আছে, হাঁদা, এই নে।
পরদিন স্কুলে
ভোঁদার অ্যালবাম খুব চমৎকার!
হেঃ হেঃ! আমার অ্যালবামের গাদা এখনো দেখেন নি! গতকাল আমি আরো কয়েকজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।
সাবাশ! দারুণ সংগ্রহ! হাঁদাই পুরস্কার বিজয়ী!
পরদিন সকালে টকুবাবুর বাড়িতে
এই সব দুর্লভ স্ট্যাম্প আঁটতে আমাকে সাহায্য করবে, এই হচ্ছে পুরস্কার হাঁদা!
অ্যাঁ! এই পুরস্কার?
ওরে বাবারে! এখনও অর্দ্ধেক হয়নি রে উল্লস্!
বিকেলে
অধ্যাপক টকুবাবু তোকে কি পুরস্কার দিলেন দেখা না রে হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



দড়ির খেলা


এসব একটু প্র্যাক্‌টিস করলেই করা যায়।


ইচ্ছে করলে তোকে এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি!


দ্যাখ, তোকে বলেছি না এ খুবই সোজা!
তুই যাতে হাঁটছিস, সেই পাঁচিলটা দড়ির চেয়ে দশগুণ চওড়া আর এটা নড়েও না!


আরে আমি দড়িতেও হাঁটতে পারি!
এই ভোঁদা! কাচা কাপড়গুলো দড়িতে মেলে দে তো!
যাচ্ছি!

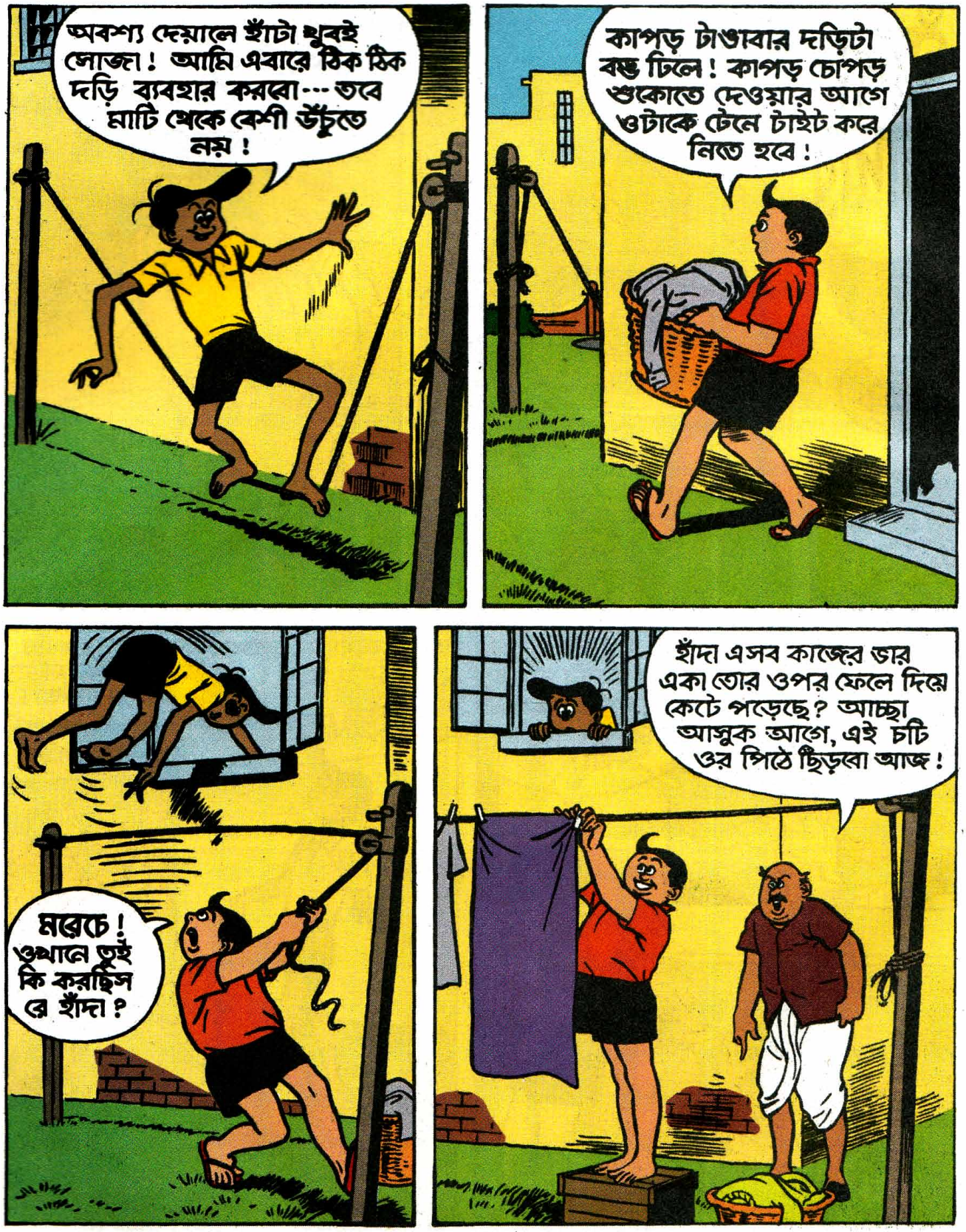
অবশ্য দেয়ালে হাঁটা খুবই সোজা! আমি এবারে ঠিক ঠিক দড়ি ব্যবহার করবো··· তবে মাটি থেকে বেশী উঁচুতে নয়!
কাপড় টাঙাবার দড়িটা বড্ড ঢিলে! কাপড় চোপড় শুকোতে দেওয়ার আগে ওটাকে টেনে টাইট করে নিতে হবে!
মরেচে! ওখানে তুই কি করছিস রে হাঁদা?
হাঁদা এসব কাজের ভার একা তোর ওপর ফেলে দিয়ে কেটে পড়েছে? আচ্ছা আসুক আগে, এই চটি ওর পিঠে ছিঁড়বো আজ!

হাঁদা-ভোঁদার



সারমেয় কথা

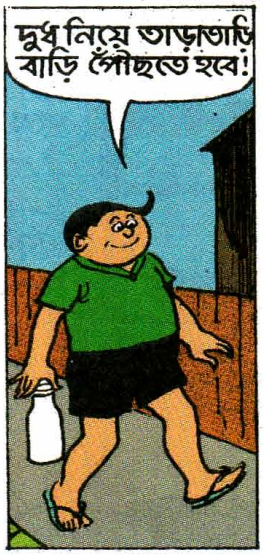


















এইরে! ছিপিটা খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে চলে গেল!
ফট!
জানলা দিয়ে ঢুকে ছিপিটা নিয়ে আসি!
এ্যাই সেরেছে! এবার যে স্বয়ং পিসেমশাইয়ের মুখে ছিপি!
এ্যাঁ-এ্যাক্!
গর্-র্-র্!
বাসরে! ধরতে পারলে পিসে একেবারে পিষে ফেলবে!
আমি এইতালে আবার সেই কাঠের ঘরে ঢুকে বসে থাকি!
মরেচে! সেই কুকুরটা যে! প্লাস্টিকের হাড় দিয়ে ঠকিয়েছি বলে ব্যাটা ক্ষেপে আছে!
গোঁ-ও-ও!
বাঁচাও! বাচাও!
কিছু পরে
আর ঘরেআবদ্ধ থাকতে হলনা। কি বলিস হাঁদা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!
হিঃ-হিঃ-হিঃ!
যাঃ ব্বাবা! হতচ্ছাড়া কুকুরটা শেষে পাঁচে ফেলে দিল!

হাঁদা-ভোঁদার

গুপ্তধন




হাঁদা-হাঁদা! এই দ্যাখ একটা পুরোনো নক্সা— নিশ্চয় গুপ্তধনের!
বলিস কি?


তাইতো রে! কোথায় পেলি?
সেদিন বল খুঁজতে গিয়ে মাঠের ধারে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়িতে এটা পেয়েছি।


ওরে ভোঁদা! এযে ওপাড়ার পোড়ো জঙ্গলের ভেতরের সেই শিবমন্দিরের কাছাকাছি জায়গা রে!


ভোঁদারে! এবার আমাদের পায় কে। দেখবি আমরা কত বড়লোক হয়ে যাবো।


দ্যাখ, নক্সাটা আমার কাছে থাক। এটার পাঠোদ্ধার করতে হবে। তুই পারবিনা।
হ্যাঁ-হ্যাঁ! তুই-ই রাখ।


ভোঁদা! কাল দেখবি খবরের কাগজে আমাদের কথা লিখবে—হাঁদা-ভোঁদা কর্তৃক গুপ্তধন উদ্ধার ওঃ! ভাবতেই কি রকম লাগছে, কিন্তু খবর্দার আর কারোকে বলবিনা।


ভোঁদা! সন্ধ্যেবেলা আমরা অভিযানে বেরুবো—তৈরি থাকবি।
আচ্ছা।


সেদিন সন্ধ্যাবেলা
বুঝলি ভোঁদা এসব হাতিয়ার নিয়ে যাচ্ছি বটে— তবে এগুলো কাজে না ও লাগতে পারে।
কেন রে হাঁদা! তুই ঠিক জায়গা জেনেছিস?
ঐ দ্যাখ ভোঁদা! নক্সার মন্দির! ঘরের এত কাছে যে এত ধনরত্ন আমাদের জন্যে রয়েছে কে জানতো!
দ্যাখ, নক্সাতে ঐসব হিজিবিজি দেখানো হয়েছে স্রেফ তোর মত বোকাদের ধোঁকা দেবার জন্যে। কিন্তু এ শর্মাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন! আসলে জিনিসগুলো আছে একেবারে চোখের সামনে। বইতে পড়িসনি–যে যারা বুদ্ধিমান, তারা সব গুপ্তধন কায়দা করে প্রকাশ্য স্থানে রেখে দেয়।
বলিস কি রে হাঁদা! তাহলে—
তাহলে গুপ্তধন ঐ ভাঙা মন্দিরের মধ্যেই— ভোঁদা! মন্দিরের ভেতর জালার মত কি যেন রয়েছে মনে হচ্ছে না?
গুপ্তধন মিল গিয়া রে ভোঁদা!
কিন্তু হাঁদা! আমার যেন মনে হচ্ছে ওটা ঠিক—
সাট আপ! তোর কি মনে হচ্ছে তা শোনাতে হবেনা। আমি একাই গুপ্তধন আনব।
সেই ভাল হাঁদা আমি এখানেই থাকি।
ভোঁদা! জালাটার কোন মুখ নেই। বোধ হয় বাইরের কিছু যাতে না ঢুকতে পারে সেজন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি। কুছপরোয়ানেই ভেঙেই— ওরে বাবারে!
ভোঁদারে! ভীমরুল! ভোঁদারে! ভীমরুল!


সেদিন সন্ধ্যাবেলা
বুঝলি ভোঁদা এসব হাড়িয়ার নিয়ে যাচ্ছি বটে— তবে এগুলো কাজে না ও লাগতে পারে।
কেন রে হাঁদা! তুই ঠিক জায়গা জেনেছিস?
ঐ দ্যাখ ভোঁদা! নক্সার মন্দির! ঘরের এত কাছে যে এত ধনরত্ন আমাদের জন্যে রয়েছে কে জানতো!
দ্যাখ, নক্সাতে ঐসব হিজিবিজি দেখানো হয়েছে স্রেফ তোর মত বোকাদের ধোঁকা দেবার জন্যে। কিন্তু এ শর্মাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন! আসলে জিনিসগুলো আছে একেবারে চোখের সামনে। বইতে পড়িসনি–যে যারা বুদ্ধিমান, তারা সব গুপ্তধন কায়দা করে প্রকাশ্য স্থানে রেখে দেয়!
বলিস কি রে হাঁদা! তাহলে—
তাহলে গুপ্তধন ঐ ভাঙা মন্দিরের মধ্যেই— ভোঁদা! মন্দিরের ভেতর জালার মত কি যেন রয়েছে মনে হচ্ছে না?
গুপ্তধন মিল গিয়া রে ভোঁদা!
কিন্তু হাঁদা! আমার যেন মনে হচ্ছে ওটা ঠিক—
সাট আপ! তোর কি মনে হচ্ছে তা শোনাতে হবেনা। আমি একাই গুপ্তধন আনব।
সেই ভাল হাঁদা আমি এখানেই থাকি।
ভোঁদা! জালাটার কোন মুখ নেই। বোধ হয় বাইরের কিছু যাতে না ঢুকতে পারে সেজন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি। কুছপরোয়ানেই ভেঙেই—
ওরে বাবারে!
ভোঁদারে! ভীমরুল! ভোঁদারে! ভীমরুল!

হাঁদা-ভোঁদার



গ্রহ বৈগুণ্য


















আঃ! এতক্ষণে একটা উপায় পেয়েছি! ভোঁদা! তুই ঠিক তাল মত কুকুর নিয়ে এসেছিস!
ব্যাপার কিরে?
তোর কুকুরটাকে ছেড়ে দে ভোঁদা! দুটোতে মিলে এগুলো চিবিয়ে খাক!
যাক বাবা নিশ্চিন্তি! ইক্! না-না, ও আমার চাইনা! ওটা তুই-ই নিয়ে যা!
ওই ওখানে যা!
ঘেউ! ঘেউ!
বাড়িতে
ফের আড্ডা মারতে বেরিয়েছিলি? আবার জুতিয়ে পিঠের ছাল তুলবো!
একি! আমার জুতোগুলি কোথায় গেল?
হিঃ-হিঃ-হিঃ!
হঠাৎ
ওহো!
আঁই!
হতচ্ছাড়া কুকুর! দূর হয়ে যা!

হাঁদা-ভোঁদার

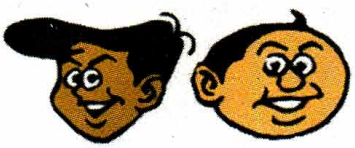

কর্মযোগ


স্কুলের ছুটিতে আমি একটা চাকরি নিয়েছি শয্যা-বিলাস ভাণ্ডারে!
তুই একটা বুদ্ধু! খাটাতে খাটাতে যখন জান নিকলে দেবে তখন বুঝবি


ভোঁদা! আমি শুতে যাচ্ছি। তুইও শুতে যা। কাল আবার তুই চাকরি করতে বেরুবি!
নারে হাঁদা! আমি আরো কিছুক্ষণ গান শুনবো।


রাত দুটো-
খস্-স!
খস্-স!
পায়ের শব্দ হচ্ছে! তাহলে ভোঁদা এখনও শোয়নি!


ভোঁদা এখনো কি করছে দেখিতো!


কি হয়েছে রে ভোঁদা? তোর কি পেট কন্‌কন্ করছে?


সে সব কিছু নয়রে হাঁদা আমার ভয় হচ্ছে যে, কাজটা আমি ঠিকমত পারবো কি না!


বেচারা ভোঁদা! ওর চাকরি নেওয়া ঠিক হয়নি। মোটা শরীর নিয়ে খাটতেই পারবে না।


সকাল সাড়ে ন'টা
কাজে বেরুচ্ছি রে হাঁদা!
ইস্! ভোঁদাটা বোধ হয় সারারাত ঘুমোয়নি। এ অবস্থায় ও ঠিকমত কাজ করবে কি করে!


একবার শয্যাবিলাস ভাণ্ডারে গিয়ে দেখি ভোঁদা কি করছে। যদি ওকে কিছু সাহায্য করতে পারি!


এই কাজ ঠিক মত করবার জন্যেই ও কাল সারারাত জেগেছিল। ওঃ - ওঃ!
শয্যাবিলাসের শয্যায় ঘুমিয়ে আরাম পাবেন
ফোঁ-ফোঁ-ফোঁ!

হাঁদা-ভোঁদার



চুম্বকের খেলা









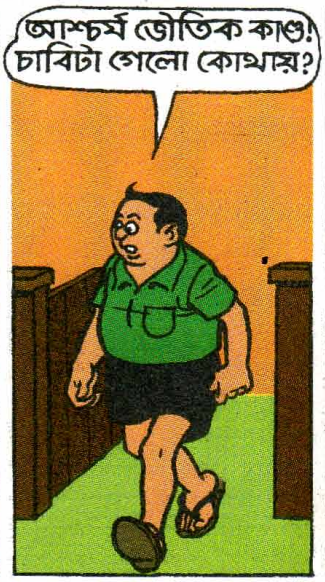







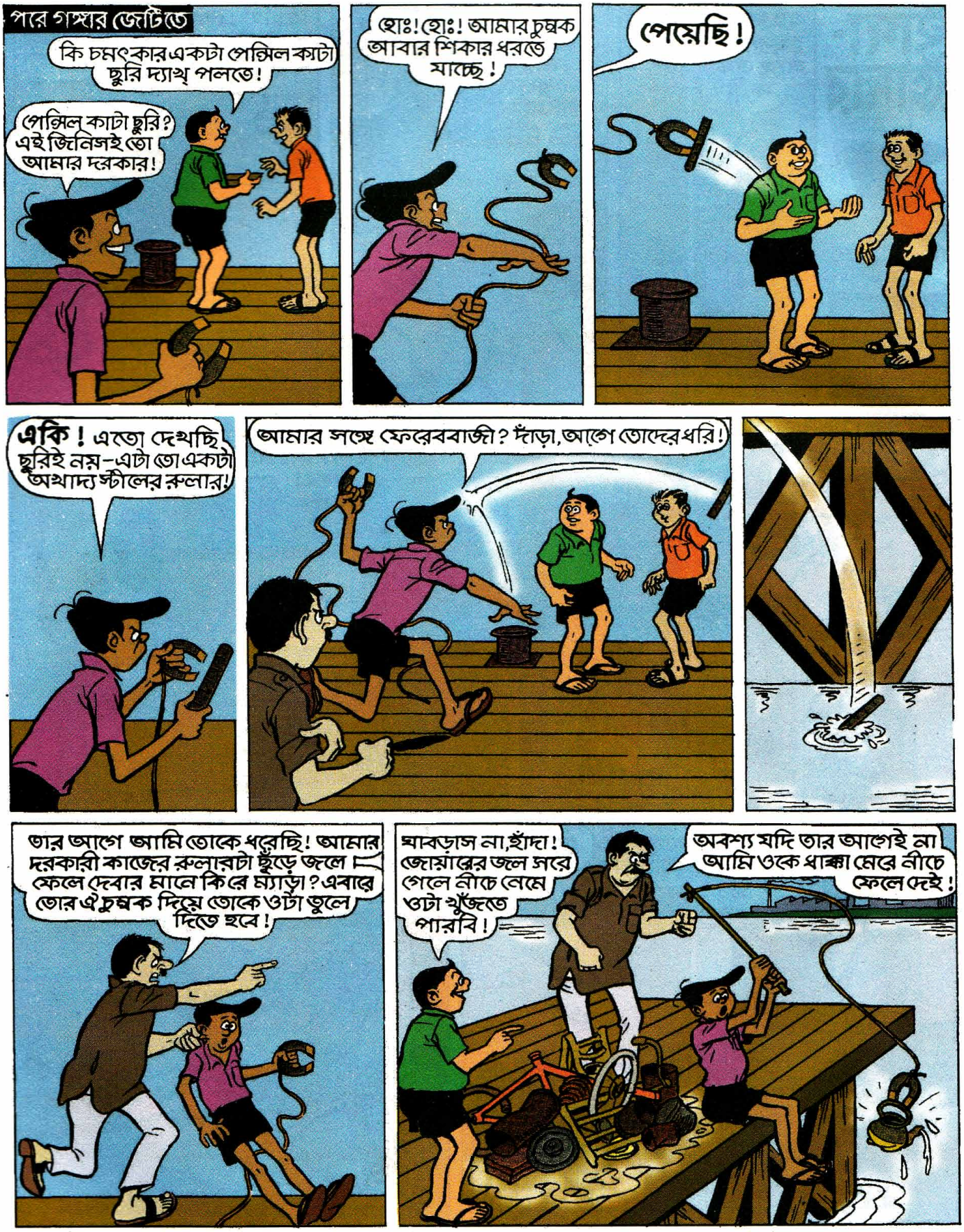
পরে গঙ্গার জেটিতে
কি চমৎকার একটা পেন্সিল কাটা ছুরি দ্যাখ্ পলতে!
পেন্সিল্ কাটা ছুরি? এই জিনিসই তো আমার দরকার!
হোঃ! হোঃ! আমার চুম্বক আবার শিকার ধরতে যাচ্ছে!
পেয়েছি!
একি! এতো দেখছি ছুরিই নয়—এটা তো একটা অখাদ্য স্টীলের রুলার!
আমার সঙ্গে ফেরেববাজী? দাঁড়া, আগে তোদের ধরি!
তার আগে আমি তোকে ধরেছি! আমার দরকারী কাজের রুলারটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেবার মানে কি রে ন্যাড়া? এবারে তোর ঐ চুম্বক দিয়ে তোকে ওটা তুলে দিতে হবে!
ঘাবড়াস না, হাঁদা! জোয়ারের জল সরে গেলে নীচে নেমে ওটা খুঁজতে পারবি!
অবশ্য যদি তার আগেই না আমি ওকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেই!

হাঁদা-ভোঁদার

হাতের ব্যায়াম













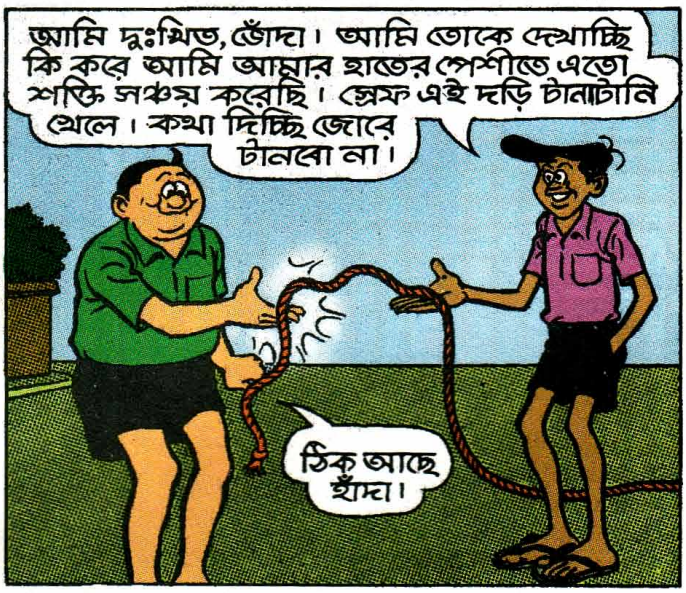

F-7

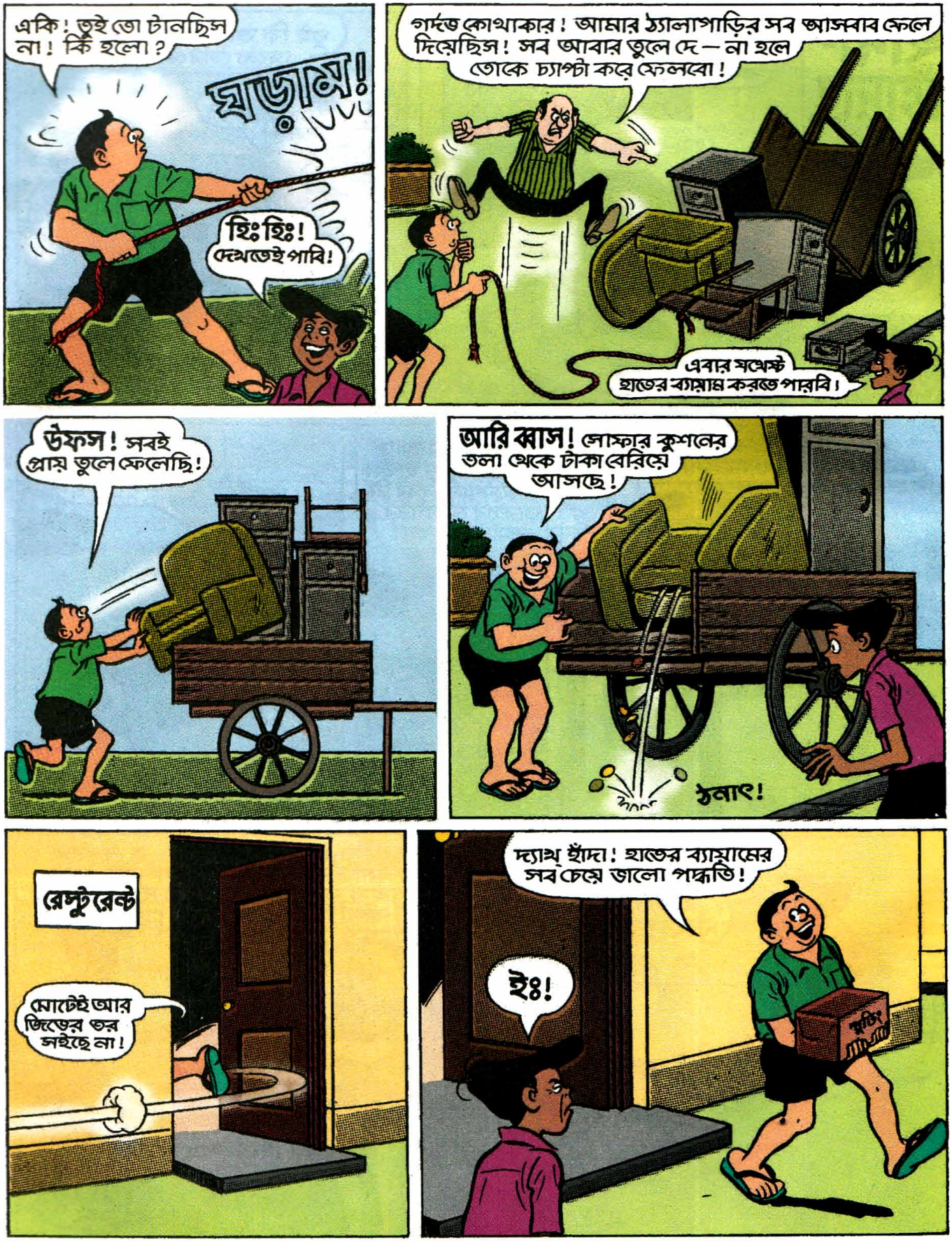
একি! তুই তো টানছিস না! কি হলো?
ঘড়াম!
হিঃ হিঃ! দেখতেই পাবি!
গর্দভ কোথাকার! আমার ঠ্যালাগাড়ির সব আসবাব ফেলে দিয়েছিস! সব আবার তুলে দে — না হলে তোকে চ্যাপ্টা করে ফেলবো!
এবার যথেষ্ট হাতের ব্যায়াম করতে পারবি!
উফস! সবই প্রায় ভুলে ফেলেছি!
আরি ব্বাস! সোফার কুশনের তলা থেকে টাকা বেরিয়ে আসছে!
ঠনাৎ!
রেস্টুরেন্ট
মোটেই আর জিভের তর সইছে না!
দ্যাখ্ ছাঁদা! হাতের ব্যায়ামের সব চেয়ে ভালো পদ্ধতি!
ইঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

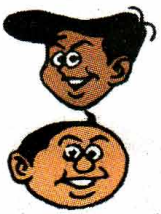

দোলনাবাজি


দিনটা বেশ ভালো! হাঁদাও নেই। নতুন টাঙানো দোলনাটায় গিয়ে দুলি।

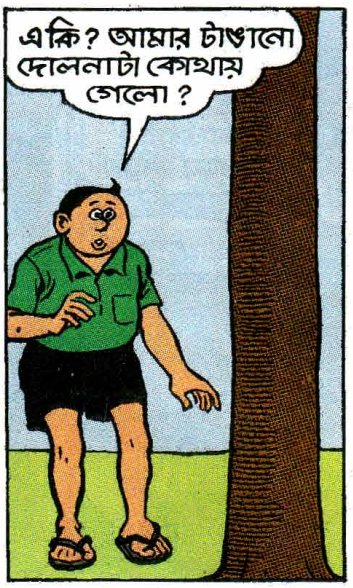
একি? আমার টাঙানো দোলনাটা কোথায় গেলো?


এই যে ভোঁদা, এখানে!
ওঃ, তুই! শিগগির ওটা নামিয়ে দে।
এখুনি দিচ্ছি, ভোঁদা। এই নে।


এই না—ওফ! আমার মাথাটা গেলো!


হেঃ হেঃ! কিছু মনে করিস না ভোঁদা। ভেবেছিলাম তুই তফাতে আছিস।

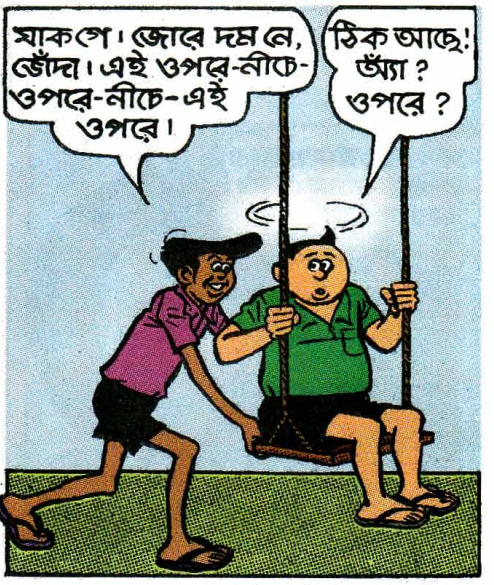
যাকগে। জোরে দম নে, ভোঁদা। এই ওপরে-নীচে-ওপরে-নীচে-এই ওপরে।
ঠিক আছে! অ্যাঁ? ওপরে?


হ্যাঁ—ওপরে! একেই বলে দোল খাওয়া!
ওরে বাবা রে! আমার মাথা ঘুরছে!


একি রে ভোঁদা! তুই এই? ছ্যাঃ ছ্যাঃ! দ্যাখ্ তবে ওস্তাদের দোলা!
ওয়াহ্!


এই আমি আসছি!
ওঃ! আমি আগে এখান থেকে সরে যাই হতচ্ছাড়া!


সরে যাবি—ঠিক আছে, আমি তোকে হেল্প করছি!
আঁউফ্!
এখন যেতে হচ্ছে। পরে এসে তোর সঙ্গে আবার দোলনবাজি করবো ভোঁদা।
আচ্ছা আয় হতচ্ছাড়া!
পরে
এসেছিস? বেশ, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এই টায়ার দোলনায় তুই দুলতে পারবি না।
আরে, ওতে দুলতেই তো বেশী ভালোবাসি।
দ্যাখ্! এবার আমাকে একটা জোরে ঠ্যালা দে, ভোঁদা।
জাবিস না হাঁদা। ঠ্যালা না দিয়ে তোকে একটা খেলা দেখিয়ে দিচ্ছি
এভাবে ঠেলছিস কেন? আমি যে পাক খাচ্ছি।
হিঃ হিঃ! এর পরে ওর মাথা পাক খাবে।
দড়ি ওপর পর্যন্ত পাক খেয়ে গেছে! এবার আবার উল্টো দিকে ঘুরবে। যে কোন সময় ও নামতে চাইবে, আমিও দড়ি কাটার জন্যে তৈরি।
ইরক!
ওঃ, আমার মাথা গেলো! আমি নেমে যাবো।
ওঁয়াফ্স!
ওওওঃ! পৃথিবীটা যে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।
হিঃহিঃ! দোলন বিশারদ বোধহয় এখন আর দোল খেতে চাইবে না। বেচারা বড্ডই কাহিল হয়ে পড়েছে।

হাঁদা-ভোঁদার



তক্তাকাহিনী

















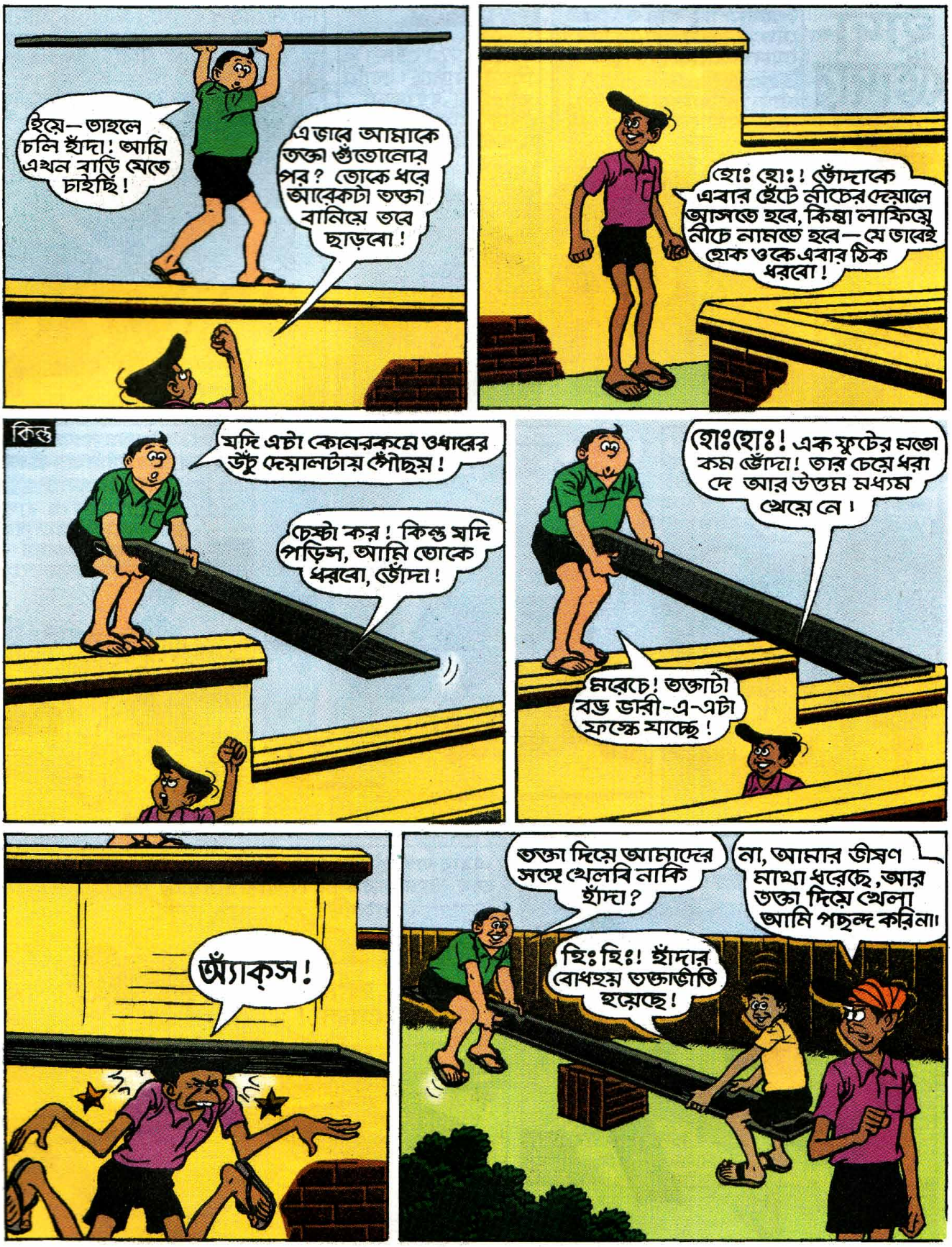
ইয়ে— তাহলে চলি হাঁদা! আমি এখন বাড়ি যেতে চাইছি!
এভাবে আমাকে তক্তা গুঁতোনোর পর? তোকে ধরে আরেকটা তক্তা বানিয়ে তবে ছাড়বো!
হোঃ হোঃ! ভোঁদাকে এবার হেঁটে নীচের দেয়ালে আসতে হবে, কিম্বা লাফিয়ে নীচে নামতে হবে— যে ভাবেই হোক ওকে এবার ঠিক ধরবো!
কিন্তু
যদি এটা কোনরকমে ওধারের উঁচু দেয়ালটায় পৌঁছয়!
চেষ্টা কর! কিন্তু যদি পড়িস, আমি তোকে ধরবো, ভোঁদা!
হোঃহোঃ! এক ফুটের মতো কম ভোঁদা! তার চেয়ে ধরা দে আর উত্তম মধ্যম খেয়ে নে!
মরেচে! তক্তাটা বড্ড ভারী-এ-এটা ফস্কে যাচ্ছে!
অ্যাঁক্স!
তক্তা দিয়ে আমাদের সঙ্গে খেলবি নাকি হাঁদা?
না, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আর তক্তা দিয়ে খেলা আমি পছন্দ করিনা।
হিঃ হিঃ! হাঁদার বোধহয় তক্তাভীতি হয়েছে!

হাঁদা-ভোঁদার

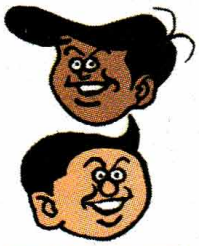

চাঙ্গা হওয়াই



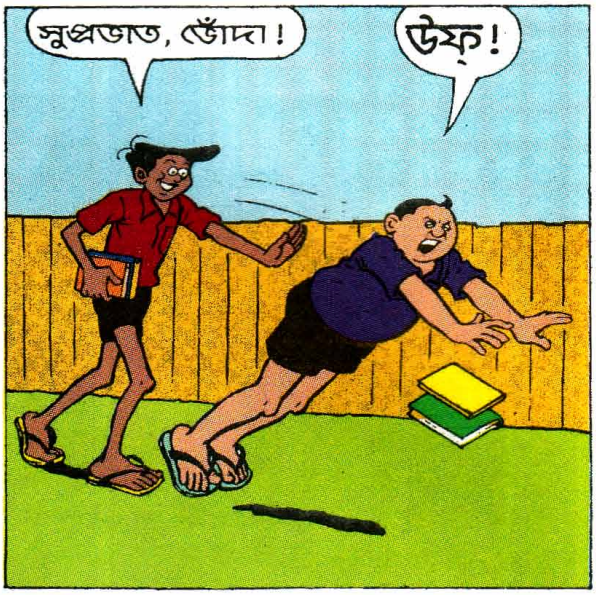












আর এতেও যদি একটু ঘাটতি থাকে তবে এটাতে তুই পুরো চাঙ্গা হয়ে উঠবি।
হাঃহাঃ!
উফ্! গেছি রে! গরম চা!
আধ জাগা অবস্থায় পড়তে যেতে নেই এটা তোকে সমঝে দিলুম।
গররর!
হেঃহেঃ! ভোঁদার ঝিমুনি ভাব কাটিয়ে ওকে চাঙ্গা করে দিয়েছি!
তাই বুঝি?
ইর্‌ক্!
সামনে আলোর খাম্বা আর পেছনে ডাণ্ডা একসঙ্গে দু'য়ের গুঁতোয় বেচারা ঠাণ্ডা মেরে গেছে!
আফ্‌স্!
হেঃহেঃ! এতক্ষণ আমাকে আধ জাগা বলে চাঙ্গা করার নামে নানা রকম উৎপীড়ন করছিলো আর এখন দেখছি ও নিজেই আধ জাগা অবস্থায় রয়েছে, তাই এবার ওকে চাঙ্গা করার জন্যে ওরই দাওয়াই ওকেই প্রয়োগ করতে হবে।

হাঁদা-ভোঁদার

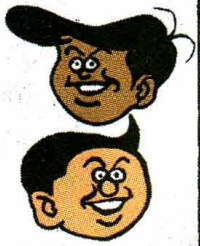

প্রাথমিক চিকিৎসা







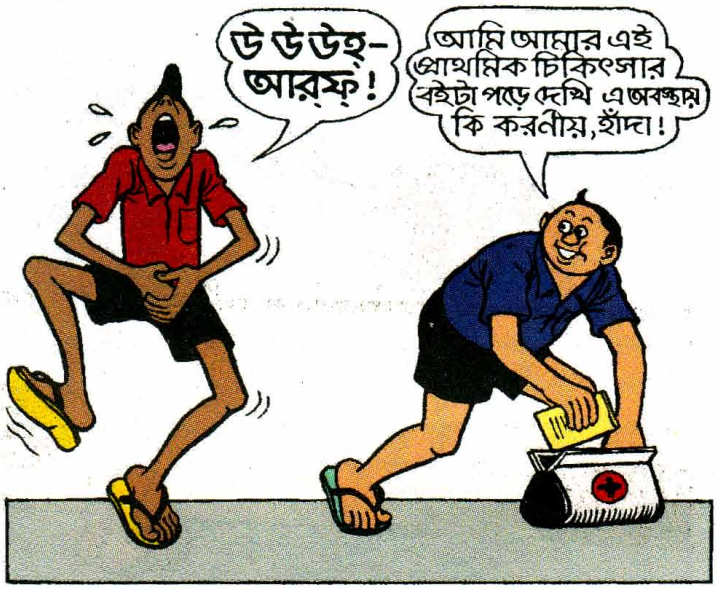






বাহ্! আমি নিজেই তুলনা করবো। হুস্! দ্যাখ্,এটা কেমন ফুলেছে!
পরীক্ষা করার এই রবারের হাতুড়ি ঠিক যেটা আমি চাইছি।
হুঁয়াও!
এটা তোর দুটো হাতকে এবার একরকম করে দিয়েছে,ভোঁদা!
এবার আমি দাঁতের ডাক্তার। তোর তো এখন দু'টো হাতই অকেজো! কাজেই এখন আমি প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে কিল মেরে তোর দাঁতের খিল খুলে নেবো!
ওহ্,না!
উফ্! ওফ্!
ফিরে আয়,হাঁদা এখনো তোর ওপর আমার চিকিৎসা শেষ হয়নি
ডাঃ কুত্তাক্ত কুণ্ডু এম.ডি.
হিঃহিঃ! হাঁদাকে এবার আসল ডাক্তারের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হয়েছে!
গরর! আমি ডাক্তার এবং ডেন্টিস্টস্ অপছন্দ করি,কিন্তু সব থেকে বেশী অপছন্দ করি হতচ্ছাড়া ভোঁদাটাকে!



বর্ষসেরা


ওহ্ দারুণ! আমি নিশ্চিত এতে যোগ দেবো!
প্রতিযোগিতা
বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের সন্ধানে
মোহনবেঙ্গল ময়দানে শনিবার

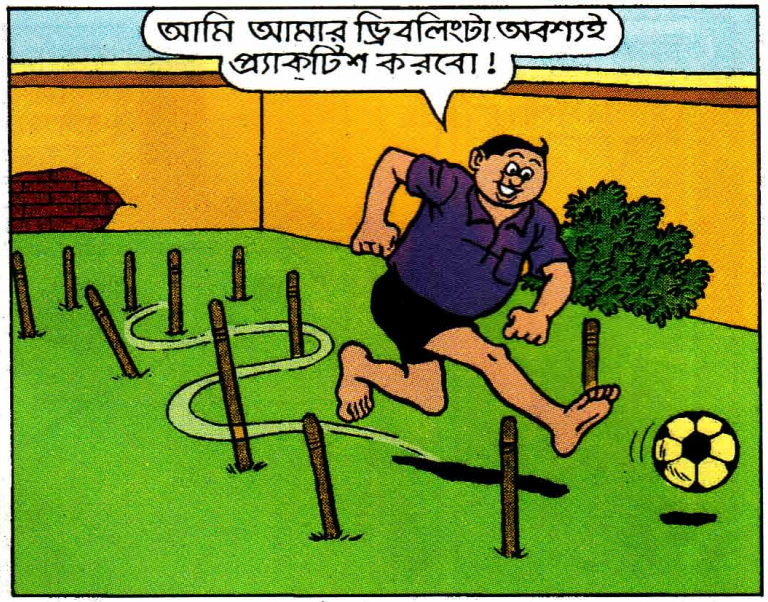
আমি আমার ড্রিবলিংটা অবশ্যই প্র্যাক্টিশ করবো!


ওফ্! কিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো?


হাঁদা!
হ্যাঁ ভোঁদা আমি, তুই অনেক কঠিন পরিশ্রম করে নিশ্চয় সত্যিকারের তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিস!


পানীয়টা খেয়ে নে! এইরে! খুবই দুঃখিত, ভোঁদা! আমার লক্ষ্যটা ঠিক থাকে না।
গাল্‌ক্!


হেঃ হেঃ! তুই একজন ভালো ড্রিবলার, ভোঁদা!
বাহ্! আমার সামনেটা একদম ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে!


আমাকে এই ভিজে জামা প্যান্ট ছেড়ে আসতে হবে!
তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোর বলটা দেখাশোনা করছি, ভোঁদা!


একটা থেমে থাকা বলকে তুই লাথি মেরে কত দূর পাঠাতে পারিস দেখি, ভোঁদা!


এটাকে আমি ঠিকই লাথাবো– তবে ঠিক হাঁদার মুখে!
মরেচে! ও একটা লম্বা ইল্যাস্টিকের টুকরো দিয়ে এটা আটকে রেখেছে!
অ্যাগহ্!
হেঃ হেঃ! তুই এবারের বর্ষসেরা ফুটবলার হতে পারবি না, ভোঁদা। যথেষ্ট শক্ত পোক্ত তুই নস!
তোর কি হয়েছে রে, ভোঁদা?
হোঃ হোঃ!
ঐ হাঁদাটা বল নিয়ে আমার ওপর নষ্টামী করেছে!
তাই বুঝি?
তুই ঠিক সেই ছেলে তরুণ ফুটবলার বর্ষ প্রতিযোগিতায় যাকে বিশেষ দরকার!
অ্যাঃ? সত্যি? ওহ্, দারুণ!
মূল প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বর্ষসেরা জোরালো বল কিক প্রতিযোগিতা হবে। যার কিকে হাঁদা গলা দিয়ে বেশী শব্দ বের করবে সেই এবার কিকে বর্ষসেরা হবে।
আঁউফ্স্!
ভোঁদার কিকেই হাঁদা বেশী শব্দ করে জানিয়ে দিয়েছে যে, ভোঁদাই কিকে বর্ষসেরা।


হাঁদা-ভোঁদার
নষ্টামি
আবার তোরা আমার পেয়ারা গাছে উঠেছিস?
বেরো শিগগির! আবার দেখলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো!
চল ভোঁদা, এটা দিয়ে একটু মজা করি!
গর-র-র
আঁ-আঁ
হতভাগারা বাঘ সেজে আবার ভয় দেখাচ্ছে!
কাঁদিসনে খোঁদি! ওদের আমি সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছি!
এই গরিলার চামড়া পরে ওদের মজা দেখাচ্ছি!
অন্যদিকে
গর-র-র!
ছিক্!
পুলিশ? শিগগির আসুন! আমার পাশের বাড়ির বাগানে একটা বুনো জন্তু ঢুকেছে!

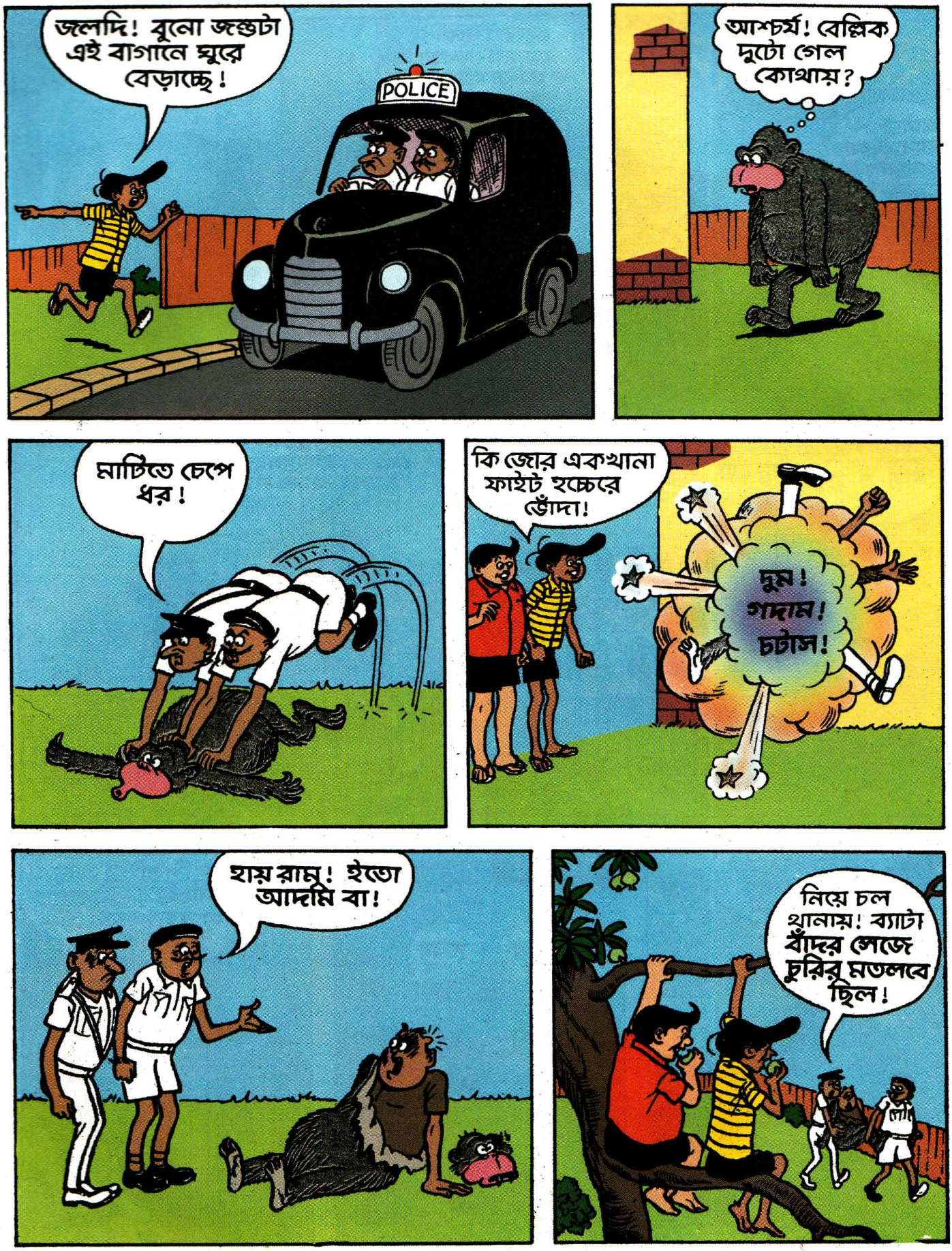
জলদি! বুনো জন্তুটা এই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!
POLICE
আশ্চর্য! বেল্লিক দুটো গেল কোথায়?
মাটিতে চেপে ধর!
কি জোর একখানা ফাইট হচ্ছেরে ভোঁদা!
দুম! গদাম! চটাস!
হায় রাম! ইতো আদমি বা!
নিয়ে চল থানায়! ব্যাটা বাঁদর সেজে চুরির মতলবে ছিল!

হাঁদা-ভোঁদার



কলা কৌশল


ভোঁদা, তোকে আজ ছুরি খেলার কলা কৌশল দেখাবো !


দ্যাখ, এই পাঁউরুটিটা তোর এই গোল টেবিলে রাখলুম। এবারে দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে এই রুটিটা দু'টুকরো করে ফেলবো !


ছুরির কায়দা দেখলি তো? কেমন রুটিটা দু'টুকরো হয়ে গেল
আরে - আরে ! ওঃ ! আমার টেবিল শুদ্ধু দুফাঁক হয়ে গেল !


সরে যা ভোঁদা ! আমি এখন প্র্যাক্‌টিস করবো !

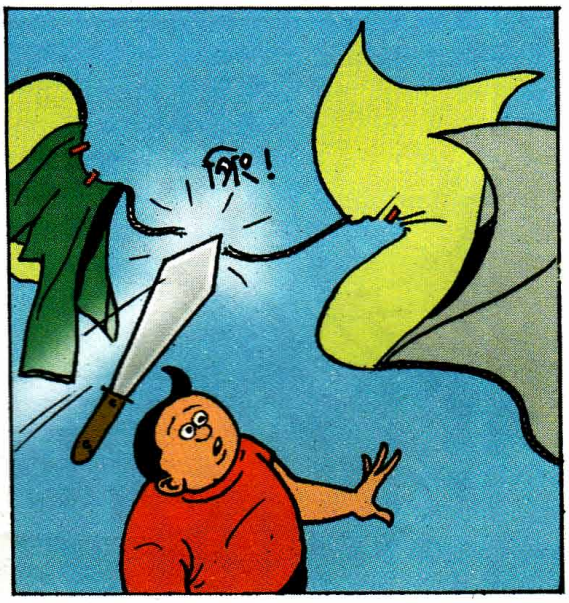
গিং !

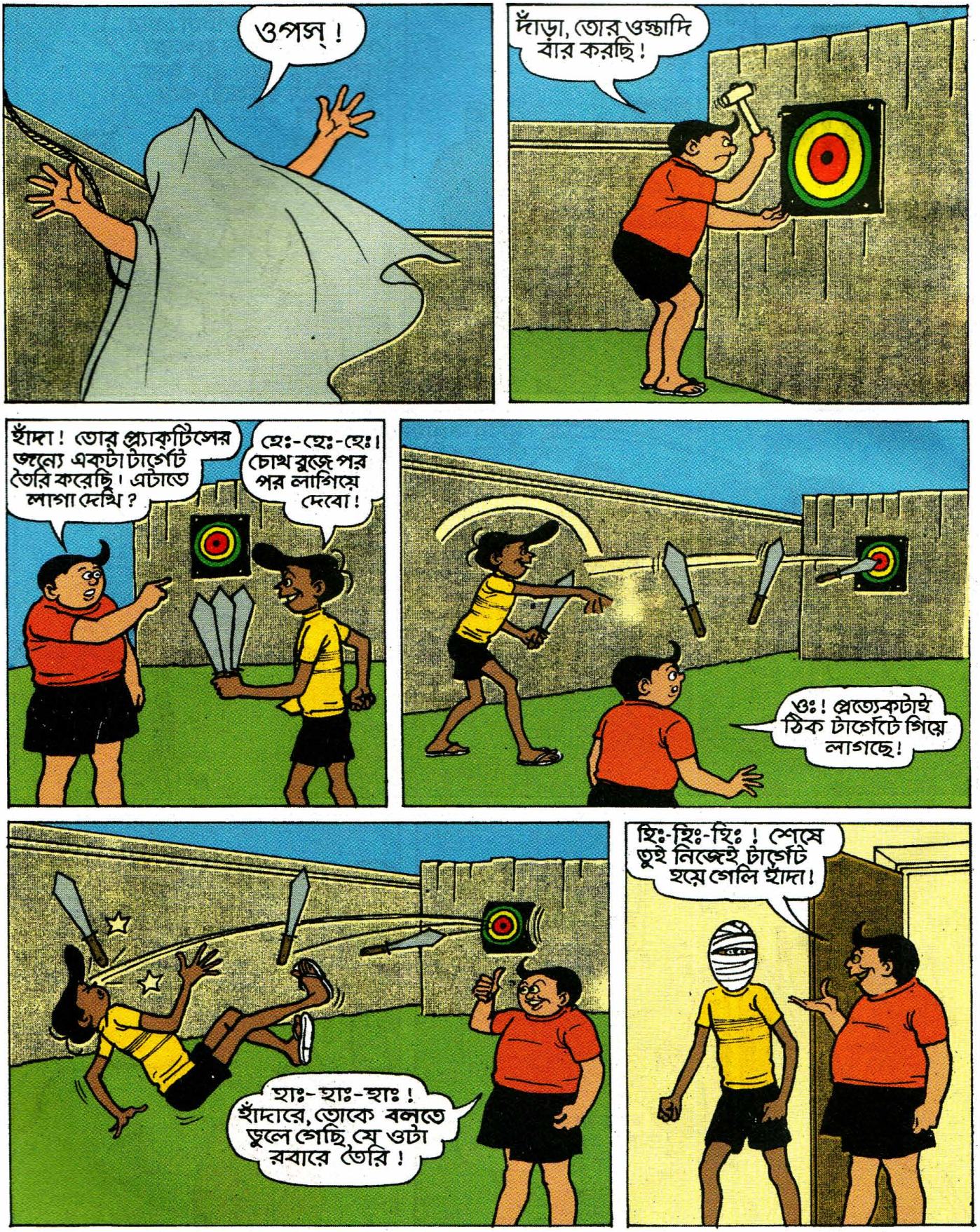
ওপস্!
দাঁড়া, তোর ওস্তাদি বার করছি!
হাঁদা! তোর প্র্যাক্‌টিসের জন্যে একটা টার্গেট তৈরি করেছি। এটাতে লাগা দেখি?
হেঃ-হেঃ-হেঃ! চোখ বুজে পর পর লাগিয়ে দেবো!
ওঃ! প্রত্যেকটাই ঠিক টার্গেটে গিয়ে লাগছে!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাঁদারে, তোকে বলতে ভুলে গেছি যে ওটা রবারে তৈরি!
হিঃ-হিঃ-হিঃ! শেষে তুই নিজেই টার্গেট হয়ে গেলি হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



ইয়ো-ইয়োর কায়দা

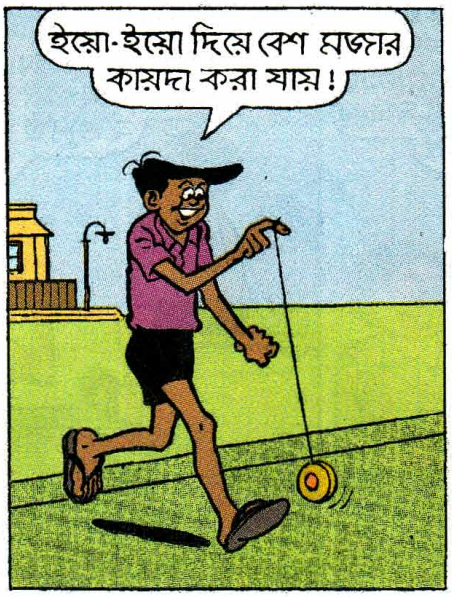

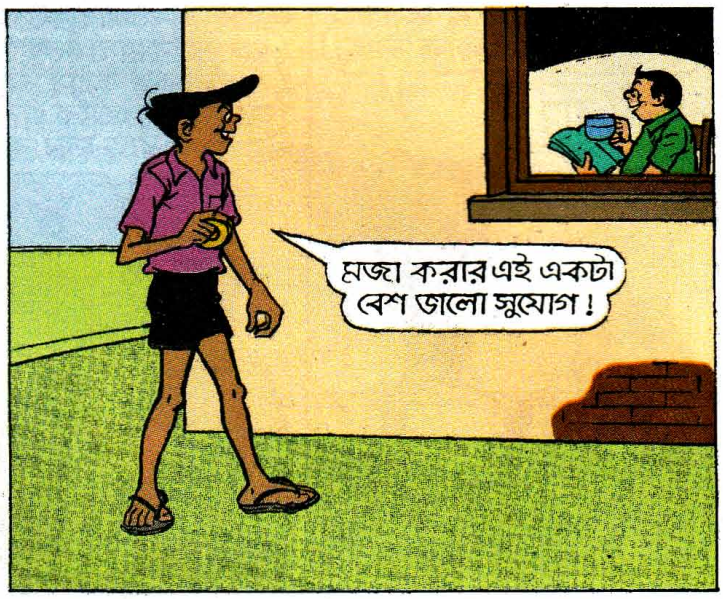







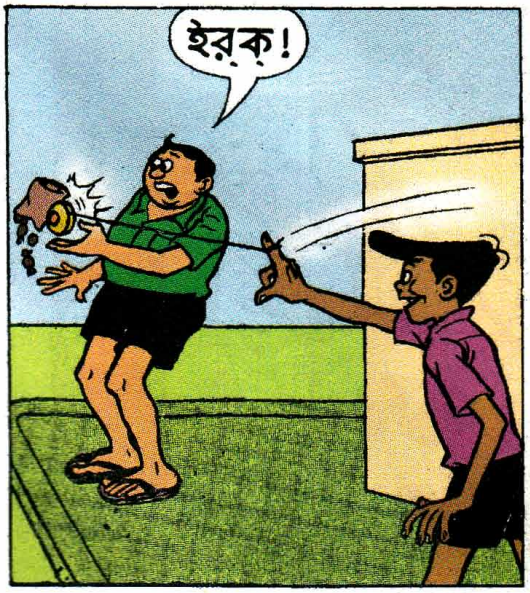





F-8


হিঃহিঃ! আমার ইয়ো-ইয়োটা আজ সত্যি দারুণ কাজ দিচ্ছে!
বাহ্!
পরে
হাঁদা আবারও ওর ইয়ো-ইয়োর কায়দা দেখাবে, আর ওর কায়দা বন্ধ করার কায়দা আমি জানি। শুধু তোকে একটু সাহায্য করতে হবে, বচা!
আরো একটু পরে
হোঃ হোঃ! আইসক্রীমের গ্লাসটা এখুনি আমি ওর হস্তচ্যুত করবো!
এই যাচ্ছে ইয়ো-ইয়ো– অ্যাই!
কচাৎ!
পালা, বচা!
গরর! আমার ইয়ো-ইয়োটা বরবাদ করেছিস! তোদের দুটোকে তুলো-ধোনা করে ছাড়বো!
এইবার টান লাগাবো তুই এদিকে চলে এসে হাত লাগা!
আ-আরে! এটা কি হচ্ছে?
মার টান!
ঘটাল!
হেঃ হেঃ! তোকে ইয়ো-ইয়ো বানিয়ে আমরা এবার কায়দা দেখাচ্ছি, হাঁদা!
আঁউফ্!

হাঁদা-ভোঁদার

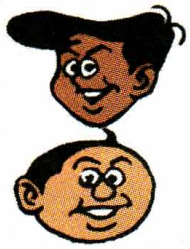

বক্সিংএর টিকিট





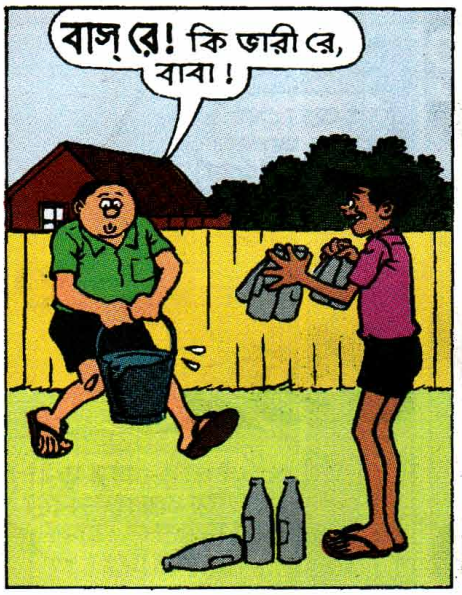





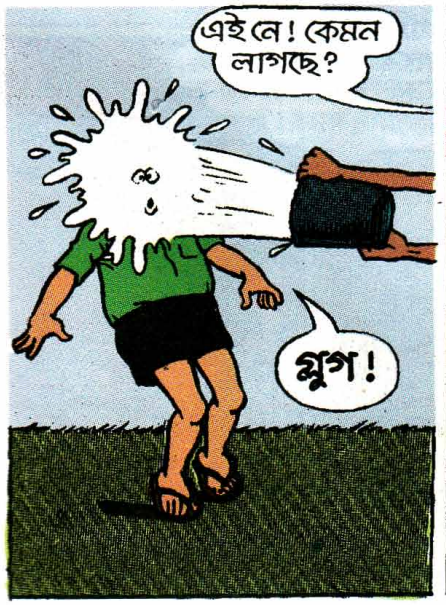






হেঃ হেঃ! তোর গরম মাথা একটু নরম হয়েছে মনে হচ্ছে, ভোঁদা!
তুই এখানে ঘুমো, ভোঁদা! আমি বোতল বেচে পয়সা সংগ্রহ করি বক্সিংএর লড়াই দেখার জন্যে।
বক্সিং দেখার একটা টিকিট কিনেছি।
আমার টিকিটটা আমি নিলুম, হাঁদা!
এঃ!
মরেচে! আমি পা রাখতে পারলাম না! আমি পেছন দিকে পড়ে যাচ্ছি!
হেঃ হেঃ! যেই ও নেমে আসবে ওকে ক্যাঁক করে চেপে ধরবো!
ঐ দড়ি তোর তরী তীরে এনেও ডুবিয়ে দিলো রে, ভোঁদা হিঃ হিঃ!
ওঁয়াফ্‌স্!
হোঃ হোঃ! ভাবেনি রে, হাঁদা! মনে হচ্ছে তরীর ধাক্কায় তোকেই গড়াগড়ি খেতে হবে!
আমার ফিরে আসার গতিবেগ ও বুঝতে না পারার ধাক্কায় বেচারা বেহুঁশ হয়ে পড়েছে, হেঃ হেঃ! তাড়াতাড়ি করলে আমি প্রথম রাউণ্ডের আগেই পৌঁছে যাবো!
গোঁ গোঁ! আমি কোথায়?

হাঁদা-ভোঁদার

চূর্ণ অভিযান











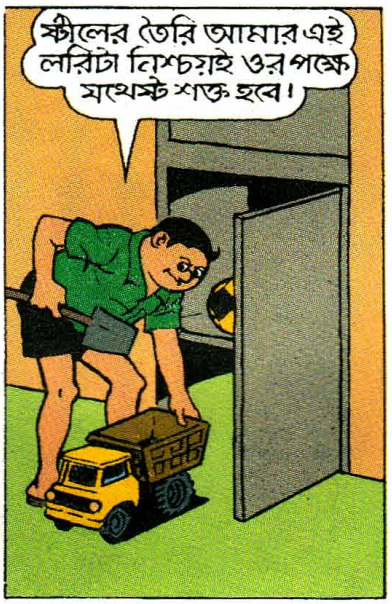



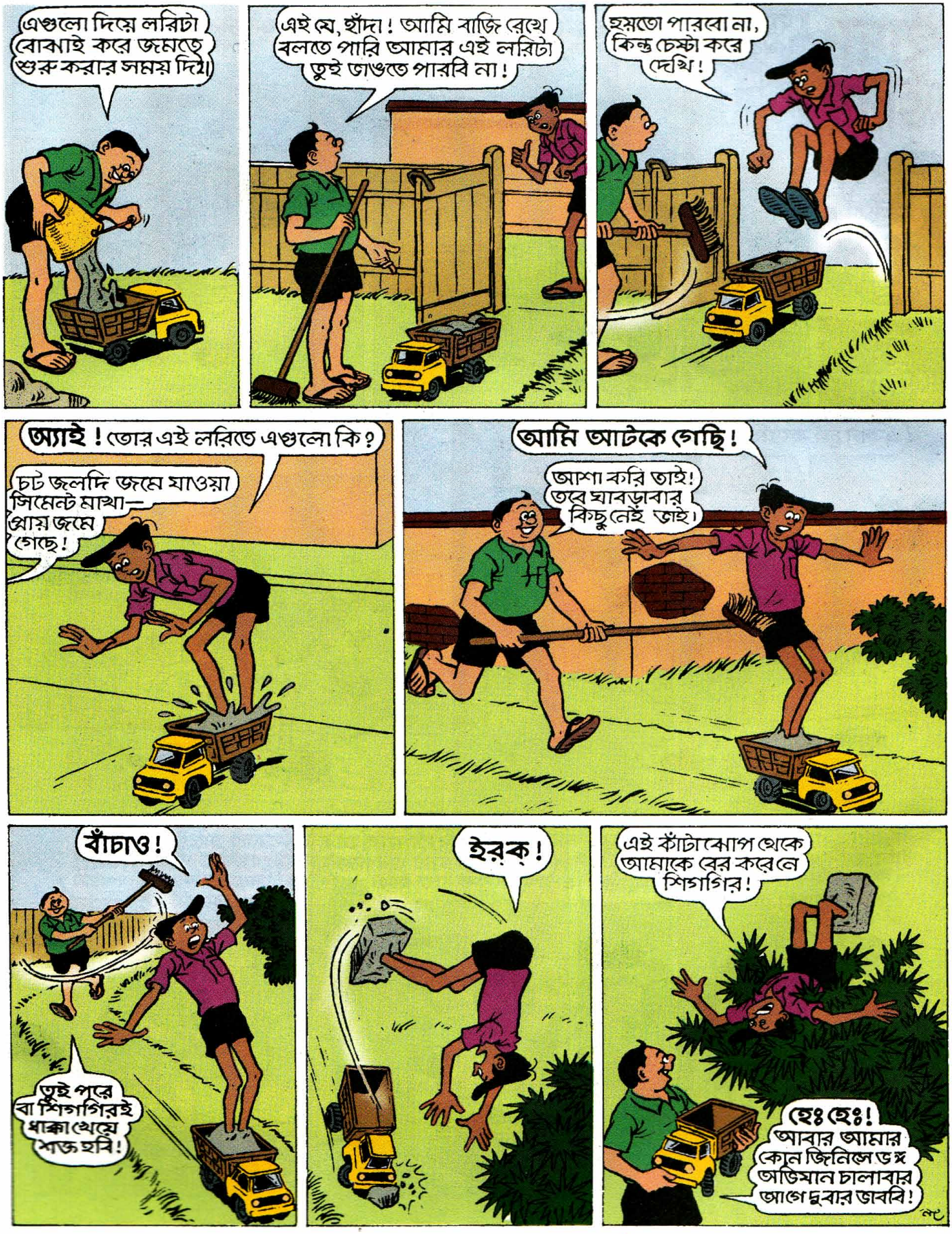
এগুলো দিয়ে লরিটা বোঝাই করে জমতে শুরু করার সময় দিই।
এই যে, হাঁদা! আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমার এই লরিটা তুই ভাঙতে পারবি না!
হয়তো পারবো না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখি!
অ্যাই! তোর এই লরিতে এগুলো কি?
চট জলদি জমে যাওয়া সিমেন্ট মাখা— প্রায় জমে গেছে!
আমি আটকে গেছি!
আশা করি তাই! তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই ভাই।
বাঁচাও!
তুই পরে বা শিগগিরই ধাক্কা খেয়ে শক্ত হবি!
ইর্‌ক্!
এই কাঁটাঝোপ থেকে আমাকে বের করে নে শিগগির!
হেঃ হেঃ! আবার আমার কোন জিনিসে ভঙ্গ অভিযান চালাবার আগে দুবার ভাববি!

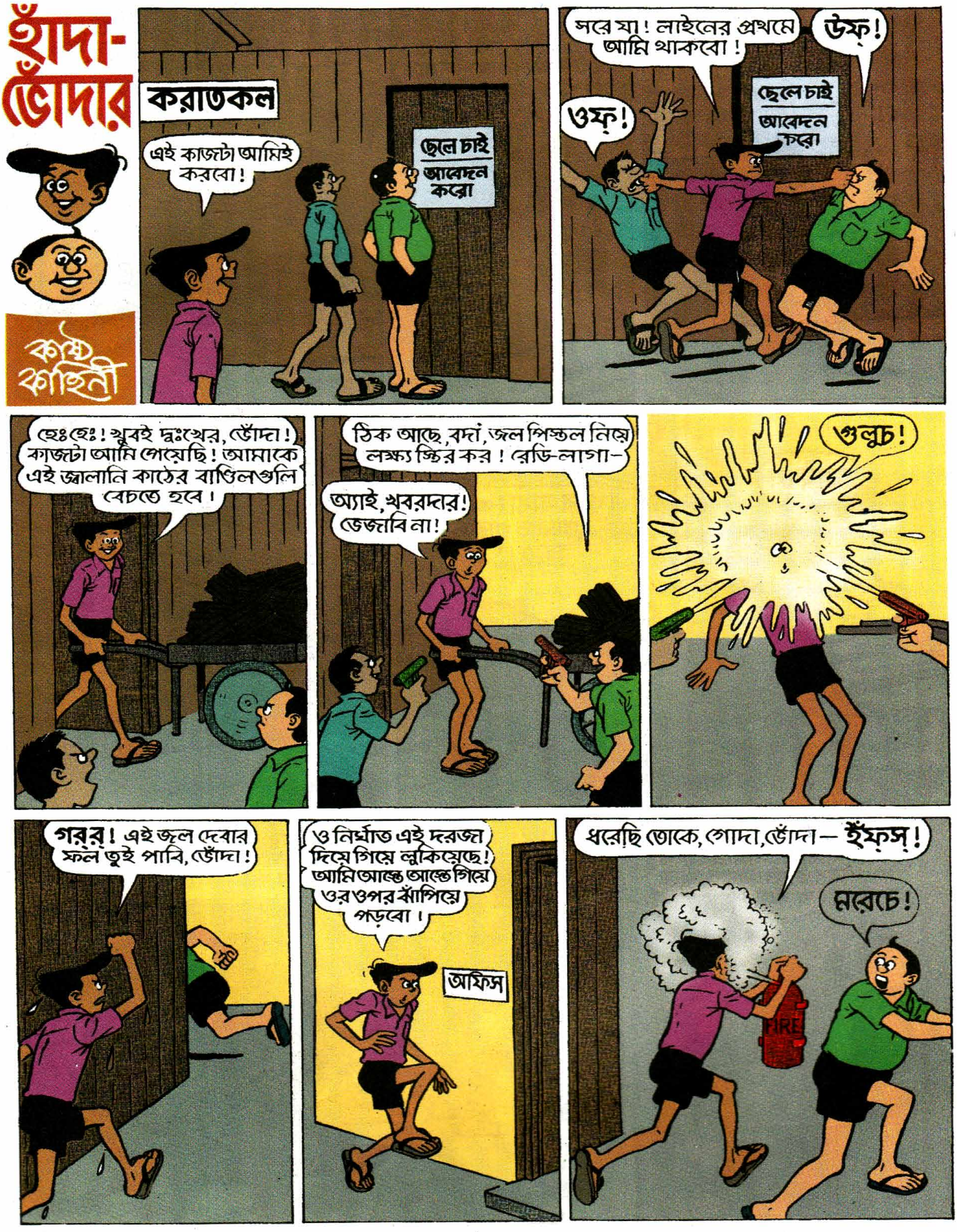
হাঁদা-ভোঁদার
কাষ্ঠ কাহিনী
করাতকল
এই কাজটা আমিই করবো!
ছেলে চাই
আবেদন করো
সরে যা! লাইনের প্রথমে আমি থাকবো!
উফ্!
ওফ্!
ছেলে চাই
আবেদন করো
হেঃ হেঃ! খুবই দুঃখের, ভোঁদা! কাজটা আমি পেয়েছি! আমাকে এই জ্বালানি কাঠের বাণ্ডিলগুলি বেচতে হবে।
ঠিক আছে, বদা, জল পিস্তল নিয়ে লক্ষ্য স্থির কর! রেডি-লাগা—
অ্যাই, খবরদার! ভেজাবি না!
গুলুচ!
গরর! এই জল দেবার ফল তুই পাবি, ভোঁদা!
ও নির্ঘাত এই দরজা দিয়ে গিয়ে লুকিয়েছে! আমি আস্তে আস্তে গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।
অফিস
ধরেছি তোকে, গোদা, ভোঁদা — ইঁফ্স্!
মরেচে!
FIRE


ওয়াক! থুঃ!
হাঃহাঃ! ভুল করে ও একটা আগুন নেভানো বস্তু ধরেছে!
বাহ্! ছোঁদা আমার ঠ্যালা-গাড়িটা নিয়ে গেছে, কিন্তু আমি এই চাকার দাগ ধরে ওকে ধরবো!
গরর! ঠ্যালাগাড়িটা আমাকে দিয়ে দে!
মরেচে! ও ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সটকে পড়তে হবে!
অ্যাইও!
হিঃহিঃ! ও একেবারে গড়ানে রাস্তায় পড়েছে!
ওরে বাবা! আমি এটা থামাতে পারছি না!
গেছি রে!
দড়াম!
যে ছেলেটা জ্বালানি কাঠ বিক্রির কাজ নিয়েছিলো সে আপনার ঠ্যালা ভেঙে খেলা করছে।
গরর! আমার নতুন ঠ্যালাগাড়িটার যে হাল করেছিস আয় তোকেও ঐ অবস্থা করে মনের ঝাল মেটাই!
গোঁ গোঁ!

হাঁদা-ভোঁদার



কমিক্স ছিনতাই











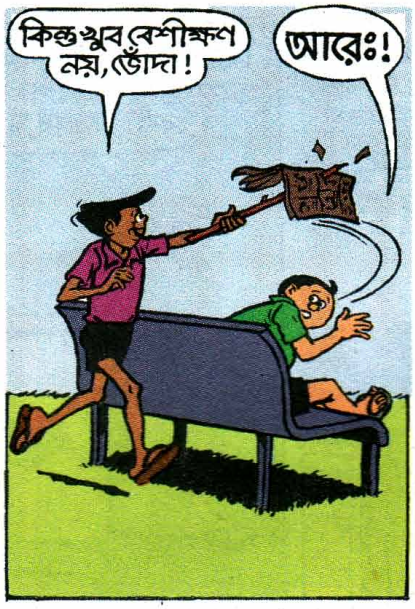




হিঃহিঃ! এবার গর্তে নেমে তোকে ওটা আনতে হবে, ভোঁদা!
পাজিটা নাগালের বাইরে পালিয়েছে!
ভোঁদাটার এখনো শিক্ষা হয়নি দেখছি। এবার নিয়ে তিনবার ওর কনিকস ছিনতাই হবে!
আবার তোর কনিকস হাতিয়েছি, ভোঁদা!
বেশ করেছিস, হাঁদা!
এটা আর যাতে ফিরে না পায় এবার সে ব্যবস্থা করছি!
ঠিক আছে, ওটা আমার বইই নয়!
ওটা কেঁদোদার বই!
গররর! আমার সেটটা নষ্ট করে দিলো, হতচ্ছাড়া পাজি—
ইরক!
হিঃহিঃ! বই পড়ে মজা পাওয়ার চেয়ে দেখে মজা পাওয়া অনেক বেশী মজার, হাঁদা!
গেছিরে!

হাঁদা-ভোঁদার



ল্যাসোর প্যাঁচ

















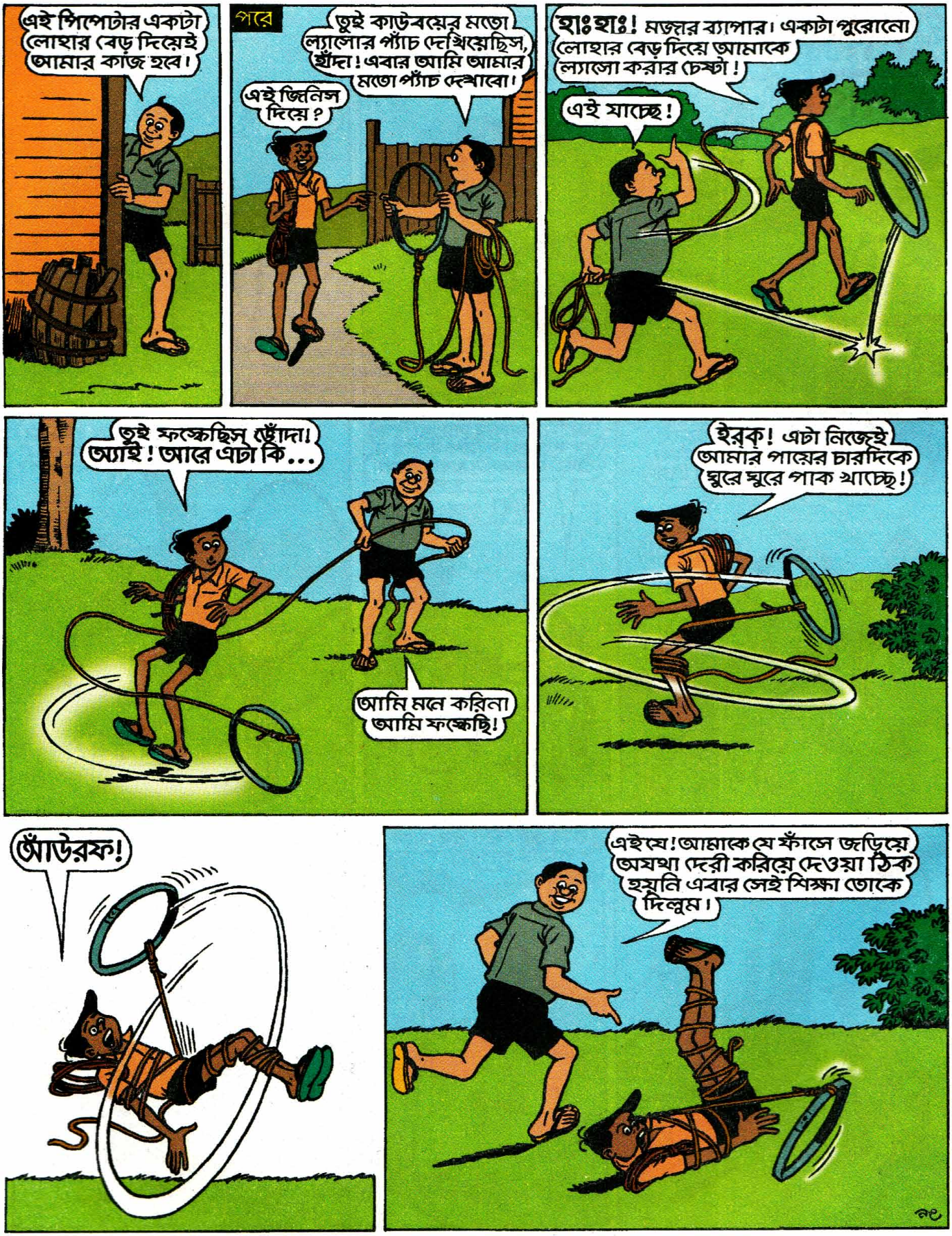
এই পিপেটার একটা লোহার বেড় দিয়েই আমার কাজ হবে।
পরে
তুই কাউবয়ের মতো ল্যাসোর প্যাঁচ দেখিয়েছিস, হাঁদা! এবার আমি আমার মতো প্যাঁচ দেখাবো।
এই জিনিস দিয়ে?
হাঃহাঃ! মজার ব্যাপার। একটা পুরোনো লোহার বেড় দিয়ে আমাকে ল্যাসো করার চেষ্টা!
এই যাচ্ছে!
তুই ফস্কেছিস্ হাঁদা! অ্যাই! আরে এটা কি...
আমি মনে করিনা আমি ফস্কেছি!
ইরক্! এটা নিজেই আমার পায়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে!
আঁউরফ!
এইযে! আমাকে যে ফাঁসে জড়িয়ে অযথা দেরী করিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি এবার সেই শিক্ষা তোকে দিলুম।

হাঁদা-ভোঁদার

স্টপ-ওয়াচ


















থামো! দাঁড়াও! ফেরো!
হাঃ হাঃ! যখন ওটা তুই পাবি ভোঁদা, তখন ওতে সময়টা দেখে নিতে ভুলবি না!
উফ্! ঈশ্বরের দয়ায় ওটা ঐ গুদোমের কাছে থেমেছে!
ওফ!
তরমুজের গুদাম
ওফস্! একটা বিটলে পাজি আমার ঘড়িটা আপনার লরিতে ছুঁড়ে দিয়েছে, আর আমি এটার পিছনে ছুটে আসছি ধরার জন্যে!
তাই বুঝি? বেশ, তুমি তোমার ঘড়ি নিয়ে নাও। তারপর যখন এটা তরমুজে বোঝাই হয়ে যাবে, তখন তুমি গাড়িতে করে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে পারবে।
ফলের বাজার
আঃহা! সেই লরিটা আবার এসেছে। জানতে ইচ্ছে করছে ভোঁদার ঘড়িটা কি এখনো ওর মধ্যে আছে?
এটার পিছনে পিছনে ফলের বাজারে যাবো তারপর খুঁজে বের করবো।
তাহলে সেই ছোকরাই পেছনে আসছে, যার কথা তুমি বলেছো? ঠিক আছে ঐ ঘাতলটা টানো!
এইটা?
গড়গড়!
গেছি রে!
হোঃ হোঃ! এবার দেখতে হবে হাঁদা গুঁশা ফিরে পাবার জন্যে ঠিক কত সময় নেয়!
গোঁ গোঁ!
ক্লিক!

হাঁদা-ভোঁদার



বাইক বিভ্রাট

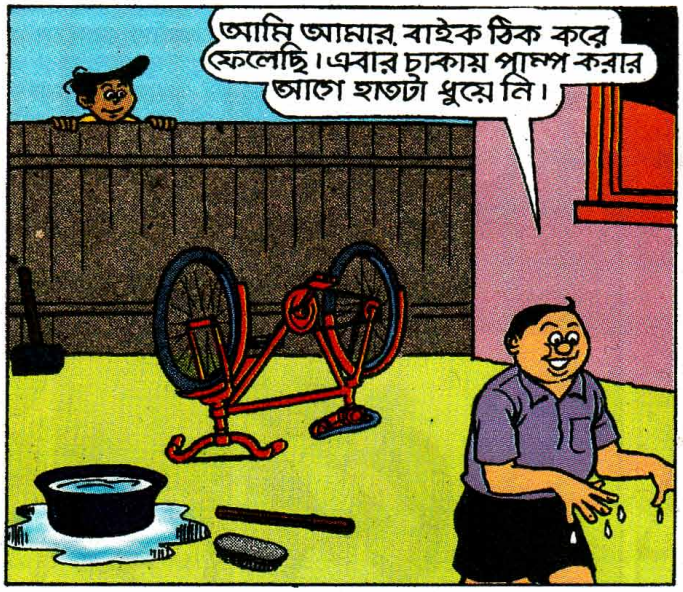



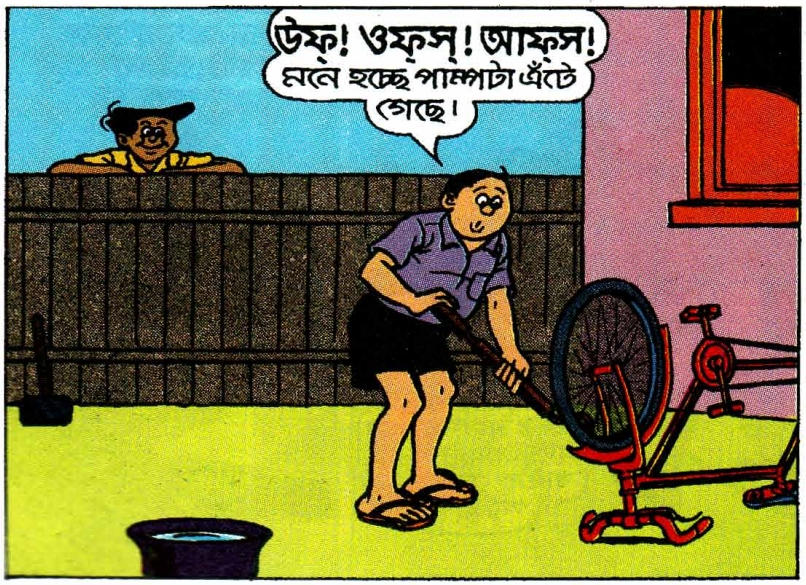









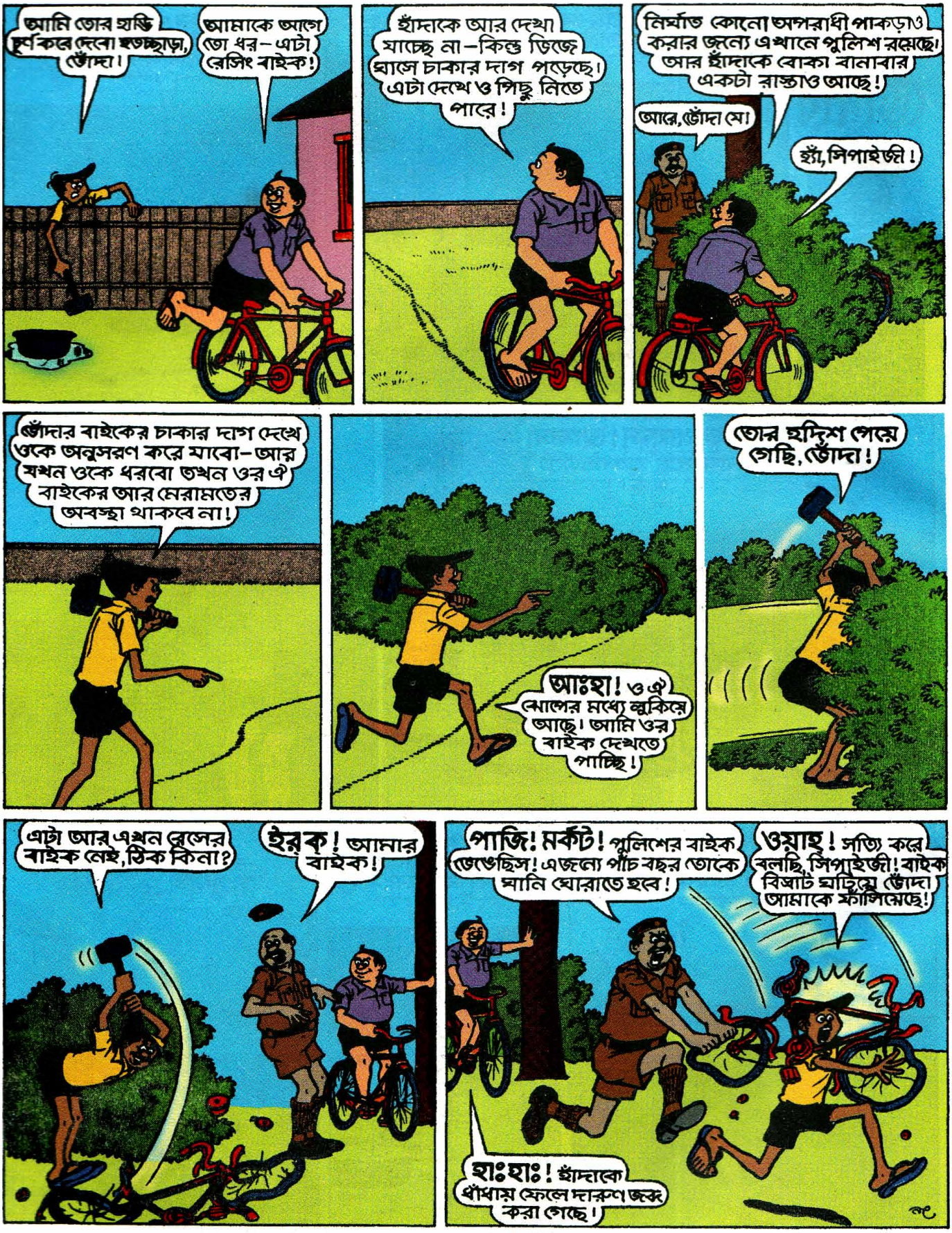
আমি তোর হাড্ডি চূর্ণ করে দেবো হতচ্ছাড়া, ভোঁদা!
আমাকে আগে তো ধর—এটা রেসিং বাইক!
হাঁদাকে আর দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু ভিজে ঘাসে চাকার দাগ পড়েছে। এটা দেখে ও পিছু নিতে পারে!
নির্ঘাত কোনো অপরাধী পাকড়াও করার জন্যে এখানে পুলিশ রয়েছে! আর হাঁদাকে বোকা বানাবার একটা রাস্তাও আছে!
আরে, ভোঁদা যে!
হ্যাঁ, সিপাইজী!
ভোঁদার বাইকের চাকার দাগ দেখে ওকে অনুসরণ করে যাবো—আর যখন ওকে ধরবো তখন ওর ঐ বাইকের আর মেরামতের অবস্থা থাকবে না!
আঃহা! ও ঐ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমি ওর বাইক দেখতে পাচ্ছি!
তোর হদিশ পেয়ে গেছি, ভোঁদা!
এটা আর এখন রেসের বাইক নেই, ঠিক কিনা?
ইরক! আমার বাইক!
পাজি! নর্কট! পুলিশের বাইক ভেঙেছিস! এজন্যে পাঁচ বছর তোকে ঘানি ঘোরাতে হবে!
ওয়াহ! সত্যি করে বলছি, সিপাইজী! বাইক বিভ্রাট ঘটিয়ে ভোঁদা আমাকে ফাঁসিয়েছে!
হাঃহাঃ! হাঁদাকে ধাঁধায় ফেলে দারুণ জব্দ করা গেছে!

হাঁদা-ভোঁদার



ঢাকের বাদ্যি



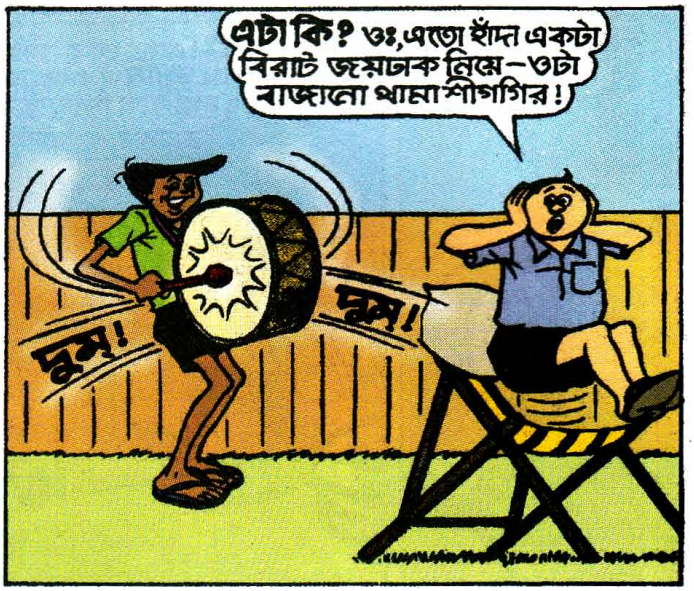



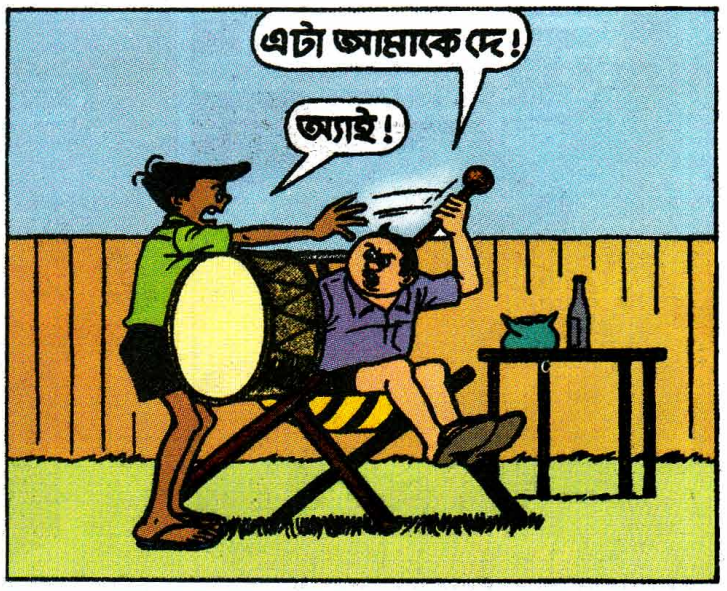







F-9


মরেচে! ব্যাপারটা কি ঘটলো?
হিঃহিঃ! তোর ঢাক বাজাবার কাঠির মাথায় আমি একজোড়া পেরেক লাগিয়ে দিয়েছিলাম!
গরর!
এই ঘুঠো যখন তোকে ধরবে তখন তোকে টুঁটো করে ছেড়ে দেবে!
হেঃহেঃ! পারিস তো আমকে ধর, হাঁদা!
হাঃ! ও এই বেড়ার ওপাশে রয়েছে!
বাহ্! কোথায় গোঁদা? ঐ যে ওটার মধ্যে ওর টফি আর লেমোনেড রয়েছে- আমি ওগুলি নেবো!
আঃ! পেয়েছি!
তেল
এই যে আমি এখানে হাঁদা!
হুর্‌র্‌ক! বাঁচাও!
তেল
ওর মধ্যে পাক খাওয়ার পরে দেখি ও আর ঢাক বাজাতে পারে কিনা!
বাবারে! গেছিরে!
ওঃহ্! আমি কোথায়?
হেঃহেঃ! হাঁদার ঢাকের ডাঁক গেছে!

হাঁদা-ভোঁদার



ম্যাজিকের কৌশল



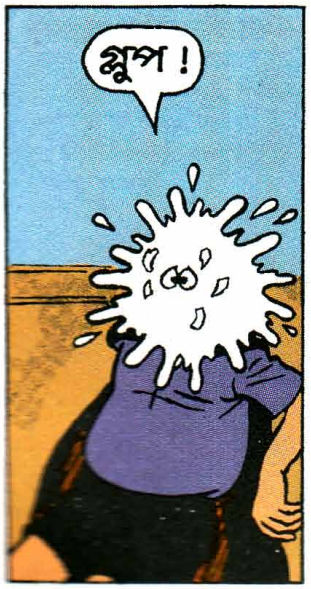











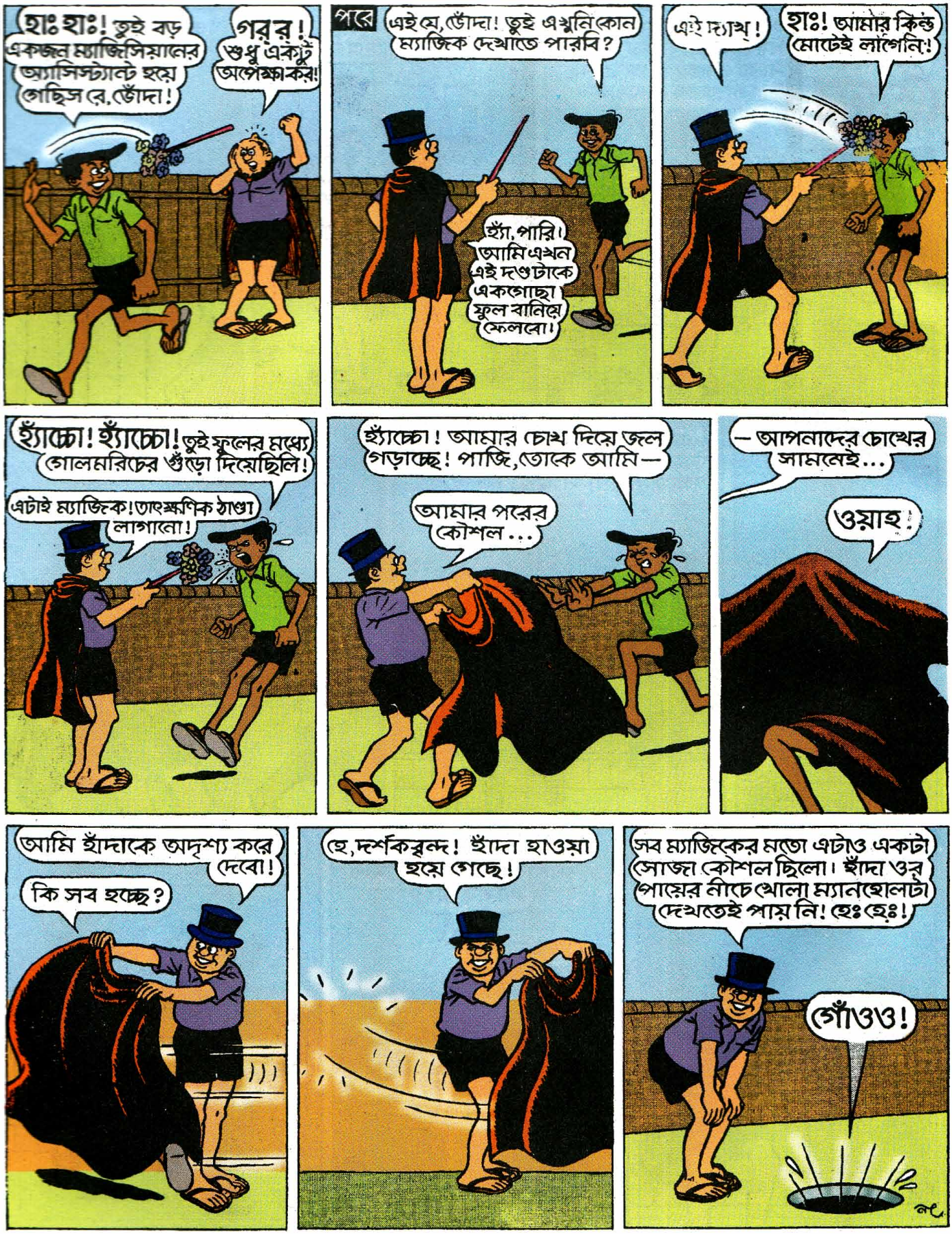
হাঃ হাঃ! তুই বড় একজন ম্যাজিসিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছিস রে, ভোঁদা!
গরর! শুধু একটু অপেক্ষা কর!
পরে
এই যে, ভোঁদা! তুই এখুনি কোন ম্যাজিক দেখাতে পারবি?
হ্যাঁ, পারি। আমি এখন এই দণ্ডটাকে একগোছা ফুল বানিয়ে ফেলবো।
এই দ্যাখ্!
হাঃ! আমার কিন্তু মোটেই লাগেনি!
হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো! তুই ফুলের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছিলি!
এটাই ম্যাজিক! তাৎক্ষণিক ঠাণ্ডা লাগানো!
হ্যাঁচ্চো! আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে! পাজি, তোকে আমি—
আমার পরের কৌশল...
— আপনাদের চোখের সামনেই...
ওয়াহ!
আমি হাঁদাকে অদৃশ্য করে দেবো!
কি সব হচ্ছে?
হে, দর্শকবৃন্দ! হাঁদা হাওয়া হয়ে গেছে!
সব ম্যাজিকের মতো এটাও একটা সোজা কৌশল ছিলো। হাঁদা ওর পায়ের নীচে খোলা ম্যানহোলটা দেখতেই পায় নি! হেঃ হেঃ!
গোঁওও!

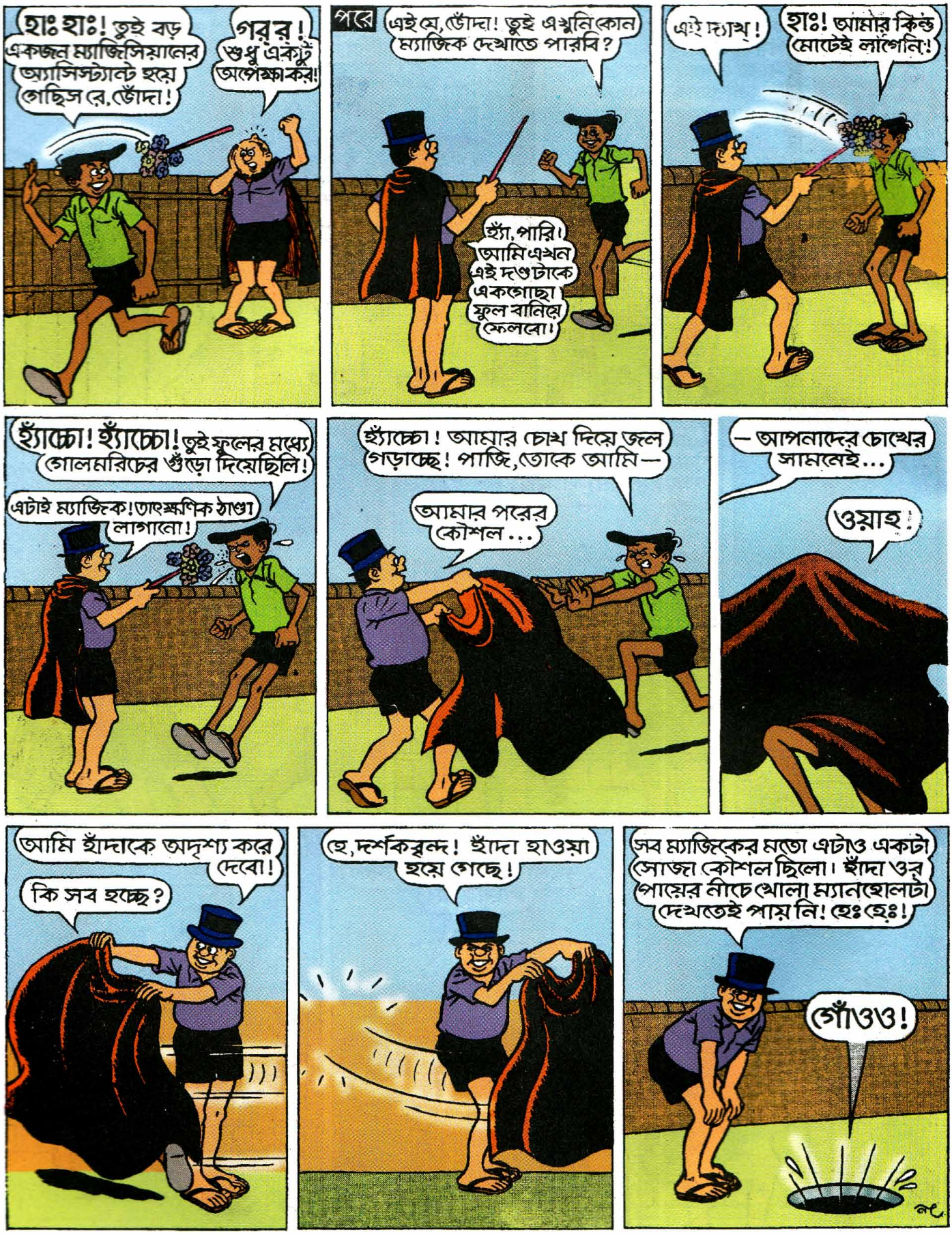
হাঃ হাঃ! তুই বড় একজন ম্যাজিসিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছিস রে, ভোঁদা!
গর্‌র্‌! শুধু একটু অপেক্ষা কর!
পরে
এই যে, ভোঁদা! তুই এখুনি কোন ম্যাজিক দেখাতে পারবি?
হ্যাঁ, পারি। আমি এখন এই দণ্ডটাকে একগোছা ফুল বানিয়ে ফেলবো।
এই দ্যাখ্!
হাঃ! আমার কিন্তু মোটেই লাগেনি!
হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো! তুই ফুলের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছিলি!
এটাই ম্যাজিক! তাৎক্ষণিক ঠাণ্ডা লাগানো!
হ্যাঁচ্চো! আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে! পাজি, তোকে আমি—
আমার পরের কৌশল...
— আপনাদের চোখের সামনেই...
ওয়াহ!
আমি হাঁদাকে অদৃশ্য করে দেবো!
কি সব হচ্ছে?
হে, দর্শকবৃন্দ! হাঁদা হাওয়া হয়ে গেছে!
সব ম্যাজিকের মতো এটাও একটা সোজা কৌশল ছিলো। হাঁদা ওর পায়ের নীচে খোলা ম্যানহোলটা দেখতেই পায় নি! হেঃ হেঃ!
গোঁওও!

হাঁদা-ভোঁদার



কূট কৌশল


স্যার,স্যার! ভোঁদা ডেস্কে একটা কেক লুকিয়ে রেখেছে!
বাহ্! হাঁদাটা কি ভয়ানক পাজি!


আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার!


আমি তোকে ক্লাশে খাবার আনার ব্যাপারে আগেই বলেছিলাম, তা না শোনার এই শাস্তি!


স্কুল ছুটির পর
স্যার খাবারটা কেড়ে নিলো আবার ঠ্যাঙানিও দিলো। এখন আমি কি খাই।


আরিব্বাস! পায়েসের বাটি! কেড় খাবে বলে ওখানে ঠাণ্ডা করতে দিয়েছে,ওটাই আমি নেবো।


দাদু,দাদু! ঐ মোটকা ছেলেটা আপনাদের পায়েস খাচ্ছে!
কী?
অ্যাঃ?


সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ, হাঁদা! এই নাও পাঁচটাকা পুরস্কার।
গরর! হতচ্ছাড়াটা আবার জানিয়ে দিলো!


অন্য বাড়িতে
উল্‌স্! এখানে রান্নাঘরে একটা মাটন রোল কে রেখে গেছে!


দ্যাখো, গুটকেদা! তোমার মাটন রোল বেহাত হয়ে যাচ্ছে!
ছাঁদাটা কি শয়তান! আমার প্রতিটা চেষ্টা পণ্ড করে দিচ্ছে! এর দণ্ড ওকে পেতে হবে!
বেকারি পিছনের প্রবেশ পথ
মরেচে! ভোঁদা নির্ঘাত বেকারি থেকে হাতিয়েছে!
দেখুন, দেখুন! এ ছেলেটা এইমাত্র এখান থেকে একটা গোল পিঠে নিয়ে পালিয়ে গেলো!
কী?
অ্যাই, ছোকড়া! ওটা নিয়ে ফিরে আয় বলছি!
আমার তৈরি পিঠে নিয়ে পালানো, দে ওটা আমাকে!
আরগহ!
হিঃহিঃ! এটা ঝোলাগুড় ভর্তি একটা বেলুন ছিলো!
আচ্ছা! তাহলে তোর মতলব ছিলো আমার সঙ্গে রসিকতা করা, অ্যাঃ? এবার তোকে হাতে পেলে আমার মতলবটাও টের পাবি!
গেছি রে!
হেঃহেঃ! যে সময় বেকারির লোকটা ছাঁদার পিছনে ছুটছে সেই তালে আমি ওর তৈরি টাটকা বান কয়েকটা হাতিয়ে নিয়ে যাই!

হাঁদা-ভোঁদার



নয়া শোভাযাত্রা











তারপর








আউল্‌ক্‌!
ওরে বাবা! হাতে পেলে ছড়ি পেটা করবে! কিছু বোঝার আগেই সরে পড়ি!
বাড়িতে ফিরে
পিসেমশাইয়ের মইটা আমি নিয়ে যাই কিন্তু হতচ্ছাড়াটাকে জলদি গাছ থেকে নামাতে হলে আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।
কিন্তু
গররর! ঐ দেয়ালের ওপর একটা রঙের টিন ফেলে গেছে কোন বুদ্ধু?
সামলে ভাইসব! ইয়ারহু!
মরেচে! আমি ঐ বাজনদারদেরও বিপর্যস্ত করেছি, হেল্প!
ওর পিছু নাও!
আমার এই মই আর ঘুগুরের সাহায্যে আমি ঐ হতভাগাটাকে হঠিয়েছি। এবার আমি আজকের শোভাযাত্রার পরিষ্কার দৃশ্য দেখতে পাবো!
কিন্তু তখনই
ওও-ইরর! আমি ভুলে গেছি যে আমি যেমন সকলকে দেখতে পাচ্ছি তেমনি সকলে আমাকেও দেখতে পাচ্ছে আর ঐ শোভাযাত্রার বাজনদাররা যাদের আজ আমি বিপর্যস্ত করেছি।
দ্যাখো! ঐ যে সেই ছেলেটা যে আমাদের ওপর রং ছিটিয়ে ফেলেছিলো।
এবার তুই কোথায় যাবি হতচ্ছাড়া!
হাঁদাকে সামনে নিয়ে এবার নয়া শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে হাঃ হাঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

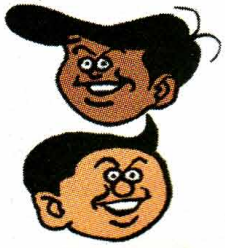

স্কুল স্পোর্টস














চমৎকার! ওরা বানগুলো ফেলে দিয়েছে।
ঘেউ! ঘেউ!
কিন্তু মতলবটা জেন্তে গেলো
চকাস! চকাস!
ও সবগুলো বান খেয়ে ফেলার আগে আমি একটা তুলে নেবো!
গরর!
ঘেউ! ঘেউ!
হেল্প! হতচ্ছাড়া ডেবেছে সব বানগুলো ওর।
মরেচে! দুশো মিটার দৌড়ে জোঁদা জিতে গেলো!
আপস্! উপস্ ওফস্
ঘেউ! ঘেউ!
ভালো করে পোজ দিয়ে দাঁড়াও, কাগজে দেবার জন্যে একটা ছবি নেবো।
ইঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



পুটিং চর্চা


এই যে, ভোঁদা! আমার সঙ্গে বাগানে পুটিং প্র্যাকটিস করবি? অনিষ্টকারী ব্যাপার থেকে তোকে দূরে থাকতে সাহায্য করবো।
খুব ভালো আইডিয়া, হাঁদা। আমি তোর জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছি।


অ্যাই! গড়িয়ে খেলার বল দিয়ে তুই কি করছিস?

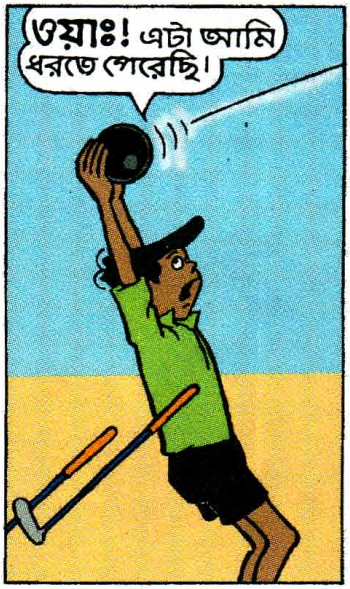
ওয়াঃ! এটা আমি ধরতে পেরেছি।


কিন্তু আমি এটা ধরেও পড়ে গেলাম- ওফ্!
অ্যাঃ! তুই চিৎপাত হয়ে গেলি, হাঁদা!


গরর্! হতভাগা, আমি বলেছি পুটিং!
কিন্তু, হাঁদা, আমি ভেবেছি তুই বলেছিস শট পুটিং!


আমি একটা গর্ত তৈরি করি আর তাতে গলফ্ পুটিং করবো-
হুমম্! আমি একটা রেডি-মেড গর্ত দেখতে পাচ্ছি! ওতেই পুটিং করি...


অ্যাই! এটা দ্যাখ্ হাঁদা! এক ঠোকায় গর্তে!
বাহ্! ওরে উজবুক ওটা নীচের ময়লা তোলার গর্ত!


ওহোহো! আমার মনে হয় না আমি আবার ঐ বলটাকে দেখতে পাবো!


ওঃ, হ্যাঁ, তুমি পাবে!
– তবে আর কখনো এরকম করবে না!
আমি পার্কের বোট চালানোর পুকুরে যাবো।
না! সবুজ মাঠে পুটিং বেশী নিরাপদ।
মরেচে! ভোঁদা প্রত্যেক গর্তেই জিতছে। আমাকে হারানো আটকাতে কিছু একটা করতেই হবে।
ভোঁদার বলটাকে নিশানের ডাণ্ডায় লাগাবার জন্যে এইভাবে বেঁকিয়ে ধরি–
ওপস্! দুঃখিত ভোঁদা! এটা দুর্ঘটনা–
মরেচে! ভোঁদার বলে পদক্ষেপ করে কেউ হড়কেছে আর পেছনে আর একজন দৌড়ে আসছে!
গেছি রে!
কার বলে পা দিয়ে ও আছাড় খেয়েছে?
ওর বলে।
ভাগ্যিস আমার বলে হয়নি।
বেশ ছেলে–এই লোকটা একটা পকেটমার আমার মানিব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছিলো। আমি তোমাকে আমার সঙ্গে বোটে চড়িয়ে পুরস্কৃত করবো!
দুর্দান্ত! এই হচ্ছে সব থেকে সেরা ধরনের পুটিং– পুট-পুট-পুট পুটিং!
বাহ্!
পুট! পুট! পুট!


ইস্! আমাদের টিচার এতে যোগ দেবে কি?
স্কুল নোটিশ
সুন্দর পরিচ্ছদ পরা শিক্ষকের দু'সপ্তাহের ছুটি


ঐযে যাচ্ছে আমাদের টিচার! ওর ঐ কোঁচকানো ব্যাগি প্যান্ট দ্যাখ! ওর জেতার কোন সুযোগ নেই!
কিন্তু, দাঁড়া! একটা মতলব এসেছে!

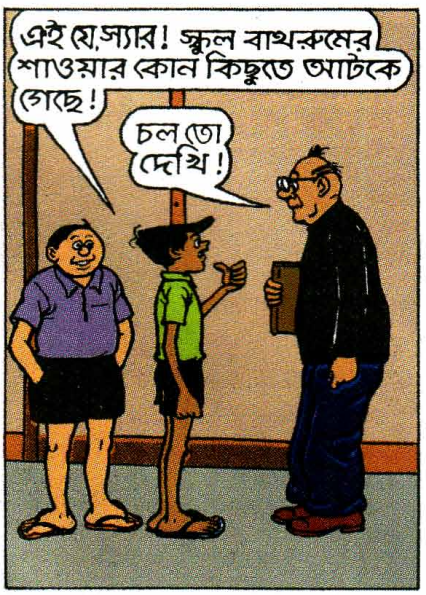
এই যে, স্যার! স্কুল বাথরুমের শাওয়ার কোন কিছুতে আটকে গেছে!
চল তো দেখি!


কৈ, আমি তো কোন গলদ দেখতে পাচ্ছি না, হাঁদা!


ইস্স্! কোন অর্বাচীন কলটা খুলে দিয়েছে?


দুঃখিত, স্যার! কিন্তু আপনার কোট প্যান্ট আমাদের দিন আমরা ওগুলি শুকিয়ে দেবো।

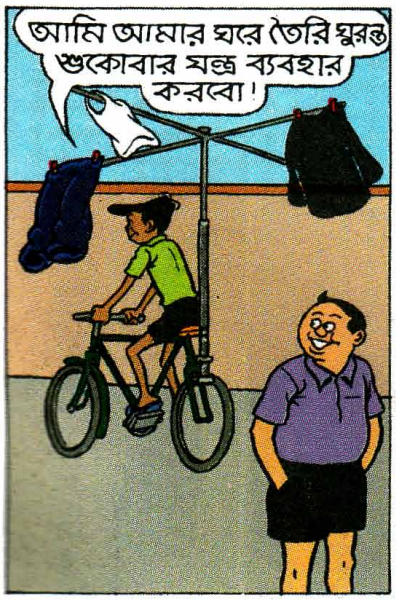
আমি আমার ঘরে তৈরি ঘুরন্ত শুকোবার যন্ত্র ব্যবহার করবো!


মরেচে! তোর উইণ্ডমিল যে উড়ে গেলো!

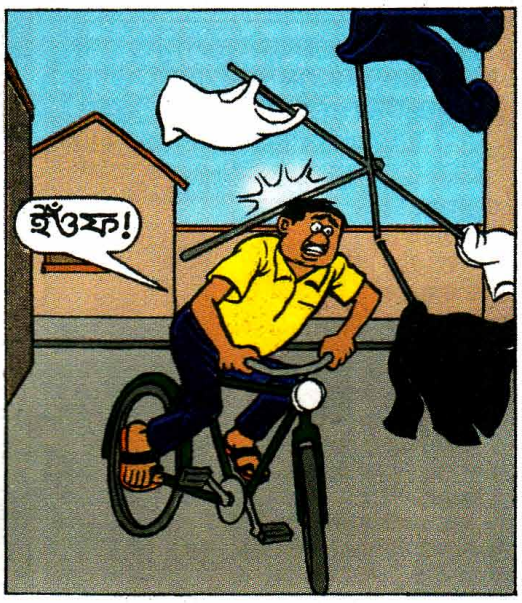
হুঁওফ!


হমদোটা ধাতস্থ হবার আগেই টিচারের জামা প্যান্ট নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি, ভোঁদা, জলদি!
ওহ্!
এবার আমরা এই রোলারটা দিয়ে জামা প্যান্টের ওপর চাপ দেবো!
অ্যাই মরেচে! হ্যাণ্ডেলটা যে খুলে এলো!
বাপ রে, গেছি!
মরেচে! এজো সেই লোক! আর আবার ওর সাইকেলে গুঁতো লাগিয়েছি!
এই যে, স্যার! আপনার পোশাক এখন শুকনো আর পরিষ্কার।
সাবাশ, হাঁদা!
এই প্রতিযোগিতা জেতার ওর একটা ভালো সুযোগ আছে! আর ওর ছুটি মানে আমাদের ছুটি, হেঃ হেঃ!
ছেলেরা তোমরা জেনে গর্বিত হবে যে, তোমাদের টিচার পরিপাটি পোশাক পরিচ্ছদের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন!
হররাহ্! দু সপ্তাহের জন্যে উনি চলে যাচ্ছেন!
এবার, ছেলেরা, তোমাদের খোঁতাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। তোমাদের টিচার চলে গেলে যিনি তোমাদের ক্লাশ নেবেন।
আঁউ! ওকৎ! যার সাইকেল আমরা ঘায়েল করেছিলাম সেই হুমদোটা যে রে!
হ্যাঁ, হেডমাস্টার! এই ক্লাশের সম্পর্কে আসতে পেরে আমি বেজায় খুশী। ঘোঁৎ!

হাঁদা-ভোঁদার



কাদা সাফাই


বর্ষার সময়ে স্কুলে যেতে কারো ভালো লাগে!


ভোঁদা! তুই স্কুল ডুব মেরে বল খেলছিস! আয় আমার সঙ্গে দু'একটা কিক হয়ে যাক!
ঠিক আছে, হাঁদা—এই নে!


এই জলভর্তি গর্তগুলির মধ্য দিয়ে আমার ড্রিবল করা লক্ষ্য কর...


... এক সটেই শেষ —ওপস! আমার চপ্পলও গেলো!
আর পড়লো এসে জল কাদার গর্তে!


স্কুলে
হাঁদা! আবার জুতো নোংরা করেছিস! যা ওগুলো পরিষ্কার কর!
হ্যাঁ, স্যার!


আমি ক্লোক রুমের এই তোয়ালে দিয়ে এটা মুছে ফেলি!


একটু পরে স্যার গিয়ে মুখ ধুলেন
চোখে সাবান জল ঢুকেছে! তোয়ালেটা দিয়ে মুছে নি!


আরগহ! তোয়ালেটা নোংরা! হাঁদাটা নির্ঘাত এটাতেই ওর জুতো সাফ করেছে!

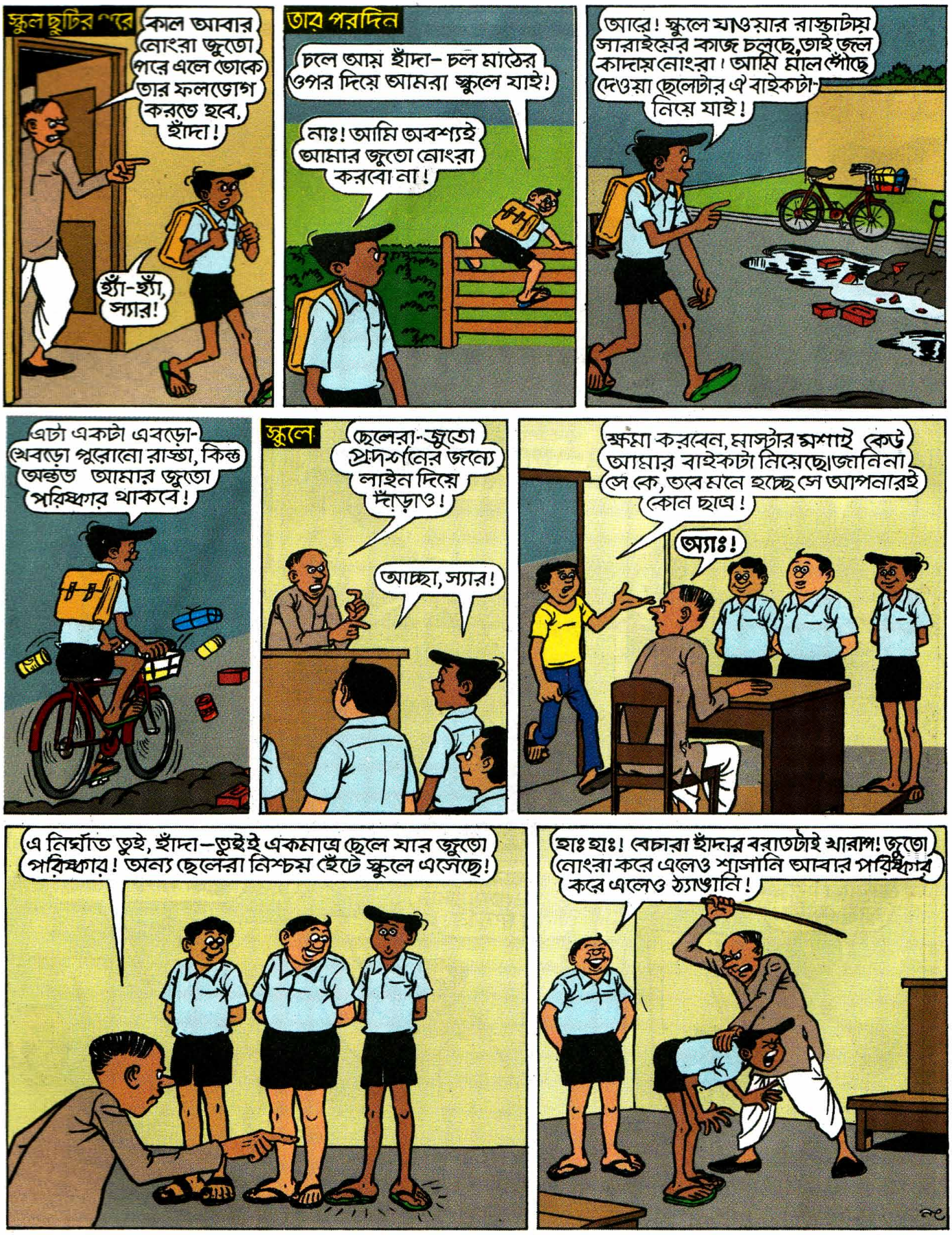
স্কুল ছুটির পরে
কাল আবার নোংরা জুতো পরে এলে তোকে তার ফলভোগ করতে হবে, হাঁদা!
হ্যাঁ-হ্যাঁ, স্যার!
তার পরদিন
চলে আয় হাঁদা– চল মাঠের ওপর দিয়ে আমরা স্কুলে যাই!
নাঃ! আমি অবশ্যই আমার জুতো নোংরা করবো না!
আরে! স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটায় সারাইয়ের কাজ চলছে, তাই জল কাদায় নোংরা। আমি মাল পৌঁছে দেওয়া ছেলেটার ঐ বাইকটা নিয়ে যাই!
এটা একটা এবড়ো-খেবড়ো পুরোনো রাস্তা, কিন্তু অন্তত আমার জুতো পরিষ্কার থাকবে!
স্কুলে
ছেলেরা-জুতো প্রদর্শনের জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াও!
আচ্ছা, স্যার!
ক্ষমা করবেন, মাস্টার মশাই কেউ আমার বাইকটা নিয়েছে। জানি না সে কে, তবে মনে হচ্ছে সে আপনারই কোন ছাত্র!
অ্যাঃ!
এ নির্ঘাত তুই, হাঁদা—তুইই একমাত্র ছেলে যার জুতো পরিষ্কার! অন্য ছেলেরা নিশ্চয় হেঁটে স্কুলে এসেছে!
হাঃ হাঃ! বেচারা হাঁদার বরাতটাই খারাপ! জুতো নোংরা করে এলেও শাস্তি আবার পরিষ্কার করে এলেও ঠ্যাঙানি!

হাঁদা-ভোঁদার



ফন্দি ফিকির









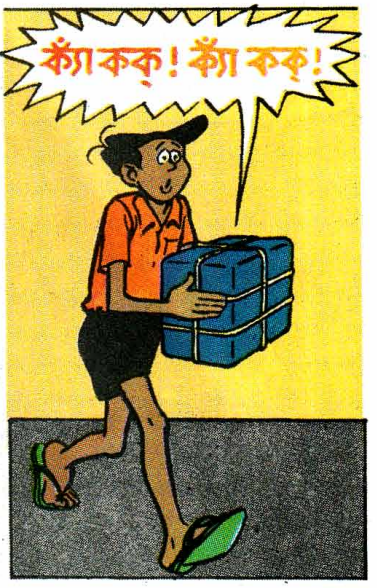







F-10


দুঃখিত ভাই দারোয়ানজী।
হামার মালুম হোলো কি, কোই লেড়কা নেহী লেরেফ্ হান্ডিকা সাথ হামার সংঘর্ষ হুয়া!
দূর দূর! স্কুল দরোয়ানের প্যাকেট টুকরো কাগজে ভর্তি
মিষ্টান্ন ভান্ডার
কোন চিন্তা নেই! এবার মিষ্টির দোকান থেকে ভোঁদা প্যাকেট নিয়ে আসছে। ওই পুটকের প্যাকেটে নির্ঘাত খাবার আছে!
অ্যাই হাঁদা! চোখে ছানি পরেছে নাকি রে? দেখে চলিস না?
ইয়ে— ভোঁদা। খুবই দুঃখিত ভাইরি!
একি, বরাতটাই দেখছি খারাপ! ভোঁদার প্যাকেট থেকে বেরোলো ফুটবল জার্সি!
ওদিকে
ওরে! এই দেখ আমি কি পেয়েছি— এক প্যাকেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র!
অ্যাঁ! কে? দেতো দেখি!
পরীক্ষাস্থলে
এটা একটা বেশ কঠিন পরীক্ষা। হেডমাস্টারমশাই ঠিক করেছেন যেসব ছেলেএই পরীক্ষায় পাশ করবে তাদের সকলকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে!
ফল প্রকাশের পর
শুধু হাঁদা বাদে— সব্বাই পাশ!
হুরে!
ওঃ!
প্রত্যেকের জন্যে এক বাক্স সন্দেশ! এই নাও ভোঁদা, এটা তোমার!
ইয়ুফ্!

হাঁদা-ভোঁদার



বুদ্ধি খরচ

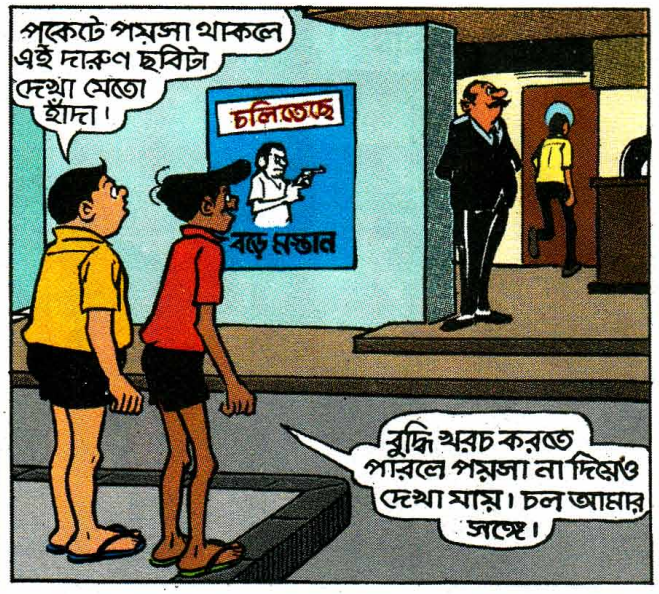
















আহ্! এই পুরোণো প্রোগ্রামগুলো আবার বুদ্ধি খরচের সুযোগ দিয়েছে!
প্রোগ্রামস্, প্রোগ্রামস্!
আমি একটা নিলাম খোকা!
একি! এই এমে এক মাসেরও বেশী আগেকার প্রোগ্রামে!
আবার তুই!
ফিরে আয় বলছি, ছুঁচো কোথাকার!
এই ঘরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ি!
রিল পাল্টাবার সময় হয়েছে।
উপস্!
বাপস্! এই জট ছাড়াতে সারারাত লেগে যাবে!
বাহ্! আমরা কেউই ছবিটা দেখতে পেলুম না!
চলিতেছে
প্রদর্শনী বন্ধ
মনে হচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যে তুই ভালো করে বসতে পারবিনা খুঁদা, তাই পরে তোর বুদ্ধি খরচের গল্প শোনা যাবে কি বলিস?

হাঁদা-ভোঁদার



মহাসংকট


গরম মাংসের চপ মাত্র পঞ্চাশ পয়সা!
ইস! তোর কথায় পয়সাগুলো বাজে খরচ না করলে দিব্যি খাওয়া যেতো!
আরে, ঐ সব খাবার পয়সা আমি এখনি সংগ্রহ করতে পারি! তুই এখানে দাঁড়া, আমি এনে দেখিয়ে দিচ্ছি।


চারদিকে শুধু জঞ্জাল আর জঞ্জাল! এসব পরিষ্কার করা মনে হয় যেন সীমাহীন কাজ।
পেয়ে গেছি!


চপ খাবার দামে পেলে আমি আপনার এই জঞ্জাল তোলার কাজটা করে দিতে পারি!
রাজী!


দ্যাখ্! কতো তুরন্ত পার্ক পরিষ্কার করে ফেলি! তারপর চপ কিনে গপাগপ সুরু করে দেবো!


চারদিকে এখানে জঞ্জালের ছড়াছড়ি। এবারে তুলতে তুলতে পার্কের ওপাশে যাই!
এতোক্ষণে ফুলগাছগুলোর তদারক করার সময় পাওয়া গেলো।


বাপ রে!


হতচ্ছাড়া পাজী!


পরে
অন্যমনস্ক হওয়াতেই কাণ্ডটা ঘটলো। যাক, সব সাফ শুধু এই বাজে ওড়া ছেঁড়া কাগজটা ছাড়া!
ভোঁদাটা কাছে থাকলে দেখতে পেতো বর্শা ছুড়ে লক্ষ্যভেদ করতে আমি কতো ওস্তাদ!
ফুলগাছের কাছে বল নিয়ে খেলা নিষেধ, তাই আমি এটাকে বাজেয়াপ্ত করছি!
হুঁরক!
ক্যাকটাস
গেছি রে!
ক্যাকটাস
একি! হাঁদা দেখছি ঊর্দ্ধশ্বাসে এদিকেই ছুটে আসছে!
পার্ক
হতভাগা মর্কট! চপ খেতে তোকে আমি এক পয়সাও তো দেবোই না উল্টে ধরতে পারলে তোকে শিককাবাব বানিয়ে ছাড়বো ছুঁচো কোথাকার!
হাঁদা! তুই যে—
দেখছিস মোর সংকটে রয়েছি! এখন কথা বলার টাইম নেই। সারা পার্ক ঘুরেও ওকে থামাতে পারি নি। তুই এমারজেন্সী ব্রেক কষে ওকে থামিয়ে দে

হাঁদা-ভোঁদার



পরোপকার


মাঠের ওপর দিয়ে সর্টকাট করি চল ভোঁদা।
ঠিক আছে, তাই চল।


একজন বুড়ো ভদ্রলোক কাঁটাঝোপে আটকে পড়ে আছে। বেচারাকে তুলে দি।
অযথা টাইম নষ্ট। বুড়ো নিজেই উঠবে।


আপনি ঠিক আছেন তো?
হ্যাঁ! মাথাটা ঘুরে গিয়েছিলো কিনা!


বেচারার জামা প্যান্ট ছিঁড়ে একদম ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে। এই কাকতাড়ুয়ার পোষাক ওকে দি।


ওগুলো ছেড়ে এটা পরে নিন।
একটা উটকো বুড়োকে নিয়ে তুই কি যে শুরু করেছিস? দেরি হলে ওদিকে জাকাসের টিকিট আর পাওয়া যাবে?


বুঝলি হাঁদা! বেচারা বৃদ্ধের বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে!
তুই তো বড্ড জ্বালালি রে ভোঁদা! ক্ষিদে পেলে তুই কি করবি?


কয়েকটা শশা ছিঁড়লে কেউ কিছু মনে করবে না।
অ্যাই!
মনে করেছে ভোঁদা। শিগগির পালা!


তোর পাল্লায় পড়ে এখুনি লাঠিপেটা খেতে যাচ্ছিলাম!
পরোপকার করার ঝঞ্ঝাট দেখছি অনেক।


বাঃ! বেশ মিষ্টি শশা তো!
বুড়োর ভালো করতে গিয়ে তুই গুঁড়ো হবি ভোঁদা।

হাঁদা-ভোঁদার



পরোপকার


মাঠের ওপর দিয়ে সর্টকাট করি চল ভোঁদা।
ঠিক আছে, তাই চল।


একজন বুড়ো ভদ্রলোক কাঁটাঝোপে আটকে পড়ে আছে। বেচারাকে তুলে দি।
অমথা টাইম নষ্ট। বুড়ো নিজেই উঠবে।


আপনি ঠিক আছেন তো?
হ্যাঁ! মাথাটা ঘুরে গিয়েছিলো কিনা!


বেচারার জামা প্যান্ট ছিঁড়ে একদম ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে। এই কাকতাড়ুয়ার পোষাক ওকে দি।


ওগুলো ছেড়ে এটা পরে নিন।
একটা উটকো বুড়োকে নিয়ে তুই কি যে শুরু করেছিস? দেরি হলে ওদিকে জাকাসের টিকিট আর পাওয়া যাবে?


বুঝলি হাঁদা! বেচারা বৃদ্ধের বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে!
তুই তো বড্ড জ্বালালি রে ভোঁদা! ক্ষিদে পেলে তুই কি করবি?


কয়েকটা শশা ছিঁড়লে কেউ কিছু মনে করবে না।
অ্যাই!
মনে করেছে ভোঁদা। শিগগির পালা!


তোর পাল্লায় পড়ে এখুনি লাঠিপেটা খেতে যাচ্ছিলাম!
পরোপকার করার ঝঞ্ঝাট দেখছি অনেক।


বাঃ! বেশ মিষ্টি শশা তো!
বুড়োর ভালো করতে গিয়ে তুই গুঁড়ো হবি ভোঁদা।

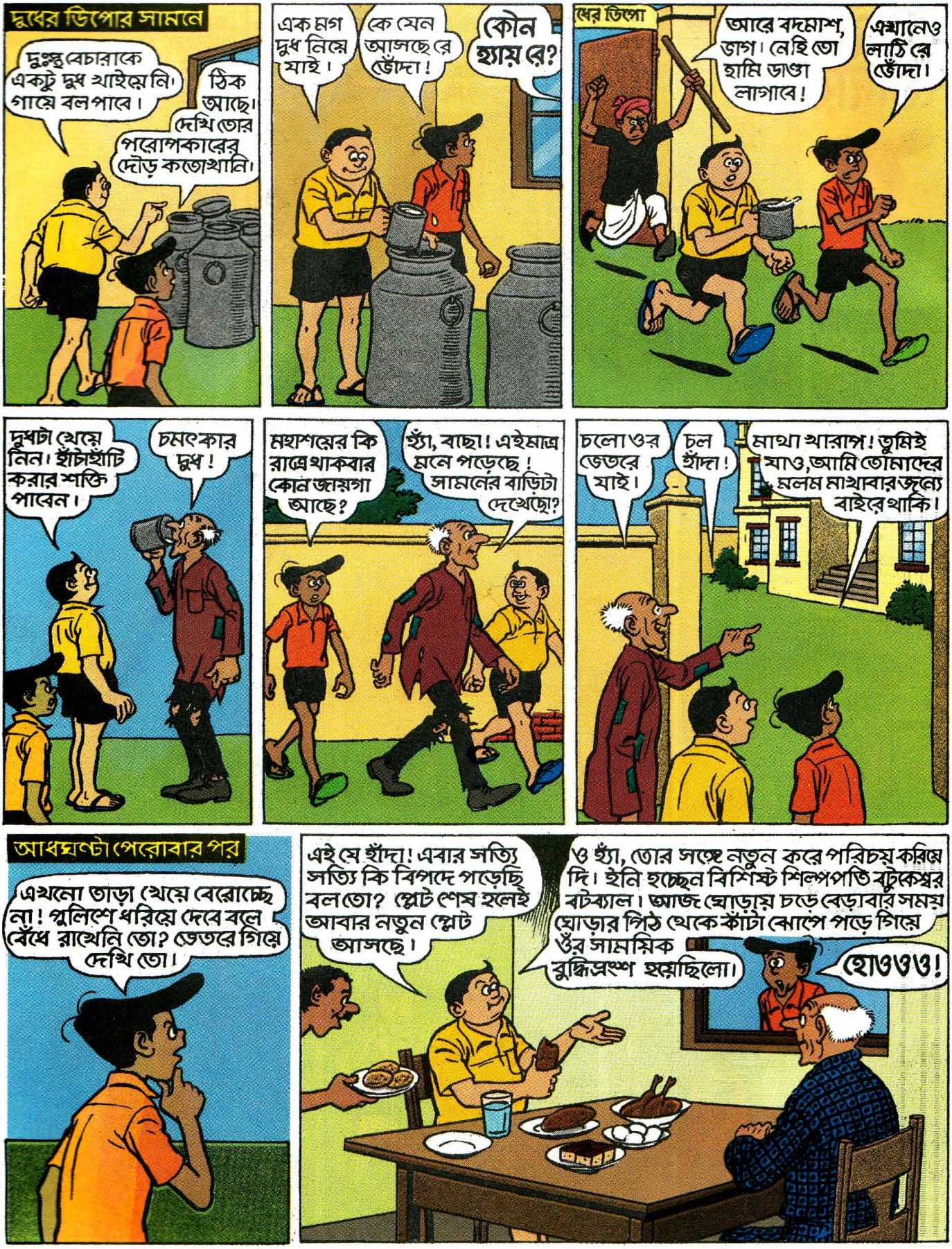
দুধের ডিপোর সামনে
দুগ্গু বেচারাকে একটু দুধ খাইয়ে নি। গায়ে বল পাবে।
ঠিক আছে। দেখি তোর পরোপকারের দৌড় কতোখানি।
এক মগ দুধ নিয়ে যাই।
কে যেন আসছে রে ভোঁদা!
কৌন হ্যায় রে?
ধের ডিপো
আরে বদমাশ, ভাগ। নেহি তো হামি ডাণ্ডা লাগাবে!
এখানেও লাঠি রে ভোঁদা।
দুধটা খেয়ে নিন। হাঁচাহাঁচি করার শক্তি পাবেন।
চমৎকার দুধ!
মহাশয়ের কি রাত্রে থাকবার কোন জায়গা আছে?
হ্যাঁ, বাছা! এইমাত্র মনে পড়েছে! সামনের বাড়িটা দেখেছো?
চলো ওর ভেতরে যাই।
চল হাঁদা!
মাথা খারাপ! তুমিই যাও, আমি তোমাদের মলম মাখাবার জন্যে বাইরে থাকি।
আধঘণ্টা পেরোবার পর
এখনো তাড়া খেয়ে বেরোচ্ছে না! পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে বেঁধে রাখেনি তো? ভেতরে গিয়ে দেখি তো।
এই যে হাঁদা! এবার সত্যি সত্যি কি বিপদে পড়েছি বল তো? প্লেট শেষ হলেই আবার নতুন প্লেট আসছে।
ও হ্যাঁ, তোর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হচ্ছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বটুকেশ্বর বটব্যাল। আজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে কাঁটা ঝোপে পড়ে গিয়ে ওঁর সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিলো।
হোওওও!

হাঁদা-ভোঁদার মস্তানী


ঐ তো হাঁদা আসছে! খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে!
একটা কালির মার্কা দেবার কলম তোর জন্যে ভোঁদা, এই নে!
বাঃ! তোকে ধন্যবাদ হাঁদা!


কিন্তু
ওঃ, এটা তাহলে তোরই কাজ!
অ্যাঁ! আমি তো কিছুই করি নি!
আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবি না! তুই এই কলম দিয়ে ছবিতে ঐ দাগ লাগিয়েছিস। এবার পরিষ্কার করে দে!
ব্যবহার করুন
দাগভাগ
চামড়ার দাগ পরিষ্কারের ক্রীম
ব্যবহারের পূর্বে
ব্যবহারের পরে
দাগ পরিষ্কার করছিস বুঝি ভোঁদা!
ব্যবহার করুন
দাগভাগ
চামড়ার দাগ পরিষ্কারের ক্রীম


পরে
এই যে, ভোঁদা! ক্যারাম খেলবি?
নিশ্চয়ই খেলবো!
এই দ্যাখ লাল ঘুঁটি গুটি গুটি পকেটে চলে যাচ্ছে — ইস্! ফস্কে গেলো ঘুঁটু!
লাল এবার আমি ফেলবো!
এবার তোদের নাক দুটোই লাল করে দিচ্ছি!
উফ্!
ওফ্!


মস্তানী করে বেড়াচ্ছিস ? ধরতে পারলে এই বুড়ো হাড়ের ডেল্কি দেখিয়ে দেবো!
তোর দাদু হাঁদুকে ছুটিয়ে দম বার করে দেবে মনে হচ্ছে!
তোর কুকুরটা চিতাবাঘের মতো দাগওয়ালা রে ছলো!
আমি এরকম দাগী কুকুর ভালোবাসি!
আচ্ছা, তাহলে ও দাগওয়ালা জিনিস ভালোবাসে!
রং
তুই যখন দাগ পছন্দ করিস আয় তাহলে তোকেও দাগিয়ে দি!
হেঃ হেঃ! এবারে তোকে দাগিয়ে দেবার পালা ভোঁদা!
রাগিয়ে দিসনে, হাঁদা! থাম, না হলে নাম ডুলিয়ে ছেড়ে দেবো!
হিঃ হিঃ! আমাকে লাগাতে পারিস নি!
হুর্‌ক্!
মস্তানী পেয়েছিস? জানিস এটা মন্ত্রীর গাড়ি!
মাবড়াস না হাঁদা! আমার কাছে ভালো সর্বব্যথাহর মলম আছে নিতে পারিস!
ব্লাহ!

হাঁদা-ভোঁদার



স্যাক রেস


থলে দিয়ে কি হবে রে, ভোঁদা?
স্যাক্ রেস প্র্যাক্টিস্ করবো।


তুই এই রেসে নাম দিবি নাকি, হাঁদা?


কাল যে স্কুল স্পোর্টস হচ্ছে তাতে আমি স্যাক রেসে নাম দিচ্ছি।


আমি স্যাক রেসে নাম দিলুম।
আমি কোনটাতেই নাম দেবো না।
স্কুল স্পোর্টসে যোগ দেওয়ার জন্যে এখানে তোমার নাম লেখো
ডিম আর চামচ রেস
কমলা লেবু রেস
স্যাক রেস

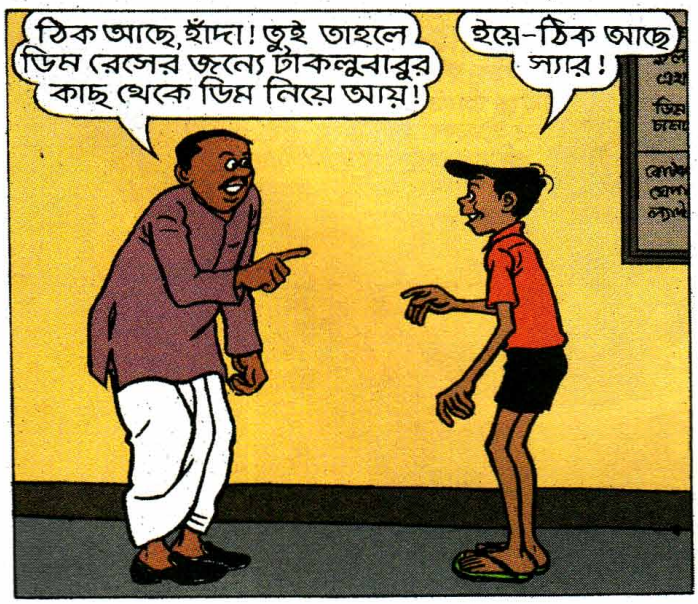
ঠিক আছে, হাঁদা! তুই তাহলে ডিম রেসের জন্যে টাকলুবাবুর কাছ থেকে ডিম নিয়ে আয়!
ইয়ে-ঠিক আছে স্যার!


এই নাও, হাঁদা! আমি পরে তোমাদের টিচারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেবো!


এই ডিমগুলো খুবই ভালো! ডিম আর চামচ রেসে এগুলি বোকার মতো নষ্ট করা উচিত নয়।
অ্যাই! হাঁদা! এতো দেরী কিসের? কি করছিস তুই?
মরেচে! এযে টিচার এসে গেছে!
তুই ডিমগুলো সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলেছিস?
হেল্প! যে কোন ভাবে ওকে এড়াতেই হবে!
এই বস্তাগুলির একটার মধ্যে আমি লুকিয়ে পড়ি!
তোকে ধরেছি, হাঁদা!
মরেচে!
এই নে ডিম রেস পণ্ড করার দণ্ড!
হাঃ হাঃ! তুই তাহলে স্যাক রেসে নেমে পড়লি, হাঁদা! রেস শুরু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তোর তর সইলো না। তবে এই স্পীডে গেলে তুই নিশ্চিত জিতে যাবি!


হাঁদা-ভোঁদার
ক্ষীরের আপেল
টাউন হলে জাদু প্রদর্শনী হচ্ছে!
অভিনব
জাদু
প্রদর্শনী
স্থান-টাউন হল
এই জাদু প্রদর্শনীটা আমাকে দেখতে হবে।
ভিতরের দোকানে
আমাকে দুটো ক্ষীরের আপেল দিন!
দুটোই আছে, এই নাও।
বাহ্! আমার ঐ ক্ষীরের আপেল দুটো চাই!
মিষ্টান্ন
ছানা ও ক্ষীরের খাবার
দাঁড়া, ভোঁদা! ক্ষীরের আপেল দুটো আমাকে দিয়ে দে।
মরেচে!
হাঁদা যে!
স্টেজের পাশের ঘরে
এগুলিকে আমি এই টুপিটার মধ্যে লুকিয়ে রাখি!
ধরেছি তোকে! এবার তোর পকেট তল্লাসি করবো!
আমাকে যেতে দে! জাদু দেখানো শুরু হয়ে যাচ্ছে।

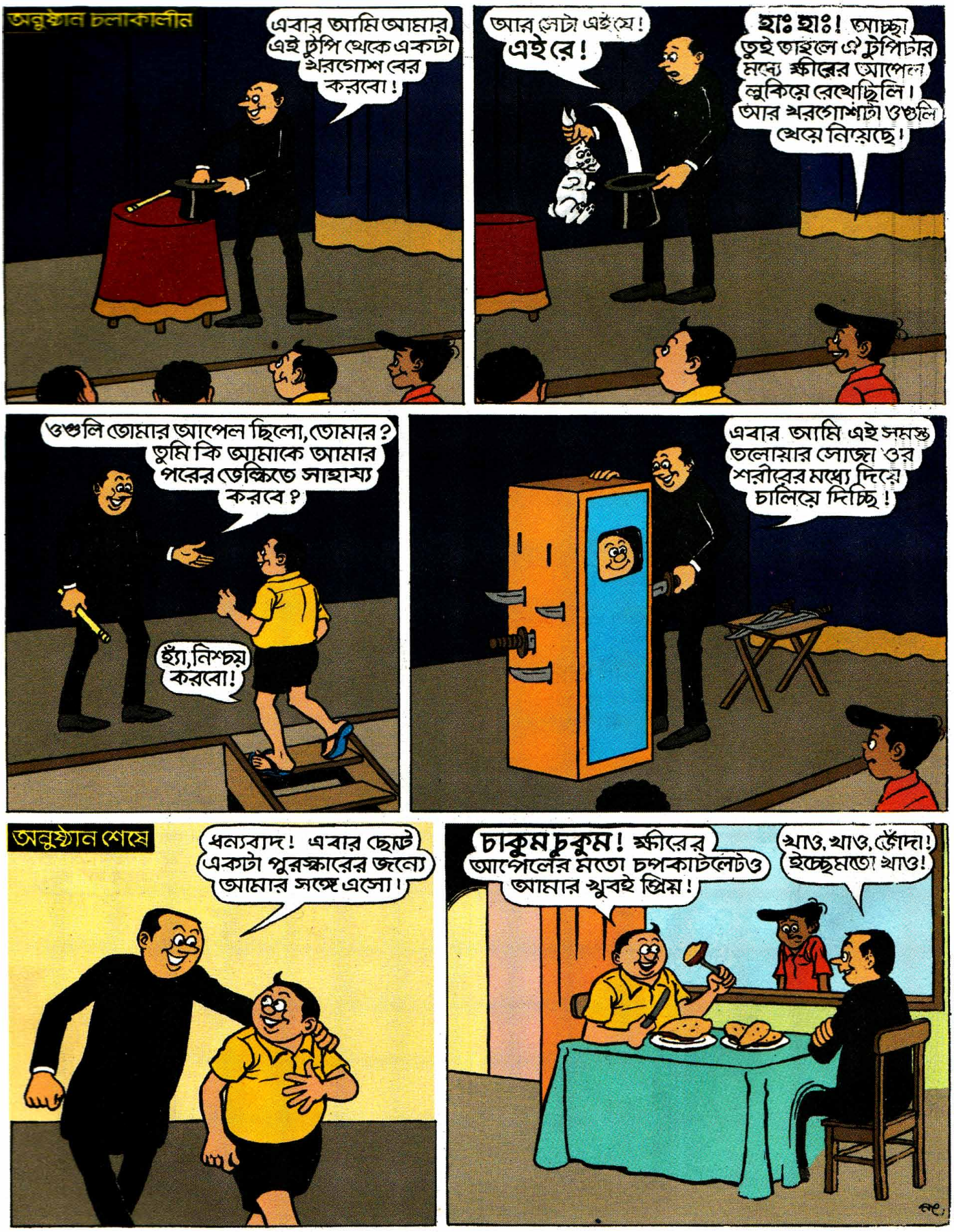
অনুষ্ঠান চলাকালীন
এবার আমি আমার এই টুপি থেকে একটা খরগোশ বের করবো!
আর লেটা এইঁযে!
এই রে!
হাঃ হাঃ! আচ্ছা তুই তাহলে ঐ টুপিটার মধ্যে ক্ষীরের আপেল লুকিয়ে রেখেছিলি। আর খরগোশটা ওগুলি খেয়ে নিয়েছে!
ওগুলি তোমার আপেল ছিলো, তোমার? তুমি কি আমাকে আমার পরের ডেক্সিতে সাহায্য করবে?
হ্যাঁ, নিশ্চয় করবো!
এবার আমি এই সমস্ত তলোয়ার সোজা ওর শরীরের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছি!
অনুষ্ঠান শেষে
ধন্যবাদ! এবার ছোট্ট একটা পুরস্কারের জন্যে আমার সঙ্গে এসো।
চাকুম চকুম! ক্ষীরের আপেলের মতো চপকাটলেটও আমার খুবই প্রিয়!
খাও, খাও, গোঁদা! ইচ্ছেমতো খাও!

হাঁদা-ভোঁদার

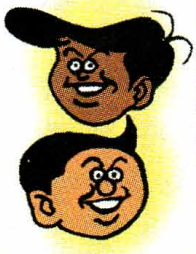

কুসংস্কার


আমি একটা ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি– আমি নিশ্চিত কয়েকটা গোল করবো!


ভোঁদার সহ খেলোয়াড়
ভোঁদা আর আমি দুজনেই বারো গোল স্কোর করেছি! এটাই শেষ ম্যাচ। আমি কি করে ওর স্কোর করা বন্ধ করতে পারি যাতে ও আর সর্বোচ্চ গোল-দাতা হতে না পারে?


এই যে, ভোঁদা! তুই কি ভেবেছিস যে, তুই চেষ্টা করে আজ তোর গোলের সংখ্যা তেরো করবি? আমি বাবা অশুভ তেরো নম্বর করবো না!
বাজে! আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই!

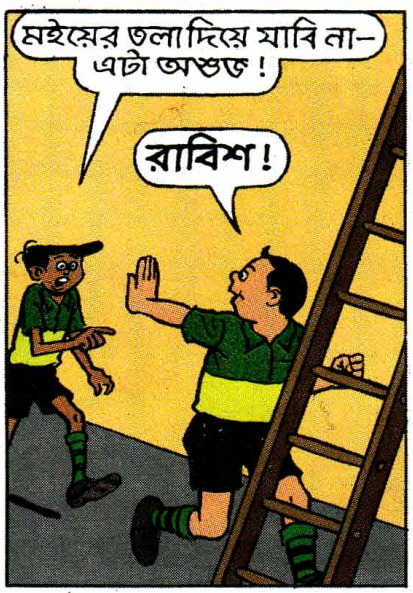
মইয়ের তলা দিয়ে যাবি না– এটা অশুভ!
রাবিশ!


আমি তোকে সতর্ক করেছিলাম!
হেঃ হেঃ! রং করা লোকটার সঙ্গে এটা ব্যবস্থা করেছিলাম!


দ্যাখ! একটা কালো বেড়াল! আয় সৌভাগ্যের জন্যে আমরা ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই!
বোকার মতো কথা বলিস না! কুসংস্কার হচ্ছে এক গাদা অর্থহীন কথা!


আঁউফ!
চমৎকার পুসি!


ঐ কালো বেড়ালটা সৌভাগ্যের প্রতীক ছিলো! তক্কাটা আমাকে লাগে নি!


আমি বাসে করে ফুটবল মাঠে যাচ্ছি!
না! এটা নয়! এটার নম্বর তেরো!
আমি তোকে বলেছি যে আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই।
তুই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে না পারিস, কিন্তু তুই বুদ্ধু – ঐ বাসটা ফুটবল মাঠের রাস্তায় যাবে না!
গর্‌র্‌!
আধঘণ্টা পরে
উফ্! আমি পেরেছি! একটা বারো নম্বর বাস আমি পেয়ে গিয়েছিলাম।
খেলা শুরু হলো
এটা সুস্পষ্ট তোর দুর্ভাগ্যের দিন, ছোঁদা। তোর আজ তেরো গোল স্কোর করা উচিত নয়! এটা নির্ঘাত বিপজ্জনক হবে!
ওটা আমাকে পাস দিয়ে দে! মনে রাখিস আমি কি বলেছি– তেরো নম্বর অপয়া!
ইয়ে–ঠিক আছে! হতে পারে তুই হয়তো ঠিক!
এইযে একটা গোল!
হাঃহাঃহাঃ!
খেলা শেষে
এইযে, হাঁদা! আজ আমি তিন গোলের স্কোর করেছি। অপয়া তেরো গোল থেকে সাবধান করার জন্যে তোকে ধন্যবাদ, হাঁদা!
বাহ্! এখন আমাকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে!

হাঁদা-ভোঁদার



ক্রিকেট লড়াই





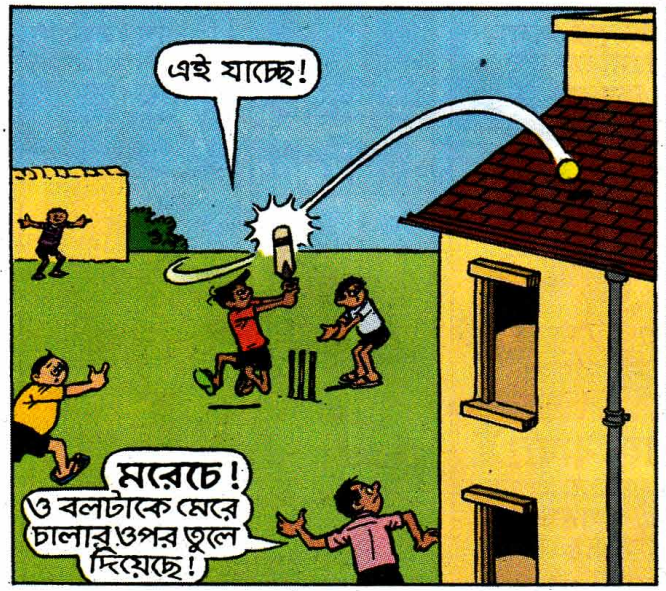





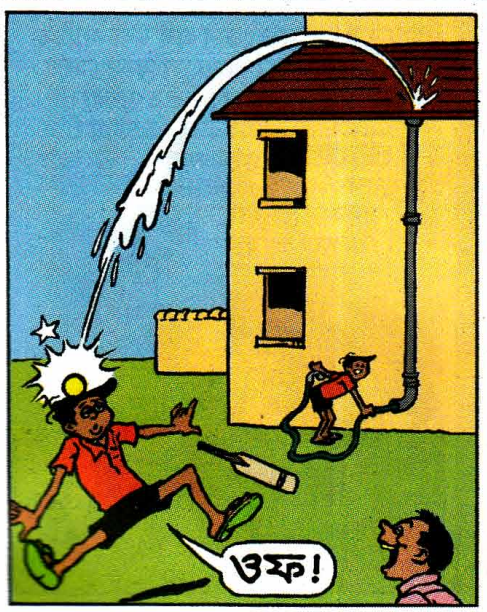



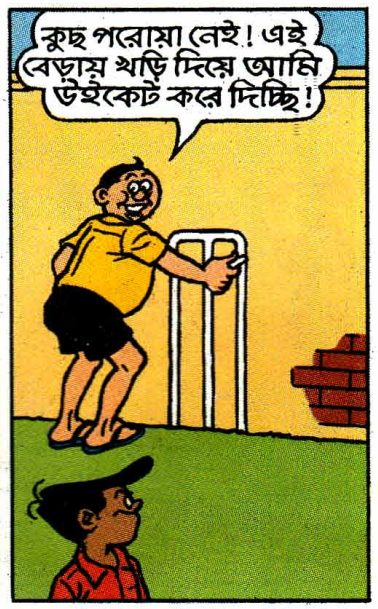

F-11


ঠিক আছে, এটা থামা!
ওপস! ব্যাটটা হাত ফস্কে বেরিয়ে গেলো।
ওটা পাঁচিল টপকে রেল লাইনের ওপর চলে গেলো!
কোঁওও!
আবার একটা ট্রেনও আসছে!
ওহোহো! আমার ব্যাটটা টুকরো হয়ে গেলো!
আমার মনে হয় খেলা খতম, টা-টা!
কুউউউ!
আপনার কথা মতো ভোঁদা আর ওর দলের ক্রিকেট খেলা বন্ধ করেছি, হোঁকাবাবু!
চমৎকার! এই নেপাঁচ টাকা এবার শান্তিতে ঘোরা ফেরা যাবে।
তাহলে এই ব্যাপার! আমিও দেখাচ্ছি!
আরেকবার ক্রিকেট খেলার সঙ্গী হবি নাকি?
ওরে বাবা! ভোঁদা আরো ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম পেয়েছে।
ক্রিকেট ক্লাব
শিগগিরই আমি এগুলি দূর করে দিচ্ছি।
অ্যাই! তুই আমাদের ক্রিকেটের সরঞ্জাম নিয়ে কি করছিস?
আপনি ওকে টাকা দিয়ে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম নষ্ট করতে বলায় ও আমাদের সব জিনিস নদীতে ফেলে দিয়েছে। এখন ওসব আবার কেনার জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে!
আমি জানতাম এটা হবে। তাই আমি নিজে যেচে ওদের ক্রিকেট ক্লাবের সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম।
উজবুক! ধরলে তোর এই বোকামির জন্যে টাকা তো কেড়ে নেবোই সেই সঙ্গে উত্তম মধ্যমও দিয়ে দেবো।
হেঃহেঃ! এগুলি আমি নদী থেকে তুলে এনেছি! আমরা আবার ক্রিকেট খেলতে পারবো!

হাঁদা-ভোঁদার



ডুয়েল ফাইট














এই নে, এবার বাগান সাফ কর। এতেই তোদের অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে!
কিন্তু
রেডি! চার্জ!
ওঃ!
উফ্!
ওয়াহ্!
তোর মাথা থেকেই এই সব লড়াইয়ের মতলব গজাচ্ছে। ঠিক আছে, তোর লড়াইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!
থামিস না হাঁদা! যে কোন মুহূর্তে পিসেমশাই এসে পড়তে পারেন। আমার ওপর কড়া নির্দেশ, কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে তুই বিশ্রামহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিস কিনা তার তদারক করতে। তদারকীতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ঘটলে এই লাঠিটা আমার পিঠে ক'ঘায়ে ভাঙা যায় তাপরখ করা হবে! কাজেই বুঝতেই পারছিস—

হাঁদা-ভোঁদার



মরিচদানী


আশ্চর্য কাণ্ড! মরিচদানীটা গেলো কোথায়?
হিঃ হিঃ! ওটা এখন আমার পকেটে!


ধরেছি! পিলেমশাইএর মরিচদানীটা গ্যাঁড়াফাই করেছিস। ওটা দিয়ে দে।
ওহ্!


নিশ্চয় দেবো। এই নে...
আহ্-আহ্...


হ্যাঁচ্চো!
আমি চললুম। তুই আগে ভালো করে ছেঁচে নে তারপর এটা নিস।


পরে
জোঁদা আড়ালে বসে শুকতারা পড়ছে আর কেক খ্যাঁটাচ্ছে!
মম্ মম্! বেশ ভালো কেক। এটাও খেয়ে নি!


অ্যাহ্!

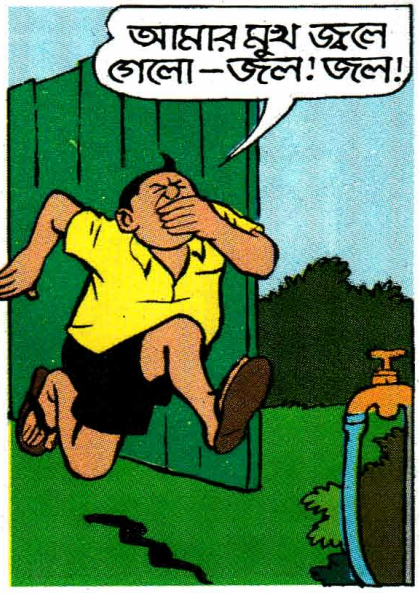
আমার মুখ জ্বলে গেলো—জল! জল!


গ্লুগ্!
এই যে জোঁদা! আমি জল দিয়ে তোর মুখের আগুন নিবিয়ে দিচ্ছি।

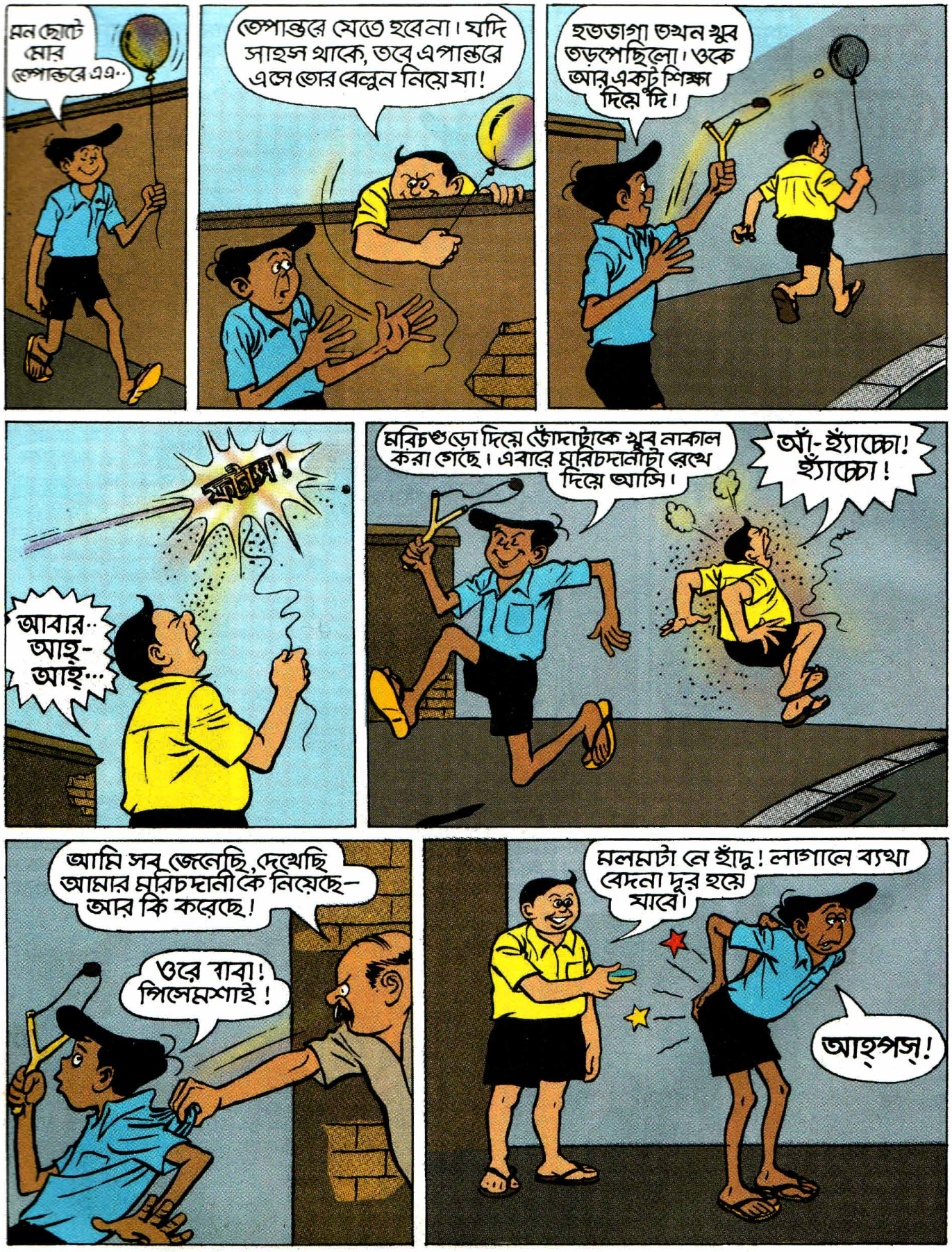
মন ছোটে মোর তেপান্তরে এএ...
তেপান্তরে যেতে হবেনা। যদি সাহস থাকে, তবে এপান্তরে এসে তোর বেলুন নিয়ে যা!
হতভাগা তখন খুব তড়পেছিলো। ওকে আর একটু শিক্ষা দিয়ে দি।
ফটাস!
আবার.. আহ্- আহ্...
মরিচগুড়ো দিয়ে ভোঁদাটাকে খুব নাকাল করা গেছে। এবারে মরিচদানীটা রেখে দিয়ে আসি।
আঁ-হ্যাচ্চো! হ্যাচ্চো!
আমি সব জেনেছি, দেখেছি আমার মরিচদানীকে নিয়েছে– আর কি করেছে!
ওরে বাবা! পিসেমশাই!
মলমটা নে হাঁদু! লাগালে ব্যথা বেদনা দূর হয়ে যাবে।
আহ্পস্!

হাঁদা-ভোঁদার



টি পার্টি


একটা পার্টি দিতে চাই পিসেমশাই!
বেশ হাঁদা, কিন্তু আগের পার্টির মতো বাজে বদ ছেলেদের নিশ্চয়ই এবারে নেমন্তন্ন করবি না!


সুতরাং
ঠিক আছে, এবার দেখা যাক তুই কাকে কাকে বলবি··· নাড়ুগোপালকে—
না! ওই আলুজাতেকে নয়।


— আচ্ছা গোলগোবিন্দকে···
বাহ্! না, ঐ গোলআলুকেও নয়।


আমি আমার নিজের পছন্দমতো অতিথিদের বলতে চাই—
কি রকম?


—যেমন পুবপাড়ার পাইপগান ক্লাবের লীডার গুলিরাম—


ওহো হো!
দক্ষিণপল্লীর বোমারু সংঘের সেক্রেটারি পেটোচরণ—

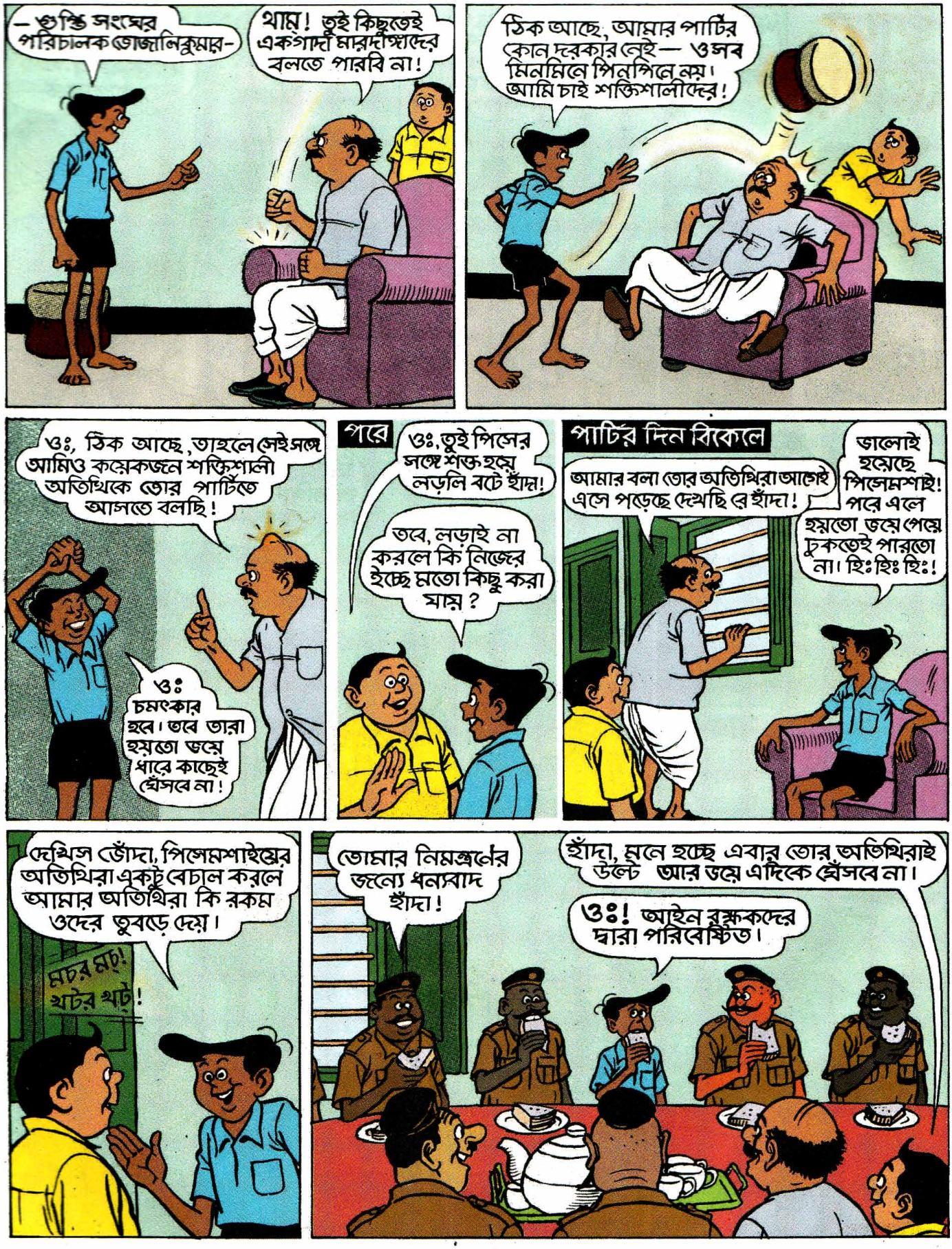
– গুন্ডি সংঘের পরিচালক জোজালিকুমার–
থাম্! তুই কিছুতেই একগাদা মারদাঙ্গাদের বলতে পারবি না!
ঠিক আছে, আমার পার্টির কোন দরকার নেই— ওসব মিনমিনে পিনপিনে নয়। আমি চাই শক্তিশালীদের!
ওঃ, ঠিক আছে, তাহলে সেই সঙ্গে আমিও কয়েকজনে শক্তিশালী অতিথিকে তোর পার্টিতে আসতে বলছি!
ওঃ চমৎকার হবে। তবে তারা হয়তো ভয়ে ধারে কাছেই ঘেঁসবে না!
পরে
ওঃ, তুই পিসের সঙ্গে শক্ত হয়ে লড়লি বটে হাঁদা!
তবে, লড়াই না করলে কি নিজের ইচ্ছে মতো কিছু করা যায়?
পার্টির দিন বিকেলে
আমার বলা তোর অতিথিরা আগেই এসে পড়েছে দেখছি রে হাঁদা!
ভালোই হয়েছে পিসেমশাই! পরে এলে হয়তো ভয়ে পেয়ে ঢুকতেই পারতো না। হিঃহিঃ হিঃ!
দেখিস ভোঁদা, পিসেমশাইয়ের অতিথিরা একটু বেচাল করলে আমার অতিথিরা কি রকম ওদের তুবড়ে দেয়।
ঘচর ঘচ্! খটর খট্!
তোমার নিমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ হাঁদা!
হাঁদা, মনে হচ্ছে এবার তোর অতিথিরাই উল্টে আর ভয়ে এদিকে ঘেঁসবে না।
ওঃ! আইন রক্ষকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

হাঁদা-ভোঁদার



ঠ্যালাগাড়ি


ঠ্যালাগাড়িটা কেমন হয়েছে পিসেমশাই? আমি নিজে তৈরি করেছি!
চমৎকার হয়েছে!


আমি জগু বাবুর গোলায় কিছু ইঁটের অর্ডার দিয়েছি। তুই তোর ঠ্যালাগাড়ি করে সেগুলি নিয়ে আয়।
ভোঁদা তুই এখানে থাক। আমি একজায়গায় যাবো।


পেন্টো আর সন্টে দেখছি ওখানে দাঁড়িয়ে। মতলব খুব সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না!


ঐ যে হতভাগা হাঁদা আসছে। হাত লাগা!
এই কাদা তোর মুখে যাচ্ছে রে হাঁদা!


হিঃ হিঃ! একটাও আমার গায়ে লাগাতে পারেনি!

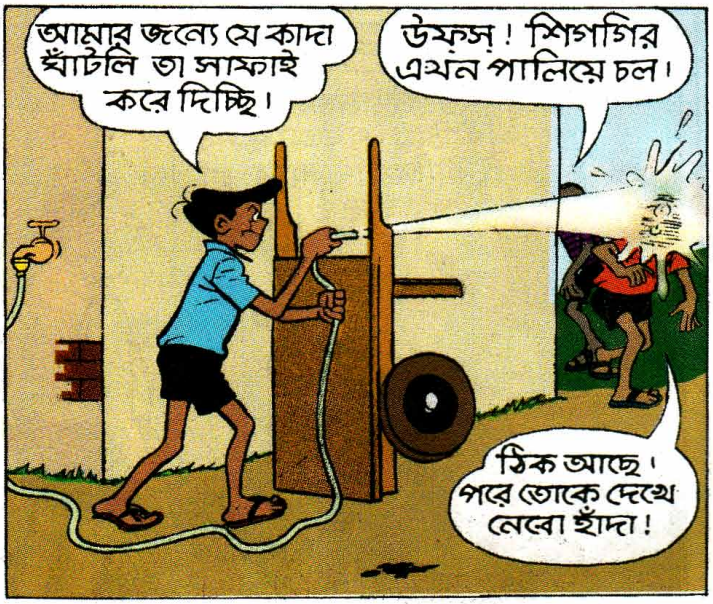
আমার জন্যে যে কাদা ঘাঁটলি তা সাফাই করে দিচ্ছি।
উফস্! শিগগির এখন পালিয়ে চল।
ঠিক আছে। পরে তোকে দেখে নেবো হাঁদা!


আবার হতচ্ছাড়াগুলো এসেছে। এবার আর জলের পাইপ নেই। এবারে কি দিয়ে ঠ্যাকাই?
নাও, হয়ে গেছে। এবার যেতে পারো।

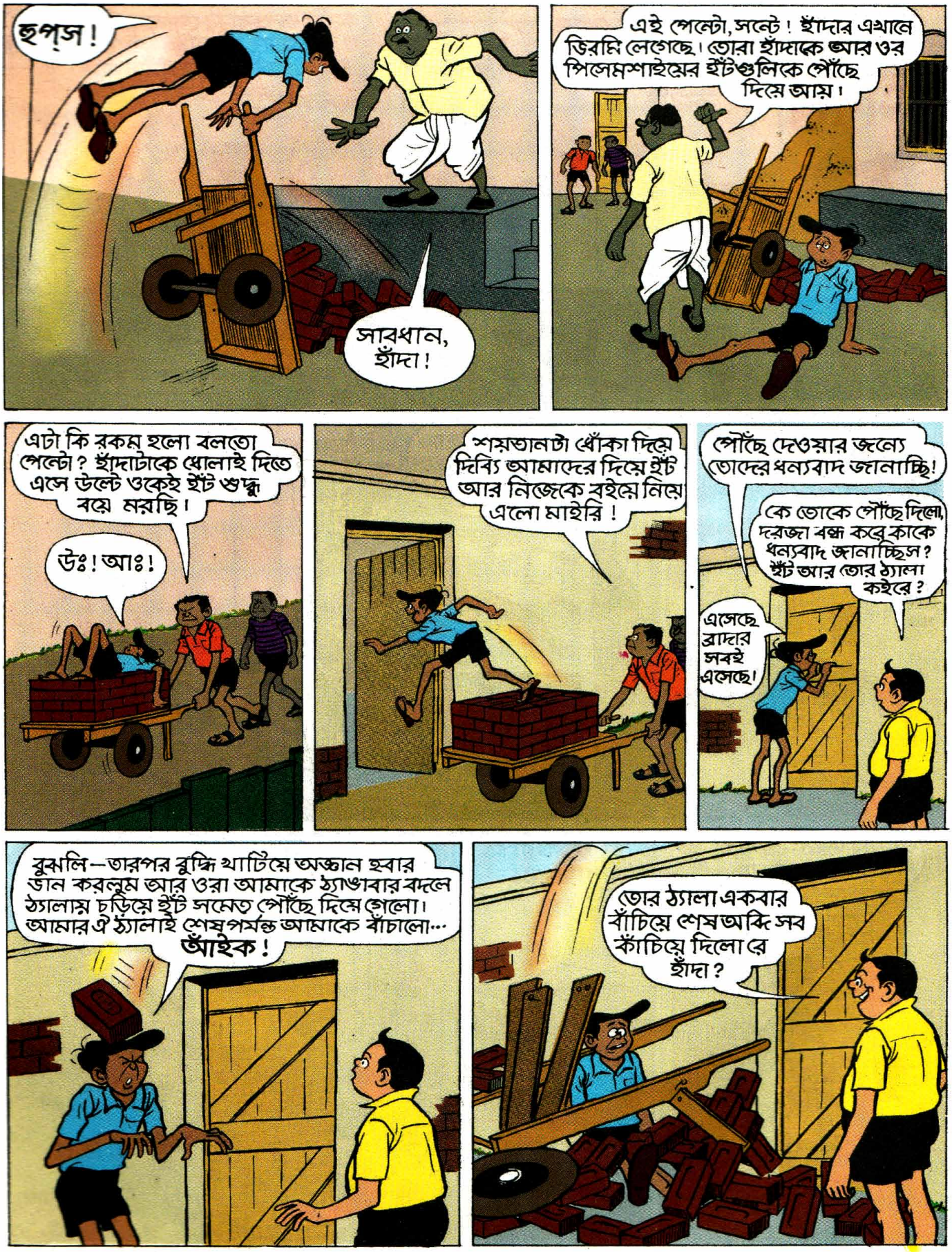
হুপ্‌স!
সাবধান, হাঁদা!
এই পেন্টো, সন্টে! হাঁদার এখানে ডিরমি লেগেছে। তোরা হাঁদাকে আর ওর পিসেমশাইয়ের ইঁটগুলিকে পৌঁছে দিয়ে আয়।
এটা কি রকম হলো বলতো পেন্টো? হাঁদাটাকে ধোলাই দিতে এসে উল্টে ওকেই ইঁট শুদ্ধু বয়ে মরছি।
উঃ! আঃ!
শয়তানটা ধোঁকা দিয়ে দিব্যি আমাদের দিয়ে ইঁট আর নিজেকে বইয়ে নিয়ে এলো মাইরি!
পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তোদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি!
কে তোকে পৌঁছে দিলো, দরজা বন্ধ করে কাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিস? ইঁট আর তোর ঠ্যালা কইরে?
এসেছে ব্রাদার সবই এসেছে!
বুঝলি—তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে অজ্ঞান হবার ভান করলুম আর ওরা আমাকে ঠ্যাঙাবার বদলে ঠ্যালায় চড়িয়ে ইঁট সমেত পৌঁছে দিয়ে গেলো। আমার ঐ ঠ্যালাই শেষপর্যন্ত আমাকে বাঁচালো...
আঁইক!
তোর ঠ্যালা একবার বাঁচিয়ে শেষঅব্দি সব কাঁচিয়ে দিলো রে হাঁদা?

হাঁদা-ভোঁদার



নতুন মজা


পিসেমশাইয়ের জামাটা এইমাত্র ইস্ত্রি করে দিলো। জামাটা বাড়িতে রেখে এই হ্যাঙারটা দিয়ে বেশ নতুন মজা করা যাবে!
লুপ্তু


এই তো, ভজা! বাড়ি যাবার আগে ওকে নিয়ে একটু মজা করি!


সার্টটা পরতে তোকে আমি সাহায্য করছি, ভজা!
ওহ্! ইয়ে- ধন্যবাদ হাঁদাদা!


হেঃ হেঃ! এই যে হয়ে গেছে, ভজা! এবার তোকে ঝোলাবো!
অ্যাই! এটা কি হচ্ছে? আমাকে নামিয়ে দাও!


হিঃ হিঃ! খেলার লক্ষ্যভেদের থেকে ভালো! লক্ষ্য ভেদ হলে তোকে কিছুই দিতে হবেনা!


বেচারা ভজার সঙ্গে মজা করছে? এবার আমি ওকে পাল্টা মজা দেখাচ্ছি!


ঘাবড়াস না, ভজা। আমি তোকে আড়াল করছি!


জামাটা নিয়ে ফিরে আয় বলছি, ভোঁদা! ওটা পিসেমশাইয়ের জামা এইমাত্র ইস্ত্রি করিয়ে এনেছি!

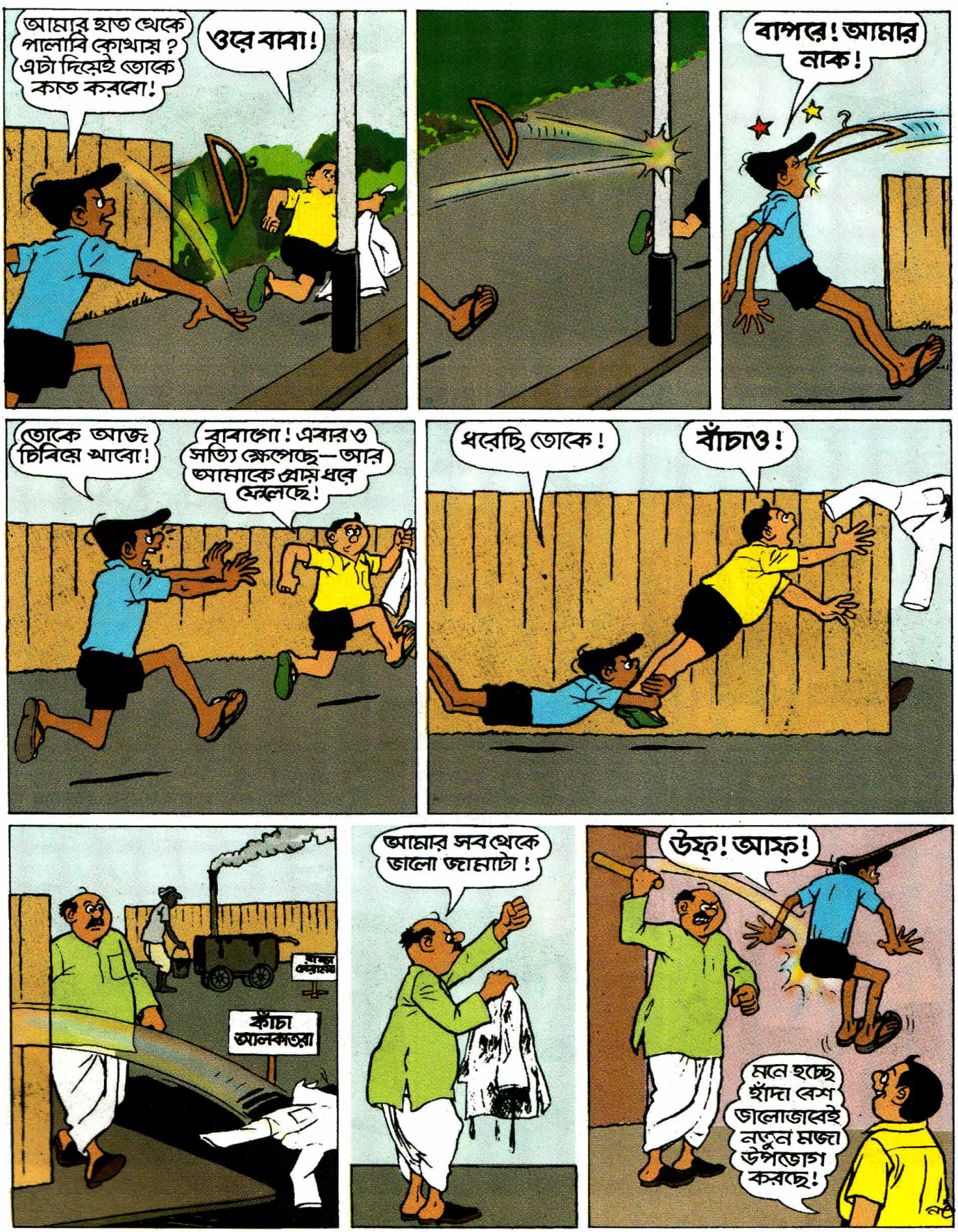
আমার হাত থেকে পালাবি কোথায়? এটা দিয়েই তোকে কাত করবো!
ওরে বাবা!
বাপরে! আমার নাক!
তোকে আজ চিবিয়ে খাবো!
বাবাগো! এবার ও সত্যি ক্ষেপেছে—আর আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছে!
ধরেছি তোকে!
বাঁচাও!
কাঁচা আলকাতরা
আমার সবথেকে ভালো জামাটা!
উফ্! আফ্!
মনে হচ্ছে হাঁদা বেশ ভালোভাবেই নতুন মজা উপভোগ করছে!

হাঁদা-ভোঁদার



কুকুর পোষা


বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে একটা কুকুর নিয়ে এলুম ভোঁদা!
তোর এই কুকুর দেখলে পিসেমশাই খেপে যাবেন!


হাঁদা! শীগগির এটাকে বাড়ির বার করে দে!
কিন্তু পিসেমশাই, বাড়ির জন্যে একটা কুকুর দরকার!


কুকুর হইতে সাবধান
পিসেমশাইকে আমি দেখাবো, যে কুকুর কত প্রয়োজনীয়!


ওরে বাবারে! পাগলা কুকুর!
কুকুর হইতে সাবধান


বাঁচাও!


বাড়িতে ডেকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া!
তাকে না বলেছি – আমাদের কুকুরের দরকার নেই। শেষে কিনা অফিসের সাহেবকেই কামড়াতে গেলো! এখুনি ভাড়া এটাকে।


বুঝলি ভোঁদা! আমি পিসেমশাইকে প্রমাণ করে দেখাবো, যে সত্যি আমাদের কুকুরের দরকার আছে কি না! চল, সিঁদ কাটিয়েদের পাড়ায় গিয়ে এমন কাহিনী বলবো, দেখবি কি রকম হাতে হাতে ফল ফলবে!


শোন ভোঁদা! পিসেমশাই বিছানার তলায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছে!
বলিস কি রে!
শুনলে।

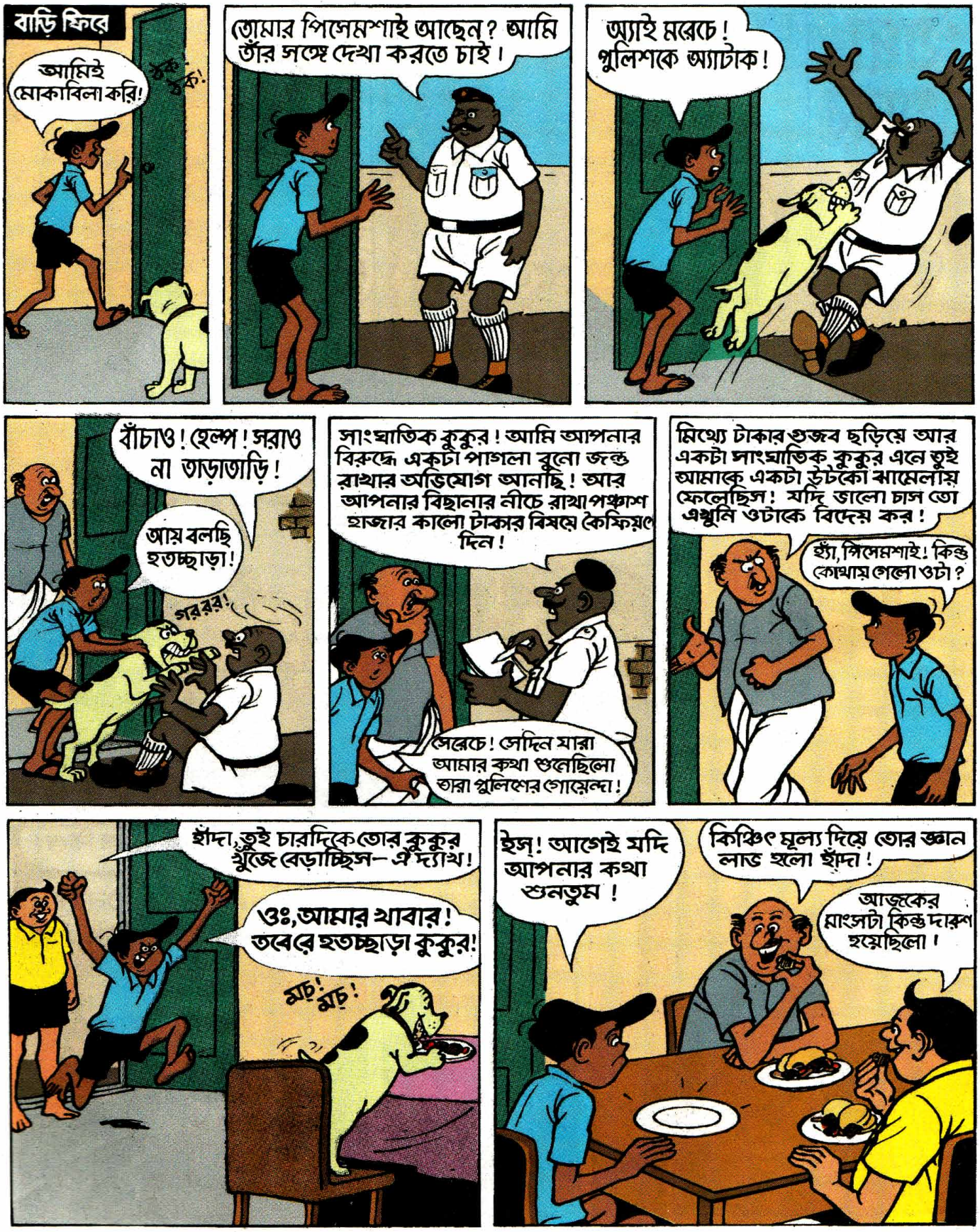
বাড়ি ফিরে
আমিই মোকাবিলা করি!
ঝুক্ ঝুক্!
তোমার পিসেমশাই আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।
অ্যাই মরেচে! পুলিশকে অ্যাটাক!
বাঁচাও! হেল্প! সরাও না তাড়াতাড়ি!
আয় বলছি হতচ্ছাড়া!
গররর!
সাংঘাতিক কুকুর! আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা পাগলা বুনো জন্তু রাখার অভিযোগ আনছি! আর আপনার বিছানার নীচে রাখা পঞ্চাশ হাজার কালো টাকার বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিন!
সেরেচে! সেদিন যারা আমার কথা শুনেছিলো তারা পুলিশের গোয়েন্দা!
মিথ্যে টাকার গুজব ছড়িয়ে আর একটা সাংঘাতিক কুকুর এনে তুই আমাকে একটা উটকো ঝামেলায় ফেলেছিস! যদি ভালো চাস তো এখুনি ওটাকে বিদেয় কর!
হ্যাঁ, পিসেমশাই! কিন্তু কোথায় গেলো ওটা?
হাঁদা, তুই চারদিকে তোর কুকুর খুঁজে বেড়াচ্ছিস— ঐ দ্যাখ!
ওঃ, আমার খাবার! তবেরে হতচ্ছাড়া কুকুর!
মচ্! মচ্!
ইস্! আগেই যদি আপনার কথা শুনতুম!
কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়ে তোর জ্ঞান লাভ হলো হাঁদা!
আজকের মাংসটা কিন্তু দারুণ হয়েছিলো!

হাঁদা-ভোঁদার

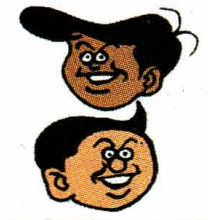

কুকুর রাখা


আমার বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। ওঁর কুকুরটা রইলো দেখে শুনে রাখবি বুঝলি? ভালো করে রাখতে পারলে ফিরে এসে পুরস্কার দেবো।
আচ্ছা পিসেমশাই।


ক্ষেতি কুকুরটা আবার কোত্থেকে জোটালি হাঁদা?
ক্ষেতি নয় হে। দস্তুরমতো পিসেমশাইএর বিদেশী বন্ধুর বিদেশী কুকুর। আমার কাছে রেখে ওঁরা বেরিয়েছেন। ভালো ভাবে রাখলে ফিরে এসে পিসেমশাই আমাকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন।
অ্যাই, ওখানে উঠবি না। এদিকে আয়।


ভৌক!
হুপস্! হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার!


ভেতরে যথেষ্ট ক্ষতি করেছিস, ফুচি। তাই তোকে নিয়ে বাইরে ঘোরাই ভালো। কাছে কাছে থাকবি।


বাইরে দেখবি ও ঠিক কথা শুনবে— আরে, অ্যাই ফুচি! শিগগির বল ছেড়ে দিয়ে এদিকে আয়— ওঃ, গেলো!
ফুস্!


একটা হতচ্ছাড়া কুকুর লেলিয়ে আমাদের বল ফাটিয়ে দেওয়া? এই দ্যাখ, তোকেও আমরা কেমন ফাটিয়ে দিচ্ছি!
উও!
ভৌক!


হাঁদা, ভালো চাস তো কুকুরটাকে কোথাও বেঁধে রেখে দে!
আরে না আমারই ভুল। এবার চেন লাগিয়ে ওকে ঠিক পথে চালিত করবো।
ভৌক!

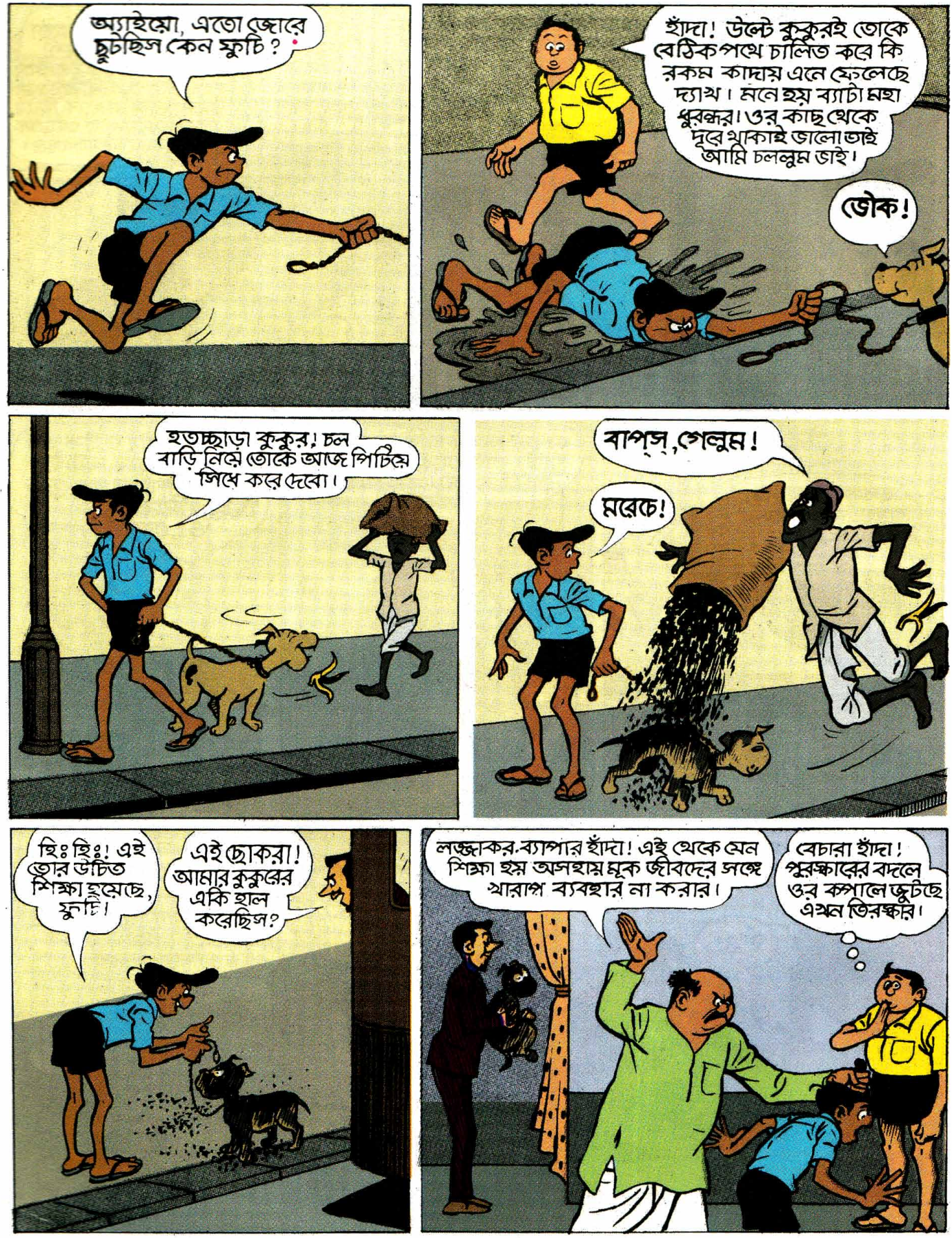
অ্যাইয়ো, এতো জোরে ছুটছিস কেন ফুচি?
হাঁদা! উল্টে কুকুরই তোকে বেঠিক পথে চালিত করে কি রকম কাদায় এনে ফেলেছে দ্যাখ। মনে হয় ব্যাটা মহা ধুরন্ধর। ওর কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো ভাই আমি চললুম ভাই।
ভৌক!
হতচ্ছাড়া কুকুর! চল বাড়ি নিয়ে তোকে আজ পিটিয়ে সিধে করে দেবো।
বাপ্‌স্‌, গেলুম!
মরেচে!
ছিঃ ছিঃ! এই তোর উচিত শিক্ষা হয়েছে, ফুচি।
এই ছোকরা! আমার কুকুরের একি হাল করেছিস?
লজ্জাকর ব্যাপার হাঁদা! এই থেকে যেন শিক্ষা হয় অসহায় মূক জীবদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করার।
বেচারা হাঁদা! পুরস্কারের বদলে ওর কপালে জুটছে এখন তিরস্কার।

হাঁদা-ভোঁদার



পাহারাদারী















F-12


দূর হ হতচ্ছাড়া! পিসেমশাই ফিরে আসার আগেই আমাকে ক্রীতদাসের মতো খেটে এগুলো ঠিক করে রাখতে হবে!
যাক বাবা! ঠিক করে ফেলেছি। আরে, পুষি, আঃ! তোকে দেখে একটা মতলব এসেছে!
এবার পুষিটা ঠিক পাখি তাড়াবে··· আর যাতে কোন অঘটন না ঘটায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে ওকে ঠেসে খাবার দিয়ে গেলাম!
চমৎকার! এরকম খাওয়ার পর ঘুম ঘুম পাচ্ছে··· আর রোদ্দুরটাও বেশ লাগছে··· ফর রর্র
হাঁদাটাকে পাখি তাড়াতে বসিয়ে রেখে এসেছি গিয়ে বেচারাকে ছেড়ে দিতে হবে।
আমার মরসুমী ফুলের বীজ! পাই একবার হতচ্ছাড়া চিমড়ে মর্কটটাকে!
আর সরে পড়তে পারবেনা! নে, এবার পাখি তাড়া ভোঁদা, ভেতরে যা!
যাচ্ছি পিসেমশাই! চলি রে ভাই হাঁদা!
বিড়বিড়বিড়!

হাঁদা-ভোঁদার



পক্ষী বিভ্রাট





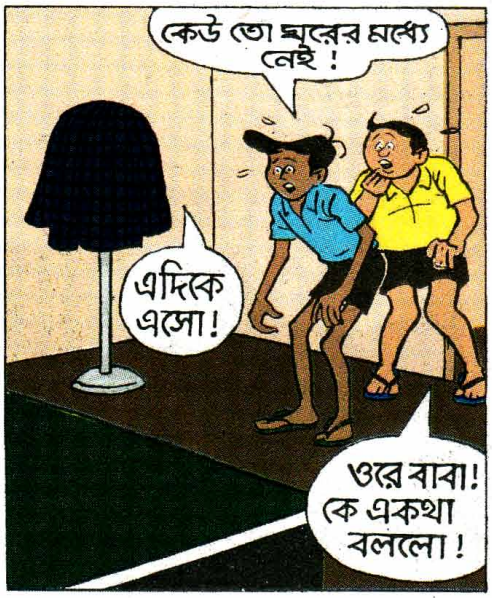











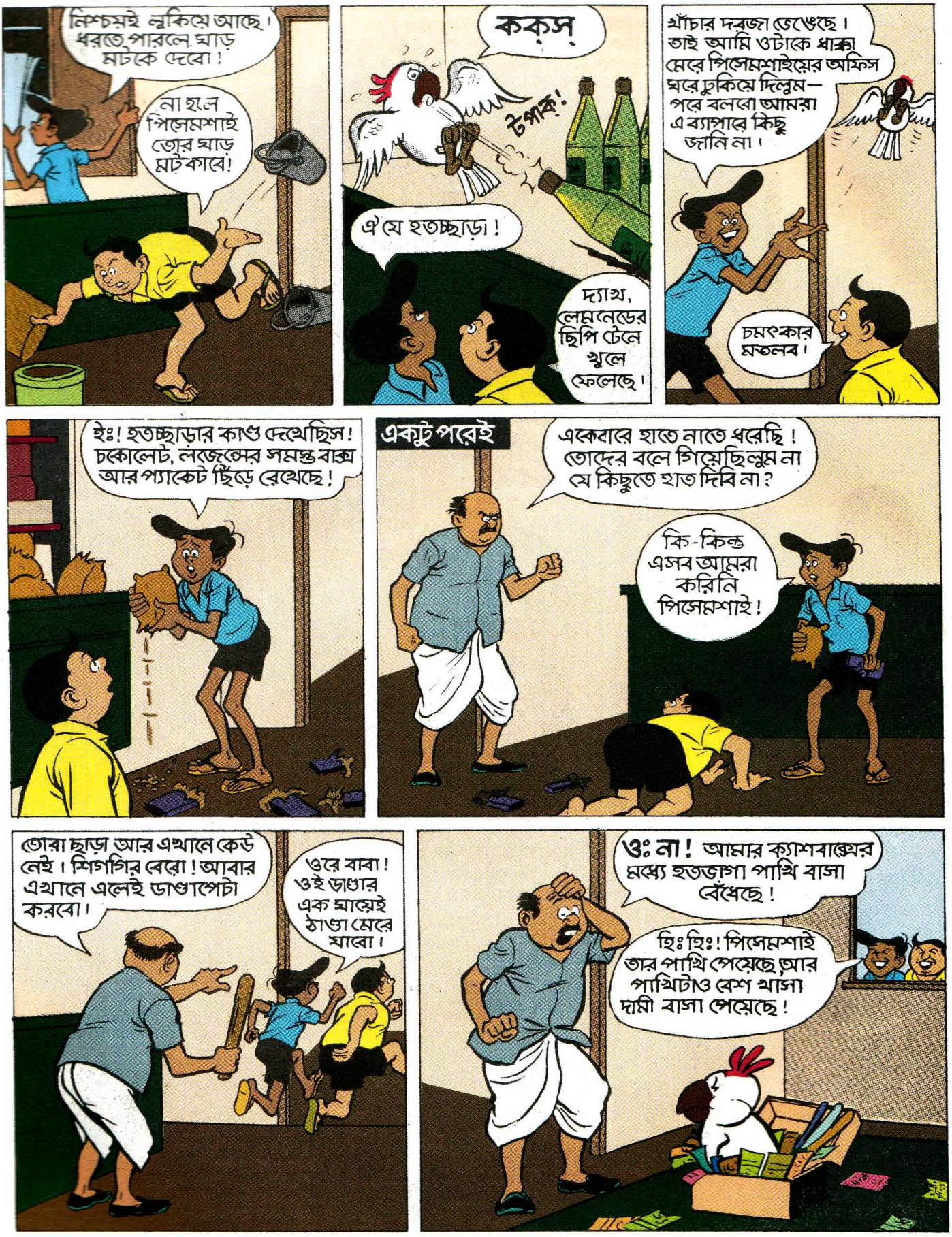
নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে! ধরতে পারলে ঘাড় মটকে দেবো!
না হলে পিসেমশাই তোর ঘাড় মটকাবে!
ককস্
টপাক্!
ঐ যে হতচ্ছাড়া!
দ্যাখ, লেম্বনেডের ছিপি টেনে খুলে ফেলেছে।
খাঁচার দরজা ভেঙেছে। তাই আমি ওটাকে ধাক্কা মেরে পিসেমশাইয়ের অফিস ঘরে ঢুকিয়ে দিলুম— পরে বলবো আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানি না।
চমৎকার মতলব।
ইঃ! হতচ্ছাড়ার কাণ্ড দেখেছিস! চকোলেট, লজেন্সের সমস্ত বাক্স আর প্যাকেট ছিঁড়ে রেখেছে!
একটু পরেই
একেবারে হাতে নাতে ধরেছি! তোদের বলে গিয়েছিলুম না যে কিছুতে হাত দিবি না?
কি-কিন্তু এসব আমরা করিনি পিসেমশাই!
তোরা ছাড়া আর এখানে কেউ নেই। শিগগির বেরো! আবার এখানে এলেই ডাণ্ডাপেটা করবো।
ওরে বাবা! ওই ডাণ্ডার এক ঘায়েই ঠ্যাঙা মেরে যাবো।
ওঃ না! আমার ক্যাশবাক্সের মধ্যে হতভাগা পাখি বাসা বেঁধেছে!
হিঃ হিঃ! পিসেমশাই তার পাখি পেয়েছে, আর পাখিটাও বেশ খাসা দামী বাসা পেয়েছে!

হাঁদা-ভোঁদার



পুরস্কার প্রাপ্তি













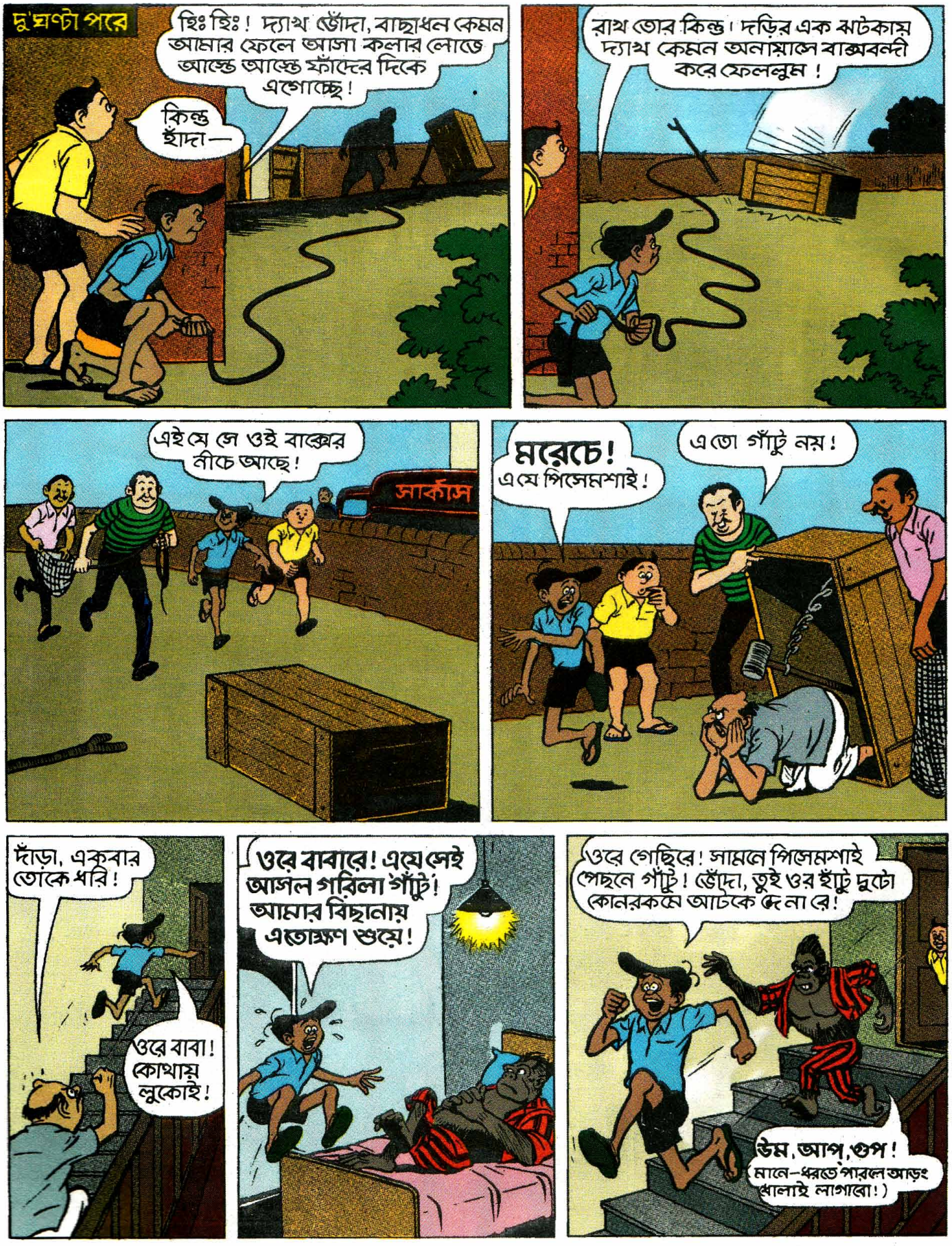
দু'ঘণ্টা পরে
হিঃ হিঃ! দ্যাখ ভোঁদা, বাছাধন কেমন আমার ফেলে আসা কলার লোভে আস্তে আস্তে ফাঁদের দিকে এগোচ্ছে!
কিন্তু হাঁদা—
রাখ তোর কিন্তু। দড়ির এক ঝটকায় দ্যাখ কেমন অনায়াসে বাক্সবন্দী করে ফেললুম!
এই যে সে ওই বাক্সের নীচে আছে!
সার্কাস
মরেচে! এ যে পিসেমশাই!
এ তো গাঁটু নয়!
দাঁড়া, একবার তোকে ধরি!
ওরে বাবা! কোথায় লুকোই!
ওরে বাবারে! এযে সেই আসল গরিলা গাঁটু! আমার বিছানায় এতোক্ষণ শুয়ে!
ওরে গেছিরে! সামনে পিসেমশাই পেছনে গাঁটু! ভোঁদা, তুই ওর হাঁটু দুটো কোনরকমে আটকে দে না রে!
উম, আপ, গুপ! (মানে—ধরতে পারলে আড়ং ধোলাই লাগাবো!)

হাঁদা-ভোঁদার

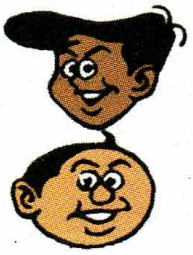

লুকোচুরি


আয় ভোঁদা, আমরা লুকোচুরি খেলি! তুই যেখানেই লুকোস না কেন, আমি বাজী রেখে পাঁচ মিনিটেই তোকে বের করে ফেলবো!
তাই বুঝি!


ঠিক আছে হাঁদা! কিন্তু দশ পর্যন্ত গোণা শেষ না হলে আমার দিকে দেখবি না!


কুকুরের ঘরটা দেখার কথা ও চিন্তাই করবে না!
এক – দুই – তিন – চার —


— পাঁচছয়সাতআটনয়দশ! আহা! জলের মতো সোজা!
আরে! কুকুরের ঘরের পেছনের তক্তা দেখছি আলগা!


আশ্চর্য! জোঁদা ওখানে করছ কি?
জোঁদা, তুই কোথায় গিয়ে লুকিয়েছিস আমি জানি! কুকুরের ঘরের ভেতরে!
আহা! ঐ ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক!


জোঁদা! এটার ভেতর দিয়ে যাতায়াতের জন্যে এই কুকুরের ঘরটা তৈরি হয়নি!
ওকে ভেতর থেকে বার করবার ব্যবস্থা করছি!
মরেচে! এযে পিশেমশাই!


হাঃ-হাঃ! এটা কেমন লাগছে রে জোঁদা?


এবারে সত্যিকারের ভালো একটা লুকোবার জায়গা খুঁজতে হবে!
ওরে,না! পিসেমশাই! আপনি কোথেকে ফুঁড়ে বেরোলেন?
ও তুমি, ঠিক আছে! ঘরে চলো! বেত হাতে থাকলে আমি যে কি রকম সাংঘাতিক, তা সেখানে ভালোভাবে টের পাবে!

হাঁদা-ভোঁদার



দোকানদারী


আমি জিমনাস্ট শিক্ষক বোঁদাবাবু। আমার একটা হুইস্‌ল্ চাই।
আচ্ছা স্যার


এই যে স্যার। আমি এখুনি বাজিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।


ওফ্! আমার কান গেলো!
পিঁউউইইপ্!

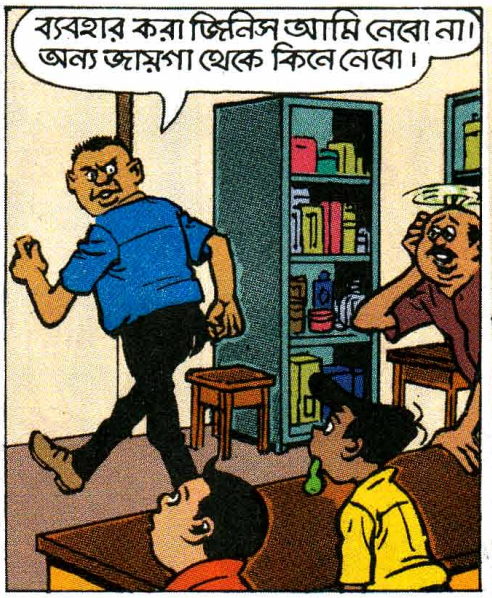
ব্যবহার করা জিনিস আমি নেবো না। অন্য জায়গা থেকে কিনে নেবো।


এই ভাবে খদ্দেরের সঙ্গে আচরণ করে না মুখ্যু কোথাকার! পরের জন্ম এলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এটা করতে হয়।

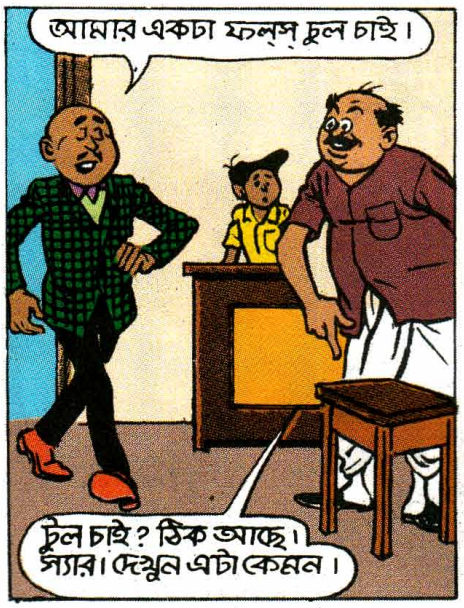
আমার একটা ফল্‌স্ চুল চাই।
চুল চাই? ঠিক আছে। স্যার। দেখুন এটা কেমন।


চুল নয়, টুল আমার অনেক আছে। আমি চুল চাইছি চুল। একেবারে কালো।
তাতা? আগে ঠিক করে বলবেন তো। এই যে নিন খুব মজবুত।
পিলে নির্ঘাত হুইসলের শব্দে কালা হয়ে গেছে।


বটে, তাহলে কি রকম মজবুত তা আপনার ওপরই পরখ করে দেখি!
ওঁফ্!


উফ্! কেমন করে আমি সামলে নেবো?
ছ্যাঁদাটা বেশ ভালো আর খুব সস্তা।
কি বলছে লোকটা?
কি বললেন? ছ্যাঁদা কালো বস্তা? আপনার সাহস তো কম নয় মশাই? জানেন আমার এখানে সব সময় স্টেস মাল থাকে। এখুনি দোকান থেকে চলে যান।
কিন্তু— কিন্তু—
পিসেমশাই একেবারে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে মাইরি! চল এই তালে পেছনের ঘরে ঢুকে কিছু লেমোনেড সাবড়ে আসি।
এটা ভালো যুক্তি।
অ্যা! কি বলে রে?
হুম্! মনে হলো আমি যেন বোতল খোলার শব্দ পেলাম। এখন দেখছি তোদেরই কম্ম। তোরা আমাকে কানে শোনার যন্ত্র হিয়ারিংএড্ লাগাতে বলেছিলি।
ইর্‌ক্!
হিয়ারিং এড্? ওঃ,না! আমরা বলেছিলাম লেমোনেড্
হিঃ হিঃ! তোরা যা বলছিস্ কানে ঐ যন্ত্র না থাকায় আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!
শীগগির ওটা কানে লাগিয়ে নিন।

হাঁদা-ভোঁদার

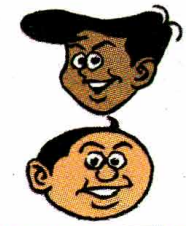

চেয়ার বেচা


বাগানে বসার চেয়ার চাই।
নিশ্চয়, স্যার। এই বেঞ্চটা পরখ করে দেখুন তো?


মন্দ নয়—কিন্তু হাতলের মাথায় একটা বড় পেরেক উঠে আছে।


ভাববেন না স্যার। আমি এখুনি ওটা বসিয়ে দিচ্ছি!
অ্যাঁঃ!


বাপরে!


বেঞ্চটা তেমন পোক্ত ছিলো না। ওটার বদলে এই ক্যানভাসের চেয়ারটা পরখ করুন।


ক্যানভাস থেকে একটা আলগা সুতো বেরিয়ে আছে। ওটাকে তুলে ফ্যালো। বুঝেছো?
ঠিক বুঝেছি, স্যার।


অ্যাই মরেচে!
ওফ্!
হিঃ হিঃ! পেছনের ক্যানভাস হাঁদা দু ফাঁক করে ফেলেছে।


বাবারে! পিঠটা গেছে! ঐ ঝোলানো সিটটা আমার পছন্দসই কিন্তু আমি আর পরখ করছি না! আমার হয়ে তোমরা দুজনে এবার পরখ করো!


আহ্! এটা চমৎকার!
ঠিক আছে! আমি এটাই নেবো! আরে, এই বালতিগুলো থেকে সাবধান, নাহলে—
ওয়াফ্!
বাহ! আমি এ জিনিস চাই না! এটা বড় সাংঘাতিক!
আপনি ঠিক কি চান আমি জানি, স্যার।
একটা হ্যামক! সুন্দর এবং আরামদায়ক—আর খুবই সস্তা!
একি বিশৃঙ্খলা! এখানে এসব কি হচ্ছে?
আটকেছি! এবার বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?
ওয়াহ্! মাথা ঘুরছে!
দুমিনিট পরে
আপনার পছন্দমতো জিনিস দিতে পেরে খুশি হয়েছি! আবার আসবেন।
পিসেমশাই এবার কি করবে বলতো হাঁদা?
দোকানের সব চেয়ার বেঞ্চ ভেঙে তছনছ করেছিস! আমার এই কাজ শেষ হলে তোদের বসার জায়গার দরকার হবে না—কারণ একমাস তোরা বসতেই পারবি না!

হাঁদা-ভোঁদার

গোল্লা পর্ব








একি! এযে সাবান জলে ভর্তি!
মরেচে!
কিছু মনে করবেন না স্যার। আমরা এইমাত্র-ইয়ে- মানে সমস্ত পরিষ্কার করছিলাম!
ঠিক আছে, আমি পুঁছে নিয়েছি। কিন্তু দেশলাইটা কোথায় রাখলুম।
এই যে স্যার, গ্যাস লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছি।
ফ্লিক্
বাপরে! আমার দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিস হতচ্ছাড়া!
অসাবধানী বেল্লিক! তাদের জন্যে দোকান ঘরে আগুন লেগে যেতে পারতো!
মরেচে, এযে পিসেমশাই রে!
ঠিক আছে, এবার আমি নিজেই ধরিয়ে নিতে পারবো।
গুগ্‌হ্‌! তামাকের গন্ধটা বড় অদ্ভুত তো!
পিসেমশাই নির্ঘাত শালপাতা ফুঁকছে!
ভোঁদারে, পিসেমশাই ধ্বাতস্থ হবার আগেই চল আমরা কোন নিরাপদ জায়গায় গিয়ে গা ঢাকা দি!

হাঁদা-ভোঁদার

বুদ্ধি খাটানো














আর একজনের কাছে
বেশী সময় লাগবে না রে ভেটকু! আরও একজন সেখানে গেছে।
ঠিক আছে— তুই তাহলে এদিকটায় হাত লাগা।
ওফ্ ওফ্! প্রায় শেষ কোরে এনেছি! এ তবু নোংরা মাটি বওয়ার চেয়ে ভালো।
উফস্! যাক, এতক্ষণে মাটি সাফ হয়ে গেছে। এতেই আনন্দ!
অ্যাক্! ওঃ, ওরে বাবা, না, না। কি করে, কেমন করে এটা ঘটলো?
হাঁদার দুজন বন্ধু এসে বলল পাঁচ টাকা পেলে তারা আমার মাটি সরিয়ে দেবে। আপনারটা কি হলো?
হাঁদা আমারটা বিনা পয়সাতেই সরাবে!
তোর কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে চাইছে হাঁদা, কিন্তু কি করি বল? পিসেমশাইয়ের কঠোর নির্দেশ তোকে পাহারা দেওয়ার!

হাঁদা-ভোঁদার

কয়লা কাহিনী









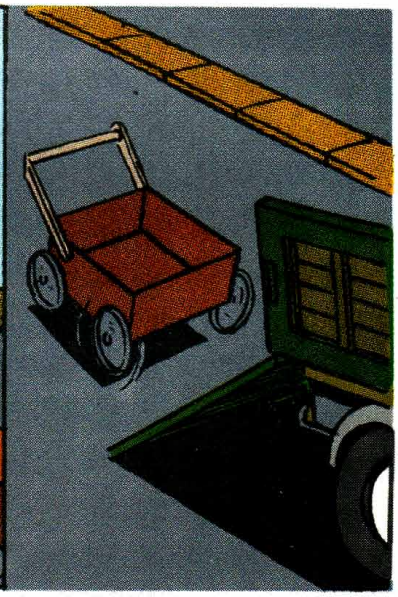

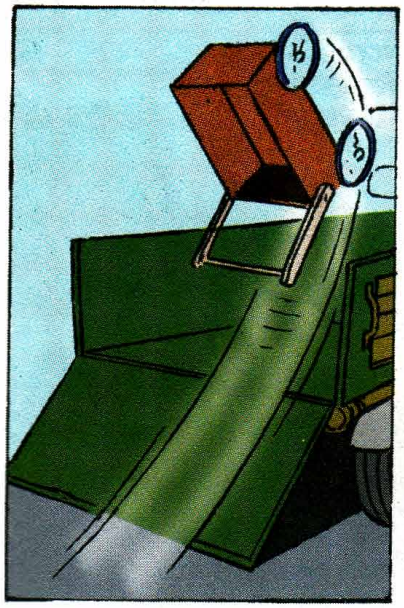

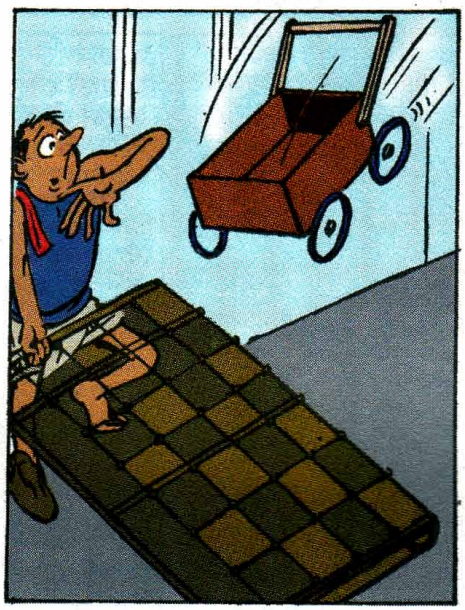



F-13

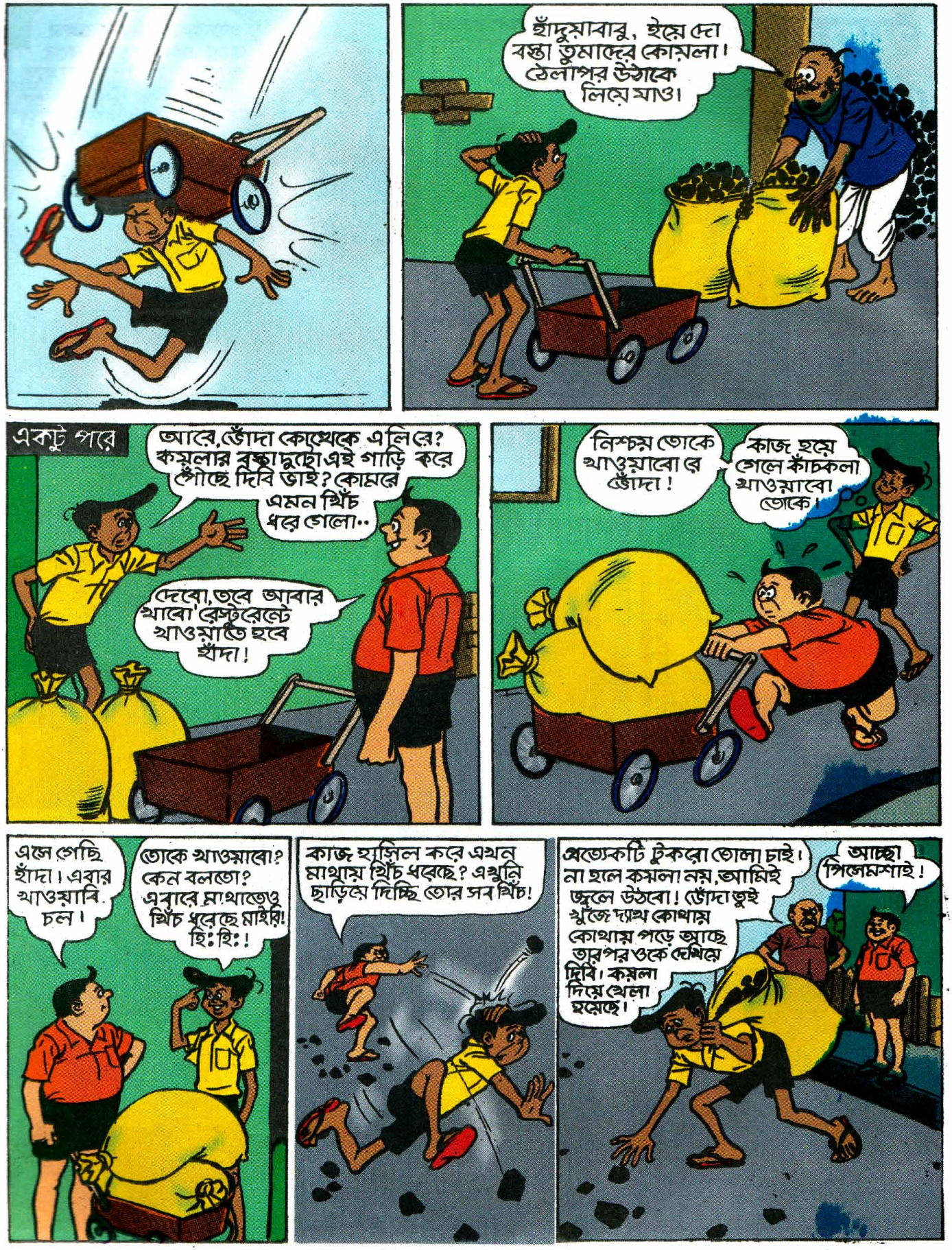
হাঁদুয়াবাবু, ইয়ে দো বস্তা তুমাদের কোয়লা। ঠেলাপর উঠাকে লিয়ে যাও।
একটু পরে
আরে,ভোঁদা কোত্থেকে এলি রে? কয়লার বস্তা দুটো এই গাড়ি করে পৌঁছে দিবি ভাই? কোমরে এমন খিঁচ ধরে গেলো..
দেবো,তবে আবার খাবো রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে হবে হাঁদা!
নিশ্চয় তোকে খাওয়াবো রে ভোঁদা!
কাজ হয়ে গেলে কাঁচকলা খাওয়াবো তোকে!
এসে গেছি হাঁদা। এবার খাওয়াবি চল।
তোকে খাওয়াবো? কেন বলতো? এবারে মাথাতেও খিঁচ ধরেছে মাইরি! হিঃ হিঃ!
কাজ হাসিল করে এখন মাথায় খিঁচ ধরেছে? এখুনি ছাড়িয়ে দিচ্ছি তোর সব খিঁচ!
প্রত্যেকটি টুকরো তোলা চাই। না হলে কয়লা নয়,আমিই জ্বলে উঠবো! ভোঁদা তুই খুঁজে দ্যাখ কোথায় কোথায় পড়ে আছে তারপর ওকে ঝেঁটিয়ে দিবি। কয়লা দিয়ে খেলা হয়েছে।
আচ্ছা পিসেমশাই!

হাঁদা-ভোঁদার

ডবল সাফাই














বেশ হয়েছে হাঁদা। তুই পরিষ্কার হয়ে নে, আর আমি তোর জামা প্যান্টের কাদা তুলে শুকিয়ে নিয়ে আসি।
আমার জন্যে যথেষ্ট করেছিস ভোঁদা। বেশ সাফাই হওয়া গেছে। এবার বাড়িতে ঢোকা যেতে পারে।
এতোক্ষণ কোথায় ছিলি? তোকে দিয়ে একটা কাজ করাবার জন্যে বসে আছি। আগে সেটা সেরে নে।
দ্যাখ, কয়লাওয়ালা ভুল করে এখানে কয়লা ফেলে গেছে। এগুলো এখন জায়গামতো তুলে রাখ।
এখন দেখছি তোর আগের অবস্থাতেই ঢোকা উচিত ছিলো হাঁদা। এবার তোকে ডবল করে সাফাই হতে হবে।
উফ্! উফ্!

হাঁদা-ভোঁদার

পক্ষী শিকার


















নীচে
হাঁদাটা সরেছে। আর একটা ঝাঁক আসছে। আবার লক্ষ্য ঠিক করি।
ওপস্!
আফ্চ্! এটা আবার কি?
ওফ্!
তোকে সঙ্গে আনাই আমার ঝকমারি হয়েছিলো! হাঁস তো হলোই না উল্টে বন্দুকটা গেলো। কিন্তু তোকেই এবার ঐ ছিপি বন্দুক দিয়ে হাঁস শিকার করে আনতে হবে। চল ভোঁদা!
আ-আচ্ছা পিসেমশাই!
বাড়িতে ফিরে
হাঁস না নিয়ে আমি বাড়ি ঢুকবো কেমন করে— আরে এই তো হাঁস! চমৎকার আইডিয়া!
ছিপিতে দড়ি বেঁধে এইভাবে বন্দুক ছুঁড়ে ওদের পায়ে জড়িয়ে দিলে চট করে ধরা যাবে।
পিসেমশাই, দেখুন কেমন জোড়া হাঁস শিকার করে এনেছি। আজ কব্জি ডুবিয়ে হাঁসের মাংস খেতে পারবেন।
বাঃ! সত্যি তোর এলেম আছে হাঁদা!—কিন্তু একি! এতো আমার পোষা হাঁস!
হতচ্ছাড়া! আমার হাঁস দিয়ে কব্জি ডুবিয়ে খাবার আগে এই কব্জির গোটাকতক রদ্দা তোর ঘাড়ে লাগাই।
অ্যাই ভোঁদা! পিসেমশাইয়ের এনার্জিটা কমিয়ে দে না। সারাদিনই এভাবে চলবে না কি?

হাঁদা-ভোঁদার জুড়িদার

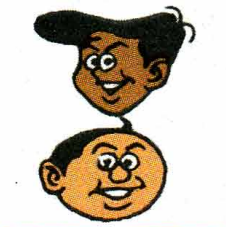


আশ্চর্য! দ্যাখ হাঁদা, সামনের বাড়ীর নতুন জাড়াটের ছেলেটা অবিকল তোর মতো! একেবারে জুড়ি!
তাইতো রে!


ঐযে আমার জোড়া আসছে — আর ওখানে রয়েছে কুঁদুলে কেষ্টা! একটু মজা করি!
উফ্! কে, কার কম্ম এটা?


এটা তাহলে তোর কাজ শুঁটকো মার্কট হাঁদা! তুইই ঢিল মেরেছিস! এই নে পাটকেল!
ওফ্ কি-কিন্তু আমি
কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না।
হিঃ হিঃ! আমার হয়ে আমার জোড়া-ই ধোলাই খাচ্ছে!


তৈরি থাক। শয়তান হাঁদাটা একলা গলিপথ দিয়ে আসছে। ওর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করছি।
হেঃ হেঃ! ওরা আমার বদলে আমার জোড়াকে দেখেছে।


আফ্! এ কি হচ্ছে? থামাও!
থামবো কিরে, এই তো সবে শুরু করেছি!
হাঃ হাঃ! জোড়ার খেল বেশ ভালোই জমছে রে ভোঁদা!


আমার বাগান খুঁড়ে দিবি বলেছিলি! কথামতো ঠিক সময়েই এসেছিস হাঁদা! খোঁড়া হয়ে গেলে দেখবি আমিও তোকে একটা জিনিস দেবো।
অ্যাঃ! আহ্- হ্যাঁ
ওহ্! ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার জুড়িদার নিজেই কাজের জায়গায় এসে হাজির!


উফ্! আমি কখন বাগান খোঁড়ার কথা দিয়েছিলাম, আর আমাকে হাঁদা হাঁদা করছে কেন কিছুই বুঝতে পারছি না!
হিঃ হিঃ!


ধন্যবাদ হাঁদা! তোকে একটা জিনিস দেবো বলেছিলাম— এই নে চকোলেট ক্রীম কেক!
উঃ! জাঁদারেল দ্যাখ ও কি জিনিস পাচ্ছে! ওটা ওর কাছ থেকে বাগাতে হবে!
কি চমৎকার জিনিস!
ওর পিছু নিয়ে ওর সঙ্গে দোস্তি পাতাবো, তারপর আধখানা কেক হাতাবো!
যা ইচ্ছে কর, আমি চললুম!
এই যে ঠিক চিনেছি! সেদিন তুই-ই আমার শার্ট ঢিল মেরে ফাটিয়েছিলি!
না-না আমি না— অপ্‌জ্!
কাল আমার ভাইয়ের কান টেনেছিলি— এই তার বদলা!
উঃ! সে আমি নয়!
হাঁদা, তোকে যে অতো বড়ো ক্রিম কেকটা দিলুম, সেটা গোটাটাই খেয়ে ফেলেছিস? কি পেটুক ছেলে রে!
আমি সব শুনেছি হাঁদা! এখন যদি তোকে আমি বড় এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল না দিই তবে তুই অসুস্থ হয়ে পড়বি!
কি রে হাঁদা? খুব ঘন ঘন দৌড়চ্ছিস যে। কেকের প্রতিক্রিয়া না কি রে?
বেশী কথা বলার টাইম নেই, শুধু জেনে রাখ যে, কেউ মনে করেছে আমি সে! আবার অন্য কেউ মনে করেছে সে আমি আর তাইতে আমার এই দশা!

হাঁদা-ভোঁদার



দিদে কাহিনী


হাঁদা, তুই ফেকুবাবুর কাছ থেকে একটা পিপে নিয়ে আয়। ওঁকে আমার বলা আছে। ওটা এর ভেতরে রাখবো।
এখুনি যাচ্ছি পিসেমশাই!


এই নাও হাঁদা! রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেলে নিতে সুবিধে হবে।


সেদিন তুই আমাদের গায়ে পচা ডিম ছুঁড়েছিলি। আজ আমরা তা তোকে ফেরত দিচ্ছি!
তুই পাঁচটা দিয়েছিলি আমরা তোকে একডজন দেবো।


তাই বুঝি? ঠিক আছে, ছোঁড় কতো ছুঁড়বি।


এবার লাগা দেখি!
দাঁড়া, এবার ওকে মজা দেখাচ্ছি।


এবারে কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে নীচের দিকে যা হাঁদা!
গেলুম রে!

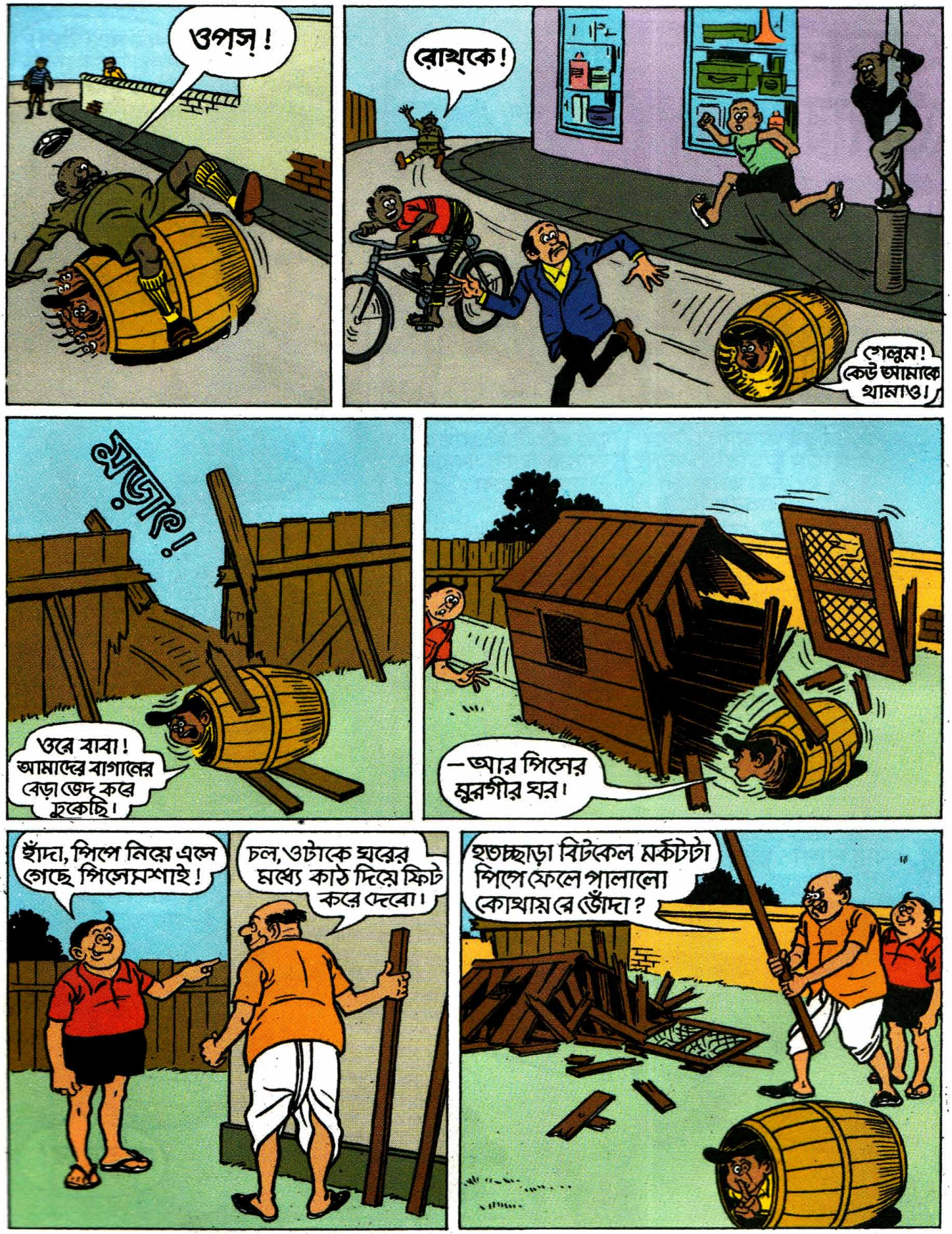
ওপস্!
রোখ্‌কে!
শেলুন! কেউ আমাকে থামাও!
খড়াক্!
ওরে বাবা! আমাদের বাগানের বেড়া ভেদ্ করে ঢুকেছি!
—আর পিসের মুরগীর ঘর।
হাঁদা, পিপে নিয়ে এসে গেছে পিসেমশাই!
চল, ওটাকে ঘরের মধ্যে কাঠ দিয়ে ফিট করে দেবো।
হতচ্ছাড়া বিটকেল মর্কটটা পিপে ফেলে পালালো কোথায় রে ভোঁদা?

হাঁদা-ভোঁদার



জাম্পিং চেয়ার















হাঁদা-ভোঁদার



জাম্পিং চেয়ার
















ও বাবা! এ কি কাণ্ড!
ভ্রুম ভ্রুম ভ্রুম!
পিসের হাতে ধরা পড়লে আমার প্রাথমিক চিকিৎসার দরকার হবে। ট্রেনিংটা নিয়ে রাখি।
আছে প্রাথমিক চিকিৎসার কক্ষ
আঃ! এইযে তোমাদের ব্যাণ্ডেজ প্র্যাকটিসের জন্যে একজন এসেছে।
একটু পরে -
আমি হাঁদা পিসেমশাই। আমার একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।
হোঃ হোঃ, ব্যাণ্ডেজ খুলে না নেবার কড়ারে আমি ব্যাণ্ডেজ করতে দিয়েছিলাম।
আঃ! উঃ!
হতচ্ছাড়া বিটলে! আমার সঙ্গে ফেরেববাজী! পিটিয়ে সিধে করে দেবো।
হতভাগা দুরমুসওয়ালাটাকে অকেজো করেছে। অতএব ওর কাজটা হাঁদাকেই করতে হবে।
তুই তো এখন খুব ব্যস্ত হাঁদা! এবার আমি তোর জাম্পিং চেয়ারটা পরখ করি।

হাঁদা-ভোঁদার

নয়া ফন্দি


হাঁদা, তুই হোমওয়ার্ক করিস নি। আজ স্কুলে স্যারের কাছে রামঠ্যাঙানি খাবি!
সে কায়দা আমার জানা আছে। নিজের ওপর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আজ স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখবো!
এইভাবে হুড়কে গিয়ে পড়বো। কোমরে একটু চোট লাগবে ব্যস, স্কুল যাওয়া বন্ধ।


ওয়াহ্!
ওফ্!


ওহ্! আমার কোমর ভেঙে দিয়েছিস!
আমি স্কুল কামাই করেও আপনার সেবা করবো। চলুন বিছানায়!


আপনার যা দরকার এনেছি। আর কিছু চাই?
হ্যাঁ, আলমারীর ওপর থেকে টাইপরাইটারটা আমাকে নামিয়ে দে। তারপর স্কুল চলে যা।


এবার একটা দুর্ঘটনা হবে। আমি টুল শুদ্ধু পেছন দিকে পড়ে যাবো!


এই যে পিসেমশাই আপনার আরাম চেয়ার— উপ্‌স্!
তোর খুব বরাত জোর আমি ঠিক সময় এসে পড়েছি!
অকর্মা গাধা একটা!


স্কুল কামাইয়ের জন্যে আমাকে অন্য লাইনে চিন্তা করতে হবে। আঃ! এই দোকানেই আমার প্ল্যান হাসিলের জিনিস পাওয়া যাবে!
মজার জিনিসের দোকান


পরে
আরে এই হাঁদা! এই রকম পা নিয়ে স্কুলে যেতে হবে না। গাড়িতে উঠে আয়, আমি তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।
আপনার অনুগ্রহ স্যার!
তোর বাড়িতে এসে গেছি হাঁদা!
আমাকে একটু সাহায্য করুন স্যার! আমার খারাপ পা-টা সিটের তলায় আটকে গেছে!
ঠিক আছে, এখুনি বের করে দিচ্ছি!
একী! পায়ে নকল প্লাস্টার!
উর-র ও-ও!
আমার আগে স্কুলে পৌঁছবার জন্যে তোকে পাঁচমিনিট সময় দিলুম!
আরে, এই হতচ্ছাড়া প্লাস্টারটার জন্যে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে পারছি না!
ওফ্!
স্কুলে
শিক্ষক আসতে পারেননি। আজ ক্লাশ ছুটি!
ভাগ্যিস কাল রাতে হোমওয়ার্ক করে সময়ের অপচয় করিনি।
ভোঁদাটাও দেখছি আজ ডুব মেরেছে।
বাড়ি ফিরে
অ্যাঁ! স্য-স্যার এখানে!
তোর কালকের হোমওয়ার্ক এবার আমি দেখবো।

হাঁদা-ভোঁদার



বৃক্ষছেদন

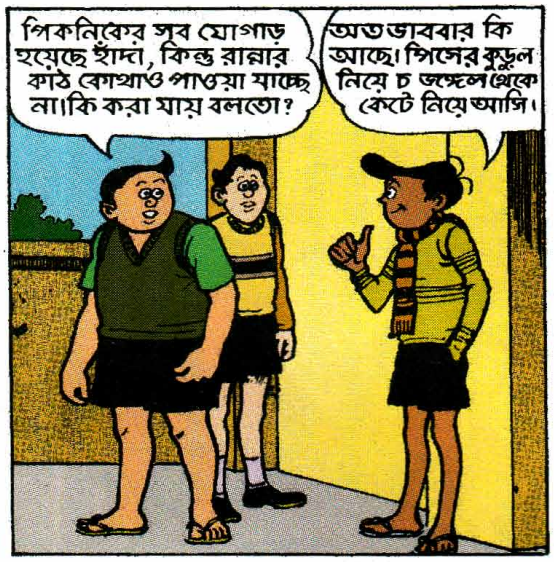












হতভাগারা কুড়ুল নিয়ে বাগানে কি করছে!
গাছ এবার যে কোন মুহূর্তে পড়তে পারে ভোঁদা!
আমরা সরে পড়ি হাঁদা! তোকে বিশ্বাস নেই।
হুঁশি-য়ার!
মড়াৎ!
দ্যাখ ভোঁদা! যেখানে বলেছিলাম ঠিক সেখানেই ফেলেছি আর কারো ওপরেও পড়েনি!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমার ওপরে ফেলে বলে কিনা, কারও ওপরে গাছ পড়েনি।
এ্যাই ভোঁদা! শিগগির পিসেকে ব্রেকডাউন করিয়ে দে। পিসে ক্ষেপে গিয়ে যা স্পীডে ছুটছে আমাকে ধরে ফেললে যা তা একটা এ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলবে!

হাঁদা-ভোঁদার

গুলতি রকেট

















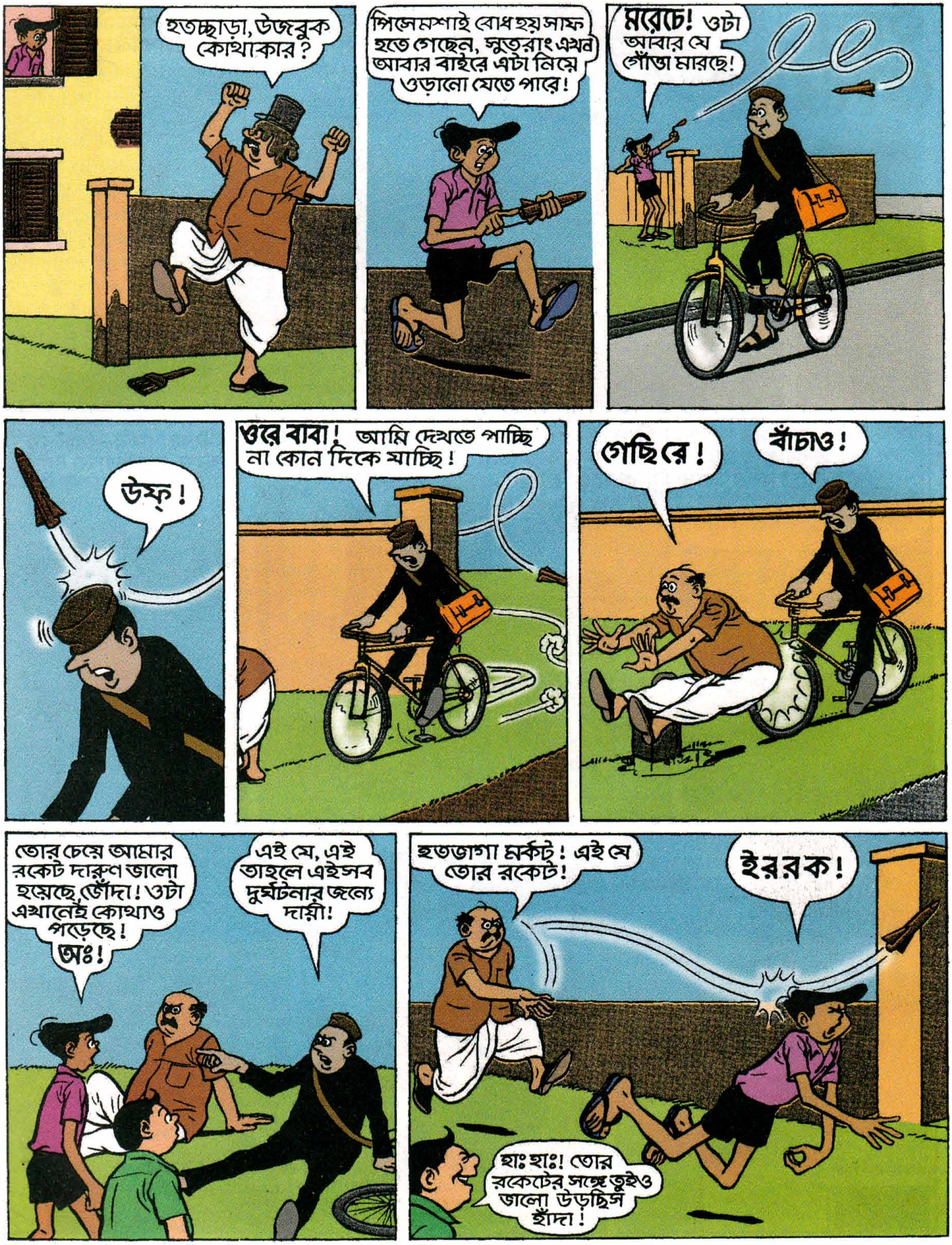
হতচ্ছাড়া, উজবুক কোথাকার?
পিসেমশাই বোধ হয় সাফ হতে গেছেন, সুতরাং এখন আবার বাইরে এটা নিয়ে ওড়ানো যেতে পারে!
মরেচে! ওটা আবার যে গোঁত্তা মারছে!
উফ্!
ওরে বাবা! আমি দেখতে পাচ্ছি না কোন দিকে যাচ্ছি!
গেছি রে!
বাঁচাও!
তোর চেয়ে আমার রকেট দারুণ ভালো হয়েছে, গোঁদা! ওটা এখানেই কোথাও পড়েছে!
অঃ!
এই যে, এই তাহলে এইসব দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী!
হতভাগা মর্কট! এই যে তোর রকেট!
ইররক!
হাঃ হাঃ! তোর রকেটের সঙ্গে তুইও ভালো উড়ছিস হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



ঋষি পোষা


পিসেমশাই ! আমাকে কিছু টাকা দাও না, আমি পোষবার জন্যে কিছু কিনবো !
ফররর ফোঁৎ!


না, কিনবে না ! তুমি তোমার টিফিনের পয়সা জমাবে ! এখন আর আমাকে বিরক্ত করবে না – আমি অল্প একটু ঘুমের চেষ্টা করছি !


একটু পরে
আরিব্বাস ! একটা পেল্লায় কোলা ব্যাঙ ! আমার যখন ট্যাঁক খালি তখন এটাকেই পুষতে পারি !
গ্যাঁক! গোঁক!


তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এটা রাখার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে হবে।
ক্রোঁক! কোঁওরক!


ঐ জুতোর বাক্সটার ভেতরে দিব্যি রাখা যাবে !
ক্রোঁক!


এই মরেচে! এটা যে আমার হাত থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে গেলো !
ক্রোয়াক!


ক্রোঁক! ক্রোয়াক!
ইরক! এটা কি স্ত্রী?


শিগগির ব্যাঙটাকে আবার পুকুরে দিয়ে আয়, আর আমাকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দে !

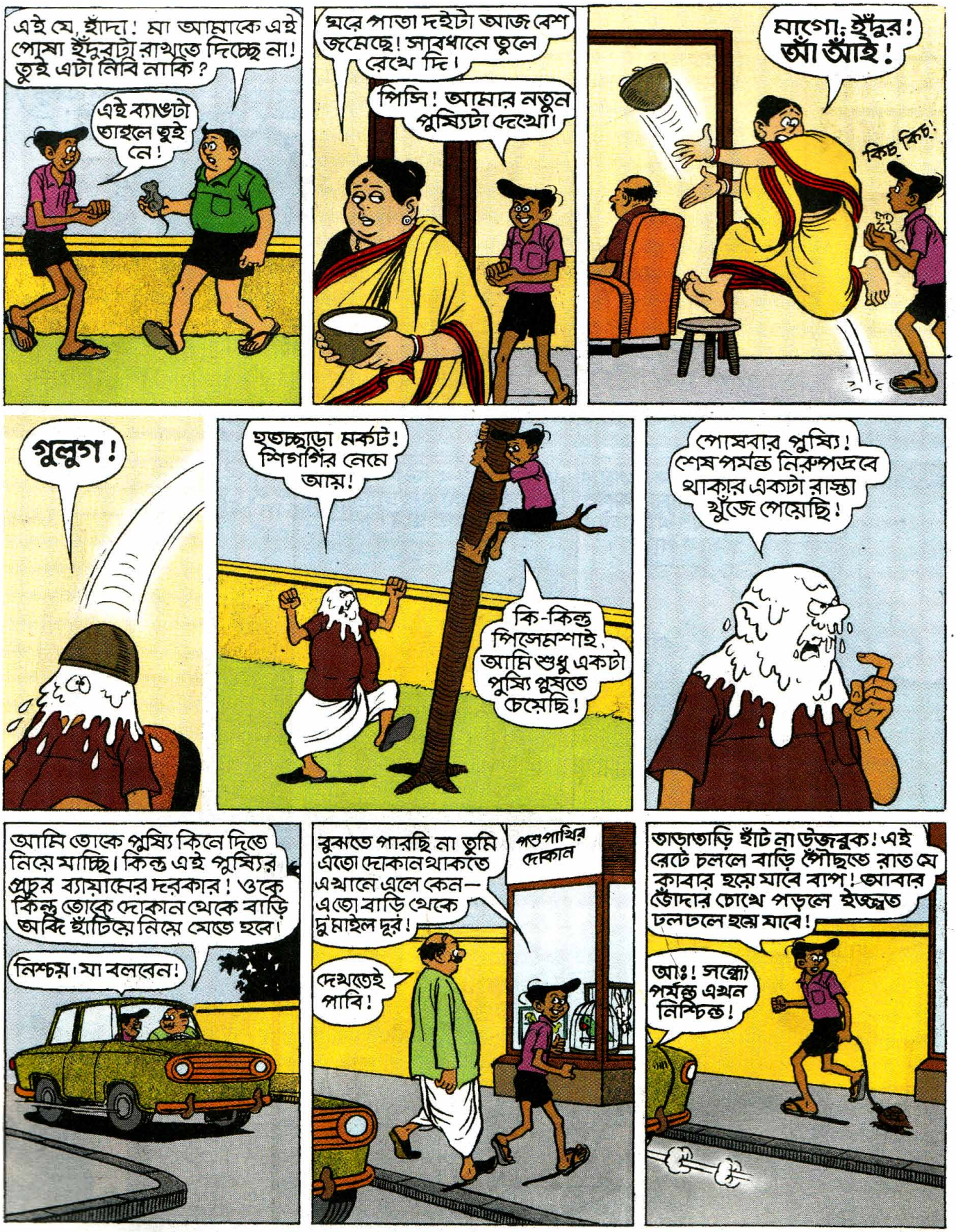
এই যে, হাঁদা! মা আমাকে এই পোষা ইঁদুরটা রাখতে দিচ্ছে না! তুই এটা নিবি নাকি?
এই ব্যাঙটা তাহলে তুই নে!
ঘরে পাতা দইটা আজ বেশ জমেছে! সাবধানে তুলে রেখে দি।
পিসি! আমার নতুন পুষ্যিটা দেখো!
ম্যাগো; ইঁদুর! আঁ আঁই!
কিচ্ কিচ্!
গুলুগ!
হতচ্ছাড়া মর্কট! শিগগির নেমে আয়!
কি-কিন্তু পিসেমশাই, আমি শুধু একটা পুষ্যি পুষতে চেয়েছি!
পোষবার পুষ্যি! শেষপর্যন্ত নিরুপদ্রবে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি!
আমি তোকে পুষ্যি কিনে দিতে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই পুষ্যির প্রচুর ব্যায়ামের দরকার! ওকে কিন্তু তোকে দোকান থেকে বাড়ি অব্দি হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
নিশ্চয়। যা বলবেন!
বুঝতে পারছি না তুমি এতো দোকান থাকতে এখানে এলে কেন— এতো বাড়ি থেকে দু মাইল দূর!
পশুপাখির দোকান
দেখতেই পাবি!
তাড়াতাড়ি হাঁট না উজবুক! এই রেটে চললে বাড়ি পৌঁছতে রাত যে কাবার হয়ে যাবে বাপ! আবার ভোঁদার চোখে পড়লে ইজ্জত ঢলঢলে হয়ে যাবে!
আঃ! সন্ধ্যে পর্যন্ত এখন নিশ্চিন্ত!

হাঁদা-ভোঁদার

চাপড় মেসিন














এটাই সঠিক জিনিস, হাঁদা! আমি এটা ঠিকভাবে চালাতে চেষ্টা করবো।
ওরা আবার খেলতে বেরোবে। তাই পরের বার ওদের ধরার জন্যে আমি এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকি!
গোদা নীল মাছিটা ঐ ঝোপের মধ্যে নেমেছে! এই নে হতচ্ছাড়া!
এইযে! মতলবটা কি?
ওঁক্‌ৎ!
ওয়াফ্‌স্‌! আঁউফ্‌স্‌! উফ্‌স্‌!
মরেচে! পিসেমশাই তো চাপড় মেসিন দিয়ে মাছি তাড়া করছিলো এখন শান্তিরক্ষক পিসেমশাইকে তাড়া করেছে!
গরর্‌! মর্কটটা গেলো কোথায়? ওর ছাল ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজালে তবে আমার মনের ঝাল মিটবে!
খবর্দার! আমি কোথায় আছি সেটা বলবি না!

হাঁদা-ভোঁদার



উটকো প্রতিরোধ



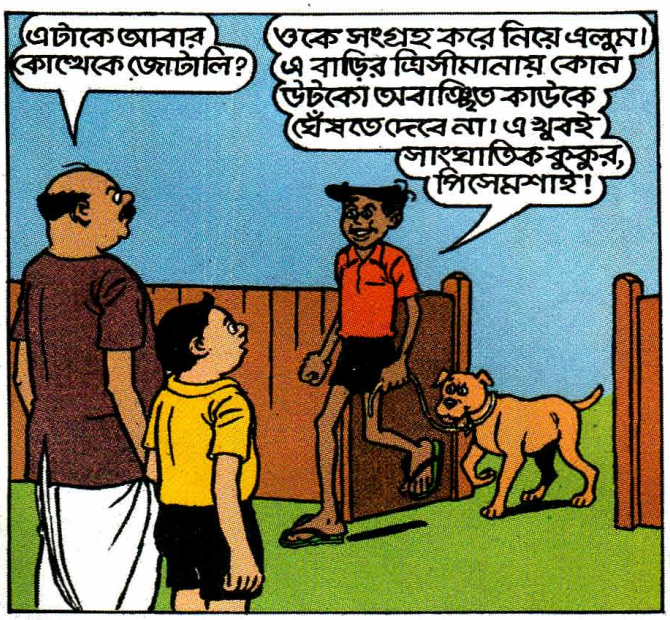













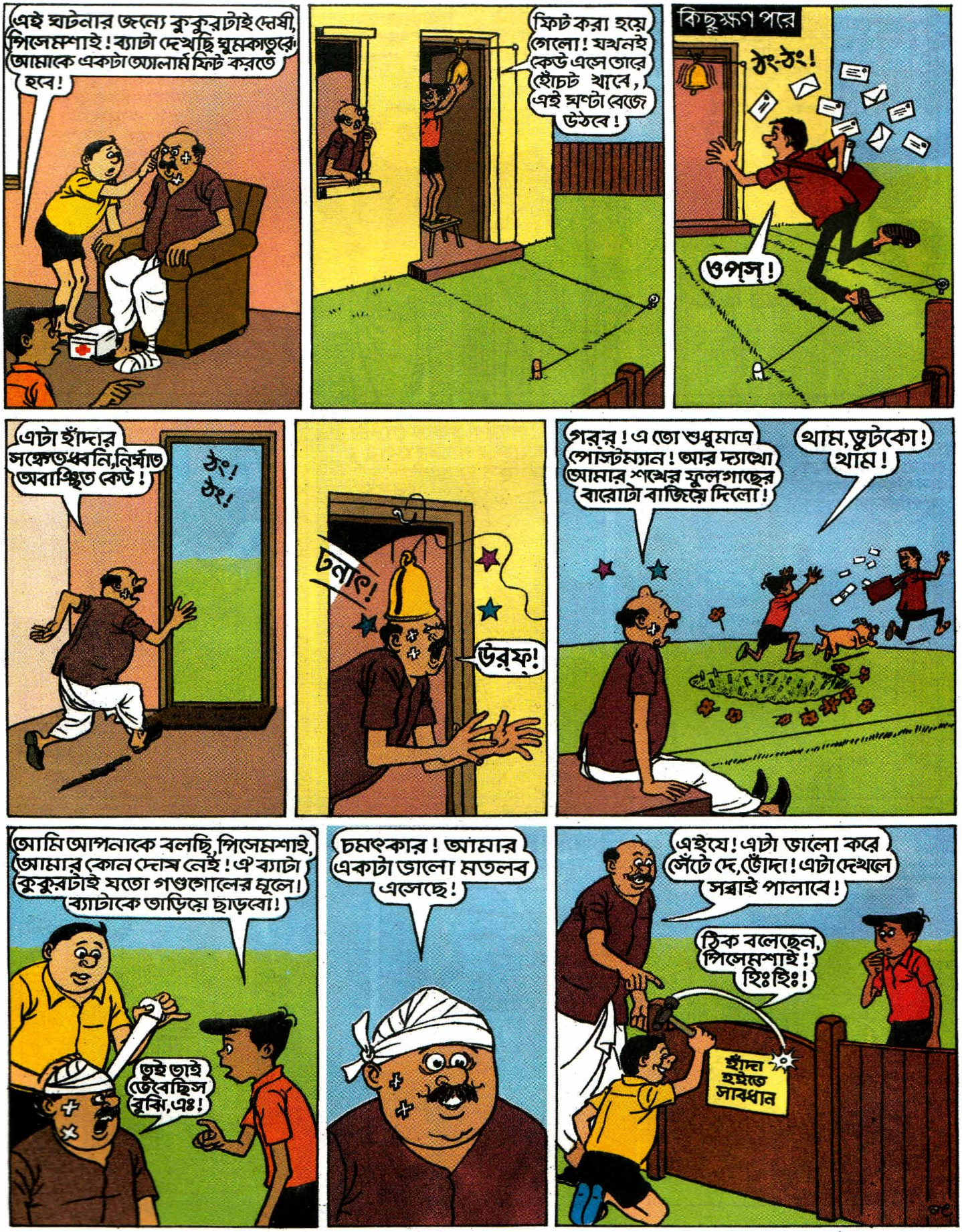
এই ঘটনার জন্যে কুকুরটাই দোষী, পিসেমশাই! ব্যাটা দেখছি ঘুমকাতুরে! আমাকে একটা অ্যালার্ম ফিট করতে হবে!
ফিট করা হয়ে গেলো! যখনই কেউ এসে তারে হোঁচট খাবে, এই ঘণ্টা বেজে উঠবে!
কিছুক্ষণ পরে
ঠং-ঠং!
ওপস্!
এটা হাঁদার সঙ্কেতধ্বনি, নির্ঘাত অবাঞ্ছিত কেউ!
ঠং! ঠং!
ঢনাৎ!
উর্ফ্!
গর্র্! এ তো শুধুমাত্র পোস্টম্যান! আর দ্যাখো আমার শখের ফুলগাছের বারোটা বাজিয়ে দিলো!
থাম, ভুটকো! থাম!
আমি আপনাকে বলছি, পিসেমশাই, আমার কোন দোষ নেই! ঐ ব্যাটা কুকুরটাই যতো গণ্ডগোলের মূলে! ব্যাটাকে তাড়িয়ে ছাড়বো!
তুই তাই ভেবেছিস বুঝি, এঃ!
চমৎকার! আমার একটা ভালো মতলব এসেছে!
এইযে! এটা ভালো করে সেঁটে দে, ভোঁদা! এটা দেখলে সব্বাই পালাবে!
ঠিক বলেছেন, পিসেমশাই! হিঃহিঃ!
হাঁদা হইতে সাবধান

হাঁদা-ভোঁদার

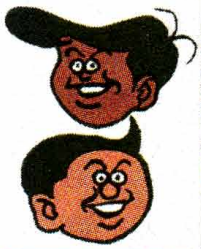

ভূত দর্শন
















এই যে দলপতি বেহ্মদত্যি,ছ্যার! এই ছোকরাটাই আমাদের সম্বন্ধে অবমাননাকর কথা কয়েছে। বলেন তো এটার ঘাড় মটকে মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলি।
না, ছেড়ো! মুণ্ডু চিবিয়ে নয় ওকে অহিংস ভাবে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।
জোকড়া! ধরে আনো এই চিমড়ে ছ্যামড়াটা আমাদের মেহমান। আগে ওর সেবার বন্দোবস্ত কর।
আমাদের সেরা খাবার দিয়ে ওকে আপ্যায়ন কর। তারপর ওর সঙ্গে মোকাবিলা হবে।
আমাদের সেরা মেনু দিয়ে ওকে আপ্যায়িত করছি বেহ্মদত্যি,ছ্যার! অ্যাই শাঁকচুন্নি,মেছোপেত্নি গন্নাকাটা,মামদো! তোরা আড়াল থেকে খাবার বাড়িয়ে দে। তোদের দেখলে আমাদের মেহমান ভিরমি খেয়ে পড়বে।
এই যে আমাদের সেরা খাবার – বাঁদরের ঘিলু মাখানো পোকা পড়া মুণ্ডু,শ্মশান থেকে তুলে আনা পুড়ে রোস্ট হওয়া মানুষের মাংস আর পচে যাওয়া মেঠো ইঁদুর!
ওয়াক! ওয়াক!
কি! আমাদের খাবার দেখে বমি! এবার তোর ঘাড় মটকে পিণ্ডি চটকে দোবো।
আঁ-আঁ-আঁ
তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস,ভোঁদা! প্রাণে বাঁচতে চাস তো পালা! আমি বরাত জোরে বেঁচে পালিয়ে এসেছি!
খুব বেঁচে গেলি!
সেকি রে,হাঁদা! তুই তেনাদের মজা দেখাবার বদলে উল্টে তোকেই মজা দেখিয়ে দিয়েছে মালুম হচ্ছে!

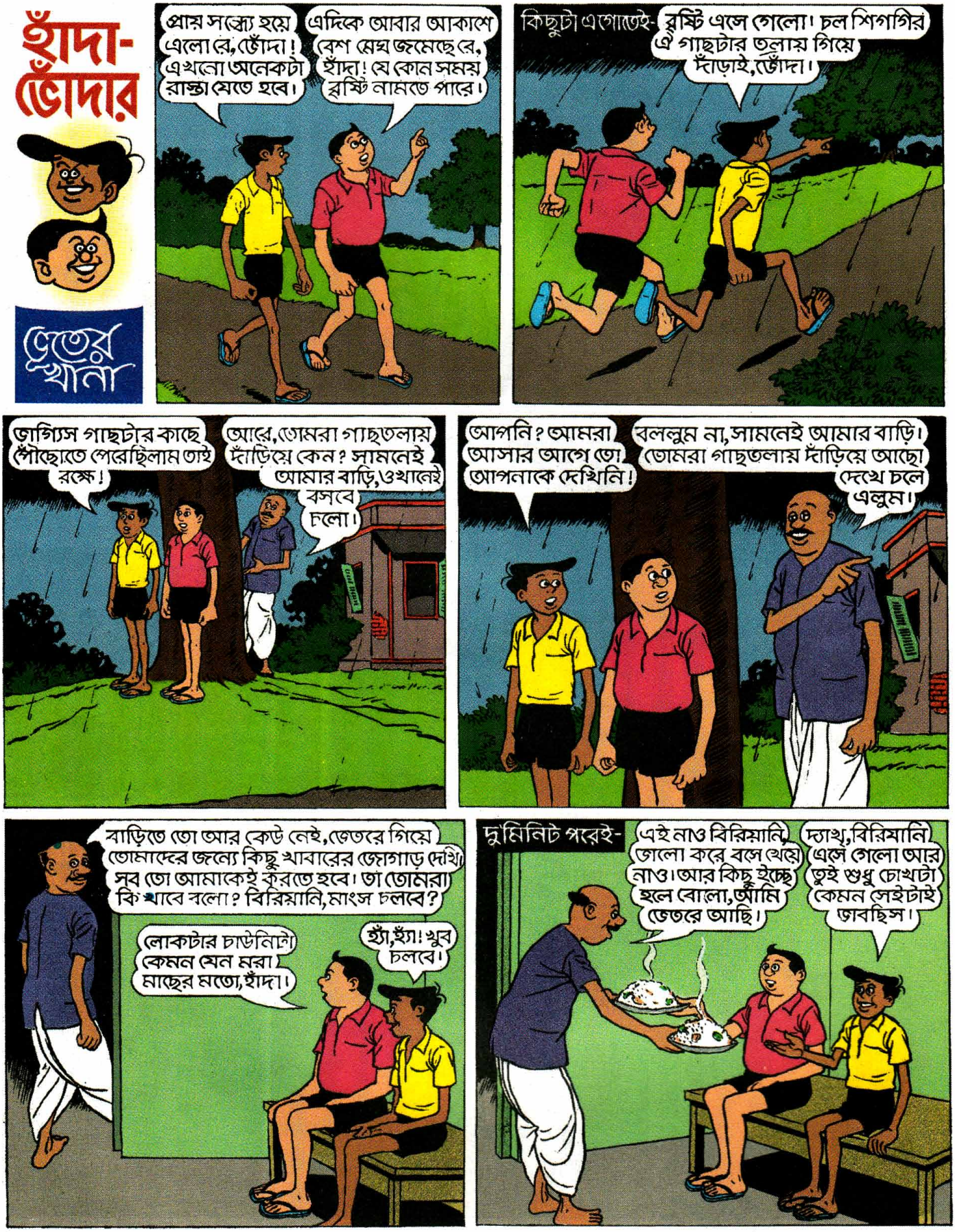
হাঁদা-ভোঁদার
ভূতের খানা
প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো রে, ভোঁদা! এখনো অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।
এদিকে আবার আকাশে বেশ মেঘ জমেছে রে, হাঁদা! যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।
কিছুটা এগোতেই-
বৃষ্টি এসে গেলো। চল শিগগির ঐ গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াই, ভোঁদা।
ভাগ্যিস গাছটার কাছে পৌঁছোতে পেরেছিলাম তাই রক্ষে!
আরে, তোমরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেন? সামনেই আমার বাড়ি, ওখানেই বসবে চলো।
আপনি? আমরা আসার আগে তো আপনাকে দেখিনি!
বললুম না, সামনেই আমার বাড়ি। তোমরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছো দেখে চলে এলুম।
বাড়িতে তো আর কেউ নেই, ভেতরে গিয়ে তোমাদের জন্যে কিছু খাবারের জোগাড় দেখি। সব তো আমাকেই করতে হবে। তা তোমরা কি খাবে বলো? বিরিয়ানি, মাংস চলবে?
লোকটার চাউনিটা কেমন যেন মরা মাছের মতো, হাঁদা।
হ্যাঁ, হ্যাঁ! খুব চলবে।
দু'মিনিট পরেই-
এই নাও বিরিয়ানি, ভালো করে বসে খেয়ে নাও। আর কিছু ইচ্ছে হলে বোলো, আমি ভেতরে আছি।
দ্যাখ, বিরিয়ানি এসে গেলো আর তুই শুধু চোখটা কেমন সেইটাই ভাবছিস।


বিরিয়ানিটা দারুণ ছিলো,তাইনা রে, জোঁদা? এরপর একটু যদি আইসক্রীম পাওয়া যেতো তো দারুণ হতো!
এরপর আবার আইসক্রীম! এখানে ওসব পাবি কোত্থেকে?
আর সঙ্গে সঙ্গেই
কেন পাবেনা। ইচ্ছে হলেই পাওয়া যায়। এই নাও আইসক্রীম!
আরিব্বাস! মুখের কথা খসাতে না খসাতেই এসে গেলো রে,জোঁদা!
আমার সন্দেহ হচ্ছে,হাঁদা। আমরা কোন অপদেবতার পাল্লায় পড়িনি তো? উনি বললেন যে উনি নাকি একলা থাকেন,কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে প্রায় অন্ধকারে এই জনমানবহীন জায়গায় এতো তাড়াতাড়ি গরম বিরিয়ানি আনলেন কোত্থেকে?—
-তারপর দ্যাখ্,এই আইসক্রীম, তুই কিন্তু বললি আমাকে আর ওঘর থেকে উনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলেন,কিন্তু কোত্থেকে? আর এখানে তো বিদ্যুৎই নেই। তাহলে?
তাইতো রে,জোঁদা কি হবে?
কথা শেষ হতেই-
কি হবে দেখতেই পাবি। এবার আমরা তোদের খাবো। আমাদের পাঁঠা বোঁটকা রান্না করার জন্যে হাঁড়া আনতে গেছে। হিঃ হিঃ!
দেখলি তো,গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো,এবার দ্যাখ্ ভূতে আমাদের খাবে। তবে বাঁচার একটা উপায় আছে,শোন-(ফিস্-ফিস্) যা বললুম সেইমতো করলে কি করে ব্যাটারা আমাদের পেটে পোরে দেখবো।
মরতেই যখন হবে তখন আমরা গান গাইতে গাইতে মরতে চাই।
বাঃ মরার আগে গাঁইব! খুব ভালো কথা।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতা রাম-
ওরে,ওরা নিষিদ্ধ গান গাইছে! কান চেপে ফেলো! পালা- এই তল্লাট ছেড়ে পালা-
এবার আর ভয় নেই,বৃষ্টিও ধরেছে,এবার চল ধীরে সুস্থে যাই।
উঃ! শেষে কিনা ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম!

হাঁদা-ভোঁদার



রামগান


হ্যাঁরে,ভোঁদা! শুনেছি বাঁশবনে নাকি ভূতের আড্ডা! ধর্ যদি একটা ভূত এসে সামনে দাঁড়ায় কি করবি,টেনে দৌড় লাগাবি?


কি বাজে বকছিস! ভূত-টুত আবার আছে নাকি?
আছে,আছে!


কে,কে বললো এ কথা! আর কাঁধে টোকা মারেই বা কে!
বাঁচতে হলে পালা,ভোঁদা!
ইরক্! ভুউত!


আমি স্কন্ধকাটা,মাথা নেই শুধুই গাঁটা। কিন্তু ভয় পাঁবার কিছু নেই।
পালিও না।
না-না পালাই নি। হাঁদা পালাচ্ছিলো।


না,মো-মোটেই আমি পালাচ্ছিলাম না,ভোঁদা!
শোনো, আমাদের নতুন রাজার সিনেমার গান খুব পছন্দ। তাই মানুষ দেখলেই তার কাছে ধরে নিয়ে যাই। গান শুনে খুশি হলে পুরস্কার দেন।


এঁসো এঁসো। বহু বৎসর পূর্বে গুপি বাঘা নামে দু'জন আমাদের পূর্ব-পুরুষদের গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে ঔতিক জুঁতো উপহার পেয়েছিলো।


ওরে,ভোঁদা! এদের রাজা বেশ আধুনিক ভূত তাই সিনেমার গান শুনতে চায়। গান শুনিয়ে খুশি করে আমরাও ভূতের জুতো পেয়ে যাবো,মাইরি!


এবার তাহলে শুরু হোক। তবে গুপির সময়কার গানা চলবে না। হালফিলের গান শুনতে চাই। কে গান করবে,তুমি না তুমি?
না-না, ও নয়,আমি গাইবো। আমার হালফিলের ছবির গানের অনেক স্টক আছে,ওর নেই।

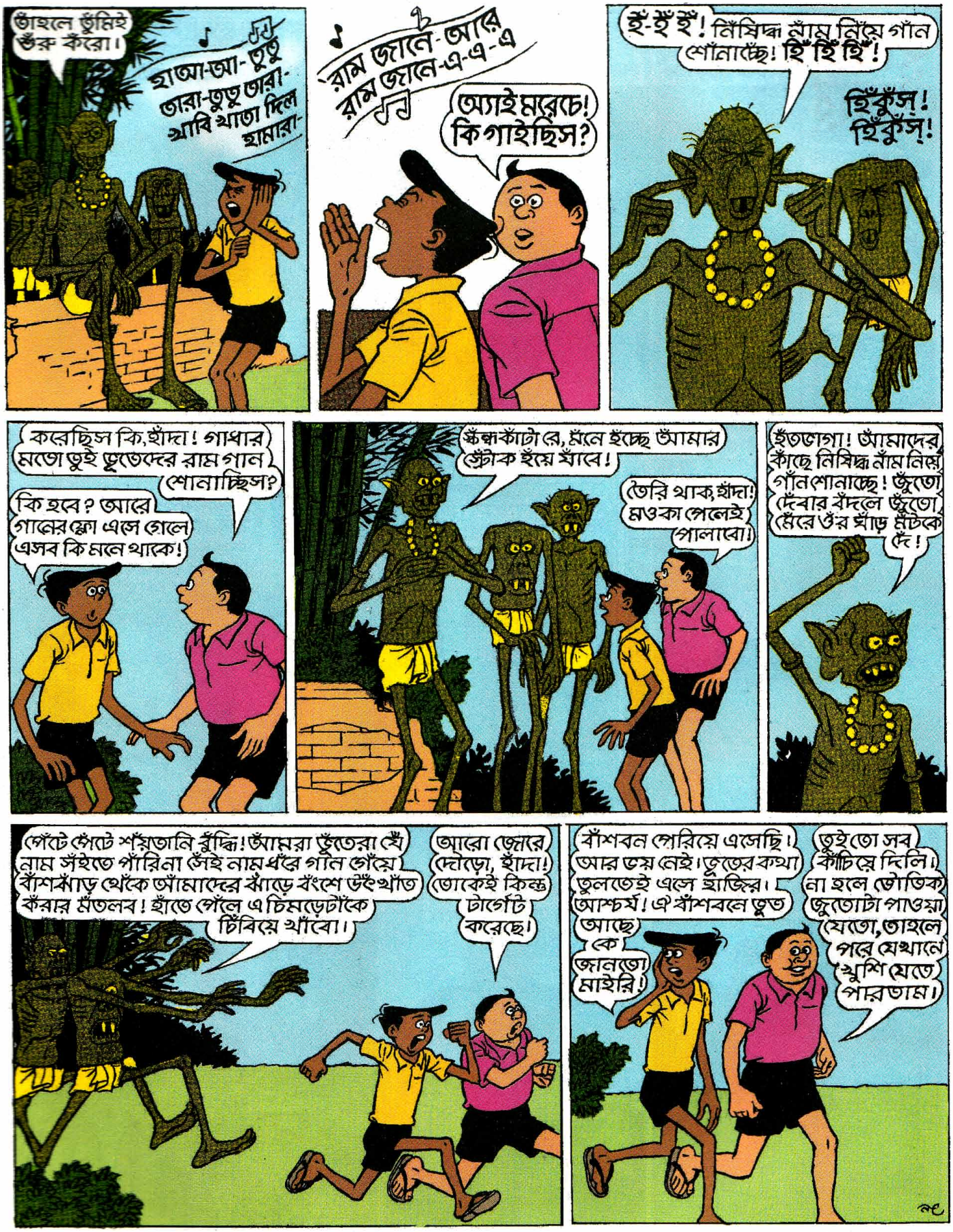
তাহলে তুমিই শুরু করো।
হাআ-আ- তুতু তারা-তুতু তারা- খাবি খাতা দিলে হামারা-
রাম জানে-আরে রাম জানে-এ-এ-এ
অ্যাই মরেচে! কি গাইছিস?
হুঁ-হুঁ হুঁ! নিষিদ্ধ নাম নিয়ে গান শোনাচ্ছে! হিঁ হিঁ হিঁ!
হিঁকুঁস! হিঁকুঁস!
করেছিস কি, হাঁদা! গাধার মতো তুই ভূতেদের রাম গান শোনাচ্ছিস?
কি হবে? আরে গানের স্লো এসে গেলে এসব কি মনে থাকে!
স্কন্ধকাঁটা রে, মনে হচ্ছে আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে!
তৈরি থাক, হাঁদা! মওকা পেলেই পালাবো!
হতভাগা! আমাদের কাছে নিষিদ্ধ নাম নিয়ে গান শোনাচ্ছে! জুতো দেবার বদলে জুতো মেরে ওঁর হাড় মটকে দে!
পেটে পেটে শয়তানি বুদ্ধি! আমরা ভূতেরা যে নাম সইতে পারি না সেই নাম ধরে গান গেয়ে বাঁশঝাড় থেকে আমাদের ঝাড়ে বংশে উৎখাত করার মতলব! হাতে পেলে এ চিমড়েটাকে চিবিয়ে খাবো।
আরো জোরে দৌড়ো, হাঁদা! তোকেই কিন্তু টার্গেট করেছে।
বাঁশবন পেরিয়ে এসেছি। আর ভয় নেই। ভূতের কথা তুলতেই এসে হাজির। আশ্চর্য! ঐ বাঁশবনে ভূত আছে কে জানতো মাইরি!
তুই তো সব কাঁচিয়ে দিলি। না হলে ভৌতিক জুতোটা পাওয়া যেতো, তাহলে পরে যেখানে খুশি যেতে পারতাম।

হাঁদা-ভোঁদার



দাদাভুত

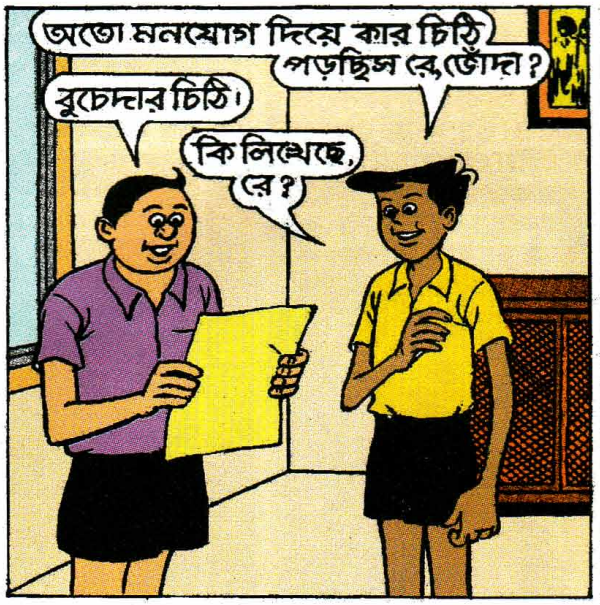
অতো মনযোগ দিয়ে কার চিঠি পড়ছিস রে, ভোঁদা?
বুচেদার চিঠি।
কি লিখেছে, রে?


লিখেছে তোরা আমার এখানে এলে বেড়িয়ে যা। আমি এখানে একা আছি। খুব মজা করা যাবে! যাবি নাকি?
গেলে মন্দ হয়না। তা সকালে বেরোলে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবো।


বিকেলে নবীপুর পৌঁছে
এবার হাঁটাপথ। মনে হয় সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবো।
হ্যাঁ, এখানে তো আর গাড়ি-ঘোড়া নেই।


প্রায় পৌঁছে গেছি।


আরে, আমাদের আগে আগে বুচেদা যাচ্ছে না?
আরে হ্যাঁ, বুচেদাই তো! ও, বুচেদা! বুচেদা! আশ্চর্য! বুঁচেদা যেন শুনতেই পেলো না!


তাজ্জব! লোকটা যেন কেমন বাতাসে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে!
ব্যাপার কি বলতো, ভোঁদা? আমরা কি চোখে ভুল দেখছি নাকি!

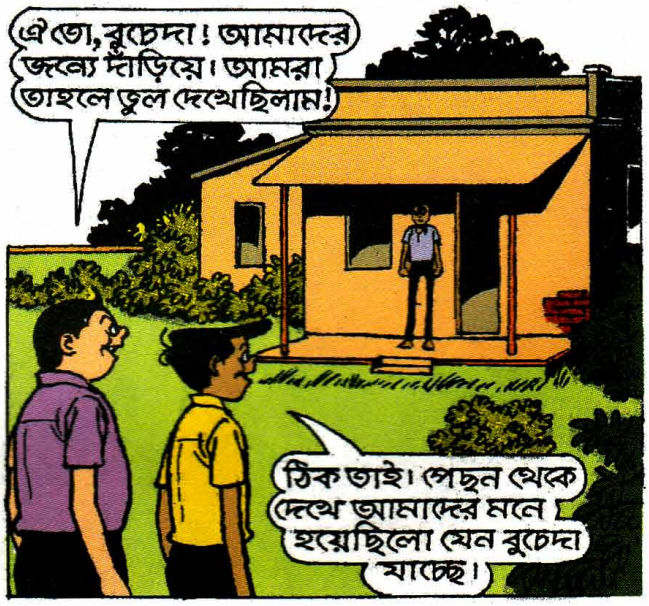
ঐ তো, বুচেদা! আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে। আমরা তাহলে ভুল দেখেছিলাম!
ঠিক তাই। পেছন থেকে দেখে আমাদের মনে হয়েছিলো যেন বুচেদা যাচ্ছে।


আমরা এসে গেছি বুচেদা!
বেশ করেছিস। ভেতরে চল।
বাইরে এতো জঙ্গল করে রেখেছো কেন? আর ঘরের ভেতরে অন্ধকার কেন,আলো জ্বালাও! উঃ! ঘরের ভেতরে কি ঠাণ্ডা গো,বুচেদা!
আলো জ্বলবে না রে, জ্বালাবার কিছুই নেই!
আমার কোন আলোর দরকার হয় না রে। জানলা দিয়ে যে আলো আসে তাতেই কাজ চলে যায়।
অন্ধকারে তোমার চোখ যেন জ্বলছে গো,বুচেদা!
জ্বলছে বুঝি,তা হবে। তোরা এসেছিস কি খাবি বল? মুরগীর রোস্ট খা খুবই ভালো জিনিস!
মুরগীর রোস্ট! গ্রামের শেষ প্রান্তে বাড়ি,ত্রিসীমানায় কোন দোকান নেই, আনবে কোত্থেকে?
এই নে। ঘরে তো কিছু নেই তাই আনিয়ে দিলুম। খেতে দেরি করিস না তাহলে কিন্তু-
ধোঁয়া উঠছে! সত্যি, তুমি ম্যাজিক জানো, বুচেদা!
বললুম তাড়াতাড়ি খেতে,এখন সব বেহাত হয়ে গেলো তো!খাবার লোক এখানে আরো আছে।
তোমার চেহারাটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে, বুচেদা!
যাচ্ছে বুঝি! তা তো যাবেই! হাঃ হাঃ হাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
শিগগির পালা। নাহলে তোদের ঘাড় মটকে দেবে!
সর্বনাশ! তোমরা ঐ বাড়িতে গিয়েছিলে? প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছো এই ঢের! ও বাড়ির সবাই দুমাস আগে কলেরা হয়ে মারা গেছে!
কি ভয়ানক!
যাই বলিস, ভোঁদা,বুচেদার ভূত কিন্তু মুরগীর রোস্টটা দারুণ এনেছিলো। খাওয়া গেলো না এই যা দুঃখ!

হাঁদা-ভোঁদার



ভূতদর্শন















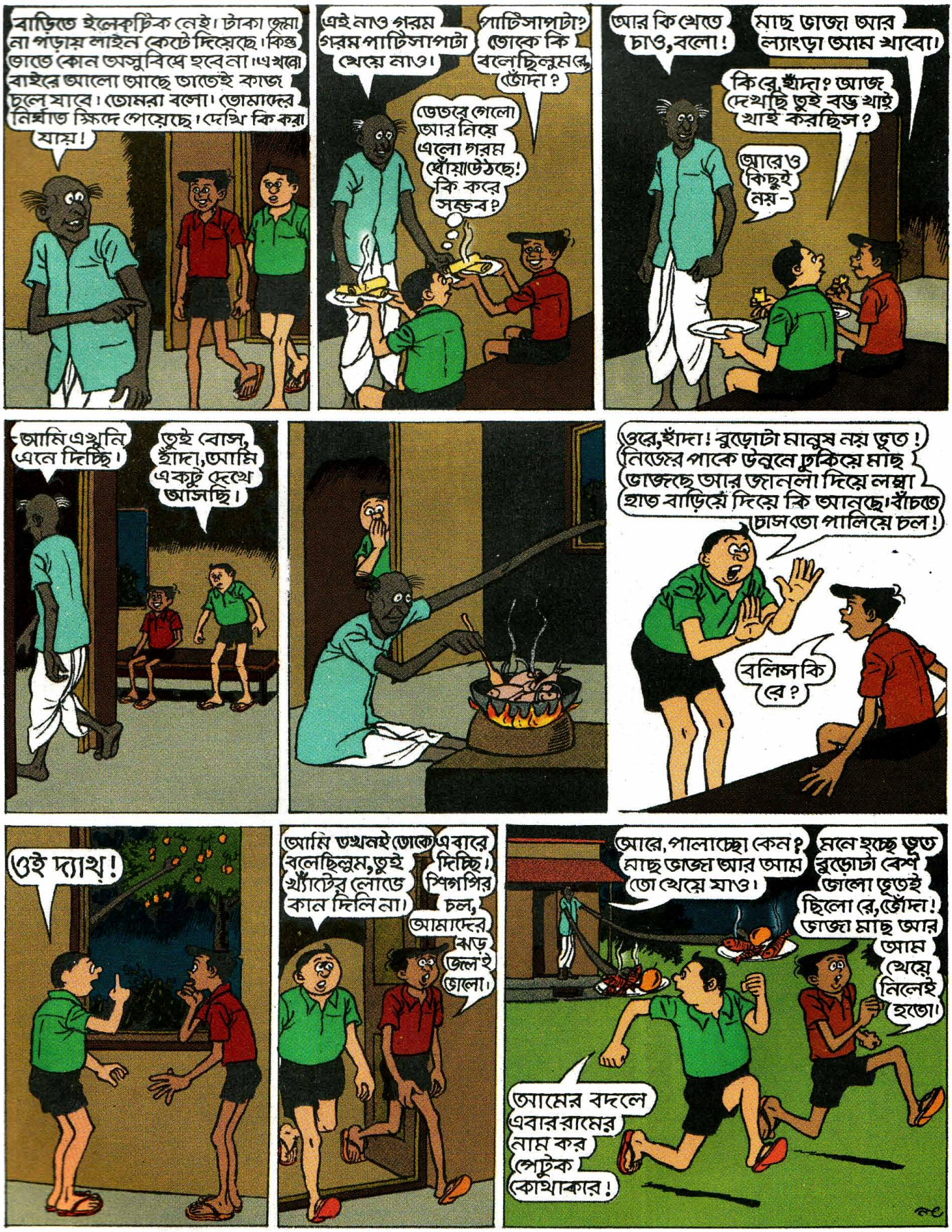
বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। টাকা জমা না পড়ায় লাইন কেটে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হবে না। এখনো বাইরে আলো আছে তাতেই কাজ চলে যাবে। তোমরা বলো। তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। দেখি কি করা যায়!
এই নাও গরম গরম পাটিসাপটা খেয়ে নাও।
পাটিসাপটা? তোকে কি বলেছিলুম রে, ভোঁদা?
ভেতরে গেলো আর নিয়ে এলো গরম ধোঁয়াউঠছে! কি করে সম্ভব?
আর কি খেতে চাও, বলো!
মাছ ভাজা আর ল্যাংড়া আম খাবো।
কি রে, হাঁদা? আজ দেখছি তুই বড্ড খাই খাই করছিস?
আরেও কিছুই নয়-
আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।
তুই বোস, হাঁদা, আমি একটু দেখে আসছি।
ওরে, হাঁদা! বুড়োটা মানুষ নয় ভূত! নিজের পাকে উনুনে ঢুকিয়ে মাছ ভাজছে আর জানলা দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে দিয়ে কি আনছে। বাঁচতে চাস তো পালিয়ে চল!
বলিস কি রে?
ওই দ্যাখ!
আমি তখনই তোকে বলেছিলুম, তুই খ্যাঁটের লোভে কান দিলি না।
এবারে দিচ্ছি। শিগগির চল, আমাদের ঝড় জলই ভালো।
আরে, পালাচ্ছো কেন? মাছ ভাজা আর আম তো খেয়ে যাও।
মনে হচ্ছে ভূত বুড়োটা বেশ ভালো ভূতই ছিলো রে, ভোঁদা! ভাজা মাছ আর আম খেয়ে নিলেই হতো।
আমের বদলে এবার রামের নাম কর পেটুক কোথাকার!

হাঁদা-ভোঁদার



ভূত বিতাড়ণ















আজ সাবধান করে দিয়ে গেলাম। কাল যদি তোদের আবার এঁবাড়িতে দেখি তবে তোদের ঘাড় মটকে দেবো! হিঁক হিঁক!

আমি কালই কেটে পড়বো, তোঁদা। ওটা আলটিমেটাম দিয়ে গেলো শুনলি তো?

সেকি রে, হাঁদা! তুই কি শেষে ভয় পেয়ে গেলি নাকি?

দ্যাখ্ ভয় কাকে বলে জানিনা। তাই বলে ভূতের হাতে আমার ঘাড় মটকে যাবে এটা হতে দিতে পারি না।

হুমকির বদলে পাল্টা হুমকি না দিলে হুমকি দেনেওয়ালারা পেয়ে বসে। তাই আমিও এটা দিয়ে ভূতটাকে পাল্টা হুমকি দেবো।

হাসালি, তোঁদা। ভয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই ঝাড়ু দিয়ে ভূতকে হুমকি দিতে চাইছিস!

পরদিন-

হ্যাঁ, এই ঝাড়ু দিয়েই হুমকি দেবো। ওটা এলে তুই শুধু ভয়কে জয় করে বিছানায় বসে থাকবি।

সেইদিন রাত্রে

আমার আদেশে অবজ্ঞা করেছিস!

এদিকে -

তোদের চলে যেতে বলেছিলুম কিন্তু তোরা যাস নি। এবার আমি তোদের ঘাড় মটকাবো।

কার ঘাড় মটকাবি রে, কেলেভূত?

ইরক! গেছি রে! এযে বেহ্মদত্যি! আমি আর এখানে থাকবুনি।

দেখলি তো, ভূতেরও তাহলে ভূতের ভয় আছে, কি বলিস হাঁদা!

ফিরে গিয়ে পিসেমশাইকে সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাতে হবে। সেই সঙ্গে তোর কেটে পড়ার ইচ্ছার বৃত্তান্ত পিসেমশাইয়ের কর্ণকুহরে তোলা উচিত হবে কিনা সেটাই ভাবছি!

ঘোর অনুচিত!

হাঁদা-ভোঁদার



ভূতের খেলা


আজ বেশ জেলরদার সাইজের মাছ উঠেছে। হাঁদা আর ভোঁদাটা এতো বড়ো মাছ দেখলে লাফাবে!


সন্ধ্যে হয়ে আসছে, জঙ্গলের রাস্তা, মাছ নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যেতে হবে।
আঃ! ভাইতো ভাবি মাছের সুঁবাস আসছে কোত্থেকে! লোকটা একটা মাছ নিয়ে যাচ্ছে!


রাতে মাছের কালিয়া, ভাজা সব দিয়ে জমবে ভালো!


বাড়ি ফিরে -
দ্যাখ, হাঁদা, ভোঁদা! আজ ছিপে কি পেল্লায় মাছ ধরেছি!
মাছ কোথায় পিসেমশাই! তুমিতো মাছের কাঁটা ধরে এনেছো!


এ্যাকরে! ধরলুম মাছ হয়ে গেলো কাঁটা! তাই বলি হাত পথে হাল্কা লাগছিলো কেন!
আমার মনে হয় তুমি নেছো ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে, পিসেমশাই!
ব্যাটা ভূতকে আচ্ছা টাইট দিতে হবে।


পরে -
ঠিক আছে! তুমি কাল একটা বড়ো মাছ কিনে এনো, তারপর দেখবে আমরা কেমন মাছ দিয়ে নেছোভূত ধরবো।


সেই মতো পরদিন বিকেলে-
দারুণ এনেছো! এবার ব্যাটা মেছোভূত দেখবে এবার মজার খেল!
- খাবে যখন ক্যাস্টর তেল!
ক্যাস্টর অয়েল
ভালো করে মাখা, হাঁদা! ভূত ভোজন বলে কথা!
ভালো করেই তেলিয়েছি রে, জোঁদা!
!
ভূতটা কাল ধরা মাছ খেয়েছে, আজ কেনা মাছ খাবে!
আজ দুটো ছেলে আবার মাছ নিয়ে যাচ্ছে, এটাও খাবো, হেঃ হেঃ!
শুরু হয়ে গেছে রে, হাঁদা!
এর পরেই খেল শুরু হবে!
কচর্-কচ্! কচর্-কচ্!
কিছু পরেই-
উঁরে বাবা রে!
পেটের মদ্দি হাঁচোড় পাঁচোড় করতে নেগেচে!
আর মাছ খাবে?
উঁরি গেঁছি রে! মাঁছ আঁর খাঁবুনি আঁর এঁখেনেও থাঁকবুনি!
যা ডোজ পড়েছে সাত দিনের ধাক্কা!
টা-টা!
বায়-বায়!

হাঁদা-ভোঁদার



ভূতের ওঝা


আমার বড় পুকুরটার মাছের ওপরে মনে হচ্ছে কোন অপদেবতার নজর পড়েছে। কি বিহিত করা যায় বলতো?
পুবপাড়ায় নাকি একজন দারুণ ওঝা আছে, নাম ফুঁকো ওঝা। ওকে আনবো?
তাই আন।


আধঘণ্টা পরে-
আমাকে ডেইকেছেন বাবু?
হ্যাঁ, আমার মাছ ভর্তি বড় পুকুরটায় মাছ কমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কোন নচ্ছার অপদেবতা মাছ খেয়ে নিচ্ছে। দেখো যদি কিছু করতে পারো।


আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, বাবু! আমি এমন ফুঁকা ফুঁকবো যে ব্যাটা মাছ খেকো অপদেবতাকে পগার পার কইরে ছাড়বো!

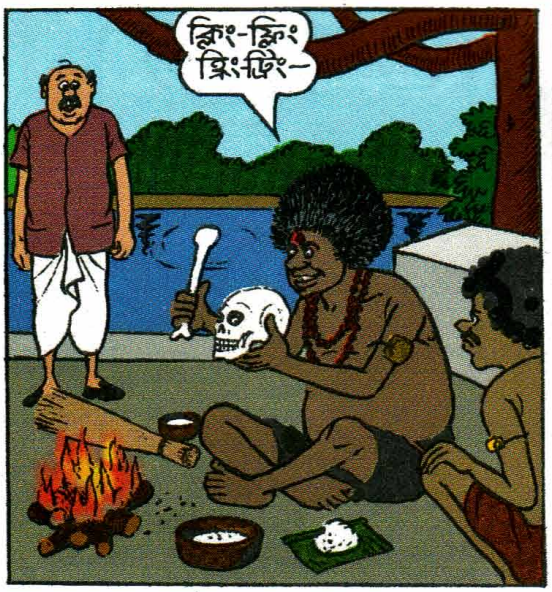
ক্লিং-ক্লিং ক্লিং-ক্লিং—


—কুলু কুলু হুলু হুলু জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল ক্লিং ক্লিং ছট্ ঘট ঘটাং ঘট্ ফট্ ফটাং ফট্-লাগ ভেল্কি লাগ—


—ব্যাটা মেছো পগার পারে জা-আ-গ!
ওঁরে ব্যাঁটা বেঁল্লিক ফুঁকো! তুঁই আঁমাকে পঁগার পাঁরে—


—পাঁঠাবি? তাঁর আঁগে আঁমিই তোঁকে কেঁটিয়ে পঁগার পাঁরে পাঁঠাচ্ছি।
হুপাত!
হুপাত!


ওরে বাবা রে! ভূতে খেলো রে!
ব্যাঁটা হুঁতচ্ছাড়া ওঁঝা! তোঁকে সোঁজা পঁগার পাঁর কঁরে দিঁলুম।


মরেচে! ওঝাই যে পালালো রে, এবার কি হবে?
আমি একবার চেষ্টা করবো পিসেমশাই?
হুঁঃ! হাতি ঘোড়া গেলো তল–
– এখন মশা বলছে কতোই বা আর জল।
তা হোক তবু ও বলছে যখন তখন চেষ্টা করে দেখুক।
সুতরাং সেইমতো-
বাঃ! কে যেন মাছ ধরতে বসেছে। ভালোই হলো, ওঁ ধরবে আর আমি সাফ করবো।
শুরু হয়ে গেছে তবে এবার আসল খেল শুরু হবে।
ডোজটা একটু বেশী দিয়ে দিলাম। চটপট কাজ হবে।
আবার এঁকটা!
ধরে খাওয়ার ঝামেলা নেই, ওঁ ধরছে আর আমি খাচ্ছি। খিঁক খিঁক!
উঁরফ!
ওরে বাবা রে! জ্বলে গেলো রে! আমি আর এঁ তল্লাটেই থাকবোনি রেঁ!
ফুঁকো ওঝা যা পারেনি সেটা তুই করলি কি করে রে, ভোঁদা?
স্রেফ মাছের সঙ্গে এক বাটি লঙ্কাবাটা গুলে খাইয়ে।
হুঁঃ!
ভাবছি তোকে কিছু পুরস্কার দেবো।

হাঁদা-ভোঁদার



ভূতের খেল


আমার মেয়েকে এখন কেমন দেখলেন কবিরাজমশাই?
ভালো না। ব্যামোটা বেশ কঠিনই মনে হচ্ছে, বেক্ষোদত্যিমশাই!


এঁর একমাত্র চিকিৎসা, জীবন্ত মানুষের মাথার ঘিলু যদি ওঁকে খাওয়ানো যায় তাহলে উ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।
আমি এখনি অনুচরদের মানুষ সংগ্রহ করতে বলি।


লোকালয়ে হবেনা। অনুচরদের বলুন এখানে দিয়ে যাতায়াতকারী কাউকে পেলে তাকে ধরে নিয়ে আসতে।
বেশ, তাই হবে।


গুরুদেব বেক্ষোদত্যির আদেশ মানুষ দেখলেই ধরে নিয়ে যেতে।


এ কোন রাস্তায় নিয়ে এলি রে, হাঁদা!
মরেচে! শর্ট কাট হবে বলে এ কোথায় এলাম রে!


ওরে, হাঁদা! এরা কারা রে? আমাদের যে ঘিরে ফেললো রে!
ওরে বাবা! এযে এক দঙ্গল ভূত!


এঁই দুজনকে ধরে এঁনেছি, বেক্ষোদত্যিমশাই!
বাঃ, চমৎকার! বদ্যিমশাই যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি। যাও, এঁদের নজরবন্দী করে রাখো।


ব্যাটারা আমাদের পাহারা দিচ্ছে যাতে পালাতে না পারি।
ধরে এনে আমাদের দিয়ে কি করবে বলতো?
ভূতের খপ্পরে এনে ফেলেছিস, এখন উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা কর না। তোর তো অনেক ফন্দি গজায়।
এখন সব ফন্দি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে রে।
আচ্ছা, আমাদের ধরে আটকে রাখা হয়েছে কেন?
আমাদের গুরুদেব বেঁচো দত্যিমশাইয়ের মেয়ের জন্যি।
এই, দুজনকে পাওয়া গেছে, বঁদ্যিমশাই!
বাঃ! এটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আগে এঁর ঘিলুটাই ব্যবহার করা হোক।
অ্যাঁ!
নে, এবার ওঁর মুণ্ডুটা ফাটিয়ে ঘিলুটা বের করে নে-
হায় রাম! কি বিপদেই ফেললে। বেঘোরে প্রাণটা যেতে বসেছে!
ওঁরে বাঁবারে! কি সর্বনেশে নাম বললো হুঁতুচ্ছাড়াটা। এখানে আর থাকা নয়।
আঁ-আঁ! আমিও আর এ তল্লাটে নেই।
আমাদের ছেড়ে ভূতেরা সব পালাচ্ছে রে, হাঁদা! চল, এই তালে আমরাও কেটে পড়ি।
ওঁরে পালা। বাঁচতে চাস তো পালা।

হাঁদা-ভোঁদার



ভূতের হাত


এখানে বসে কিসের গুলতুনি করছিলে গো, গ্রাঁদাদা, ভোঁদাদা ?
ভূতের রে, বচা! হাঁদা ভূতে ভয় পায় না।


সেকি গো, হাঁদাদা! তুমি ভূতকে ভয় পাও না ?
আরে দূর, ভূতকে আমি ভয় পাবো কি রে, উল্টে ভূতেই আমাকে ভয় পায়।


জানিস, একবার আমি এক জাঁদরেল ভূতের হাত ভেঙে দিয়েছিলুম। ঘটনা কি হয়েছিলো বলি শোন...


...একবার পিসেমশাই আমাকে একটা কাজে শহরতলির এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে...


...নির্জনে রাস্তার ধারের একটা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে একটা লোমশ কালো মুস্কো ভূত আমার পথ আগলে দাঁড়ালো, বললো, তোর ঘাড় ভেঙে রক্ত খাবো তারপর হাড় মাংস খাবো!


এই বলে ব্যাটা যেই তার লম্বা লোমশ হাত বাড়িয়েছে আর আমিও ঝেড়েছি এক ক্যারাটের প্যাঁচ! হাতটা কনুই থেকে কেটে পড়ে গেলো আর ভূতের ব্যাটা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে প্রাণটা নিয়ে পালালো, হাঃ হাঃ হাঃ!


আরিব্বাস! তোমার তো দারুণ সাহস হাঁদাদা! তাহলে আমার জানা একটা ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাতে পারবে?
কেন নয়, অবশ্যই। ভূতের ভয় তোর গুরু ভোঁদাদাকে দেখাবি।

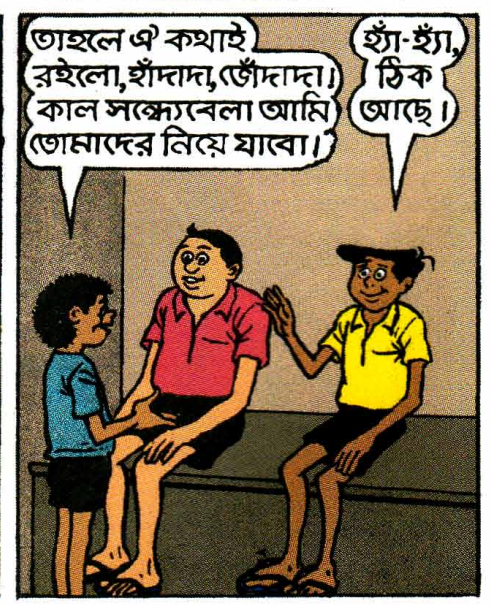
তাহলে ঐ কথাই রইলো, হাঁদাদা, ভোঁদাদা। কাল সন্ধ্যেবেলা আমি তোমাদের নিয়ে যাবো।
হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে।


সেইমতো পরদিন সন্ধ্যায়-
এই ঘরে তোমাদের রাত কাটাতে হবে, হাঁদাদা!
পরে-
তুই ভয় পাচ্ছিস না তো রে, ভোঁদা?
ঘুম পাচ্ছে রে, হাঁদা! শুয়ে পড়ি।
সেকি রে, শু-শু-ভবি
ক্যানো, বলে গল্প করি আয়। ভয় পাবি না আমি তো আছি!
মরেচে! ভোঁদাটা ঘুমিয়ে পড়লো নাকি! একি! কাঁধে আবার কার হাত!
ওরে, বজ্জাত হাঁদা! ক্যারাটের কোপ ঝেড়ে তুই আমার ডান হাঁত ভেঙে দিয়েছিলি। সেই হাঁত ফেরত দে।
ওরে বাবারে!
একি রে, হাঁদা! যাচ্ছিস কোথায়?
ওরে গেছি রে! কাটা হাত ফেরত চাইছে রে।
গুল মেরে কি বিপদেই পড়লুম
দারুণ বুদ্ধি খেলিয়েছিলি বচা। ওর নিজের অস্ত্রেই ওকে ঘায়েল করেছিস। ভূতের ভয়ে বেচারা এখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে।
হিঃ হিঃ হিঃ!
কিন্তু-
ইরক! ওরে বচা, এটা আবার কোন বচা, রে?
জানি না, ভোঁদাদা-
তবে এটা জানি এখুনি এখান থেকে পালাতে হবে, ভোঁদাদা! কারণ ওটা নকল নয় আসল।
হিঃ হিঃ হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



ভূত দর্শন


















আমি রে, বঁচা, কাঁকতাড়ুয়াঁর ভূঁত!
বাবা গো! ভূ-ভূউত!
বাঁচাও জোঁদাদা, বাঁচাও হাঁদাদা!
ওরে কোন ভূত নয় রে, আমি তোর হাঁদাদা! এই দ্যাখ্!
ওঃ! যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!
চেল্লাচ্ছিলি কেন রে, বচা?
এই কাকতাড়ুয়া ভূতের ভয়ে। ওকে দেখালাম যে ভূত দেখে ও ভয় পেলো সে আসলে ভূত নয় আমি। তাই ওকে হাতে নাতে বুঝিয়ে দিলাম যে ভূতে বিশ্বাসের কোন মানে নেই।
পরে-
অতো সখ আমার নেই, আমি যাবো না।
কাল ভোরে গ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে বেরুবো। তোরা যাবি নাকি?
সেইমতো পরদিন ভোরবেলা-
এঁতো সঁকালে কোঁথায় যাঁচ্ছো গোঁ, হাঁদাঁদা?
ক্কে-কে!
আঁমি গোঁ, হাঁদাদা! কাঁকতাড়ুয়াঁ ভূঁত।
কি-হচ্ছটা কি বচা? আমাকে নকল করে ভূত সেজে আমাকেই ভূতের ভয় দেখানো হচ্ছে, হতচ্ছাড়া!
সকালবেলা এতো চ্যাঁচাচ্ছিস কেন রে, হাঁদা?
দ্যাখ্না, বচা কাকতাড়ুয়ায় ঢুকে আমার নকল করে আমাকেই ভূতের ভয় দেখাচ্ছে।
কি বাজে বকছিস! বচা ভূত সেজে ভয় দেখাবে কেন, ও এইতো এখানে!
অ্যাঃ! তা-তাহলে ও কে?
হিঃহিঃহিঃহিঃ!
ওরে গেছি রে! ঘাড় বুঝি মটকালো রে!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
কি হাঁদাদা! বিশ্বাস হলো তো?

হাঁদা-ভোঁদার



ভূতের থাবা


সিনেমাটা খুব লোমহর্ষক হবে ভোঁদা!
কিন্তু আমাদের টিকিটের পয়সা নেই।
সিনেমা ঘর
আজ চলছে
ভূতের থাবা


কুছপরোয়া নেই! এটা আমাকে মজা করার জন্যে একটা দারুণ আইডিয়া জুগিয়েছে। আমি একটা বড় কোঁচকানো হাত তৈরি করবো।


চিড়িয়াখানায়
আমার তৈরি থাবা পরীক্ষা করার এই উপযুক্ত জায়গা!
প্রবেশ মূল্য দেবার স্থান


গররর!
আঁ আঁ আঁ!


বাঁচাও! ঘাড় মটকালো!
হোঃ হোঃ! যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী কাজ দিয়েছে!


কি হয়েছে গুল্লুবাবু?
একটা লোমশ জন্তু বোধহয় ছাড়া পেয়েছে!


ওটাকে পাকড়াবার জন্যে টোপ হিসেবে খাদ্য দিয়ে রাখি!


গোঁয়াক!
বাপরে!
এ সেই লোমশ বর্বরটা!


পাজি,নচ্ছার! তুই জব্দ পাইয়ে আমার পিলে চমকে দিয়েছিলি হতচ্ছাড়া! দেখাচ্ছি মজা!
ছিঃছিঃ! ওর হাত থেকে পড়ে যাওয়া কলা আমি কায়দা করে হস্তগত করেছি!
ভোঁদাটা তাড়া খেয়েছে। আমি ওর জন্যে এখানে অপেক্ষা করি!
আমাকে বোকা বানাতে পারবি না, ভোঁদা! আমি জানি এ হচ্ছিস তুই!
ওরে বাবা! এযে একটা দৈত্য গরিলা!
উহ্যা, বুহ্যা, গুহ্যা!
মরেচে! এ ব্যাটা যে আমার সঙ্গে ভাগ করে কলা খেতে চাইছে— গপাৎ!
তোর খাঁচায় ফিরে চল রে ঘটোৎকচ!
এবার বুঝেছি কে লোমশ হাত দিয়ে ভয় দেখিয়েছে!
থাবাটা পেয়ে থাবড়াগুলো লাগাতে বেশ সুবিধা হচ্ছে!
আঁউ!
সিনেমার ভূতের থাবা কি রকম দেখতে পাই নি, হাঁদা, কিন্তু তোর তৈরি থাবা সত্যিই লোমহর্ষক! তোর পশ্চাৎদেশে যখন পড়ছিলো তখন গাছের আড়াল থেকে শিউরে শিউরে উঠছিলাম মাইরি!
আহ্!

হাঁদা-ভোঁদার

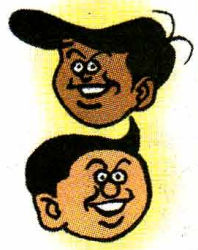

খানাপিনা



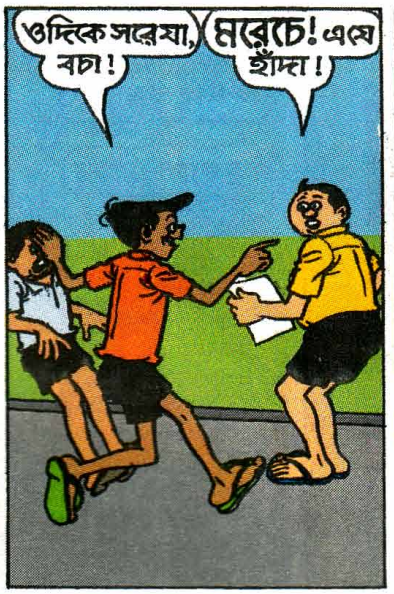

















F-16


আবার নয়া খাবার দেবার পর
ওঃ! কি সুন্দরে একটা গাড়ি যাচ্ছে দ্যাখ্, হাঁদা!
তুই আজগুবি দৃশ্য দেখছিস, ভোঁদা! কিছুই তো নেই ওখানে।
কিছু গোলমরিচের গুঁড়ো খেলেই দেখতে পাবি, হাঁদা।
ইউরফস্! আমার মুখ আগুনে জ্বলছে!
ওয়াফ্! ইম্মে—আমি আরো জল খাবো!
তোমার বন্ধু হাঁদার কি হয়েছে বলতো, ভোঁদা?
ওপস্! ওহ্ আমি একেবারে বুদ্ধু! আমি কাঁটাটা ফেলে দিয়েছি।
গ্লগ গ্লগ! এই বেশ ভালো!
ঠিক আছে। এবার তাহলে যাওয়া যেতে পারে।
এইবার।
হাঁদা উঠে দাঁড়াতেই
ইরক্!
হেল্প! আমি হড়কে গেছি!
এই ভাঙচুরের জন্যে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
আমি কাঁটা তুলতে গিয়ে যে মেঝেতে মাখন লেপে রেখেছিলাম হাঁদা সেটা দেখতে পায় নি!
রেস্টোরাঁতে হাঁদা ভাঙচুর করেছে তার জন্যে এই যে ক্ষতিপূরণের বিল।
হোঃ হোঃ! পিসেমশাইয়ের ঘোষণা শুনে বেচারা হাঁদার মুখটা কেমন সাদা হয়ে গেলো!
গরর! পরে কিল মেরে তোর হাড্ডি চূর্ণ করবো বলে এটা নিলুম।

হাঁদা-ভোঁদার

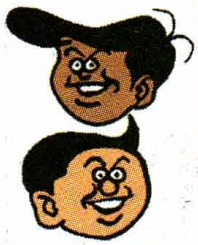

ক্ষতিপূরণ





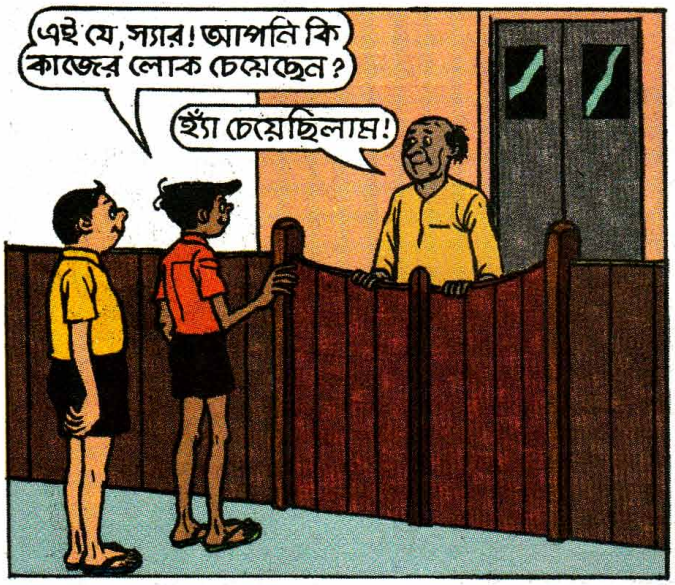







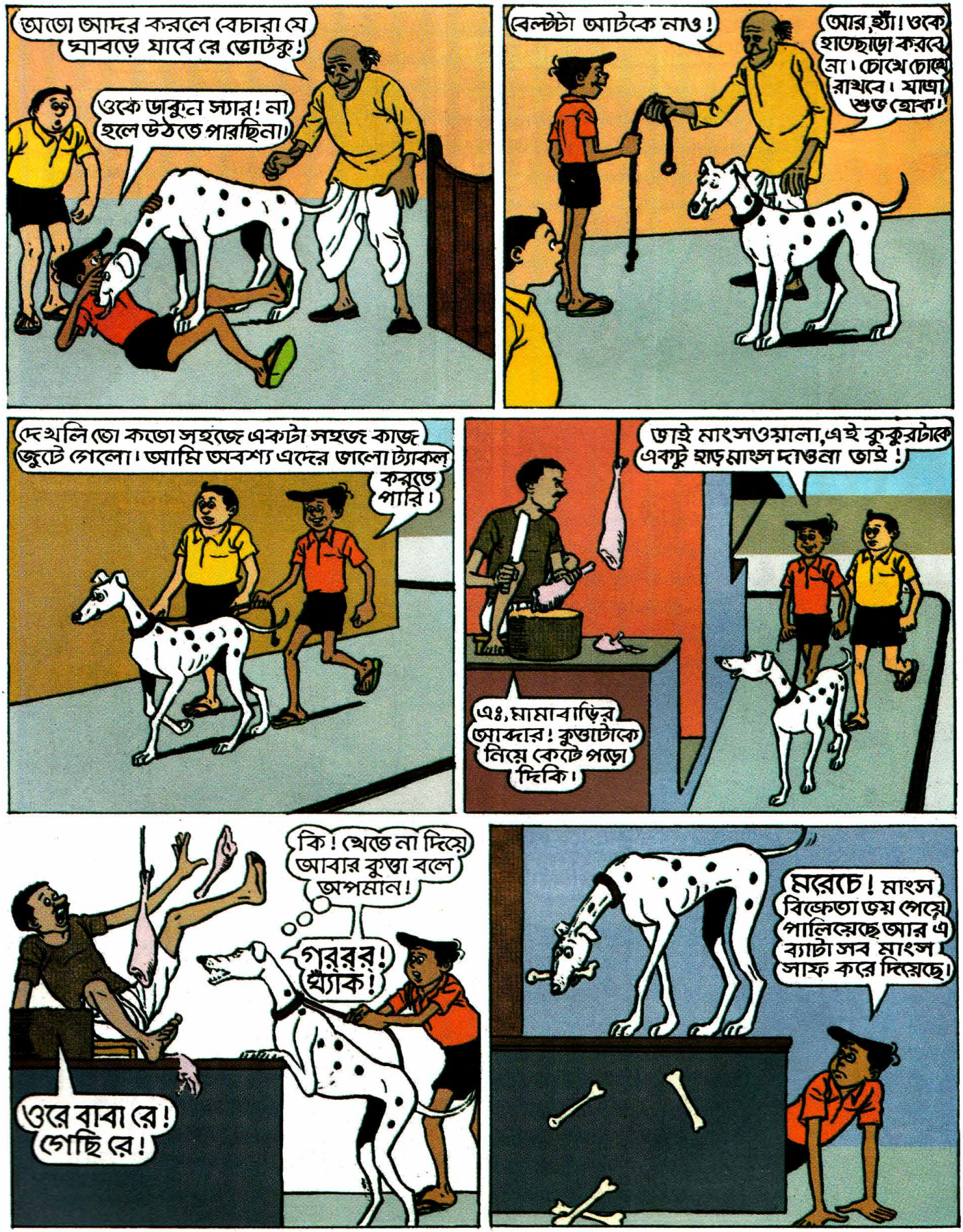
অতো আদর করলে বেচারা যে ঘাবড়ে যাবে রে ভোটকু!
ওকে ডাকুন স্যার! না হলে উঠতে পারছিনা।
বেল্টটা আটকে নাও!
আর,হ্যাঁ। ওকে হাতছাড়া করবে না। চোখে চোখে রাখবে। যাত্রা শুভ হোক।
দেখলি তো কতো সহজে একটা সহজ কাজ জুটে গেলো। আমি অবশ্য এদের ভালো ট্যাকল করতে পারি।
ভাই মাংসওয়ালা,এই কুকুরটাকে একটু হাড় মাংস দাওনা ভাই!
এঃ,মামাবাড়ির আব্দার! কুত্তাটাকে নিয়ে কেটে পড়ো দিকি।
কি! খেতে না দিয়ে আবার কুত্তা বলে অপমান!
গররর! ধ্যাক!
ওরে বাবা রে! গেছি রে!
মরেচে! মাংস বিক্রেতা ভয় পেয়ে পালিয়েছে আর এ ব্যাটা সব মাংস সাফ করে দিয়েছে।

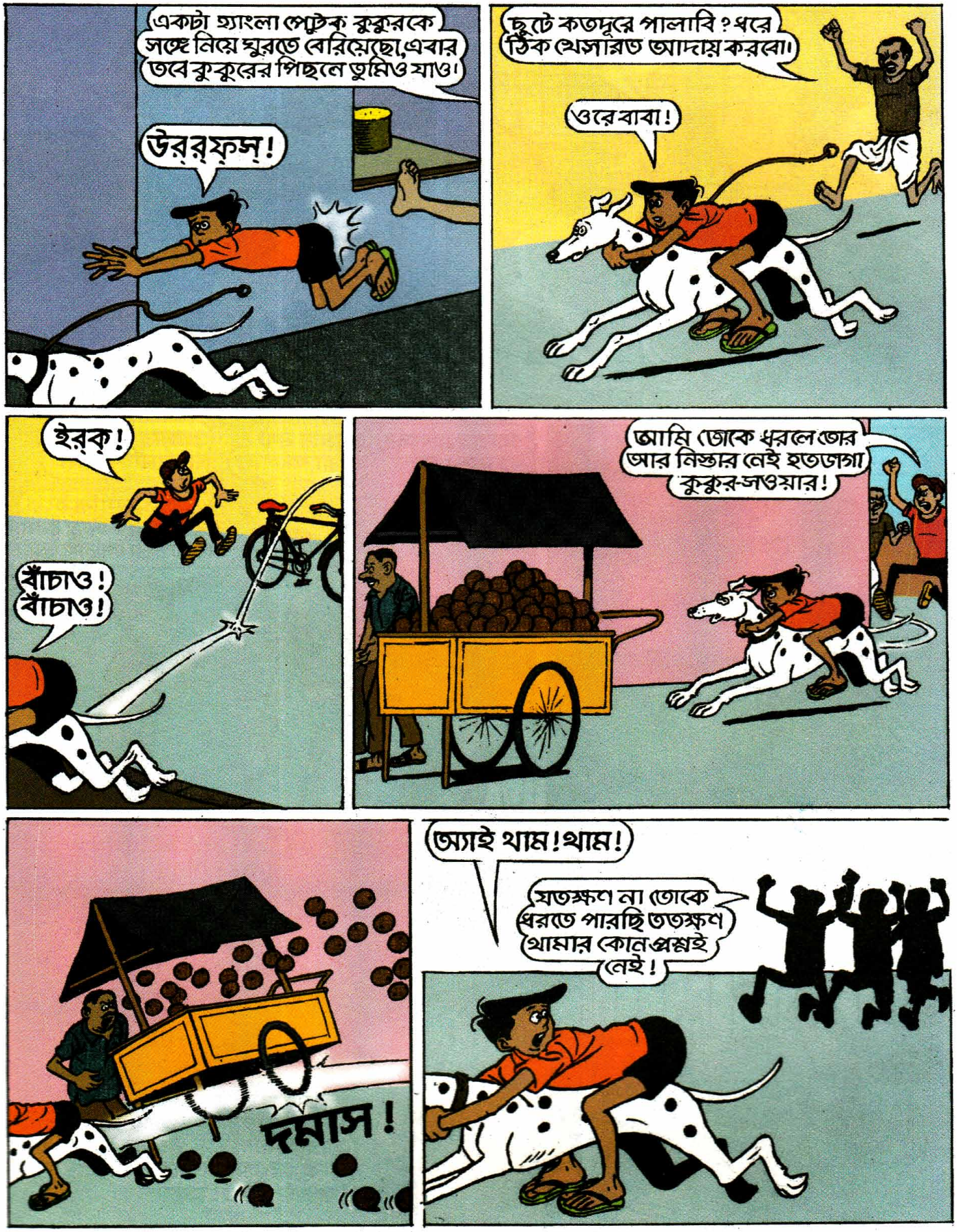
একটা হ্যাংলা পেটুক কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছো,এবার তবে কুকুরের পিছনে তুমিও যাও!
উর্‌র্‌ফ্‌স্‌!
ছুটে কতদূরে পালাবি? ধরে ঠিক খেসারত আদায় করবো।
ওরে বাবা!
ইর্‌ক্‌!
বাঁচাও! বাঁচাও!
আমি তোকে ধরলে তোর আর নিস্তার নেই হতভাগা কুকুর-সওয়ার!
দমাস!
অ্যাই থাম! থাম!
যতক্ষণ না তোকে ধরতে পারছি ততক্ষণ থামার কোন প্রশ্নই নেই!


থাম-থাম, ভোটকু! পুকুরে পড়িসনা-
ইরক্!
খ্যাঁচ্!
ভোটকু পড়লো না কিন্তু-
ঝপাস!
ইঃ, ভিজে একেবারে চুপসে গেছি!
আমার মাংসের দাম!
আমার নষ্ট হওয়া ফলের?
আমার সাইকেল মেরামতির দাম!
কুকুরের মালিককে কুকুর ফেরৎ দিয়ে আমার পাওনাগণ্ডা পেলেই আমি সবার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো!
আয়, আয় রে, ভোটকু! তোকে তোর বুড়ো মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার পারিশ্রমিকটা নিয়ে আসি।
দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর
পারিশ্রমিক আনার জন্যে ভোটকুকে ধরতে তোর পঞ্চাশবার পার্কটা পাক দেওয়া হয়ে গেলো, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



নয়া বুমেরাং


আমি নিজে এই বুমেরাংটা বানিয়েছি। এটা অবশ্য দেখতে বাজে হলেও মনে হয় কাজে খুব একটা খারাপ হবে না।


দেখি এটা আবার আমার কাছে ফিরে আসে কিনা।


ওফ্‌স্!
এইরে! ওটা ঘুরে আসার বদলে হাঁদাকে চোট দিয়েছে।


তুই একটা মাথা মোটা গাড়োল। সঠিক গঠন জানা না থাকলে তুই কিছুতেই উপযুক্ত বুমেরাং বানাতে পারবি না।
ওও!


আমি তোর জন্যে একটা সঠিক বুমেরাং তৈরি করে দিচ্ছি।
আরিসাবাশ!
দারুণ!

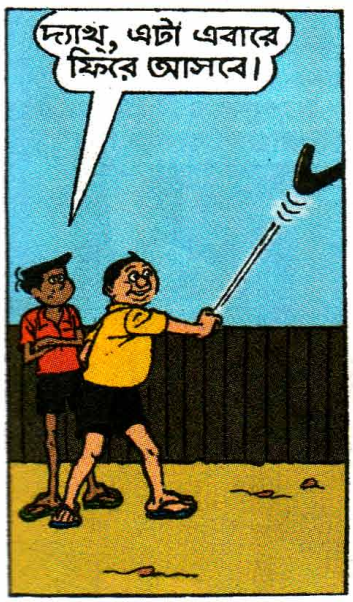
দ্যাখ্, এটা এবারে ফিরে আসবে।


ঐযে! তোকে আমি কি বলেছিলাম? ওটা ফিরে তোর হাতে চলে আসবে!


উফ্‌স্!
ওপস! প্রায় হাতেই এসে গিয়েছিলো! আমি ক্যাচটা মিস করলুম!
ঠকাস!


একই হলো! সঠিক ভাবে তৈরি হোক বা না হোক বুমেরাং নিয়ে তোর খেলা অতি সাংঘাতিক!
অঃ!
ভাঙা বুমেরাং এবার ডাস্টবিনে ফেলে দিই।
বাহ্! এবার আমাকে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে হবে।
মরেচে! দ্যাখো, এতো কাণ্ডের পরেও মাথামোটা বুদ্ধুটা পকেটের পয়সা খরচ করে আবার একটা অনিষ্টকারী বুমেরাং কিনে এনেছে!
এক্ষুণি ওটা আমাকে দে! মনে করে দ্যাখ্ আমি তোকে আবার বুমেরাং নিয়ে খেলতে মানা করেছিলাম!
কিন্তু হাঁদা...
নো কিন্তু! ঐযে! আমি ওটাকে ভেঙে জঞ্জালের গাড়িতে ফেলে দিয়েছি! হেঃহেঃ!
কিন্তু ওটা বুমেরাং ছিলো না!
ওটা একটা সেল্ফ ব্র্যাকেট ছিলো। দোকান বন্ধ হওয়ার আগে পিসেমশাই আমাকে আনতে পাঠিয়েছিলো।
উল্‌ক্!
ভাববার কিছু নেই, হাঁদা! তোর বিরাট জ্ঞান দিয়ে তুই সহজেই সঠিক গঠনের একটা সেল্ফ ব্র্যাকেট তৈরি করে ফেলতে পারবি। না পারলে পিসেমশাই ঐ ব্র্যাকেট তোর পিঠে ভাঙবে বলেছে!
গর্‌র্!

হাঁদা-ভোঁদার



কর্মের ফল


















আমি তোকে এদিকে আসতে মানা করেছিলাম হতচ্ছাড়া কুকুর!
ছপাৎ!
আচ্ছা, এই র‍্যাশ তাহলে – রং!
তুই এক্কেবারে সঠিক জোঁদা! এবার তোকে রং করি!
এজন্যে তোকে ভুগতে হবে, হাঁদা!
ইরক্! আমার বেড়ার পেইন্টের কাজের তুই বারোটা বাজিয়ে দিলি!
আমার মুখে রং ছোটানো! তবে এই দ্যাখ্! বাহ্! ওকে ফস্কে গেলুম!
গাঁক্ গাঁক্! বেল্লিক মোটকু এই পুরো রংটা আমি তোর গায়ে ছুঁড়ে দেবো!
ইরক্!
ছপাৎ!
ল্লাঁব্!
মরেচে! এতো ডেট ডাক্তার!
গরর্! এদিকে আয়, তোকে আমি উচিত শিক্ষা দেবো!
আলপ্!
তোর বড়োই অবনতি হয়েছে, হাঁদা আমাকে লাগাতে ভেটারিনারী ডাক্তারের গায়ে রং ঢেলে দিলি?
ভৌ!

হাঁদা-ভোঁদার



বেকারি পাহারা







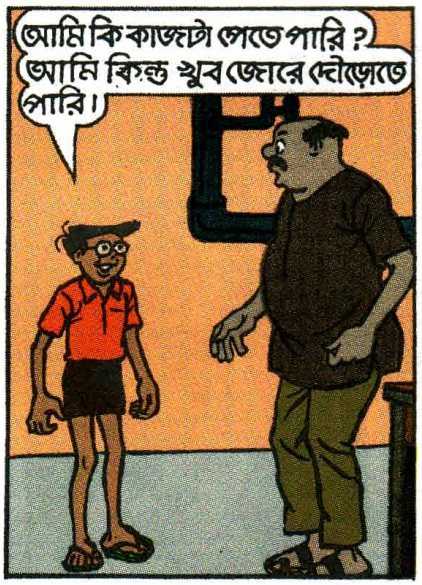








-হবে, অর্থাৎ পশ্চাৎদেশে পদপ্রহার!
ওফস্!
কিন্তু-
বেকারি
ভুরভুর্!
বেকারি থেকে কি দুর্দান্ত গন্ধ ভেসে আসছে। সপঞ্জ কেক, প্যান কেক, প্যাটিজ আরো কতো কি! আমি আর নিজেকে দমন করতে পারছিনা!
বেকারিঘরের ভিতরে-
আহ্! ওসব ওখানে টেবিলের ওপরে ঠাণ্ডা হচ্ছে!
ধরেছি তোকে, ভোঁদা! এজন্যে তুই নিজেই দায়ী। আমি তোকে বেকারির মালিকের কাছে নিয়ে যাবো।
আমাকে ছেড়ে দে, হতচ্ছাড়া হাঁদা।
ইর্‌ক্! আমার চশমা!
আমি কোথায়?
হাঁদা চশমা ধরেছে জানি কিন্তু চশমা ছাড়া ও যে এতো কানা তা তো জানা ছিলো না!
চশমাটা কোথায় খুঁজে দে না রে, ভোঁদা!
টাইম নেই। এই তালে আমি কিছু কেক গুছিয়ে নিই। তোর জন্যে অবশ্য কিছু রেখে দেবো, হাঁদা, হেঃ হেঃ হেঃ!
উল্‌স্! এবার আমি মহাভোজের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।
অপদার্থ উজবুক! এবারে ভোঁদা আরো বেশী মাল নিয়ে পালালো।
তাই তোকেও একই শাস্তি প্রদান করা হলো।

হাঁদা-ভোঁদার



মেলার খেলা


দক্ষিণপাড়ার মাঠে নাকি বিরাট মেলা বসেছে। যাবি নাকি দেখতে?
অবশ্যই যাবো, চল।


কি রকম জব্বর মেলা জমেছে দেখেছিস?
কিছু চাই নাকি খোকাবাবুরা?
না, কিছু চাই না। আমরা মেলা দেখছি।


ঘণ্টাদুয়েক ঘোরার পর বাইরে এসে-
ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেয় এখন পেট চুঁই চুঁই করছে রে, হাঁদা!
আমারও। ঐতো একটা মিষ্টির দোকান। একটা ছেলে দোকানে বসে!


ছেলেটার কাছ থেকে মিষ্টি খেয়ে পয়সা দিলেই চলবে!
ভুই খেয়ে পয়সা দিতে হয় দিস, আমি বুদ্ধি খরচ করে বিনা পয়সায় খাবো!
স্রেফ গোপাল ভাঁড়ের টেকনিক কাজে লাগিয়ে।


এই শোন, আমরা হলাম মশা আর মাছি। আমি মাছি। এবার আমাকে চারটে রসগোল্লা আর চারটে লেডিকেনি দে।
আমাকেও তাই দাও।


মিষ্টি খুবই ভালো রে, বাচ্চু! আর দুটো রসগোল্লা দে।
আপনাকেও দেবো, বাবু?
বলছিস যখন তখন দে দুটো!


এই নাও, বাচ্চু, নশার খাওয়া মিষ্টির দাম।
তুই তাহলে পয়সা দিয়ে আয় নশা, আমি এগোচ্ছি।
আরে মাছিবাবু, খেয়ে পয়সা না দিয়েই চলে যাচ্ছেন যে?
তুই কি বোকা রে! মাছিতে তো রোজই খায় ওরা কি তোকে পয়সা দেয়?
ওসব গোপাল ভাঁড়ের গপ্পো ঝেড়ে এখানে সুবিধে হবে না। পয়সা দিয়ে না গেলে কিন্তু পস্তাতে হবে!
লোককে বললে তুই-ই ঠকবি। কেউ তোর কথা বিশ্বাসই করবে না, বাচ্চু!
যে বিশ্বাস করবে তাকে ডাকছি- পুটে, ছুটে গিয়ে ঐ মাছিটাকে ধরতো!
গর্‌র্‌!
মরেচে!
ওরে বাবারে! গেছিরে! অ্যাই, ভোঁদা! এটাকে থামা না রে!
গর্‌র্‌র্‌!
বাঁচাও, বাঁচাও! কুকুরে খেয়ে ফেললো!
আমার এই সঙ্কট-কালে তুই কোথায় গেলি রে হতচ্ছাড়া ভোঁদা!
বাড়ি ফিরে-
ওঃ! অনেক কষ্টে গাজি কুকুরটার হাত থেকে বেঁচেছি!
কুকুরের হাত থেকে ফিরেছিস তাহলে? কোথায় ভাঁড়ের টেকনিক ঝাড়তে গিয়েছিলি!
ওঃ, কি সাংঘাতিক ধড়িবাজ ছেলে! শেষে কুকুর লেলিয়ে দিলো! আর তুই কুকুরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার না করে পালিয়ে এলি!
ক্ষেপেছিস! তোকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি কুকুরের কামড়ে মরি আর কি!
ম্যাঃ! ডরপোক কোথাকার!

হাঁদা-ভোঁদার



উটকো বিপত্তি














এই, দ্যাখ তোকে ধরার জন্যে তোর ছবি দেওয়া পোস্টার সেঁটে বেড়াচ্ছি আর দশহাজার টাকা পুরস্কার সমেত তুই একেবারে আমার হাতের কাছে বসে আছিস।
লে হালুয়া! দেখতে আমি বটে কিন্তু ওর তো গোঁফ আছে!
সন্ধান চাই
ভালো ভাঙা বিশারদ
সন্ধান দিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার
গোঁফ তুলে ফেলতে কতক্ষণ, কালুয়া!
কিন্তু আমি তো কালুয়া নই।
নামে কি যায় আসে চেহারাই তো আসল। তোকে ধরার বাহাদুরী আর সঙ্গে পুরস্কারের দশহাজার টাকা আমার লুঠের মধ্যে।
কিন্তু আমি ওকে প্রথম দেখেছি হাবিলদার সাহেব!
প্রথম দেখেছো তো কি হয়েছে, ওকে ধরেছি তো আমি।
কিন্তু আমি না দেখলে আপনি ধরতেন কি করে?
চ্যালার সঙ্গে দশহাজারের লড়াই বেঁধেছে, হাঁদা! যদি রেহাই পেতে চাস তো চল এই মওকায় সটকে পড়ি।
এবার দৌড়ে এই জল্লাট ছেড়ে চল, হাঁদা!
ভাগ্যিস ওদের মধ্যে পুরস্কার নিয়ে লড়াই হলো।
গরে-
তোকে কালুয়া বানিয়ে ফেলেছিলো আর কি। কিন্তু পুরস্কারটা তোকে বাঁচিয়ে দিলো, হাঁদা!
সন্ধান চাই
ভালো ভাঙা বিশারদ
সন্ধান দিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার
সত্যি, আমার চেহারা নিয়ে ভালো ভাঙা কালুয়া আসার আর জায়গা পেলো না।

হাঁদা-ভোঁদার



রোবট কাণ্ড













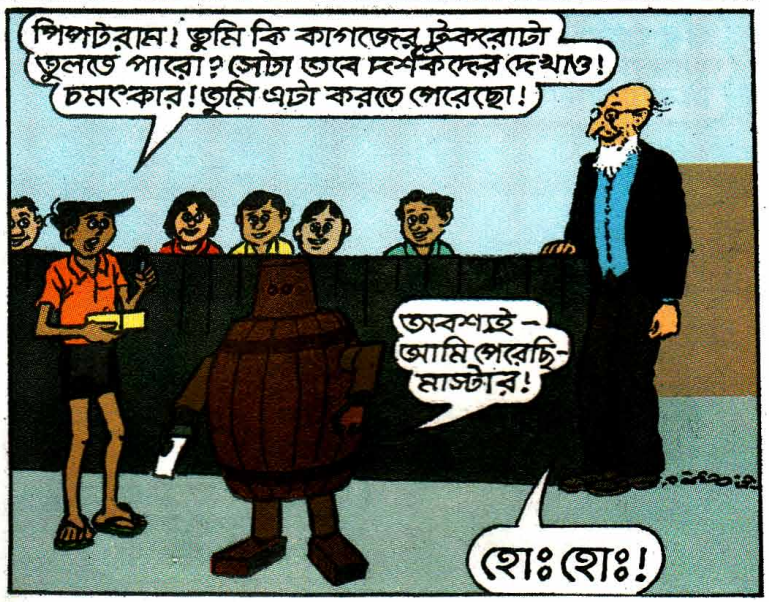

F-17

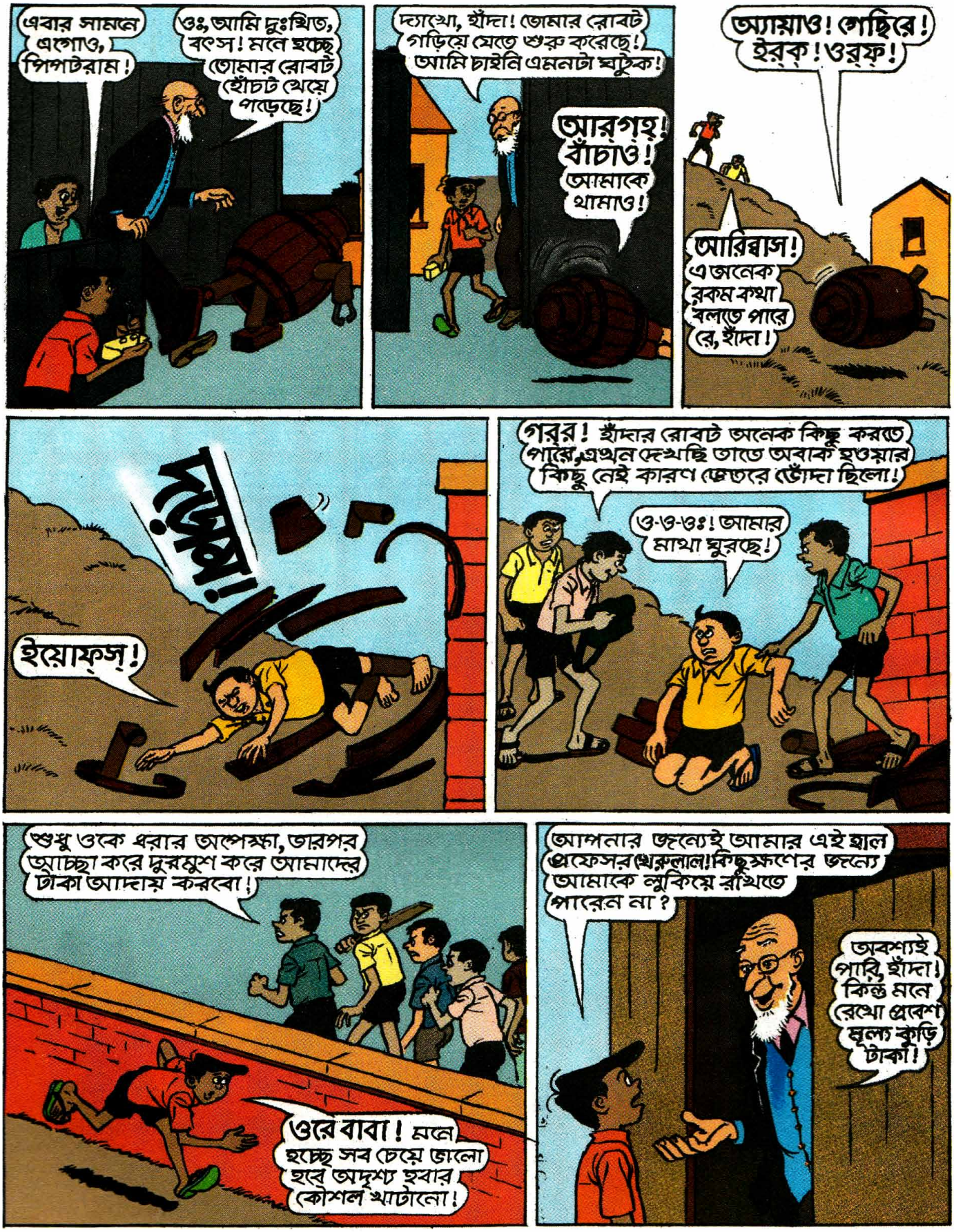
এবার সামনে এগোও, পিপাটরাম!
ওঃ, আমি দুঃখিত, বৎস! মনে হচ্ছে তোমার রোবট হোঁচট খেয়ে পড়েছে!
দ্যাখো, হাঁদা! তোমার রোবট গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে! আমি চাইনি এমনটা ঘটুক!
আরগহ্! বাঁচাও! আমাকে থামাও!
অ্যায়াও! গেছিরে! ইর্‌ক্! ওর্‌ফ্!
আরিব্বাস! এ অনেক রকম কথা বলতে পারে রে, হাঁদা!
ধড়াম!
ইয়োফ্‌স্!
গর্‌র্! হাঁদার রোবট অনেক কিছু করতে পারে, এখন দেখছি তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ ভেতরে ভোঁদা ছিলো!
ও-ও-ওঃ! আমার মাথা ঘুরছে!
শুধু ওকে ধরার অপেক্ষা, তারপর আচ্ছা করে দুরমুশ করে আমাদের টাকা আদায় করবো!
ওরে বাবা! মনে হচ্ছে সব চেয়ে ভালো হবে অদৃশ্য হবার কৌশল খাটানো!
আপনার জন্যেই আমার এই হাল প্রফেসর খেরুলাল! কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না?
অবশ্যই পারি, হাঁদা! কিন্তু মনে রেখো প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা!

হাঁদা-ভোঁদার



মিষ্টি ভক্ষণ প্রতিযোগিতা


















ভোঁদার প্রতিযোগিতার পর
এ গ্রুপে প্রথম, ভোঁদা!
হাঁদা আর ভোঁদার মধ্যে তক্ষণ প্রতিযোগিতার ফাইনাল কাল হবে।
যা চেয়েছিলাম! তুই আমার মুখোমুখি হয়েছিস, ভোঁদা! তোকে তুড়ি মেরে আউট করে দেবো।
আগে ফাইনাল তক্ষণটা হোক তারপর তো সেটা বোঝা যাবে!
পরে-
মাটি দিয়ে তৈরি এই মিষ্টি শুধু সুযোগ মতো ভোঁদার প্লেটে চালান করে দেওয়া। নকল মিষ্টি মুখে পড়লেই সকল জারিজুরি শেষ।
কাল কায়দা করে পাশাপাশি বসবো।
পরদিন-
ট্যাঙাদা! মনে হচ্ছে হাঁদা পলিথিন প্যাকেটে মিষ্টি পাচার করছে।
কি ব্যাপার? পলিথিন প্যাকেটে মিষ্টি পাচার করে প্লেটের কমানো হচ্ছে, অ্যাঁ?
ইয়ে হ্যাঁ-না ট্যাঙাদা!
এই অপরাধে তোমার বাতিল হওয়ার কথা, কিন্তু আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। আবার শুরু করো!
ওয়াক! থুঃ!
ভোঁদা এই মিষ্টি তক্ষণ প্রতিযোগিতায় প্রথম আর হাঁদা অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।
আমি ভেবেছিলুম তুই প্লেটের মিষ্টি কমানোর জন্যে পাচার করছিস। কিন্তু তলে তলে তুইযে আমাকেই প্রতিযোগিতা থেকে পাচার করতে চাইছিলি সেটা কি করে জানবো! বল?
বেশী বাজে ভ্যানতাড়া করিস না তো ভোঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



ল্যাসোর লড়াই















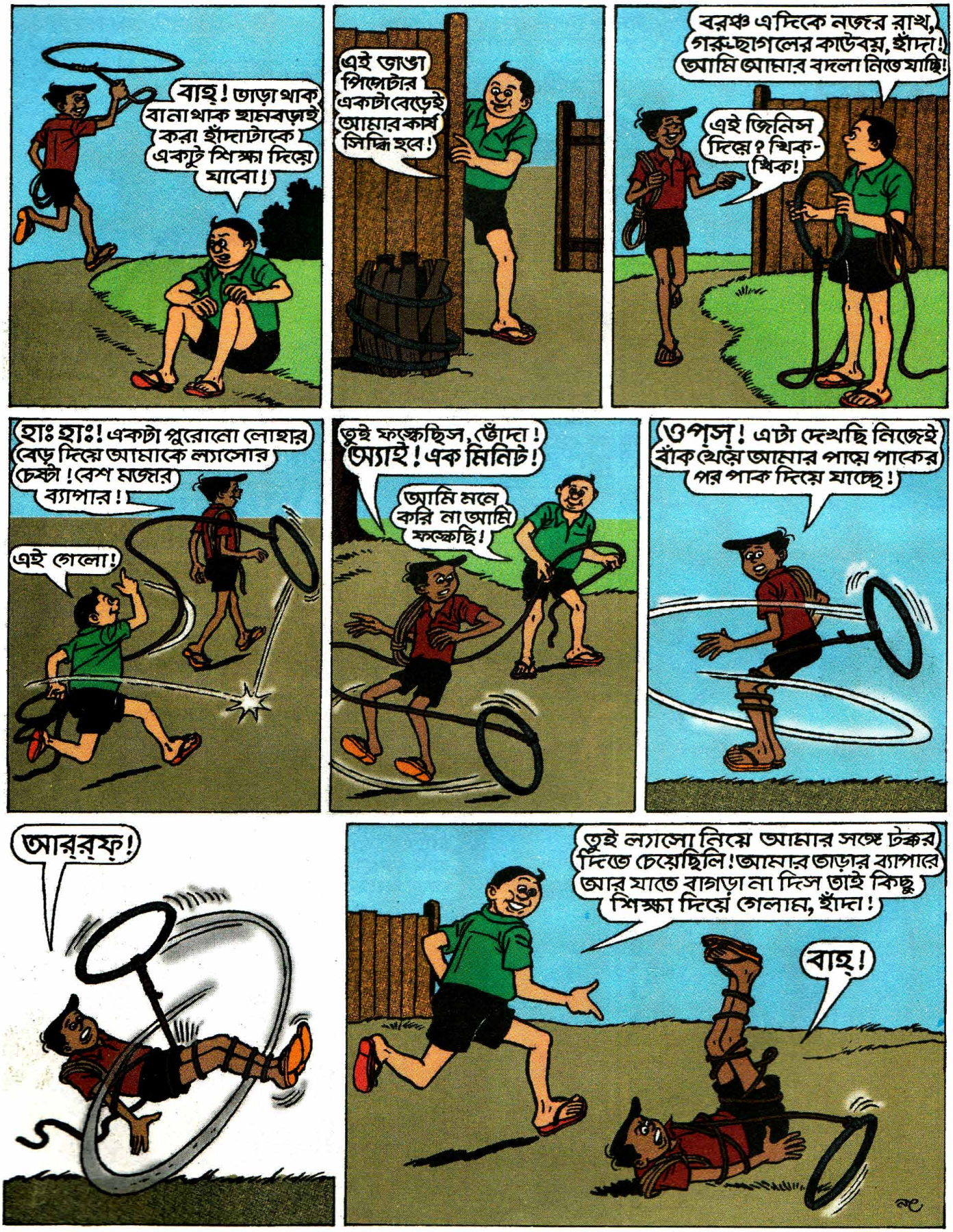
বাহ্! তাড়া খাক বানা থাক ছামবড়াই করা হাঁদাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে যাবো!
এই ভাঙা পিপেটার একটা বেড়েই আমার কার্য সিদ্ধি হবে!
বরঞ্চ এদিকে নজর রাখ, গরু-ছাগলের কাউবয়, হাঁদা! আমি আমার বদলা নিতে যাচ্ছি!
এই জিনিস দিয়ে? খিক্-খিক!
হাঃ হাঃ! একটা পুরোনো লোহার বেড় দিয়ে আমাকে ল্যাসোর চেষ্টা! বেশ মজার ব্যাপার!
এই গেলো!
তুই ফস্কেছিস, ভোঁদা! অ্যাই! এক মিনিট!
আমি মনে করি না আমি ফস্কেছি!
ওপস্! এটা দেখছি নিজেই বাঁক খেয়ে আমার পায়ে পাকের পর পাক দিয়ে যাচ্ছে!
আর্‌র্‌ফ্!
তুই ল্যাসো নিয়ে আমার সঙ্গে টক্কর দিতে চেয়েছিলি! আমার তাড়ার ব্যাপারে আর যাতে বাগড়া না দিস তাই কিছু শিক্ষা দিয়ে গেলাম, হাঁদা!
বাহ্!

হাঁদা-ভোঁদার

উপহার প্রদান

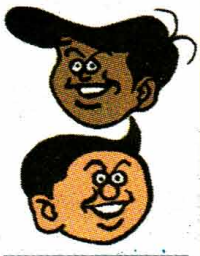

















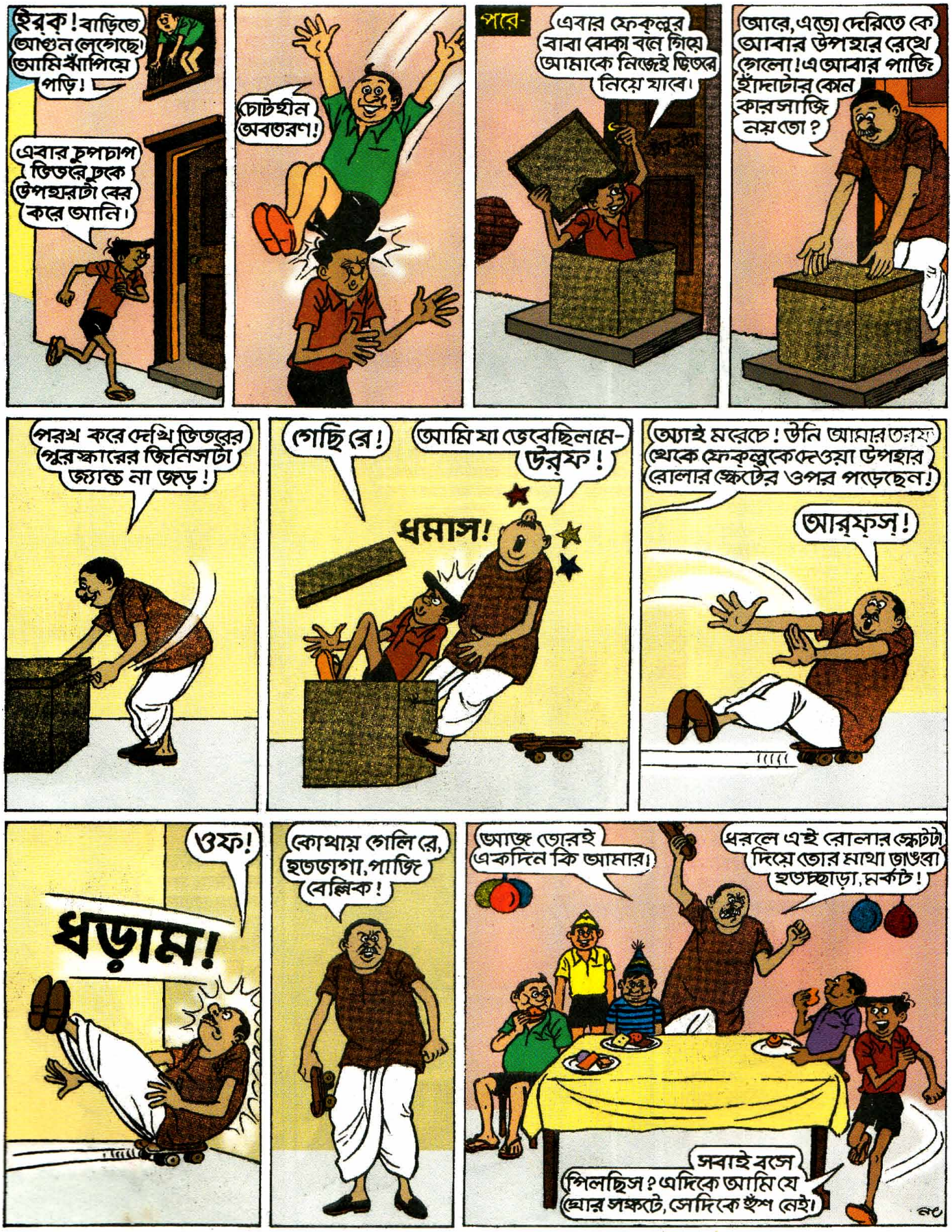
ইর্‌ক্‌! বাড়িতে আগুন লেগেছে! আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি!
এবার চুপচাপ ভিতরে ঢুকে উপহারটা বের করে আনি।
চোটহীন অবতরণ!
পরে-
এবার ফেক্‌লুর বাবা বোকা বলে গিয়ে আমাকে নিজেই ভিতরে নিয়ে যাবে।
আরে, এতো দেরিতে কে আবার উপহার রেখে গেলো! এ আবার পাজি ইঁদারটার কোন কারসাজি নয়তো?
পরখ করে দেখি ভিতরের পুরস্কারের জিনিসটা জ্যান্ত না জড়!
গেছি রে!
আমি যা ভেবেছিলাম- উর্‌ফ!
ধমাস!
অ্যাই মরেচে! উনি আমার তরফ থেকে ফেক্‌লুকে দেওয়া উপহার রোলার স্কেটের ওপর পড়েছেন!
আর্‌ফস্‌!
ওফ!
ধড়াম!
কোথায় গেলি রে, হতভাগা, পাজি বেল্লিক!
আজ তোরই একদিন কি আমার!
ধরলে এই রোলার স্কেটটা দিয়ে তোর মাথা ভাঙবো হতচ্ছাড়া, নর্কট!
সবাই বসে গিলছিস? এদিকে আমি যে ঘোর সঙ্কটে, সেদিকে হুঁশ নেই!

হাঁদা-ভোঁদার



ভেলকি মাকড়সা


















উল্‌স্‌! পিসেমশাইয়ের বাগানের ঘরটায় বসে খাবো যাতে হাঁদার চোখে না পড়ে।
যতক্ষণ না আমি এটাতে দাঁত বসাতে পারছি ততক্ষণই অপেক্ষা করতে পারি।
ভেবেছিলি আমাকে ফাঁকি দিয়ে খাবি, কিন্তু সেটি হচ্ছে না। পুরো কেকটাই আমার চাই, গোঁদা!
মরেচে! এখানেও হাঁদা!
ভালোভাবে যখন দিলি না তখন খারাপভাবেই নিতে হলো!
ওফ্!
ওরে বাবারে! মাকড়সা!
এবার বোঝা গেলো হাঁদা কিসে ভয় পায়!
বুঝলি পক্কা, বচা! ইঁদুর নয়, হাঁদা পছন্দ করে না মাকড়সা। অতএব বুঝতেই পারছিস...
হেঃহেঃ! সবাই দেখছি একটা করে ডেলকি মাকড়সা নিয়ে এসেছে!
বাঁচাও! বাঁচাও!
এই দারুণ প্ল্যানের জন্যে তোমাকে আমরা, তোমার পেটট্যাঙ্কি ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত যোগান দিয়ে যাবো!

হাঁদা-ভোঁদার



প্রতিদ্বন্দ্বী





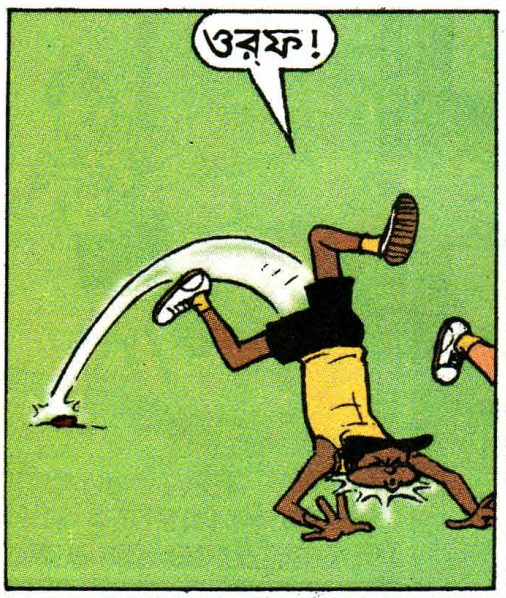









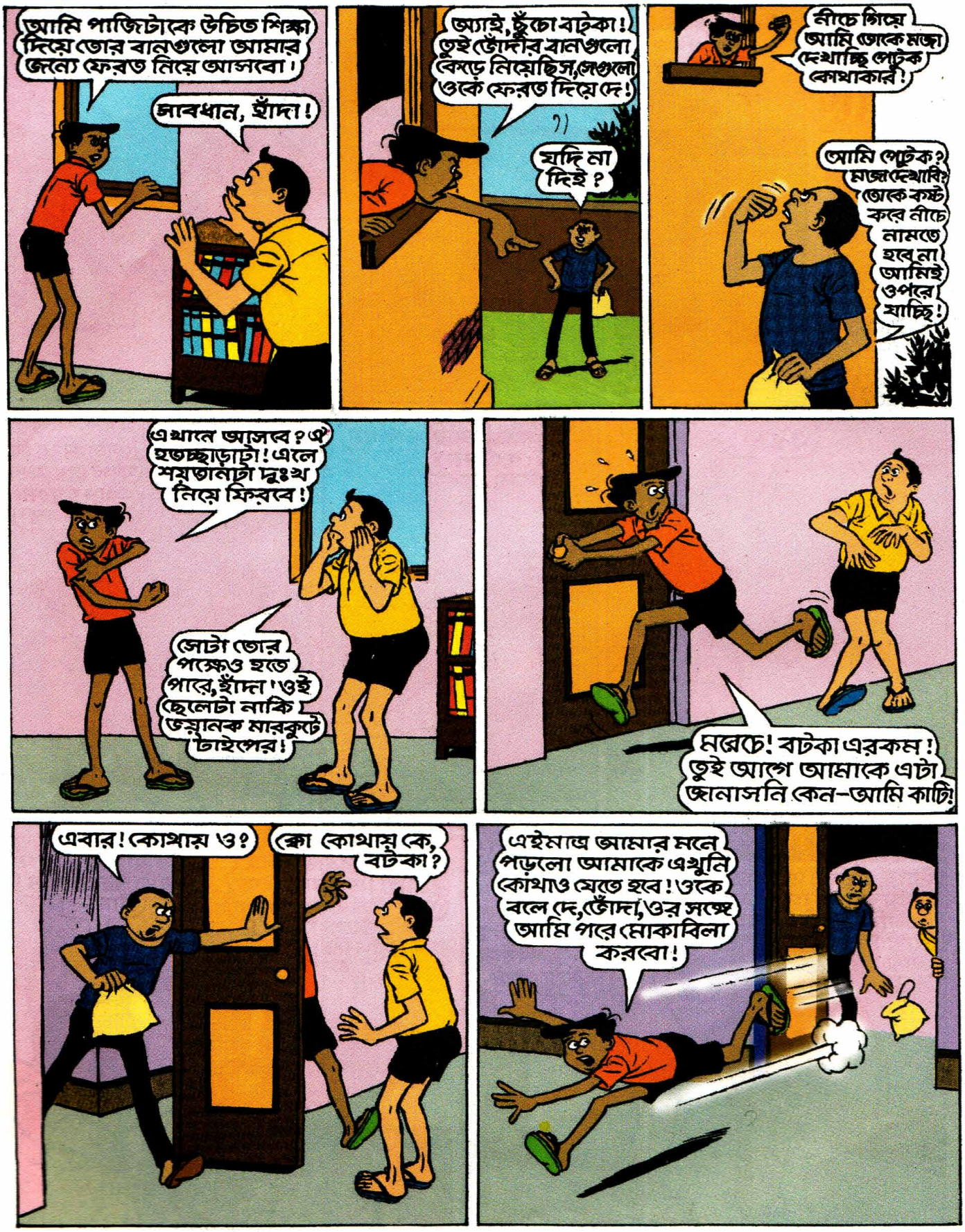
আমি পাজিটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে তোর বানগুলো আমার জন্যে ফেরত নিয়ে আসবো!
সাবধান, হাঁদা!
অ্যাই, ছুঁচো বটকা! তুই তোঁদার বানগুলো কেড়ে নিয়েছিস, সেগুলো ওকে ফেরত দিয়ে দে!
যদি না দিই?
নীচে গিয়ে আমি তোকে মজা দেখাচ্ছি পেটুক কোথাকার!
আমি পেটুক? মজা দেখাবি? তোকে কষ্ট করে নীচে নামতে হবে না আমিই ওপরে যাচ্ছি!
এখানে আসবে? ঐ হতচ্ছাড়াটা! এলে শয়তানটা দুঃখ নিয়ে ফিরবে!
সেটা তোর পক্ষেও হতে পারে, হাঁদা! ওই ছেলেটা নাকি ভয়ানক মারকুটে টাইপের!
মরেচে! বটকা এরকম! তুই আগে আমাকে এটা জানাসনি কেন—আমি কাটি!
এবার! কোথায় ও?
ক্কো কোথায় কে, বটকা?
এইমাত্র আমার মনে পড়লো আমাকে এখুনি কোথাও যেতে হবে! ওকে বলে দে, তোঁদা, ওর সঙ্গে আমি পরে মোকাবিলা করবো!


উঁহু, না, তোর যাওয়া হবে না!
আরে,আরে, আউ! ছেড়ে দে বলছি, গিদ্ধর!
আর একটু হলেই হাঁদার গায়ের জামা প্রায় ছিঁড়ে ফেলছিলো!
বাঁচাও,বাঁচাও! অ্যাই, ভোঁদা! এটাকে লেঙ্গি মেরে ফেলে দে না!
এই তো! ঝাড়ুদার তার ঝাড়-পোঁছের ডাণ্ডা ন্যাতা বালতি এখানে রেখে বাইরে গেছে। এই ডাণ্ডা ন্যাতাটাই কাজ দেবে!
এই নে,পাষণ্ড!
দাঁড়া, চিমড়ে! দ্যাখাচ্ছি,তোকে!
ভয় নেই! চলে আয়, ভোঁদা! হড়কে পড়ি!
এই ঘটনায় তোর জন্যে ভয় পাচ্ছি হাঁদা!
আমি নয়,আমরা চুপি চুপি জানলা দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দেবো!
আমাকে ওপরে ডাকার আগে নিশ্চিত হয়ে নিবি যে ও ওখানে নেই!

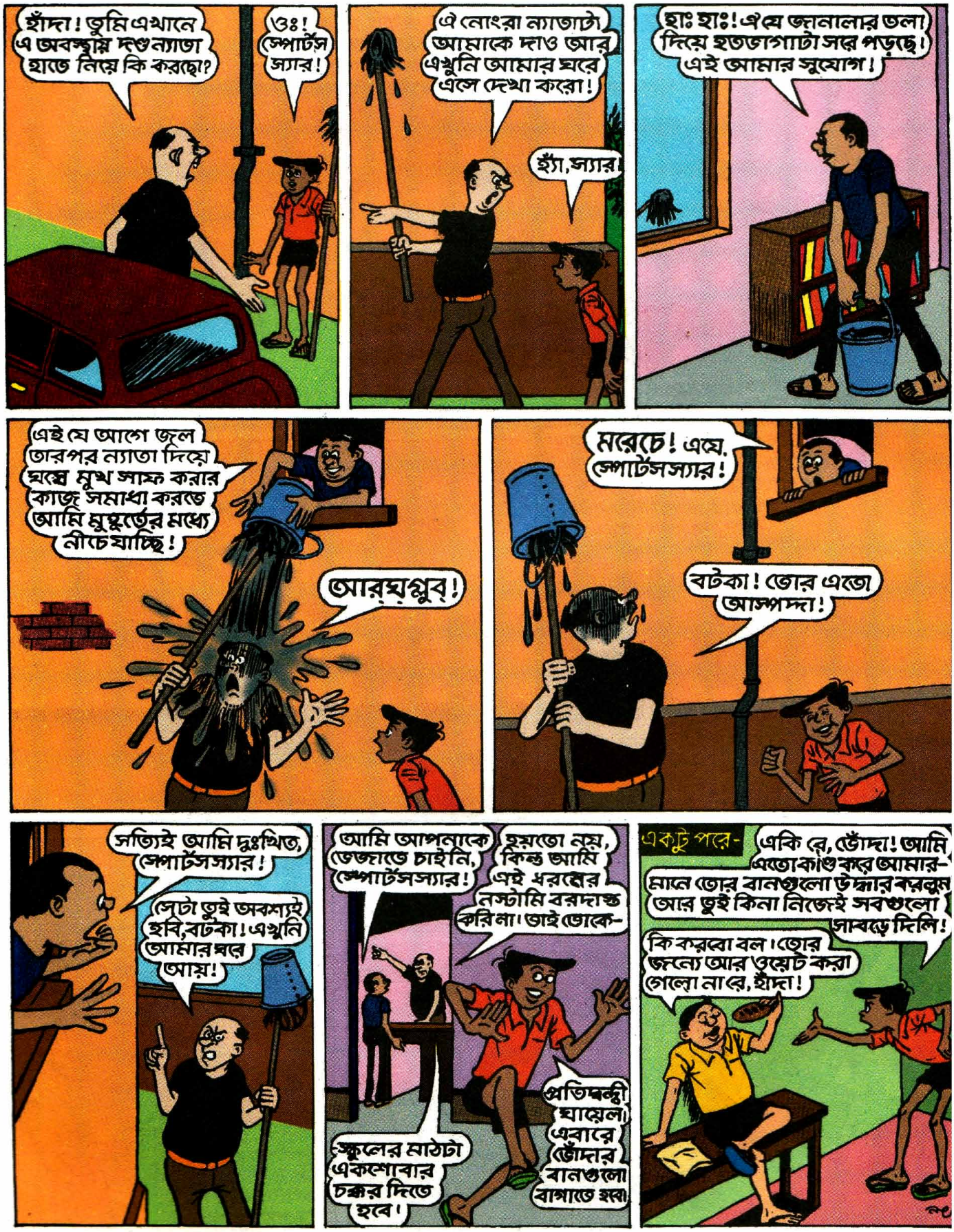
হাঁদা! তুমি এখানে এ অবস্থায় দণ্ড ন্যাতা হাতে নিয়ে কি করছো?
ওঃ! স্পোর্টস স্যার!
ঐ নোংরা ন্যাতাটা আমাকে দাও আর এখুনি আমার ঘরে এসে দেখা করো!
হ্যাঁ, স্যার!
হাঃ হাঃ! ঐ যে জানালার তলা দিয়ে হতভাগাটা সরে পড়ছে! এই আমার সুযোগ!
এই যে আগে জল তারপর ন্যাতা দিয়ে ঘষে মুখ সাফ করার কাজ সমাধা করতে আমি মুহূর্তের মধ্যে নীচে যাচ্ছি!
আরঘগ্গুব!
মরেচে! এযে স্পোর্টসস্যার!
বটকা! তোর এতো আস্পদ্দা!
সত্যিই আমি দুঃখিত, স্পোর্টসস্যার!
সেটা তুই অবশ্যই হবি, বটকা! এখুনি আমার ঘরে আয়!
আমি আপনাকে তেজাতে চাইনি, স্পোর্টসস্যার!
হয়তো নয়, কিন্তু আমি এই ধরনের নস্টামি বরদাস্ত করি না! তাই তোকে-
স্কুলের মাঠটা একশোবার চক্কর দিতে হবে!
প্রতিদ্বন্দ্বী ঘায়েল! এবারে ভোঁদার বানগুলো বাগাতে হবে!
একটু পরে-
একি রে, ভোঁদা! আমি এতো কাণ্ড করে আমার- মানে তোর বানগুলো উদ্ধার করলুম আর তুই কিনা নিজেই সবগুলো সাবড়ে দিলি!
কি করবো বল! তোর জন্যে আর ওয়েট করা গেলো না রে, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার

ফুটবল ম্যাচ


















গাড়ি ঠেলে খুব হাঁপিয়ে গেছিস! তুই বাড়ি চলে যা, আমি একটু ঘুরে আসি।
সেই ভালো!
এই যে হাঁদা! এতো দেরী! আমরা তো খেলা শুরু করে দিচ্ছিলাম!
ওফ্,ওফ্! দাঁড়া, বুটটা পরে আসি।
তোদের খেলোয়াড় খেলবার আগেই যে হাঁপাচ্ছে রে!
ওফ্! এবার কিক্ অফ্— হাঁপিয়ে না পড়লে—
আফ্স্! ফস্কে গেলুম!
আরেক বার লাথি মারি!
ওফ্! স্যাণ্ডউইচ হয়ে গেলুম!
খেলা শেষে
ওরে মা রে! আমি মামা বাড়ি যাবো!
তোকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি অপদার্থ কোথাকার!

হাঁদা-ভোঁদার


ম্যাচ দেখো


আজ খুব জোর ফুটবল ম্যাচ খেলা হবে রে ভোঁদা! দেখলে হতো।
ঢুকবি কি করে। পকেট তো গড়ের মাঠ!


তুই কি ভেবেছিস আমরা টিকিট কেটে ঢুকবো?
তবে কেমন করে?


বুদ্ধি খরচ করে! নে, এবারে ভেতর দিকে ঝুলে পড়। তারপর আমি যাচ্ছি।
হাত পা কাঁপছে রে মাইরি!


গেলুম!
মরেছে! হতভাগাটা দেখছি বাইরের দিকেই হাত ফসকে পড়লো।


এই মরেছে! হতচ্ছাড়া ভোঁদাটা পড়ে গিয়ে সব মাটি করে দিলো। পুলিসও টের পেয়ে গেছে। মানে মানে সরে পড়ি।


পুলিস দেখে হাঁদা বোধহয় কাছাকাছি গা ঢাকা দিয়েছে। আরে, একটা দুটাকার নোট পড়ে আছে!


একটা চকোলেট দিন!
এই নাও!

F-18

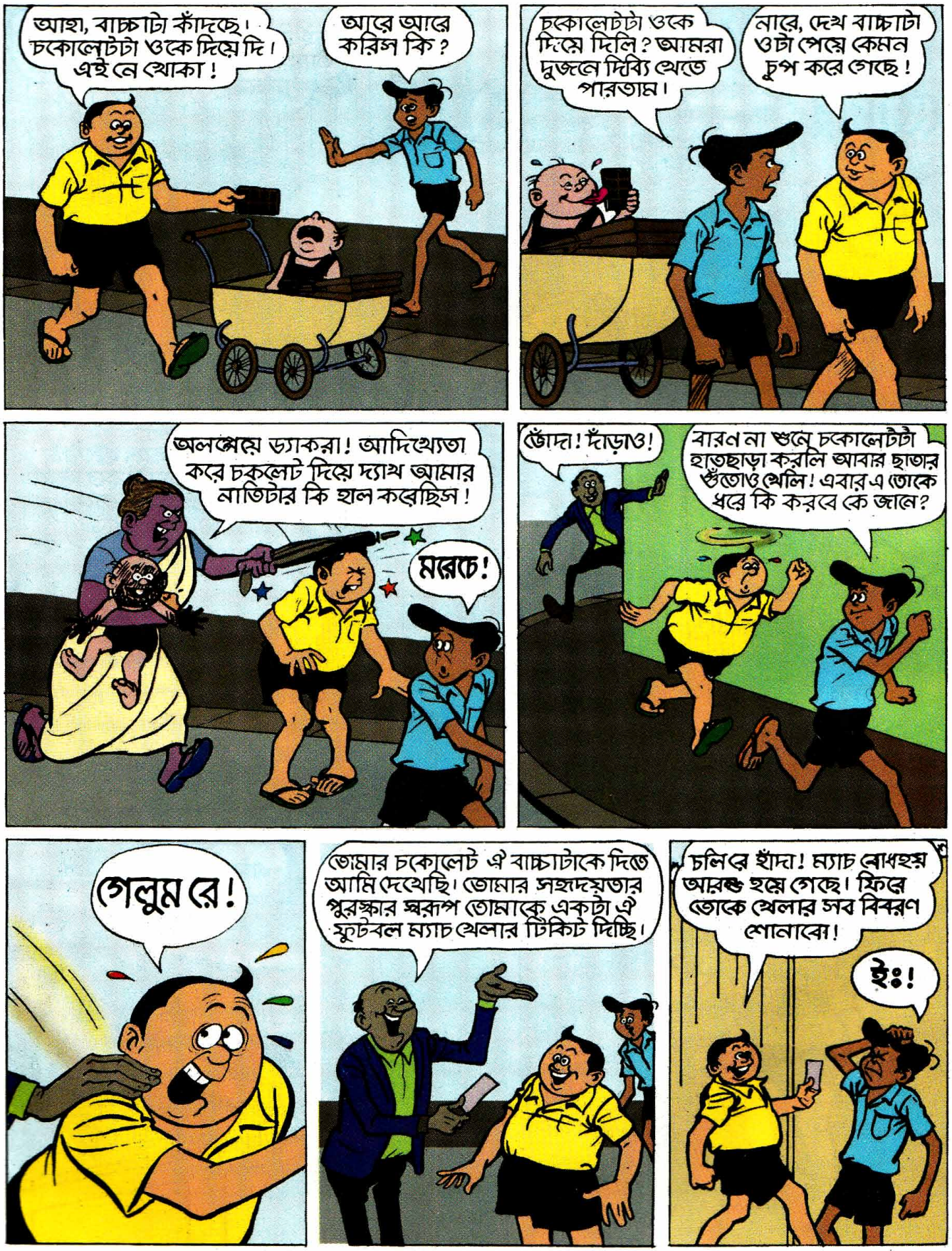
আহা, বাচ্চাটা কাঁদছে। চকোলেটটা ওকে দিয়ে দি। এই নে খোকা!
আরে আরে করিস কি?
চকোলেটটা ওকে দিয়ে দিলি? আমরা দুজনে ভিব্যি খেতে পারতাম।
নারে, দেখ বাচ্চাটা ওটা পেয়ে কেমন চুপ করে গেছে!
অলপ্পেয়ে ড্যাকরা! আদিখ্যেতা করে চকলেট দিয়ে দ্যাখ আমার নাতিটার কি হাল করেছিস!
মরেচে!
জোদা! দাঁড়াও!
বারণ না শুনে চকোলেটটা হাতছাড়া করলি আবার ছাতার গুঁতোও খেলি! এবার এ তোকে ধরে কি করবে কে জানে?
গেলুম রে!
তোমার চকোলেট ঐ বাচ্চাটাকে দিতে আমি দেখেছি। তোমার সহৃদয়তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে একটা ঐ ফুটবল ম্যাচ খেলার টিকিট দিচ্ছি।
চলিরে হাঁদা! ম্যাচ বোধহয় আরম্ভ হয়ে গেছে। ফিরে তোকে খেলার সব বিবরণ শোনাবো!
ইঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



বল করা


কিরে, তোদের ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন ভোঁদা ভয় পেলো নাকি? কাল আমাদের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে তো?


ভোঁদা! ওদলের ক্যাপ্টেন হাঁদা বলে বেড়াচ্ছে কাল ম্যাচে আমাদের গো-হারান হারাবে।
ভালো বোলিং হলে আমরা জিততে পারি। এজন্য দরকার একজন ভালো কোচের।


আমার দাদু খুব ভালো বোলার ভোঁদা! শুনেছিলাম আজ নাকি কোন ছেলেদের শেখাবেন।


শীগগির চল কেতো, তোর দাদু হয়তো কাল ম্যাচ জিততে আমাদের সাহায্য করতে পারে!


ভোঁদা! আমার দাদু! তুই দাদুর সঙ্গে কথা বল, আমি আসছি।
ঠিক আছে।


একটু পরে
আপনার পরামর্শ মতোই করবো তাহলে। এখন যাচ্ছি দাদু!

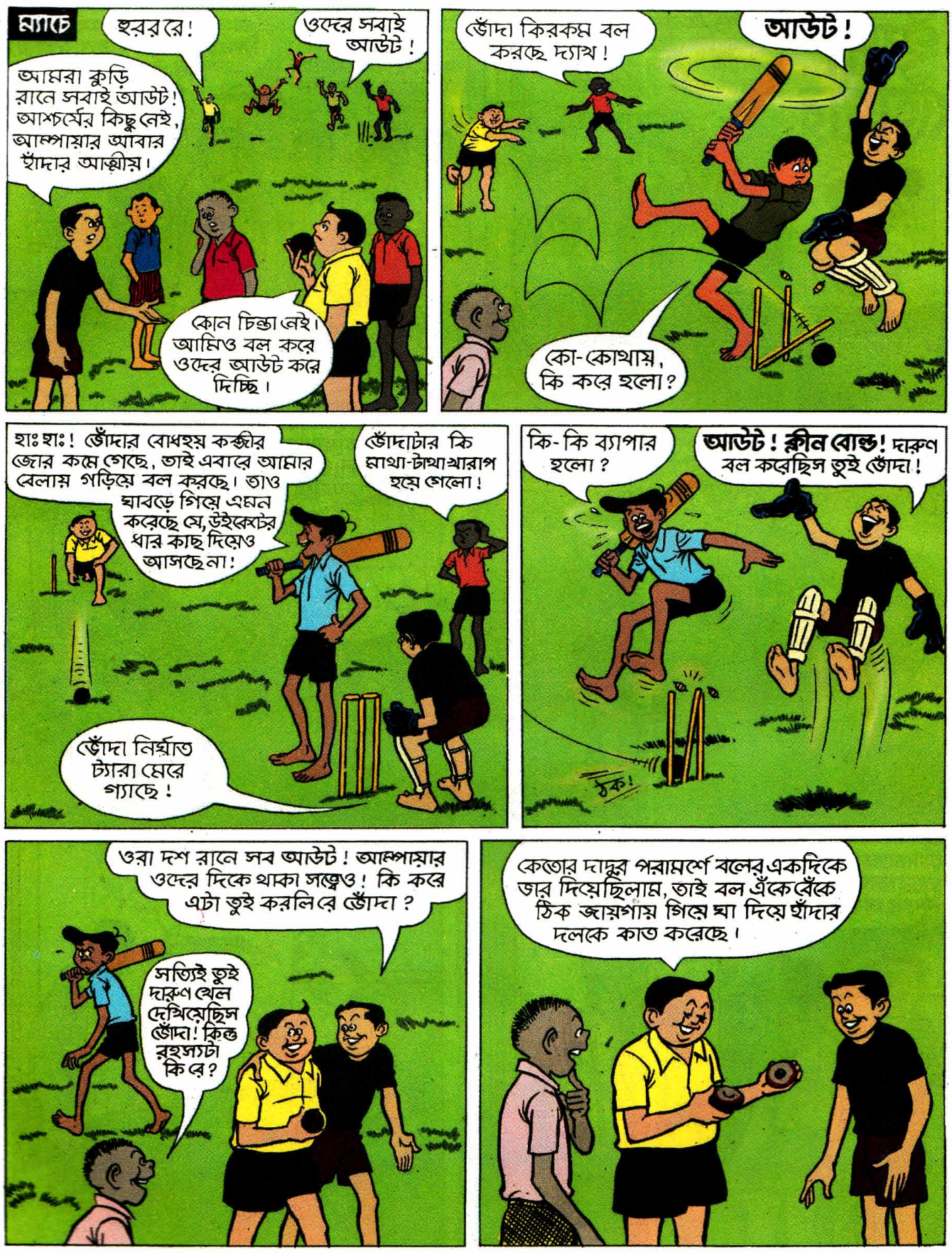
ম্যাচে
হুররে!
ওদের সবাই আউট!
আমরা কুড়ি রানে সবাই আউট! আশ্চর্যের কিছু নেই, আম্পায়ার আবার ছাঁদার আত্মীয়।
কোন চিন্তা নেই। আমিও বল করে ওদের আউট করে দিচ্ছি।
ভোঁদা কিরকম বল করছে দ্যাখ!
আউট!
কো-কোথায়, কি করে হলো?
হাঃ হাঃ! ভোঁদার বোধহয় কব্জীর জোর কমে গেছে, তাই এবারে আমার বেলায় গড়িয়ে বল করছে। তাও ঘাবড়ে গিয়ে এমন করেছে যে, উইকেটের ধার কাছ দিয়েও আসছে না!
ভোঁদাটার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেলো!
ভোঁদা নির্ঘাত ট্যারা মেরে গ্যাছে!
কি-কি ব্যাপার হলো?
আউট! ক্লীন বোল্ড! দারুণ বল করেছিস তুই ভোঁদা!
ঠক!
ওরা দশ রানে সব আউট! আম্পায়ার ওদের দিকে থাকা সত্ত্বেও! কি করে এটা তুই করলি রে ভোঁদা?
সত্যিই তুই দারুণ খেল দেখিয়েছিস ভোঁদা! কিন্তু রহস্যটা কি রে?
কেত্তার দাদুর পরামর্শে বলের একদিকে ভার দিয়েছিলাম, তাই বল এঁকেবেঁকে ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়ে ছাঁদার দলকে কাত করেছে।

হাঁদা-ভোঁদার



শক্তির খেলা

















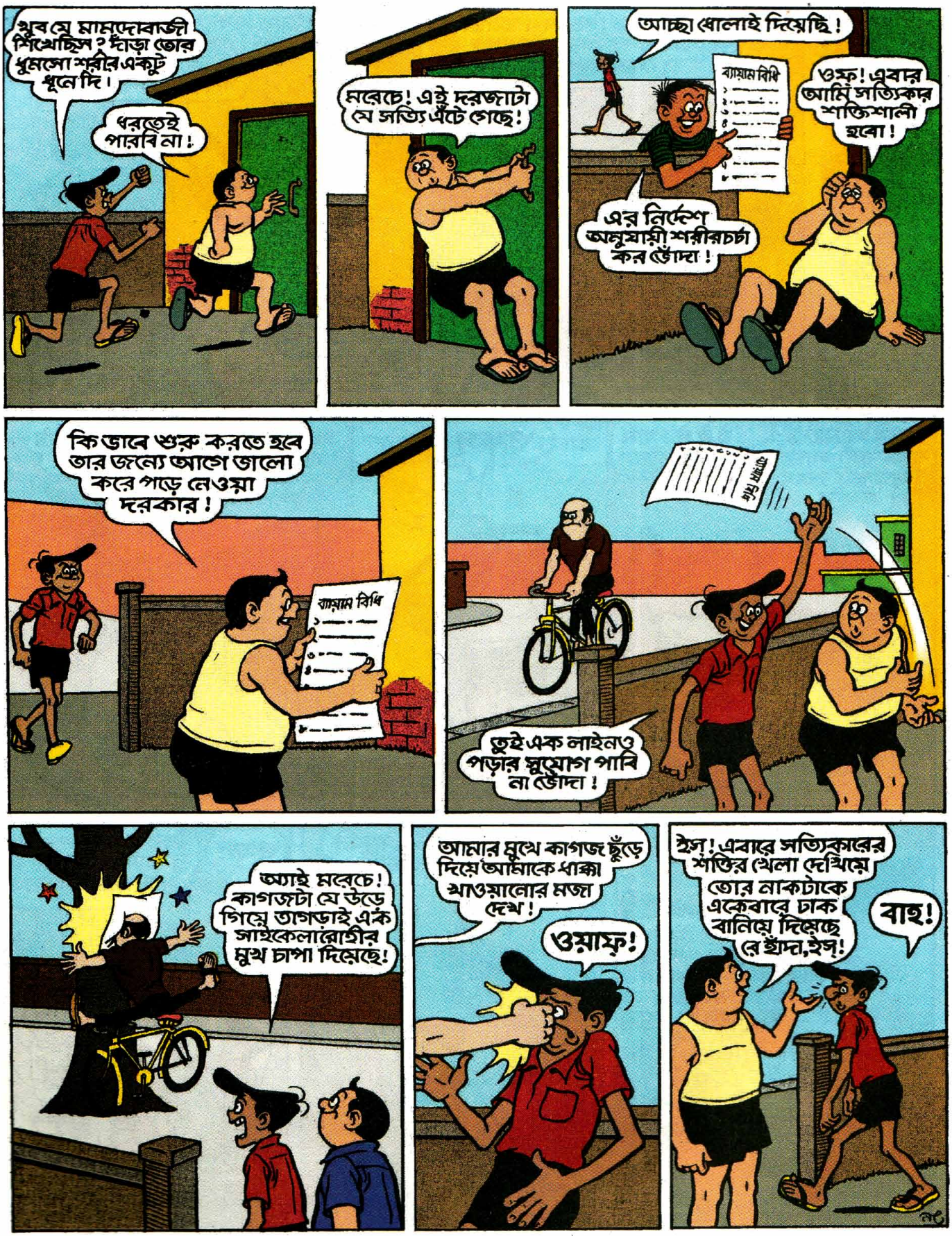
খুব যে মামদোবাজী শিখেছিস? দাঁড়া তোর ঘুমসো শরীরে একটু ঘুনে দি।
ধরতেই পারবি না!
মরেচে! এই দরজাটা যে সত্যি এঁটে গেছে!
আচ্ছা ধোলাই দিয়েছি!
ব্যায়াম বিধি
ওফ! এবার আমি সত্যিকার শক্তিশালী হবো!
এর নির্দেশ অনুযায়ী শরীরচর্চা কর ভোঁদা!
কি ভাবে শুরু করতে হবে তার জন্যে আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া দরকার!
ব্যায়াম বিধি
তুই এক লাইনও পড়ার সুযোগ পাবি না ভোঁদা!
অ্যাই মরেচে! কাগজটা যে উড়ে গিয়ে তাগড়াই এক সাইকেলারোহীর মুখ চাপা দিয়েছে!
আমার মুখে কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে আমাকে ধাক্কা খাওয়ানোর মজা দেখ!
ওয়াফ্!
ইস্! এবারে সত্যিকারের শক্তির খেলা দেখিয়ে তোর নাকটাকে একেবারে ঢাক বানিয়ে দিয়েছে রে হাঁদা,ইস্!
বাহ!

হাঁদা-ভোঁদার

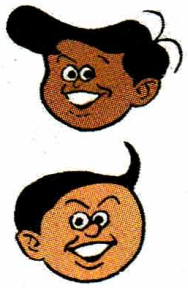

পোল-ভল্ট


পোল ভল্টের কাপটা এবার আমিই নেবো ভোঁদা!
স্পোর্টস স্টেডিয়াম


আমি যেখানে চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছি সেখানে পোল-ভল্ট নাম দিয়ে তুই লোক হাসাতে যাচ্ছিস। তোর ঐ ভোঁটকা শরীর নিয়ে জাম্প করবি কি করে?


হুম্! খানিক পরে এটা শুরু হচ্ছে, তার আগে আমি একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করে নি ভোঁদা!


পারফেক্ট!

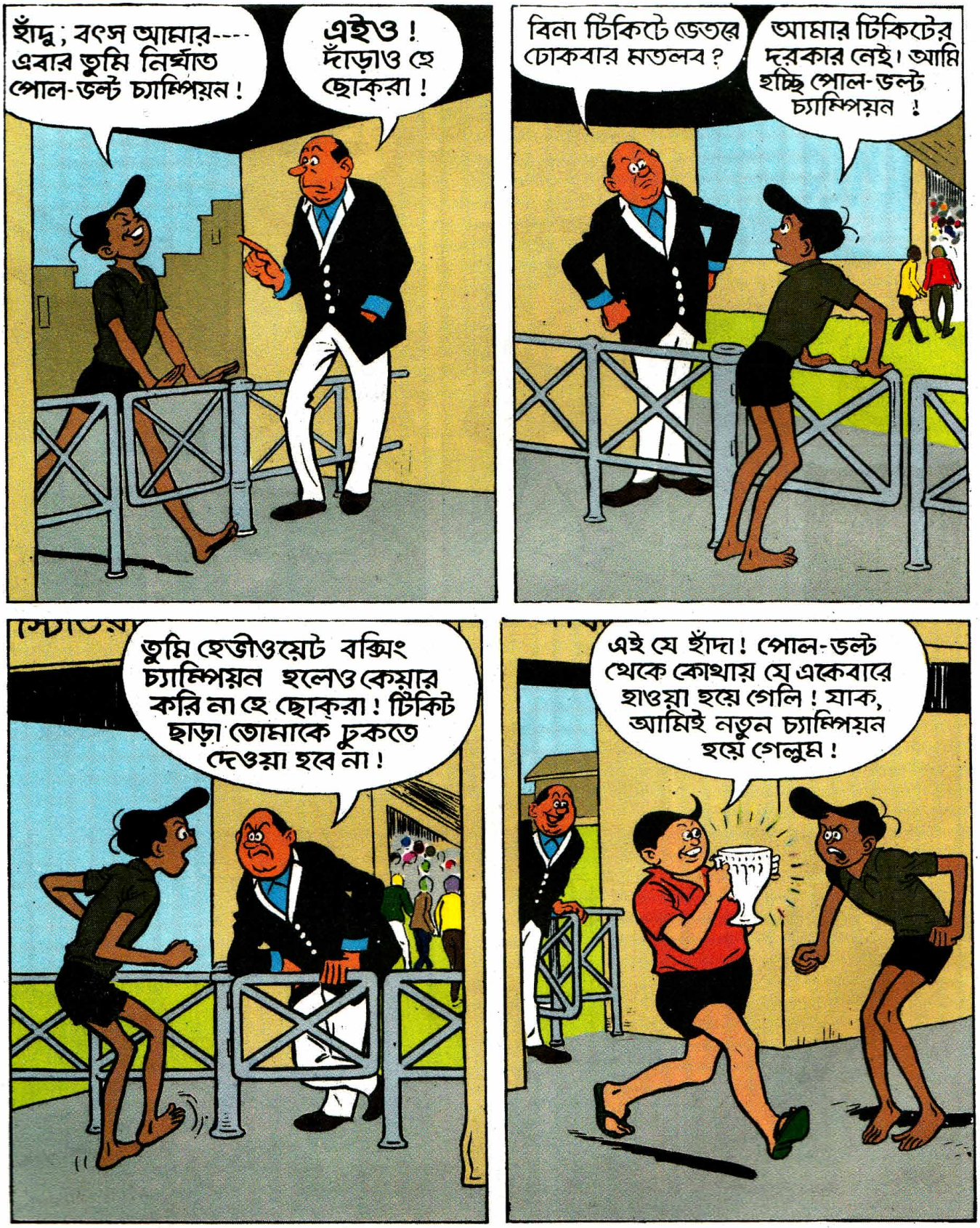
হাঁদু ; বৎস আমার---- এবার তুমি নির্ঘাত পোল-ভল্ট চ্যাম্পিয়ন !
এইও ! দাঁড়াও হে ছোক্‌রা !
বিনা টিকিটে ভেতরে ঢোকবার মতলব ?
আমার টিকিটের দরকার নেই। আমি হচ্ছি পোল-ভল্ট চ্যাম্পিয়ন !
তুমি হেভীওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হলেও কেয়ার করি না হে ছোক্‌রা ! টিকিট ছাড়া তোমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না !
এই যে হাঁদা ! পোল-ভল্ট থেকে কোথায় যে একেবারে হাওয়া হয়ে গেলি ! যাক, আমিই নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলুম !

হাঁদা-ভোঁদার

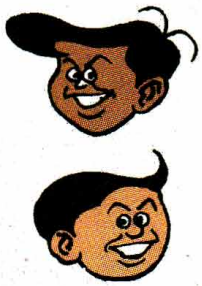

ঘোড়দৌড়

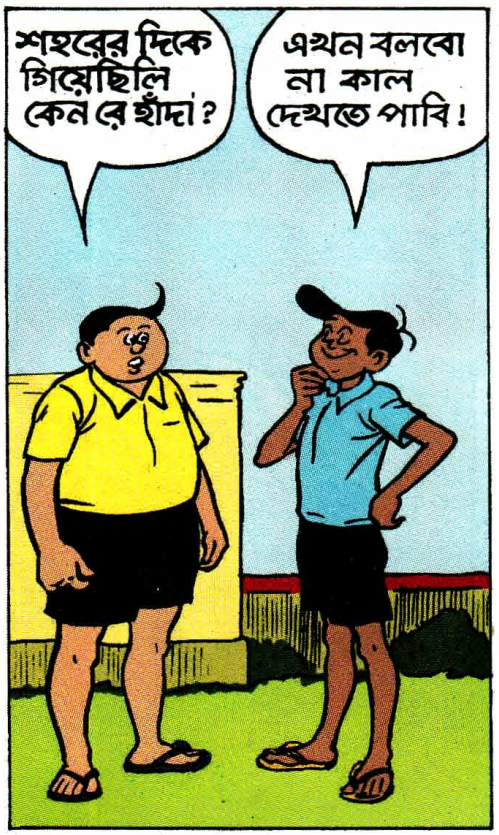
শহরের দিকে গিয়েছিলি কেন রে হাঁদা?
এখন বলবো না কাল দেখতে পাবি!


পরদিন
এই নিন আপনার ফরমায়েসি জিনিস!
ধন্যবাদ!
ওতে কি জিনিস আছে রে হাঁদা?


স্কুল থেকে আজ যে ঘোড়ার রেস হচ্ছে—তাতে ফার্স্ট হবার জন্যে অর্ডার দিয়ে খাঁটি রবারের এই স্পেশাল টুপি তৈরি করিয়েছি!
কিন্তু এটা তোকে কি ভাবে সাহায্য করবে রে হাঁদা?
ঘোড়ার রেস


দ্যাখ এই ভাবে! যদি আমি রেসের সময় ঘোড়া থেকে পড়েও যাই, তাহলে আবার আপনা থেকেই ফিরে এসে ঠিক ঘোড়ার পিঠে বসবো!


রেস শুরু হবার কিছু পরে
এত তাড়াতাড়ি পড়ে গেলি! আমার মতো একটা রবারের টুপি যোগাড় কর!
টুপির সঙ্গে তোর জন্যে রবারের একটা চানের পোষাকও আনা উচিত ছিলো হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



অশ্বারোহন

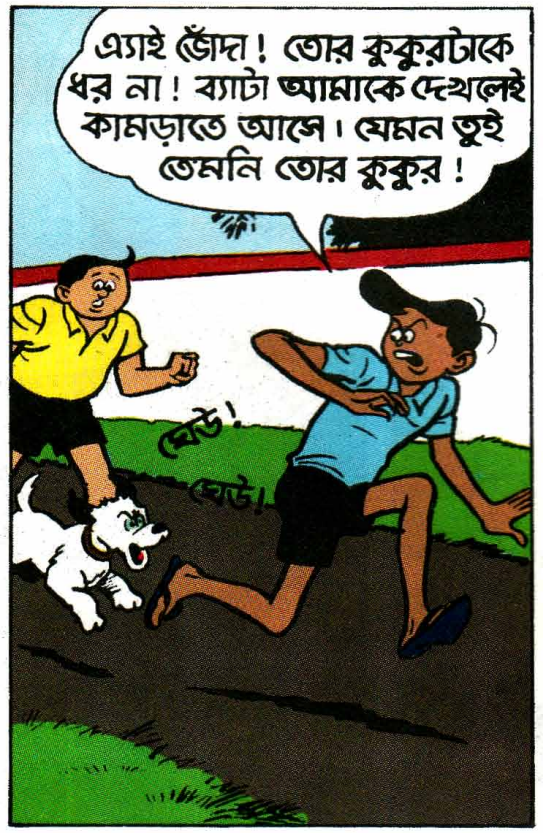








ওরে বাবারে! কে আছিস রে! হেলপ্ হেলপ্! আমি উঠে পড়তে চাই! ইক্!
তুই তো উঠেই পড়েছিস হাঁদা!
বলটু, সার্কাসের সব থেকে বেয়াড়া ঘোড়া
যিনি ওর পিঠে দশ সেকেণ্ড টিকে থাকতে পারবেন, সার্কাসের একখানা টিকিট তাঁকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।
ঠিক আছে ভোঁদা! এবার কেরামতি দেখা যাক! ও তোকে এক ঝাঁকুনিতেই পিঠ থেকে ফেলে দেবে!
ওরে বাবা! আমি তো ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানিনা!
ভোঁদার কিন্তু খেয়াল নেই যে বড়ি পড়ে গেছে।
সাবাশ! এই প্রথম একজন এই বদমেজাজী ঘোড়ার পিঠে দশ সেকেণ্ডের বেশী সময় থাকতে পারলো! হাঁদা! তোমার বন্ধু ভোঁদা বাজী জিতে সার্কাসের একখানা টিকিট বিনামূল্যে পেল!
আহা হাঁদা! দুটো এই বড়ি খাবি নাকি? মনে হচ্ছে তোর পিত্তও ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে!
ওঃ হো হো!

হাঁদা-ভোঁদার

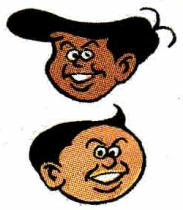

ক্রিকেট ব্যাট


















আর এখানে থাকা চলে না !
কিছু পরে
এবার পাঁচিলে মেরে এই হতচ্ছাড়া ব্যাটকে ভাঙবো !
আরে ব্যাপরে ! কোন বদমাস হামাকে লেংড়া বানিয়ে দিলো !
আইনের প্রতিনিধির পা ভেঙেছি, কিন্তু হতভাগা ব্যাটের একটা টুকরোও ভাঙেনি !
ঘরে ফিরে
তোর সম্বন্ধে সবই শুনেছি। ব্যাটটা দেখি ! এবার আমার ঘরে চল।
অ্যাই মরেচে!
ঠকাস ! ঠকাস!
উঃ! আঃ! গেলুম !
ইস, বেচারা!
বললে বিশ্বাস করবি না ভাইরি ! আমার পাছায় দু'ঘা পড়তেই ব্যাট দু'ফাঁক ! যাক এবারে পিল্লেমশাই নতুন ব্যাট কিনে দেবে বলেছে।

হাঁদা-ভোঁদার



ক্যাচ প্র্যাকটিস


















আমি শুধু দেখছি এগুলি তোকে সত্যি রক্ষা করতে পারে কিনা — আমি মনে করি পারে না!
উফ্‌স্!
তুই উইকেট কীপার হয়ে খেলিস না, জোঁদা! নিজের দিকেই তুই ভালো নজর রাখতে পারিস না!
হিঃ হিঃ! জোঁদাটাকে নাজেহাল করে বেশ ঘাবড়ে দেওয়া গেছে।
দ্যাখ হাঁদা কেমন উইকেটে হিট করেছি, হিঃ, হিঃ!
আঁই!
ওরে হতচ্ছাড়া, তোর দেখছি বড় সাহস? দেখাচ্ছি মজা!
আঁউ!
একি রে? ওরে বাবা! হক্!
ওউফ্!
হতভাগা ধেড়ে বাঁদর! তোর ঘুণ্ডুতেই ব্যাট হাঁকড়াবো!
ঘাবড়াস না হাঁদা! ব্যাটের ঘায়ে তোর ঘুণ্ডু উড়ে এলে ঠিক ক্যাচ লুফে নেবো।
ওরে বাবারে!

হাঁদা-ভোঁদার

ঘুড়ির প্যাঁচ







F-19

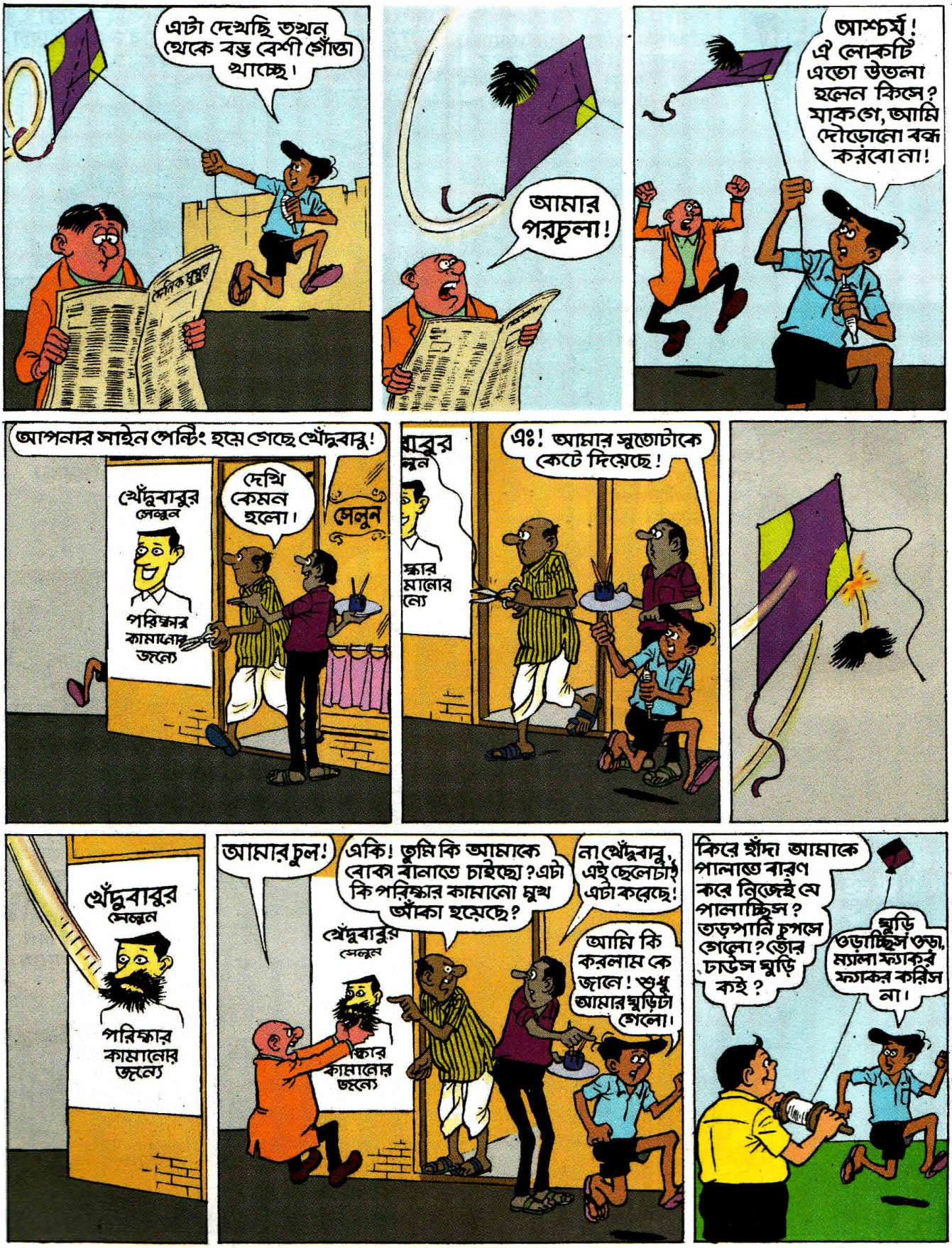
এটা দেখছি তখন থেকে বড্ড বেশী গোঁত্তা খাচ্ছে।
দৈনিক ঘুঘুর
আমার পরচুলা!
আশ্চর্য! ঐ লোকটি এতো উতলা হলেন কিসে? যাকগে, আমি দৌড়োনো বন্ধ করবো না!
আপনার সাইন পেন্টিং হয়ে গেছে খোঁদুবাবু!
খোঁদুবাবুর সেলুন
দেখি কেমন হলো।
সেলুন
পরিষ্কার কামানোর জন্যে
এঃ! আমার সুতোটাকে কেটে দিয়েছে!
খোঁদুবাবুর সেলুন
পরিষ্কার কামানোর জন্যে
আমার চুল!
একি! তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাইছো? এটা কি পরিষ্কার কামানো মুখ আঁকা হয়েছে?
না খোঁদুবাবু, এই ছেলেটাই এটা করেছে!
আমি কি করলাম কে জানে! শুধু আমার ঘুড়িটা গেলো।
খোঁদুবাবুর সেলুনে
পরিষ্কার কামানোর জন্যে
কিরে হাঁদা আমাকে পালাতে বারণ করে নিজেই যে পালাচ্ছিস? তড়পানি চুপসে গেলো? তোর চাউস ঘুড়ি কই?
ঘুড়ি ওড়াচ্ছিস ওড়া, ম্যালা ফ্যাকর ফ্যাকর করিস না।

হাঁদা-ভোঁদার



সাইকেল পর্ব





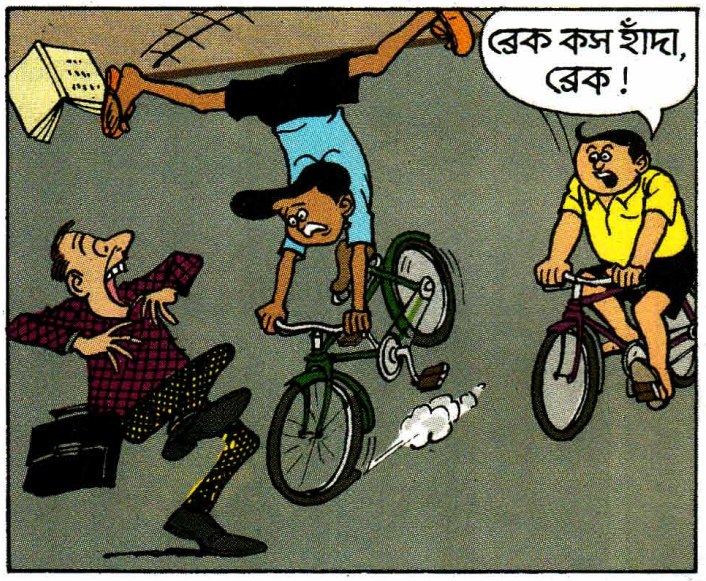





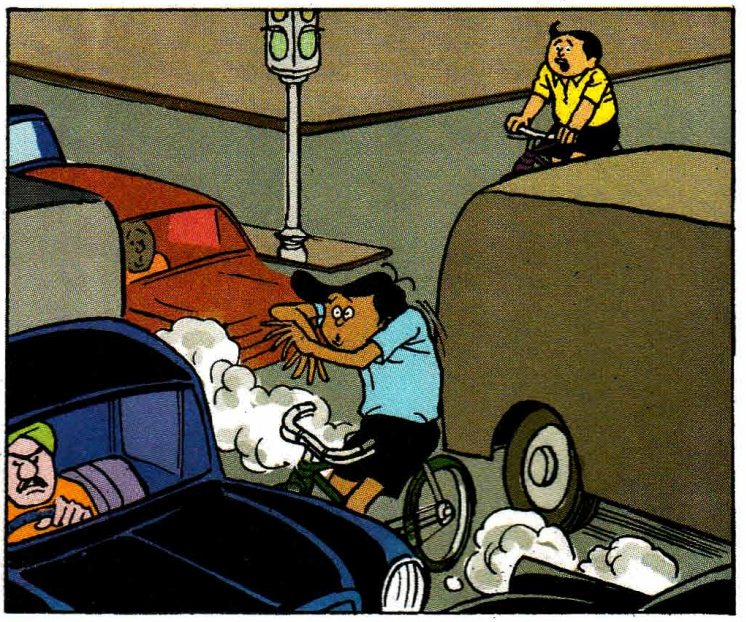


পরে
এখানে বলছে, কখনো সাইকেল চড়ে পাশাপাশি যেও না! বলতো কেন?
নিরাপদে সাইকেল চালনা
কারণ এটা তোমার নিজের এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের পক্ষে বিপজ্জনক!
পরে
না, কখনই হাত ছেড়ে চড়বে না, তার মানে হ্যাণ্ডেলবারে হাত না লাগিয়ে।
কেন, সেটা একটু দেখো না হাঁদা!
দ্যাখ, মনে হয় নিরাপদ, কিন্তু আসলে সাংঘাতিক বিপজ্জনক!
দুম দড়াম ধপাস
তোর পড়বার জন্যে একটা বই এনেছি হাঁদা। বইটা হলো— নিরাপদে সাইকেল চড়ার উপায়।
6

হাঁদা-ভোঁদার

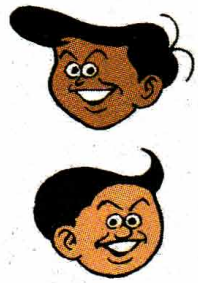

যোগব্যায়াম










ওঃ! একেবারে জমিয়ে দেওয়া ঠাণ্ডা রে মাইরি!
ইঁ ইঁ - ভা-ভারী চ-চমৎকার লা-লাগছে!
বাজী রেখে বলতে পারি হাঁদা, তোর দাঁতে দাঁতে কন্‌সার্ট হচ্ছে!
অর্‌র্‌! তুই দেখবি ভোঁদা, সারা বছরে আর আমার সর্দি-টর্দি লাগবে না! আহ্-আহ্-আহ্—
ছোঃ!
হাঃ হাঃ! ঘাবড়াস না হাঁদা! তোর যৌগিক প্রক্রিয়ার ফল তুই একেবারে হাতে নাতে লাভ করেছিস!

হাঁদা-ভোঁদার



ব্যাঙ-লাফ খেলা



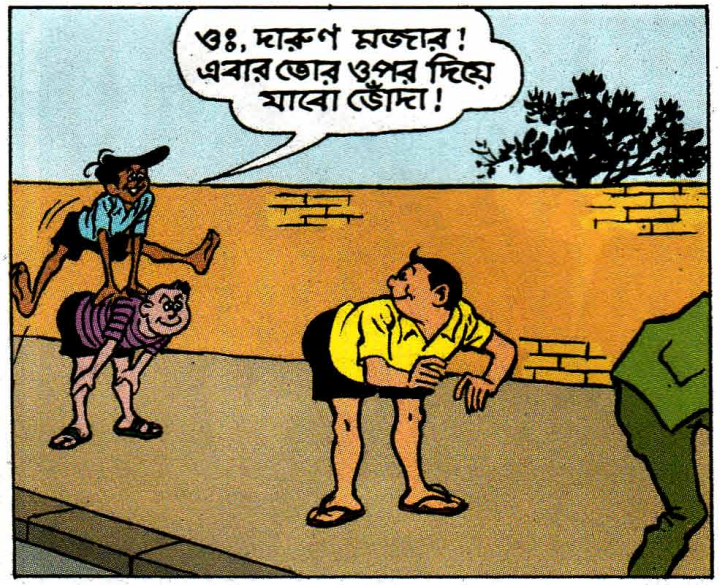












আঁফ্!
তুই কি রে হাঁদা? আলগা ম্যানহোলের ওপর দাঁড়াবার কোন মানে হয়?
দূর বোকা! তোর ওজনের জন্যেই এটা হলো ভোঁদা!
হুঁশিয়ার হাঁদা! ছেলেটার ফেলে যাওয়া একটা স্কেট তোর সামনে!
আমাকে শিগগির থামা ভোঁদা! আমি যে সোজা এঁদো খালটার দিকে যাচ্ছি রে!
হাঃ হাঃ! হাঁদা এখন—
ঝপাস!
—সত্যিকারের ব্যাঙদের সঙ্গে ব্যাঙ-লাফ খেলছে!
ক্রোয়াঁক!
কোঁয়াক!

হাঁদা-ভোঁদার

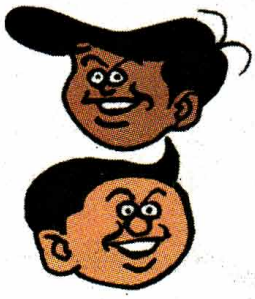

টেকনিক


কি বসে বসে মাথা মুণ্ডু বই পড়ছিস। চল,ওদিকের মাঠে যে বিরাট মেলা বসেছে সেটা দেখে আসি।


তোকে আর আমার মতো স্মার্ট বানাতে পারলাম না।নামের মতো কাজেও তুই ভোঁদা হয়ে থাকলি!
তাই হবে হয়তো!


মেলায়
দেখি কটা নারকেল ফেলে জিতে নিতে পারি—
ইস! একটুর জন্যে ফসকে গেলো রে হাঁদা!
প্রতি ফল ১০ পয়সা


দূর! ওই নারকেলে হিট করা তোর কম্ম নয় ভোঁদা! দ্যাখ এক বলেই ঠিক লাগিয়ে দিচ্ছি।


বল করবার টেকনিকটা শুধু দ্যাখ। তারপর দ্যাখ বল ঠিক জায়গায় কেমন হিট করে।
উফ্!
হাঁদা! তোর বল ঠিক জায়গাতেই হিট করেছে!
হাঁদা! তোর বলটা পুলিশের মাথায় আর একটা ডুপ্লিকেট বল বানিয়েছে!
য়্যা!
এ্যাই ভোঁদা! সারাদিন এ ভাবে ঘুরবো না কি? শীগগির ওকে ব্রেক কষিয়ে দে!
তোর ছোটার টেকনিকটাও কিন্তু দারুন লাগছে হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার

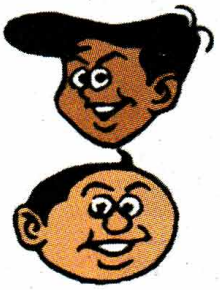

মহাশূন্য যান





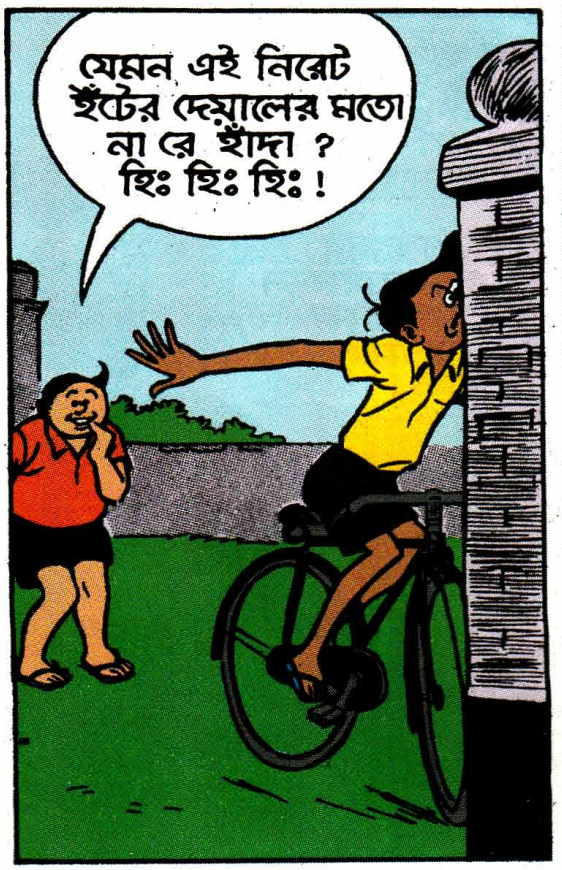




আমার বয়সের ছেলেদের মধ্যে আমিই প্রথম, যে মাটি ছেড়ে শূন্যপথে পৃথিবী পাক দিচ্ছে !
শোঁ ও ও ও
লক্ষ লক্ষ মাইল ওপর থেকে নামবার সময় আমি বিশাল জনতার উল্লাসের চীৎকার অনুভব করছি !
মরেচে! দড়ি ছিঁড়ে হাঁদার মহাকাশযান কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে !
কিন্তু হাঁদা, তোর তো পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার কথা—ভেতরে ঢোকবার তো নয় !
আঁউ আমস্!
আমার কাপড় কাচা মেসিন নিয়ে কি করছিস রে হাঁদা ?
মহাকাশযানের চেয়ে তোর সাইকেলে চড়াই ভালো রে মহাকাশচারী হাঁদা !

হাঁদা-ভোঁদার

নয়া বিপত্তি














উঃ! ভোঁদাটা আবার গেলো কোনদিকে! ওকে সতর্ক করতে হবে।
হোয়াঁক!
মরেচে! হাঁদা যে সোজা পার্ক পাহারাদারের দিকে চলেছে!
কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে হে চাঁদ?
বসবার অন্য জায়গা খুঁজে দ্যাখ, হতচ্ছাড়া উজবুক!
হাঁ করে দেখছিস কি? নামা না আমাকে। দেখছিস বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছি!

হাঁদা-ভোঁদার

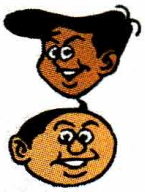

বিপত্তি


দ্যাখ ভোঁদা, কি রকম গ্লাইডার বানিয়েছি। কম্পিটিশনে উড়িয়ে প্রাইজ নেবো।
বলিস কি রে? কখন বানালি?


দে না, হাতে নিয়ে একবার দেখি।
আচ্ছা নে। সাবধানে ধরিস কিন্তু!


আরে আরে করছিস কি?
এই যাঃ! বেড়ার ওপাশে চলে গেলো!


আমি এই রকমই একটা গ্লাইডার চাইছিলাম হিঃ হিঃ!
দেখলি হাঁদা? হোঁৎকা ট্যাঁপা কেমন গ্লাইডারটা বাগিয়ে নিলো!


যা জানিস না তা করতে গিয়েই তো তুই সব সময় বিপত্তি ঘটাস!
এ্যাই হতচ্ছাড়া ট্যাঁপা! ভালো চাস তো শীগগির আমাদের গ্লাইডার দিয়ে দে!


ঠিক আছে, তবে হাতে না দিয়ে মাথায় দিচ্ছি!
ওঁক!


সব সময় কি গোঁয়ার্তুমি করে কাজ হয়। তার জন্যে বুদ্ধি খাটাতে হয়। এই দ্যাখ—আমি এই জলবিছুটি পাতার গুঁড়ো দিয়ে কার্যোদ্ধার করবো!
ফুঁ দিয়ে এগুলো আমি জানালার ভেতরে পাঠাচ্ছি।
হতভাগা এখন চুলকোতে ব্যস্ত। এই তালে গ্লাইডারটা নিয়ে কেটে পড়ি!
ওফ্!
বাপরে, মলুম!
উরে বাবারে গেলুম রে!
দেখলি তো ভোঁদা, স্রেফ কেমন সামান্য একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ঘোঁৎকার কাছ থেকে এটা নিয়ে এলুম।
এবার দ্যাখ আমি গ্লাইডার ছুঁড়বো! এবং কোনও রকম বিপত্তি ঘটবে না।
এই দ্যাখ কেমন যাচ্ছে! মরে চে!
একেবারে মোক্ষম জায়গায় গিয়েছে রে হাঁদা!
হাঁদা, তুই শান্তিরক্ষকের গায়ে গ্লাইডারের গুঁতো দিয়ে অশান্তি করেছিস। কোঁৎকা গায়ে পড়ার আগে শীগগির একটা বুদ্ধি খাটা!
বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ না করে লেগ স্পীড বাড়িয়ে দে।

হাঁদা-ভোঁদার

ক্রিকেট পিচ
















সেইমতো
বেশ হচ্ছে বাচ্চু! দ্যাখ্, কেমন আমাদের বিনা মেহনতে কি সহজভাবে পিচের উঁচুনিচু টিপীগুলো সমান হয়ে যাচ্ছে!
কিন্তু
অ্যাই মরেচে! স্টাম্পের খোঁচা খেয়ে ছেদিলালের ঘোড়া যে ক্ষেপে গিয়ে পাগলের মতো ছুটছে রে!
এদিকে ভোঁদা
কি ব্যাপার! রোলার নিয়ে ঘোড়া যে বোলতার চাকওয়ালা গাছের দিকেই ছুটে আসছে!
বোঁওওও!
এই সেরেচে! রোলারের ধাক্কায় বোলতাদের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, শিগগির পালা!
ওরে বাবারে! আমায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে রে! ইরক!
উঃ!
গেছি রে!
ফুটুস
ক্যাটস
পুটুস
পরে
হাঃ হাঃ! এবার ক্রিকেট পীচের টিপী সমান হয়েছে হাঁদা, কিন্তু তোদের সর্বাঙ্গে টিপী গজিয়ে উঠেছে।

হাঁদা-ভোঁদার

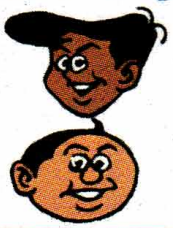

নতুন খেলা

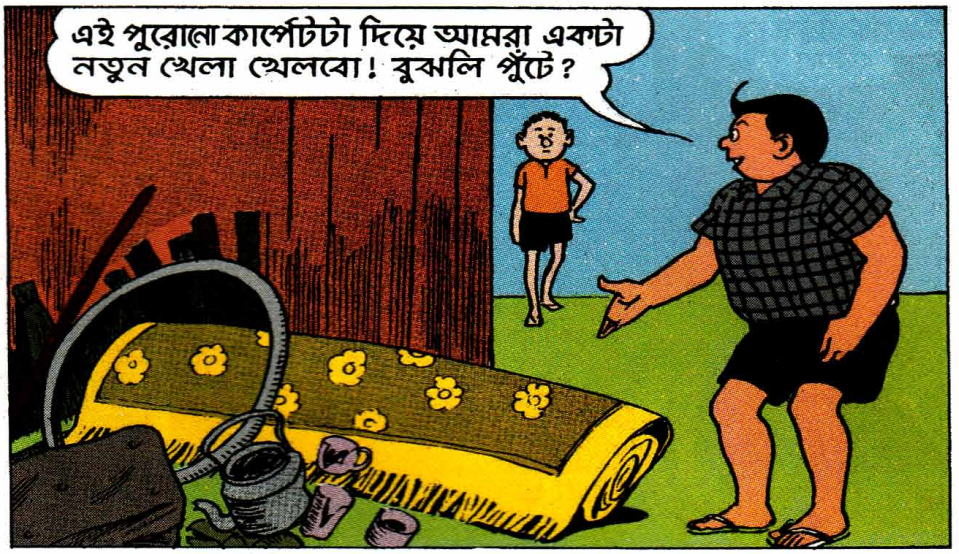
এই পুরোনো কার্পেটটা দিয়ে আমরা একটা নতুন খেলা খেলবো! বুঝলি পুঁটে?


এতে বল খেলার কি রকম প্র্যাকটিস হবে দেখবি!

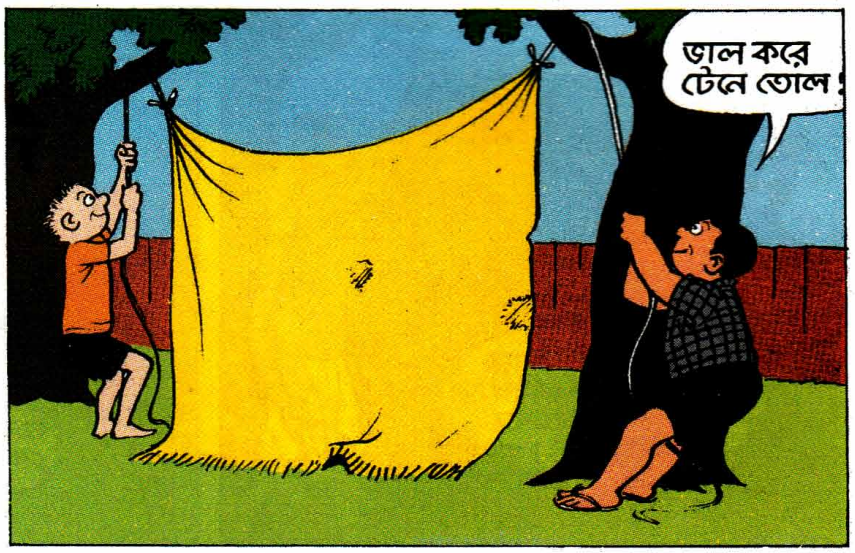
ভাল করে টেনে তোল!


এবারে বুঝেছি! গোলে গোল-কিপার দাঁড়িয়ে। আমরা চারপাশে বল মেরে পয়েন্ট তুলবো!


চমৎকার সট! তোর পাঁচ পয়েন্ট হলো ভোঁদা!


কি খেলছিস রে ভোঁদা ?
একটা নতুন খেলা ! নাম দিয়েছি কার্পেট-বল ! তুই যদি গোলকিকে লাগাস তবে তোর পয়েন্ট নষ্ট হবে !
ওঃ এই ! সরে দাঁড়া ! তোকে নির্ভুল সট্ কাকে বলে দেখাচ্ছি ! কত নম্বরে লাগাবো বল ?
দশে লাগা !
ফ্যাচ্
এঃ ! তুই একেবারে কার্পেটের ঠিক মধ্যিখান ফুঁড়ে বল বার করে দিয়েছিস !
কোন উজবুক বল মেরেছে দেখি একবার !
হাঁদা ! তাড়াতাড়ি কেটে পড় !
এইযে ! তুই তাহলে আমার এই হাল করেছিস ? তবে দ্যাখ হতভাগা !
হিঃ-হিঃ ! আমাদের নতুন খেলায় তুই সত্যিই নতুনত্ব দেখিয়েছিস হাঁদা !

হাঁদা-ভোঁদার

ক্রিকেট ম্যাচ











শুধু তার নয়, এই দ্যাখ,তোর মতই একজন। এও পাহারা দেবে- ডবল প্রোটেকসন বুঝলি বোকচন্দ্র!

খেলা শুরু হবার কিছু আগে

ভোঁদা! এবারে ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে দে!

আ-আ-আচ্ছা!

হাঃ-হাঃ! বেচারা ভোঁদা! খেলার আগেই ছুটোছুটি করতে হচ্ছে!

ওঃ! ভোঁদাটাকে বোধ হয় বাউণ্ডারী পার করে দিয়েছে চল সব – আমরা খেলা আরম্ভ করি!

কিন্তু একটু পরেই

আঁই! ষণ্ডা ব্যাটা ভোঁদাটাকে ছেড়ে এবার আমাকে এ্যাটাক করতে আসছে যে!

গেছিগো! এ্যাই ভোঁদা এটাকে থামানা!

হাঁদা! তুই যদি চাস তো তোর এই রানও আমরা তোর স্কোরের সঙ্গে যোগ করে দেবো!

হাঁদা-ভোঁদার

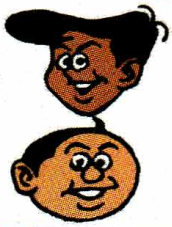

ডগ রেস


কিরে ভোঁদা? আমার কুকুর কি রকম দেখছিস? দৌড়ে এ পাড়ার মধ্যে সেরা!
আরে যাঃ! আমার লেংচুর কাছে ও পাত্তাই পাবেনা!


হিঃ-হিঃ-হিঃ! তোর কুকুরও তোর মতো মোটা! ও দৌড়বে কি! আসছে রবিবার তোর কুকুরের সঙ্গে আমার কুকুরের রেস দেবো!


চ' লেংচু! তোকে দৌড়ের ট্রেনিং দি! হাঁদার কুকুরকে দৌড়ে হারাতে হবে!


দৌড়ো লেংচু দৌড়া! দেখবি শরীর কেমন তেজি থাকবে!


ঠিক এই ভাবে দৌড়ো লেংচু! এতে বেশ ভাল এক্সারসাইজ হচ্ছে! রেসের দিন দেখবি তুই স্রেফ হাওয়ের মতো ছুটতে পারবি!

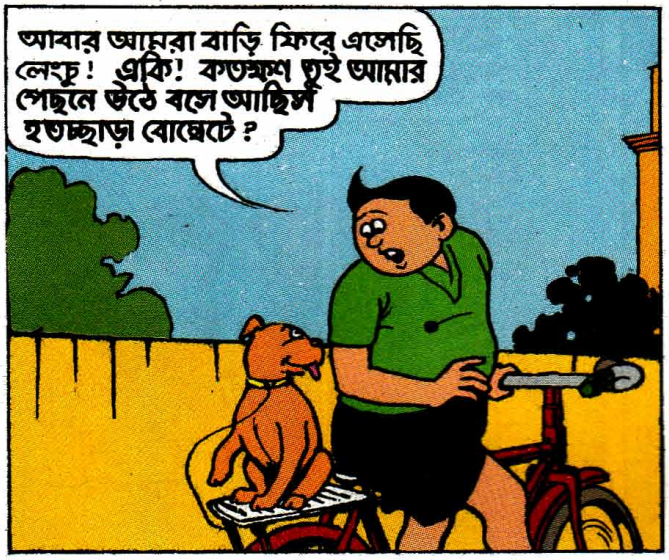
আবার আমরা বাড়ি ফিরে এসেছি লেংচু! একি! কতক্ষণ তুই আমার পেছনে উঠে বসে আছিস হতচ্ছাড়া বোম্বেটে?


এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোর ভয়ানক খিদে পেয়েছে লেংচু? নে, তাহলে ছুটে এসে এই হাড়টা তুই নিয়ে যা দেখি?


এই লেংচু! এদিকে আয়! আরে! ওকি করছিস?
বেহদ্দ কুঁড়ে কুকুর কোথাবার! দৌড়ে হাড় নেওয়ার বদলে, বসে বসে মাটি খুঁড়ে হাড় বের করছিস? কাল তুই হাঁদার কাছে আমার প্রেস্টিজ ফুটো করে দিবি বুঝতে পারছি!
রবিবার রেসের দিন
যে কুকুর আগে গদাইয়ের কাছে পৌঁছবে, সেই প্রথম হবে! তবে তুই নিশ্চিন্ত থাক ভোঁদা— তোর ঐ পেট মোটা কুত্তা আগে পৌঁছবার কোন চান্সই পাবেনা!
হুম্!
রেডি---- স্টেডি---- গো!
হেই ভোঁদা! তোর কুকুর ওকি করছে রে?
হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওরে লেংচু, তোর পেটে পেটে এতো বুদ্ধি! জীতা রহো বেটা!
এ্যাই-এ্যাই! একি হচ্ছে?
না-না এ ঠিক হয়নি!
আমি ঘোষণা করছি, ভোঁদার লেংচুই এ রেসে প্রথম হয়েছে!
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
ইয়া! আমরাই জিতেছি! তুই-ই তো বলেছিলি, গদাইয়ের কাছে যে আগে পৌঁছবে সেই জিতবে!

হাঁদা-ভোঁদার

ডাইভিং বোর্ড

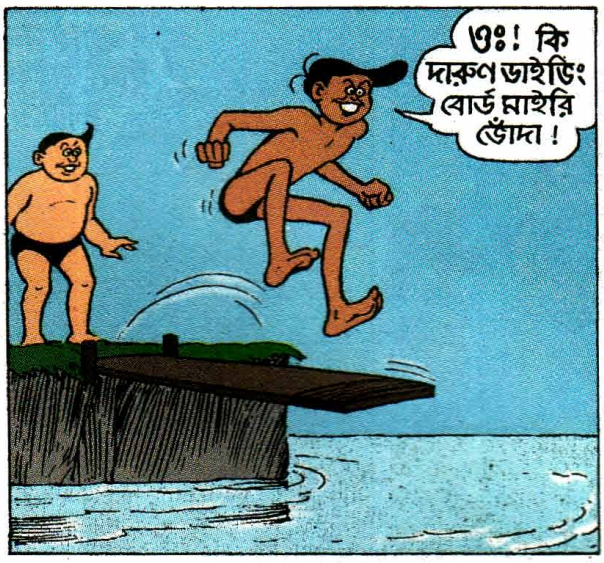











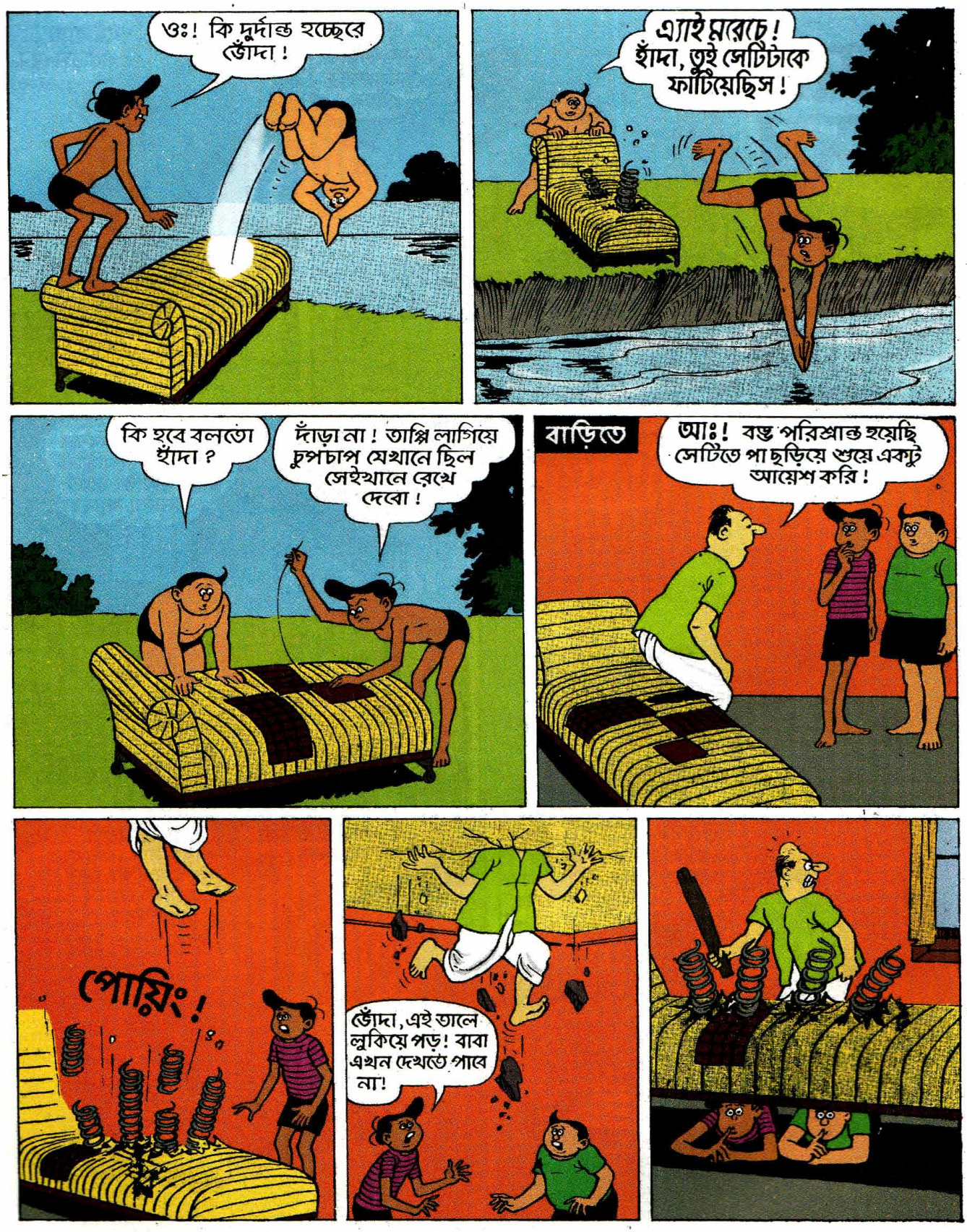
ওঃ! কি দুর্দান্ত হচ্ছেরে ভোঁদা!
এ্যাই মরেছে! হাঁদা, তুই সেটিটাকে ফাটিয়েছিস!
কি হবে বলতো হাঁদা?
দাঁড়া না! আগ্নি লাগিয়ে চুপচাপ যেখানে ছিল সেইখানে রেখে দেবো!
বাড়িতে
আঃ! বড্ড পরিশ্রান্ত হয়েছি সেটিতে পা ছড়িয়ে শুয়ে একটু আয়েশ করি!
পোয়িং!
ভোঁদা, এই তালে লুকিয়ে পড়! বাবা এখন দেখতে পাবে না!

হাঁদা-ভোঁদার

দড়ির খেলা


দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে কি করে কোন কিছুকে ধরা যায় তা আগাগোড়া পড়ে নিয়েছি, এবার হাতে নাতে করে দেখি।
গরু মোষ কাছাকাছি নেই কিন্তু ঐ জানলায় রাখা ফলের ঝুড়িটার ওপর পরখ করতে পারি।

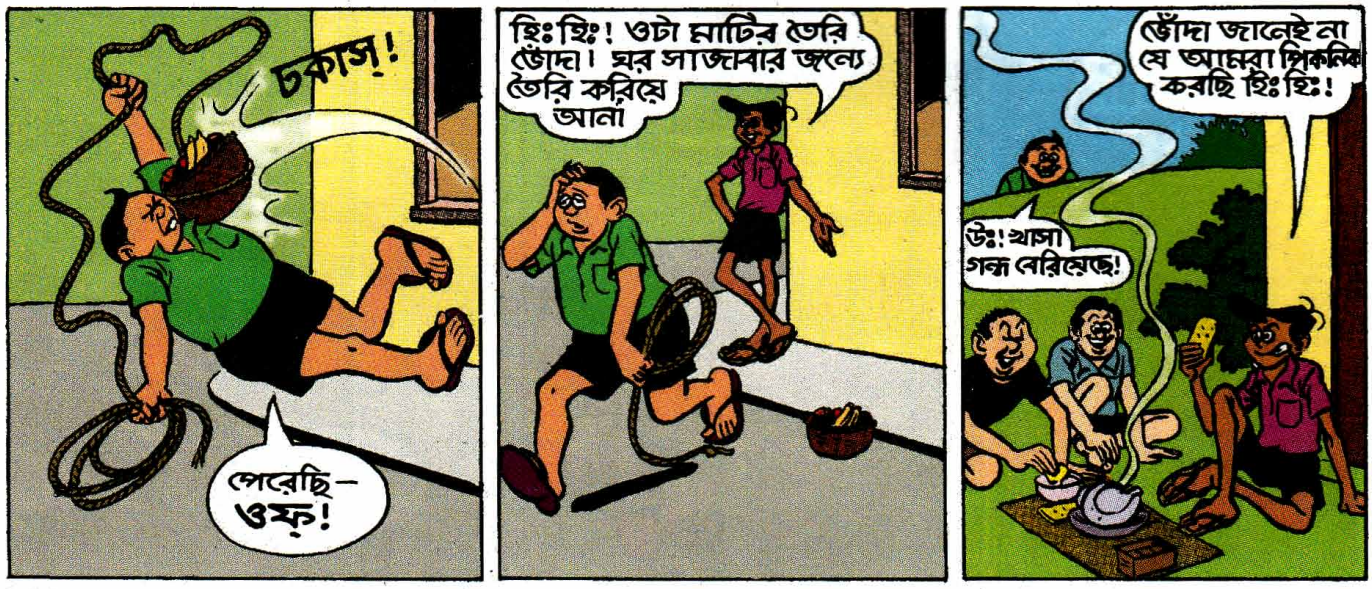
ঢকাস্!
পেরেছি— ওফ্!
হিঃ হিঃ! ওটা মাটির তৈরি ভোঁদা। ঘর সাজাবার জন্যে তৈরি করিয়ে আনা
ভোঁদা জানেই না যে আমরা পিকনিক করছি হিঃ হিঃ!
উঃ! খাসা গন্ধ বেরিয়েছে!


দ্যাখো কি হয়!
ফটাস! ফটাস!
এবার পিস্তলের ক্যাপ ফাটিয়ে ওদের জড়কে দি!
বাঃ! ঠিক মতলব অনুযায়ী কাজ হচ্ছে!


ইস! ঐ উপোসী কুকুরগুলো ছাঁদার দলকে তাড়িয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে খাবারও সাবড়ে দিয়ে গেছে!
ধুমলো, তুই নিজেকে কাউবয় বানাতে চাইছিস?
ঠিক আছে, এখানে আসল কাউবয় হবার সত্যিকারের কিছু সুযোগ পাবি!
ওরে বাবা! এযে একটা পেল্লায় ষাঁড়!
বাপরে! উল্টে ওই আমাকে ধরতে চাইছে!
গেছিরে!
বেশ করেছো! ব্যাটা আমার ব্যাগ ছিনতাই করে পালাচ্ছিলো!
হাঃ হাঃ! ষাঁড় নয়, এক ব্যাগ চোরকে ধরে এই দশটাকা রোজগার করেছি রে, গুঁদা! ভাবছি কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকবো!
বাহ্!

হাঁদা-ভোঁদার



টেনিস খেলা


চল ভোঁদা! পার্কে গিয়ে আমরা নিরীহ খেলা টেনিস খেলি!
ঠিক বলেছিস, তাই চল!

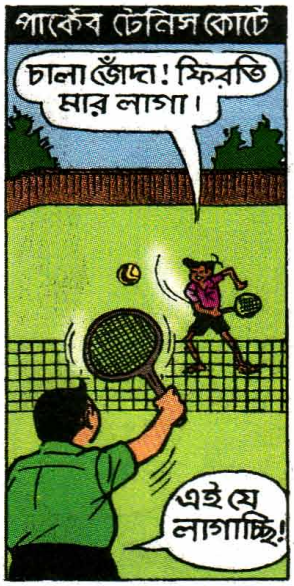
পার্কের টেনিস কোর্টে
চালা ভোঁদা! ফিরতি মার লাগা।
এই যে লাগাচ্ছি!


অ্যাই মরেচে! র‍্যাকেটটা হাত ফসকে একেবারে পারক পাহারাদারের নাকে গিয়ে ঘা মেরেছে!


পাজি, ছুঁচো! এই নে তোর র‍্যাকেট! নিয়ে পাশের কোর্টে যা। ওখানকার বেড়া উঁচু আছে। কাউকে চোট লাগাতে পারবি না।
আচ্ছা তাই যাচ্ছি!


পাশের কোর্টে
পাহারাদার ঠিকই বলেছে, ভোঁদা! এই উঁচু বেড়া ছিটকে এদিক ওদিক যাওয়া বল বা র‍্যাকেট আটকাবে!

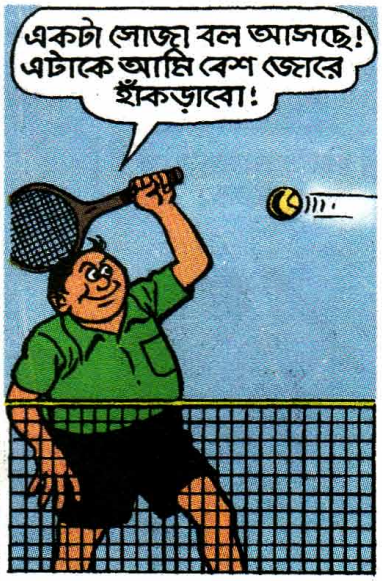
একটা সোজা বল আসছে! এটাকে আমি বেশ জোরে হাঁকড়াবো!


এইরে! জালের ওপরে ঘা লেগে যাওয়াতে হাত থেকে র‍্যাকেটটা ছিটকে বেরিয়ে গেল!

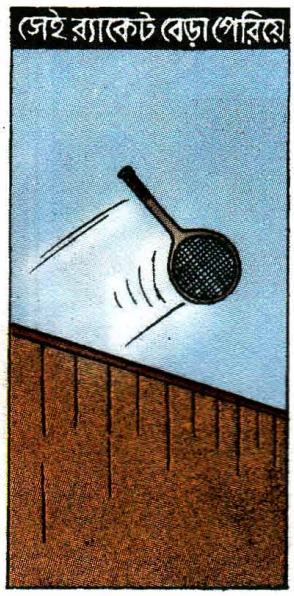
সেই র‍্যাকেট বেড়া পেরিয়ে

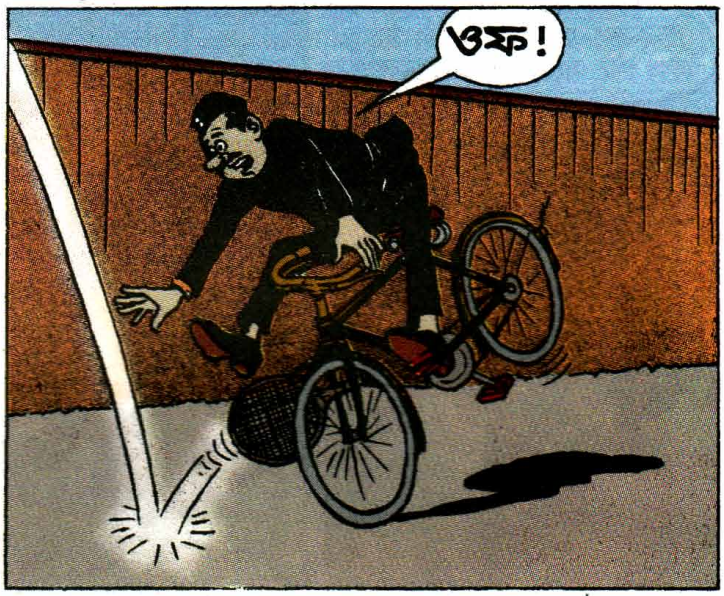
ওফ!


হতচ্ছাড়া ধুমসো রামছাগল! এই দ্যাখ্ আমিও কেমন পাল্টা লাগাচ্ছি!
হোঃ হোঃ! ফস্কেছে!
কিন্তু
ওহ্, না! ফস্কায় নি!
এটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটলো যে, তোর সাবধানতার জন্যে মগজ খেলাতে পারলুম না
পরে পার্কের ধারে একটা ঘরে
কি বানাচ্ছিস রে, হাঁদা!
একজোড়া টেবল টেনিসের ব্যাট! এটাই একমাত্র সেই জাতীয় টেনিস যা খেললে তুই আর কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারবি না!
ওঃ! সত্যি তোর মাথা আছে বটে মাইরি!
পরে
এবার ঝামেলাহীন টেনিস খেলা, হোঃ হোঃ! এই মারটা তোকে পরাজিত করবে!
জানলা গলে পরিস্কার বাইরে!
হুরুক্! আমি একটা উড়ন্ত পিং পং বল গিলে ফেলেছি!
কয়েক মিনিট পরে
ওরে বাবা! ছুটন্ত মোটর-মোয়ার!
ওহ্, না!
বাপ!
একটা টেনিস কোর্ট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবার পর
এই ব্যবস্থাই ঝামেলা বাঁধাবার ব্যাপার থেকে ওদের নিরস্ত রাখবে!
ঘ্ নন নহক মংগ!
অনুবাদ বোকা পাঁঠা!

হাঁদা-ভোঁদার



ক্রিকেট ব্যাট


















বাহ্! আমি জানি এরকম হবে। প্রথম বলেই আমি আউট!
কিছুক্ষণ পরে
আমাদের অর্দ্ধেকই আউট! ভালো করে খেলতে হবে!
খ্যাল ছাঁদা!
এই ছক্কা—এঃ! ব্যাটটা খুলে বেরিয়ে গেলো!
ওফ্! এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে!
ধরে সব ঠ্যাঙানি লাগা!
ওফ্!
ধমাস!
গদাম!
দমাস!
উফ্‌স!
আফ্‌স!
আমাদের ওপর চড়াও হওয়ার মজা টের পাইয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখন আমার পুরোনো ব্যাটটা ফিরে পাওয়া দরকার!
বাড়ি ফিরে
নবাব খাঞ্জা খাঁ! ভালো ব্যাটটা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে!
এই রে! বাবা ওটা দেখে ফেলেছে!
ও-ওটা একদম জীর্ণ হয়ে গেছে।
জীর্ণ? বটে। দেখিতো পরখ করে।
ইঃ!
হোঃহোঃ! তুই ভেবেছিস আমার খুব লেগেছে? আসলে কিছুই লাগে নি। এই দ্যাখ্।
এক ব্যাটের চোট তোকে আরেক ব্যাট বাঁচিয়েছে!

হাঁদা-ভোঁদার

ডুবুরী খেলা







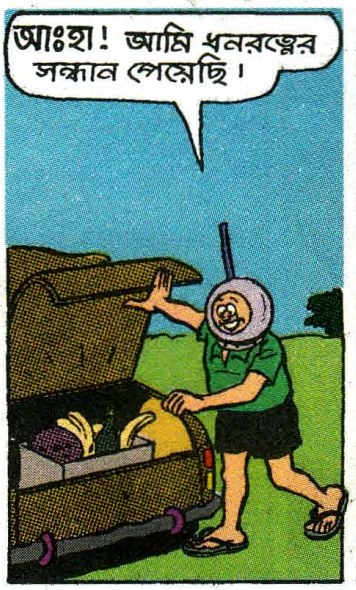





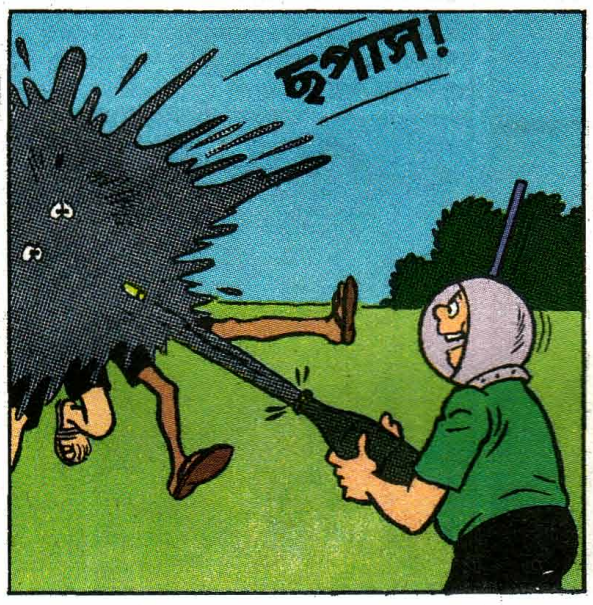



F-21


ধরেছি!
তুই ডুবুরি হতে চাইছিস বুঝি, জোঁদা। বেশ, নে কাঁটাঝোপে ডুব দে!
উফ্!
কাঁটা ঝোপের মধ্যে ডুবে রত্নের সন্ধান পেয়েছি, একটা গল্‌ফ খেলার বল!
পরে
একাজের জন্যে ঠিকঠাক ভালো ডুবুরির পোষাক চাই।
কাঁটা ঝোপ রূপী গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তো তুলছিস নাকি রে জোঁদা?
হ্যাঁ!
হোঃহোঃ! গল্‌ফ খেলোয়াড়রা কখনই এই সব বল ফিরে পেতো না। আমার ডুবুরির পোষাকের দৌলতে এই বল রূপী মুক্তো থেকে ফায়দা তুলছি হাঁদা।
গল্‌ফ বল ৫ টাকা জোড়া
ইস্!

হাঁদা-ভোঁদার

বলের লড়াই

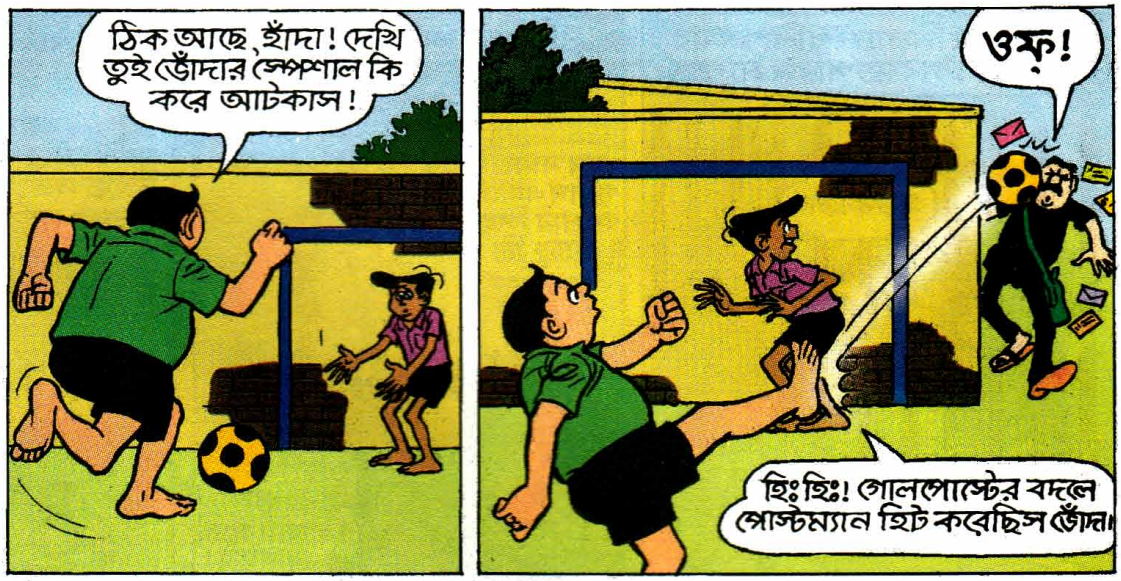

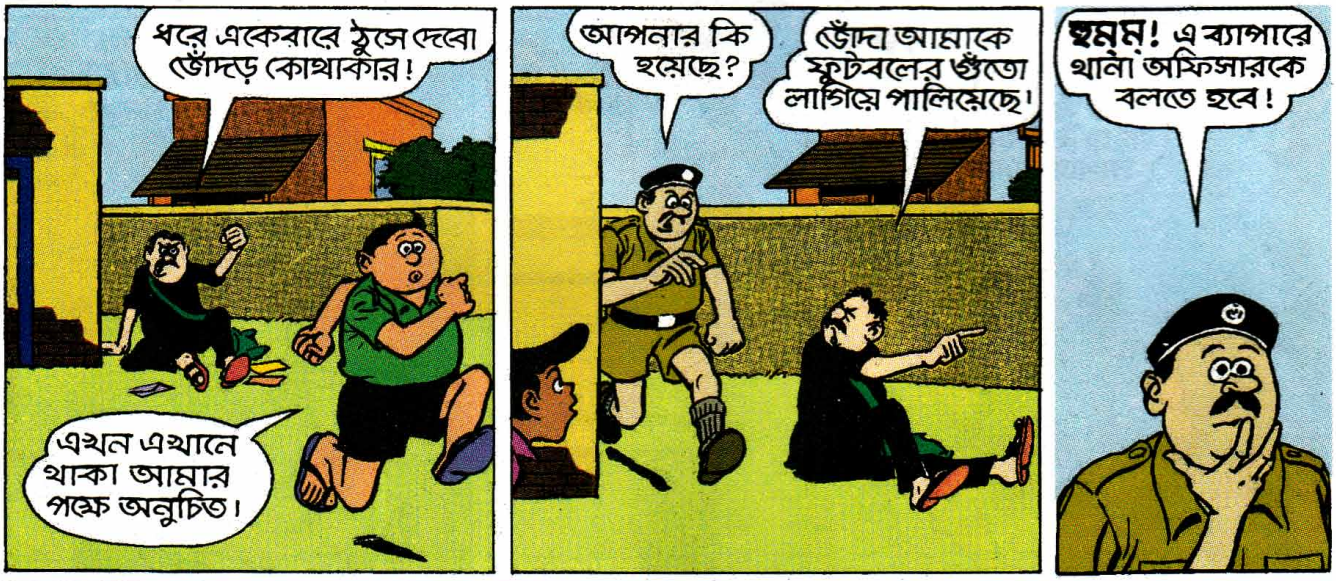




বলটা খুলে নিলাম। পুলিশ আর চট করে টপকাতে পারবে না।
আবার সটকালো।
পরে
থানা অফিসার আমাদের বলেছেন ভোঁদাকে খুঁজে বের করতে। তাহলে উনি ওকে টায়ালে রাখতে পারেন!
ওরে বাবা! পুলিশ এখনো আমার পিছু ছাড়ে নি!
ডাকপিয়নকে বলের গুঁতো দেওয়ার জন্যেই বোধহয়!
আবার পরে
দেখি— আমি লাথি মেরে কতো উঁচুতে বলটাকে তুলতে পারি!
ধরেছি শেষ পর্যন্ত!
ওপস! আমি ধরা পড়েছি— কিন্তু বলটা জানালার বাইরে রাখা টবে লাগতে যাচ্ছে!
ওফ্! তোকে কিন্তু ছাড়ছি না!
পুলিশের মাথা বোধহয় বেশ শক্ত!
চল! অফিসার তোকে দেখতে চাইছেন!
না! আমি টায়ালে যেতে চাই না! জেলে পাঠাবার বিবেচনায় আমি খুবই বাচ্চা!
পরে
বাহ্!
হোঃহোঃ! ভোঁদার উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। আমার ইয়ুথ ক্লাবে খেলবার জন্যে ওকে টায়ালে রাখতে চেয়েছিলাম! হাঁদাদের টীমের বিরুদ্ধে ও যা খেলা দেখাচ্ছে দুর্দান্ত!

হাঁদা-ভোঁদার



শিক্ষানবিশী







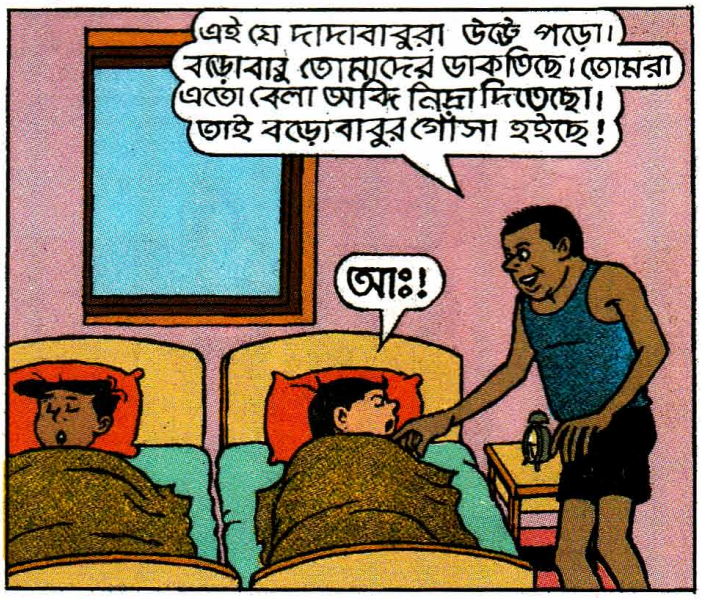






অ্যাই মরেচে! পিসেমশাই!
সব কিছু শিকেয় তুলে এখন শুধু কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস। ন্যাকের ডগায় ঘড়ি রেখেছিস, কিন্তু কটা বাজে দেখেছিস?
পড়ে পড়ে এভাবে ঘুমোলে একেবারে অকম্মা হয়ে যাবি।
তাই আমি ঠিক করেছি আমার বন্ধু, বিরাট বিল্ডিং বিল্ডার বল্টু বাগলের কাছে তোরা শিক্ষানবিশী করবি।
আমার বন্ধু বল্টু বাগল লোক খুবই ভালো, তবে কাজে ফাঁকি দিলে প্রচণ্ড রেগে যায়।
বল্টু বাগলের কর্মকাণ্ড দেখে ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্যে লোকে পাগল হয়ে যায়।
বল্টু বাগল বিল্ডার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টর্স
এই যে ভাই বল্টু! এই অপোগণ্ড দুটোকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। দুটোতে কুঁড়ের বেহদ্দ! তুমি ওদের তোমার কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে রেখে দাও।
কোন চিন্তা নেই। আমাদের এখানে কিছুদিন থাকলেই ঘুম-টুম কুঁড়েমি সব কেটে যাবে।
হেঁঃ হেঁঃ!
কি দুশমনের মতো দেখতে রে!


এবারে চলো, তোমাদের কি কাজ করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি।
তাই চলুন।
এই বালি তোমরা এখান থেকে ওখানে নিয়ে গিয়ে এই জায়গা খালি করে দাও।
কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।
আধঘণ্টা পরে
বাগলমশাই এসে দেখবেন যে, কত জলদি কাজ সমাধা হয়ে গেছে।
সব বালি সরানো হয়ে গেছে, এটাই শেষ।
শিক্ষানবিশ দুজন কি রকম কাজ করছে দেখে আসি।
বাঃ! কথামতো সব বালি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে দেখছি।
তোমরা বেশ তাড়াতাড়িই কাজ করেছো। কিন্তু সরিয়ে রাখলে কোথায়, দেখতে পাচ্ছিনা তো!
কেন, স্যার! আপনি যেদিকে বলেছিলেন সেদিকেই তো রেখেছি।
এইতো এখানে গর্তটায় জল জমে ছিলো, আমরা বালি দিয়ে ভরাট করে দিয়েছি।
ইঃ! বুদ্ধুরামেরা আমার বালিই বরবাদ!


পরে
এবারে এই বালির বস্তাগুলো ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে যাও।
ঠিক আছে। এবার আর কোন গণ্ডগোল হবে না।
বালি সরানোর ধকলে ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। তুই এই টিফিন বক্স থেকে খাবারটা বের কর, ভোঁদা! খালি পেটে আর বালি তোলা যাবে না।
আমারো তাই। চল, একটা ভালো জায়গা দেখে বসি।
বাগলমশাই মনে হচ্ছে ধারেকাছে নেই। এইতালে টিফিনটা সেরে ফেলি।
হ্যাঁ, আমি আবার মোটে ক্ষিদে সহ্য করতে পারি না।
কিন্তু দাঁত বসাবার আগেই
এখনো তো টিফিনের অনেক দেরী। তার আগেই কাজ ফেলে খাওয়া আমি পছন্দ করিনা। বুঝেছো?
বুঝেছি।
আগে কাজ পরে খাওয়া। যাও যে কাজের কথা বলেছি সেটা শেষ করো।
কিছু পরে
যাক প্রাণ যাক মান থাক শুধু ক্ষিদে। ক্ষিদেকে আর রোখা যাচ্ছেনা, ভোঁদা!
আমারও তাই। বাড়িতে থাকলে কতবার খাওয়া হতো বলতো, ভাই! এবারে আগে খাওয়া পরে কাজ!


চল, ভোঁদা! এই মই দিয়ে নীচে গিয়ে আড়ালে একটা জায়গায় বসে টিফিনটা সেরে ফেলি।
তাহলে চটপট নীচে নামা যাক।
সাবধানে নামবি হাঁদা! বগল থেকে টিফিন বাক্স না পড়ে যায়।
ঘাবড়াস না ভোঁদা, খাবার ফস্কাবে না।
আগে খাওয়া পরে কাজ আমরা তো উপোস থেকে কাজ করতে পারি না। কি বলিস, ভোঁদা!
যথার্থ কথা বলেছিস, হাঁদা।
ছোঁড়াদুটো ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা দেখে আসা যাক।
তোমাদের পিসেমশাই এখানে দিয়ে গেছেন পরিশ্রম করে কাজ শেখার জন্যে। যখন তখন খাওয়ার জন্যে নয়।
অতএব তোমাদের মতো শিক্ষানবিশী আমার দরকার নেই।

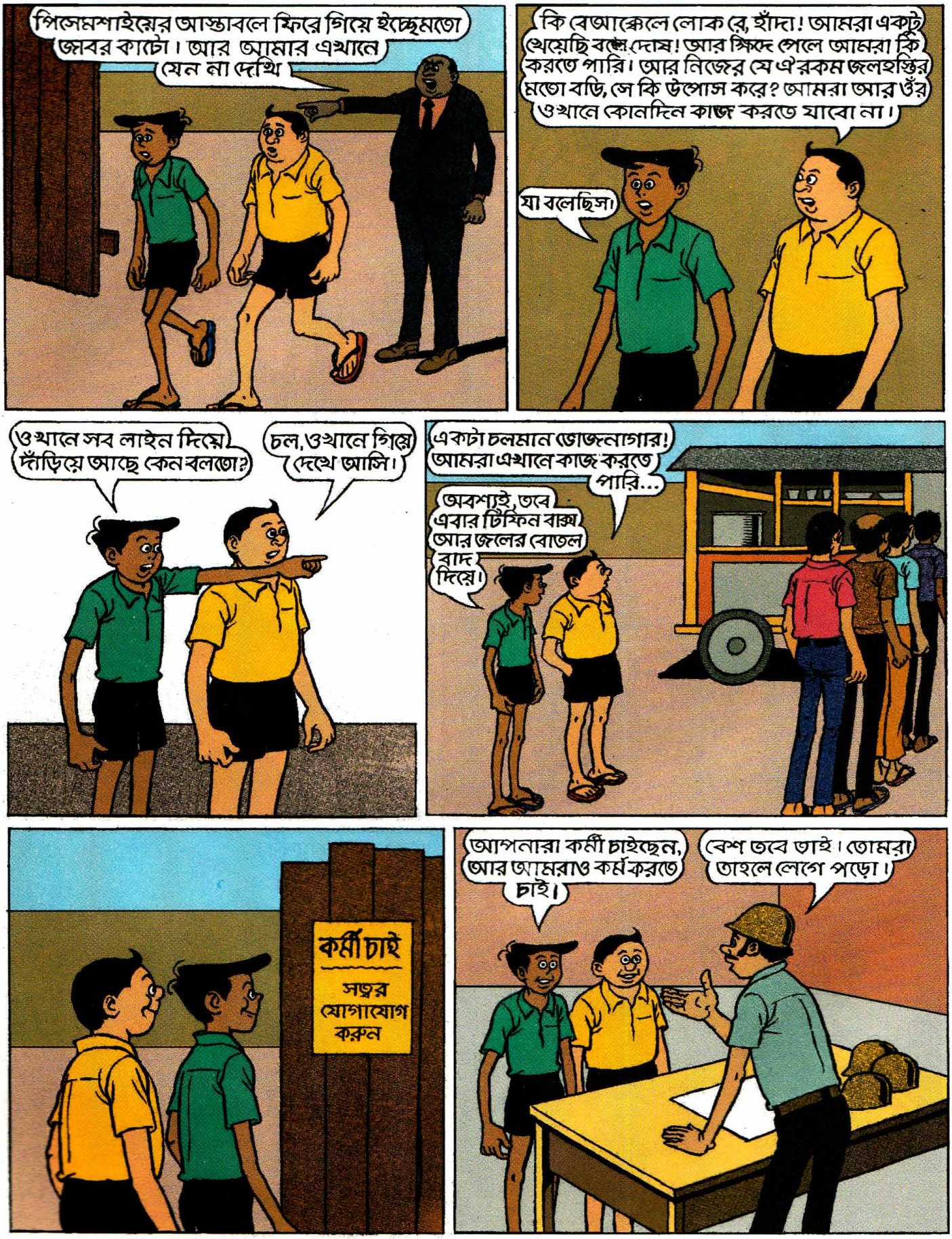
পিসেমশাইয়ের আস্তাবলে ফিরে গিয়ে ইচ্ছেমতো জাবর কাটো। আর আমার এখানে যেন না দেখি
কি বেআক্কেলে লোক রে, হাঁদা! আমরা একটু খেয়েছি বলে দোষ! আর খিদে পেলে আমরা কি করতে পারি। আর নিজের যে ঐরকম জলহস্তির মতো বডি, সে কি উপোস করে? আমরা আর ওঁর ওখানে কোনদিন কাজ করতে যাবো না।
যা বলেছিস।
ওখানে সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন বলতো?
চল, ওখানে গিয়ে দেখে আসি।
একটা চলমান ভোজনাগার! আমরা এখানে কাজ করতে পারি...
অবশ্যই, তবে এবার টিফিন বাক্স আর জলের বোতল বাদ দিয়ে।
কর্মী চাই
সত্বর যোগাযোগ করুন
আপনারা কর্মী চাইছেন, আর আমরাও কর্ম করতে চাই।
বেশ তবে ভাই। তোমরা তাহলে লেগে পড়ো।


এইযে তোমাদের হেলমেট। মনে রেখো; সবসময় এই হেলমেট মাথায় পরে থাকবে।
ঠিক আছে, স্যার!

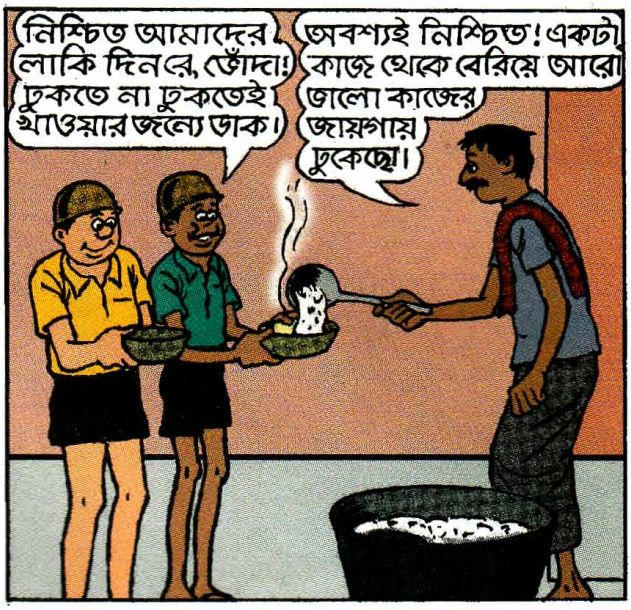
নিশ্চিত আমাদের লাকি দিন রে, ভোঁদা! ঢুকতে না ঢুকতেই খাওয়ার জন্যে ডাক।
অবশ্যই নিশ্চিত! একটা কাজ থেকে বেরিয়ে আরো ভালো কাজের জায়গায় ঢুকেছো।

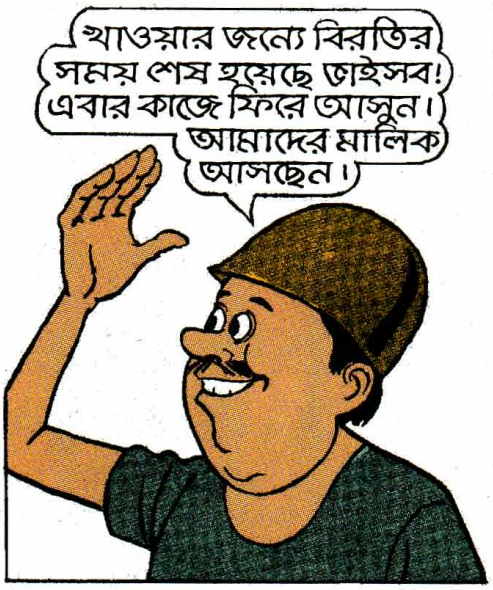
খাওয়ার জন্যে বিরতির সময় শেষ হয়েছে ভাইসব! এবার কাজে ফিরে আসুন।
আমাদের মালিক আসছেন।


আমি বাজি রেখে বলতে পারি এই মালিক আগের মালিকের চেয়ে ভালো হবে।
ওটা একটা বাজে জায়গা ছিলো...


অ্যাই, এই গাড়িটা যেন চেনা চেনা লাগছে!
আমারও তাই মনে হচ্ছে!

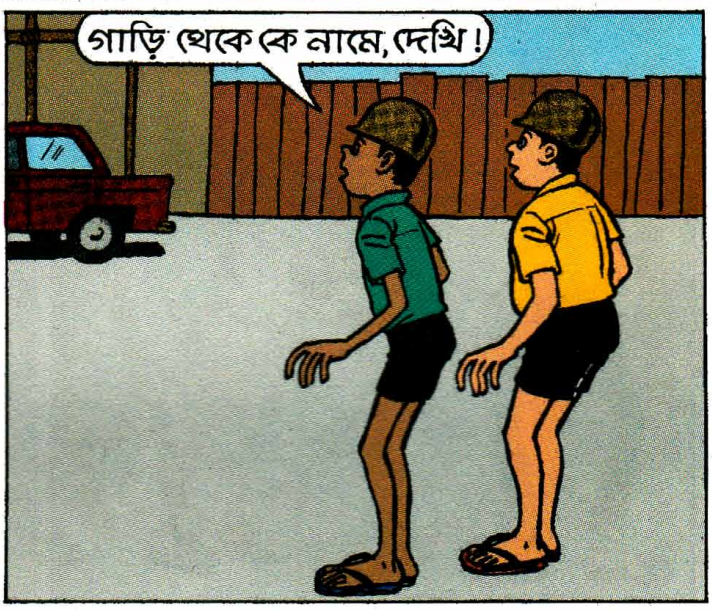
গাড়ি থেকে কে নামে, দেখি!

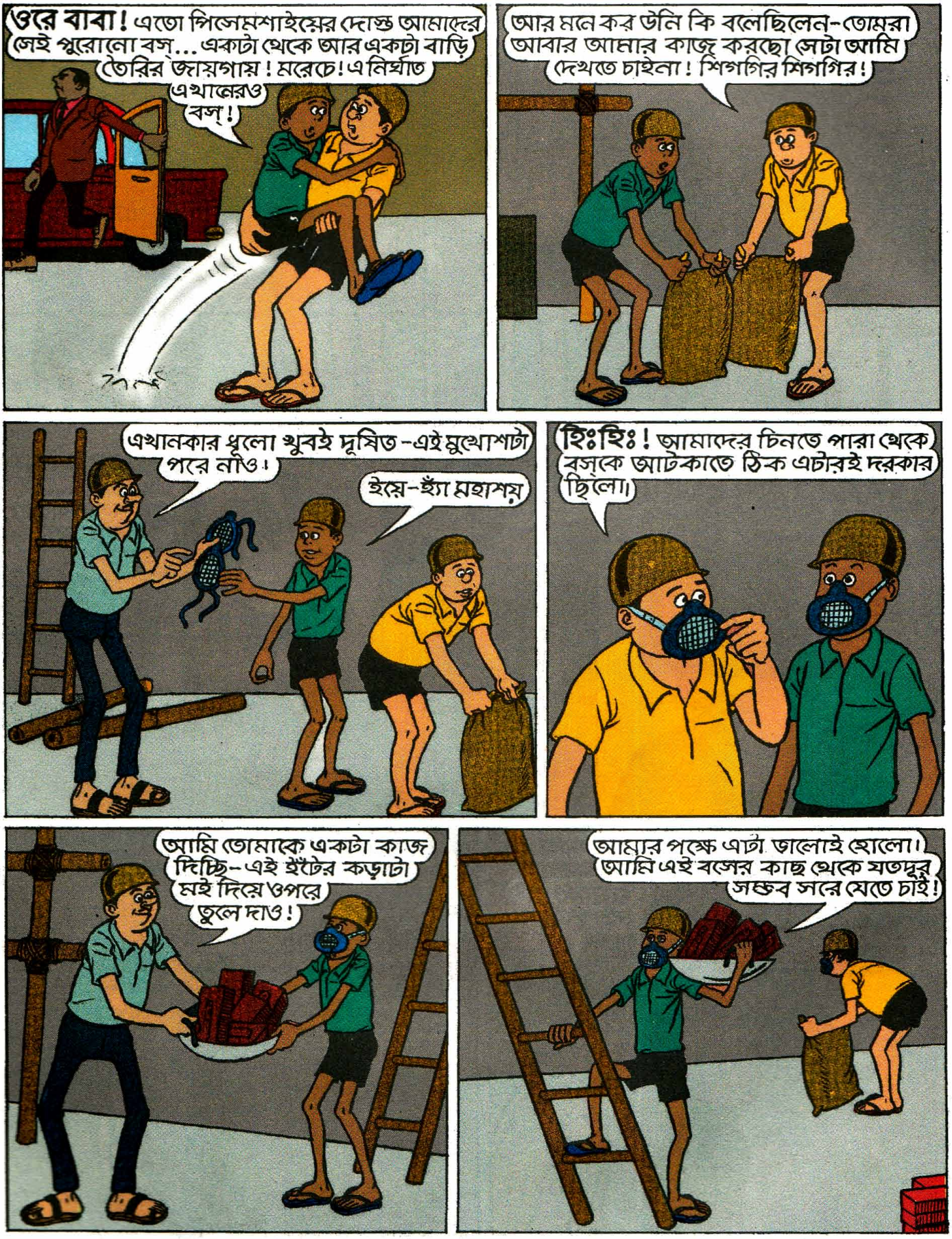
ওরে বাবা! এতো পিসেমশাইয়ের দোস্ত আমাদের সেই পুরোনো বস্... একটা থেকে আর একটা বাড়ি তৈরির জায়গায়! মরেচে! এ নির্ঘাত
এখানেরও বস্!
আর মনে কর উনি কি বলেছিলেন- তোমরা আবার আমার কাজ করছো সেটা আমি দেখতে চাইনা! শিগগির শিগগির!
এখানকার ধুলো খুবই দূষিত -এই মুখোশটা পরে নাও।
ইয়ে-হ্যাঁ মহাশয়
হিঃহিঃ! আমাদের চিনতে পারা থেকে বস্‌কে আটকাতে ঠিক এটারই দরকার ছিলো।
আমি তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি- এই ইঁটের কড়াটা মই দিয়ে ওপরে তুলে দাও!
আমার পক্ষে এটা ভালোই হোলো। আমি এই বসের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সরে যেতে চাই!

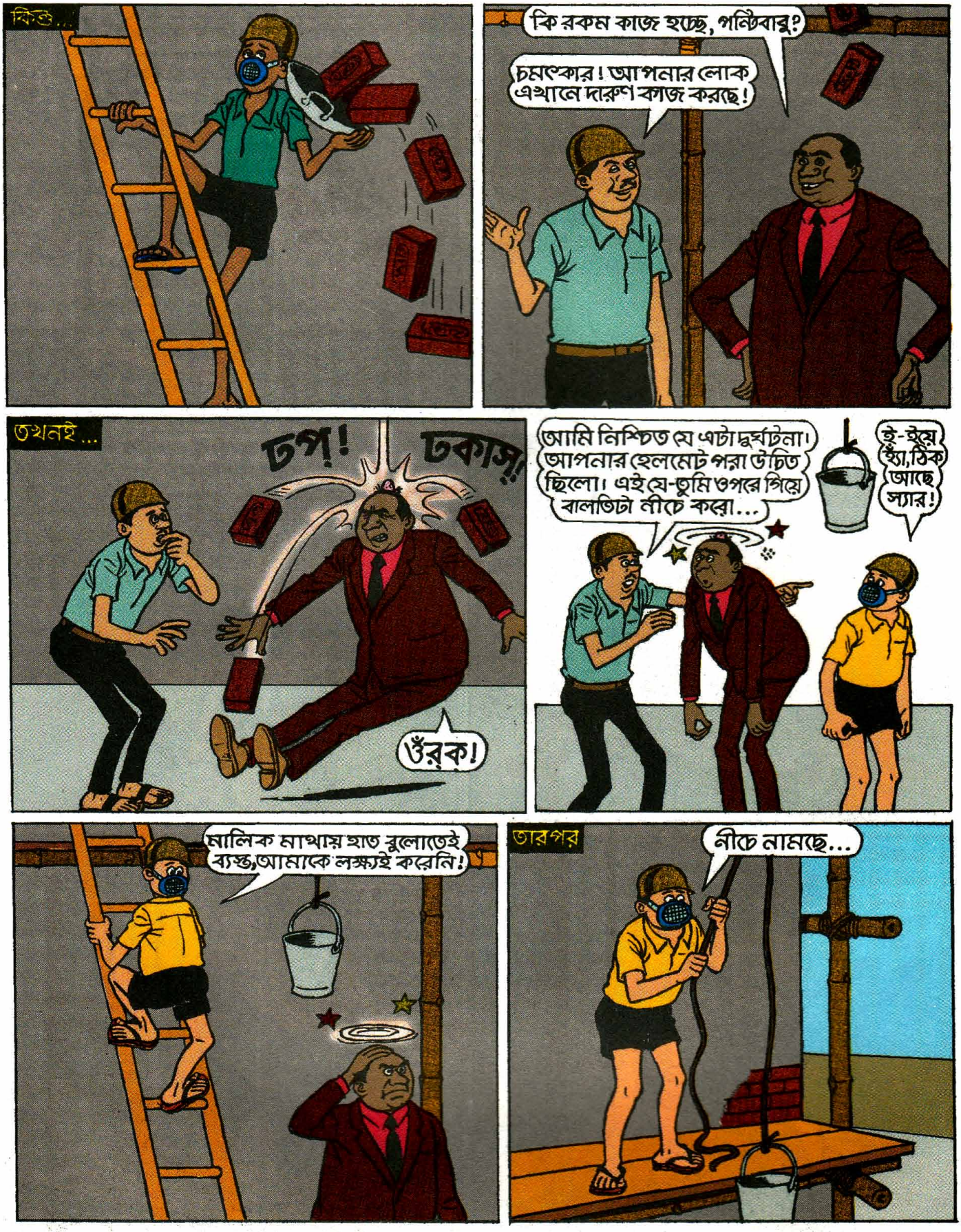
কিন্তু...
কি রকম কাজ হচ্ছে, পন্টিবাবু?
চমৎকার! আপনার লোক এখানে দারুণ কাজ করছে!
তখনই...
ঢপ্!
ঢকাস্!
ওঁরক!
আমি নিশ্চিত যে এটা দুর্ঘটনা। আপনার হেলমেট পরা উচিত ছিলো। এই যে-তুমি ওপরে গিয়ে বালতিটা নীচে করো...
হু-ইয়ে হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার!
মালিক মাথায় হাত বুলোতেই ব্যস্ত, আমাকে লক্ষ্যই করেনি!
তারপর
নীচে নামছে...

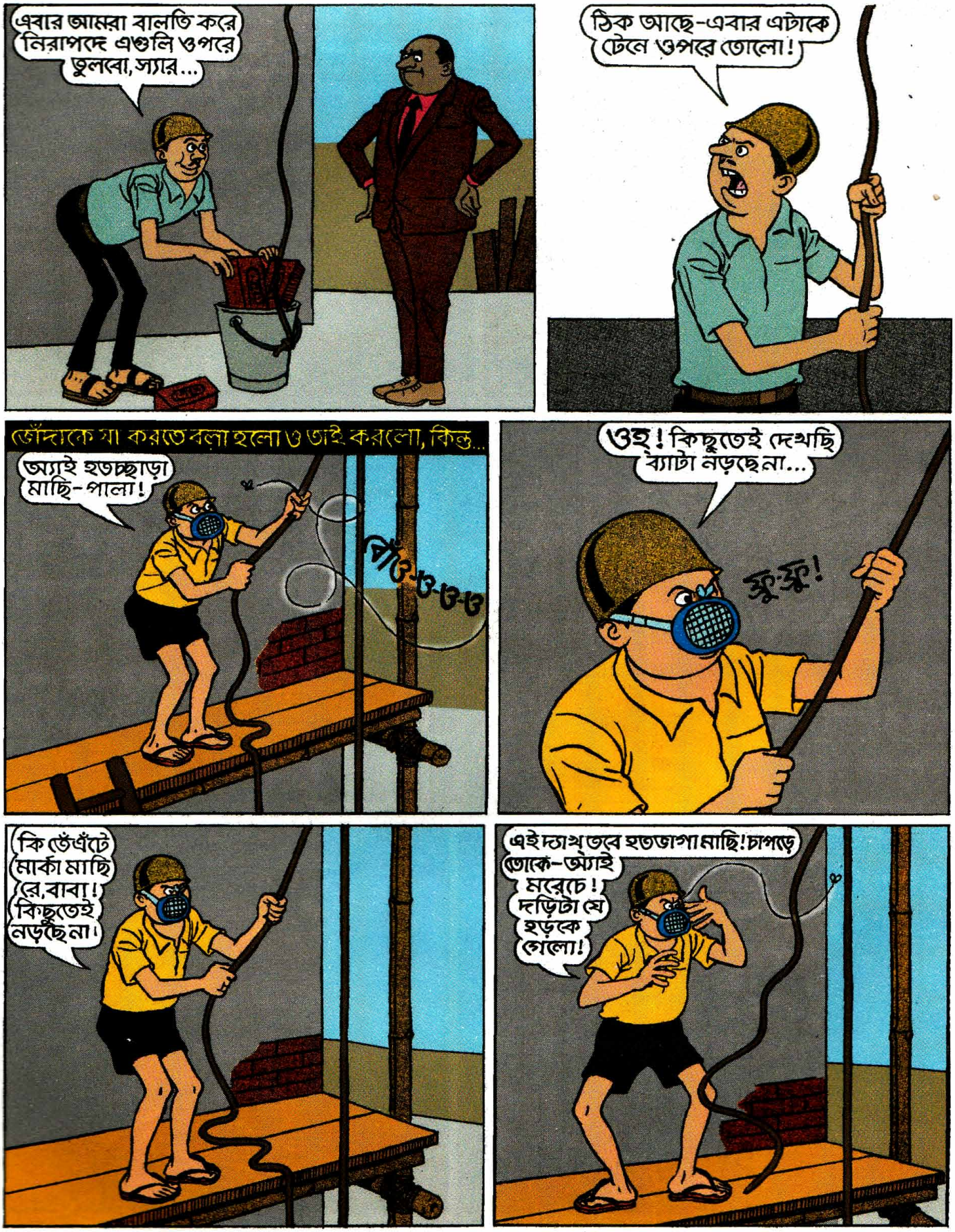
এবার আমরা বালতি করে নিরাপদে এগুলি ওপরে তুলবো, স্যার...
ঠিক আছে-এবার এটাকে টেনে ওপরে তোলো!
জোঁদাকে যা করতে বলা হলো ও তাই করলো, কিন্তু...
অ্যাই হতচ্ছাড়া মাছি-পালা!
পাঁ-উ-উ-উ
ওহ্! কিছুতেই দেখছি ব্যাটা নড়ছে না...
ফু-ফ্!
কি তেঁয়াঁটে মার্কা মাছি রে, বাবা! কিছুতেই নড়ছে না।
এই দ্যাখ তবে হতভাগা মাছি! চাপড়ে তোকে-অ্যাই মরেচে! দড়িটা যে হড়কে গেলো!


এবং...
দড়াম!
আর্‌গ্‌!
আজকের দিনটা আপনার পক্ষে যথেষ্ট অশুভ, স্যার!
গর্‌র্‌র্‌!
যদি ইচ্ছা করেন তবে এসে দেখুন এদিকে কি ভাবে কাজ হচ্ছে, স্যার...! আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে!
আমাকে সঙ্গে যেতে হচ্ছে! মুখে মুখোশটা খুবই কাজ দিচ্ছে!
পাইপ পাতা হয়ে গেছে, স্যার... মরেচে-ওখানে দেখছি ঠিকমতো সমান করে পাতা হয়নি!
এটা একটু কেতরে আছে। সামান্য ঘা মেরে এটা সোজা করে দাও। পারবে তো...?
অ-অবশ্যই পারবো, স্যার!
অনিবার্যভাবেই-
ঠকাং!


আরে,আরে ওটা কি করছো? ওভাবে–
কিন্তু-
যাঃ! যা হবার হয়ে গেলো!
গ্লুবস্!
গা-আ-ল্প! বাঁচাও!
আঁউফ্স্
ঝপাস!
সিমেন্ট জমে যাবার আগে জলদি বেরিয়ে আসুন,স্যার!
এই যে,তুমি এতোক্ষণ ছিলে কোথায়? যাও ক্রেনে বসে ওই পাইপটা তুলে ফেলে ওর জায়গায় নতুন একটা বসাও!
হ্যাঁ,স্যার...


আরে তাড়াতাড়ি যাও, গিয়ে ঝটপট পাইপ পাল্টাবার কাজ শুরু করো !
যাচ্ছিই তো, স্যার ! অতো তাড়া দিলে ঘাবড়ে যাবো।
কাজের আগে এতো তাড়া লাগালে কাজ সব গোলমাল হয়ে যাবে !
এসব কাজ অতো তাড়াহুড়োতে হয় না।
আশা করছি এটাই সঠিক লিভার। টুক করে একটু হাত লাগিয়ে দেখি...
সবকিছু এধারে মসৃণভাবে চলছে...
হ্যাঁ, স্যার ! তবে আমি নিশ্চিত অন্য দিকের কাজ আপনাকে আরো ওপরে তুলে ধরবে...
আ-আ-আ-আ-আগ্‌হ্‌ !

F-22


আমাকে নামিয়ে দাও...
আমাকে নামিয়ে দাও...
অ্যাই মরেচে!
বাঁচাও বাঁচাও
হেল্প!
মরেচে! এবারে কোনটা টানলে মালিককে ছাড়ানো যাবে বুঝতে পারছি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে!
ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? স্যারকে তাড়াতাড়ি নামাও, যত সব অপদার্থ।
এই যে নামাচ্ছি। নির্ঘাত এটাই হবে। যা থাকে কপালে, দিই টেনে।
হেল্প! আর কতক্ষণ আমি এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থাকবো?
জলদি করো! জলদি আমাকে নীচে নামাও। আমি আর ঝুলে থাকতে পারছি না!


ওর্‌ফস্‌!
অ্যাই মরেচে! একি প্যাঁচকলে পড়ে গেলেন, স্যার! আমাকে আপনাকে সাহায্য করতে দিন, স্যার।
কোঁওও-কোঁওওও!
এটা কিসের শব্দ?
এটা চায়ের জন্যে সাইরেন!
এটা এখানে খুবই ভালো বন্দোবস্ত, কি বলিস, হাঁদা?
সেটা আবার বলতে হয়!
উফ্‌স্‌! বস্‌ এখনো আমাদের চিনতে পারেনি...
মুখটাই মুখোশের আড়ালে আছে তাই! হিঃহিঃ!
গলা শুকিয়ে গেছে! এক কাপ চা হলে আমি আরো অনেক কাজ করতে পারি...
আমাদের কাপ বা মগ নেই, তাই হেলমেট খুলে নে!

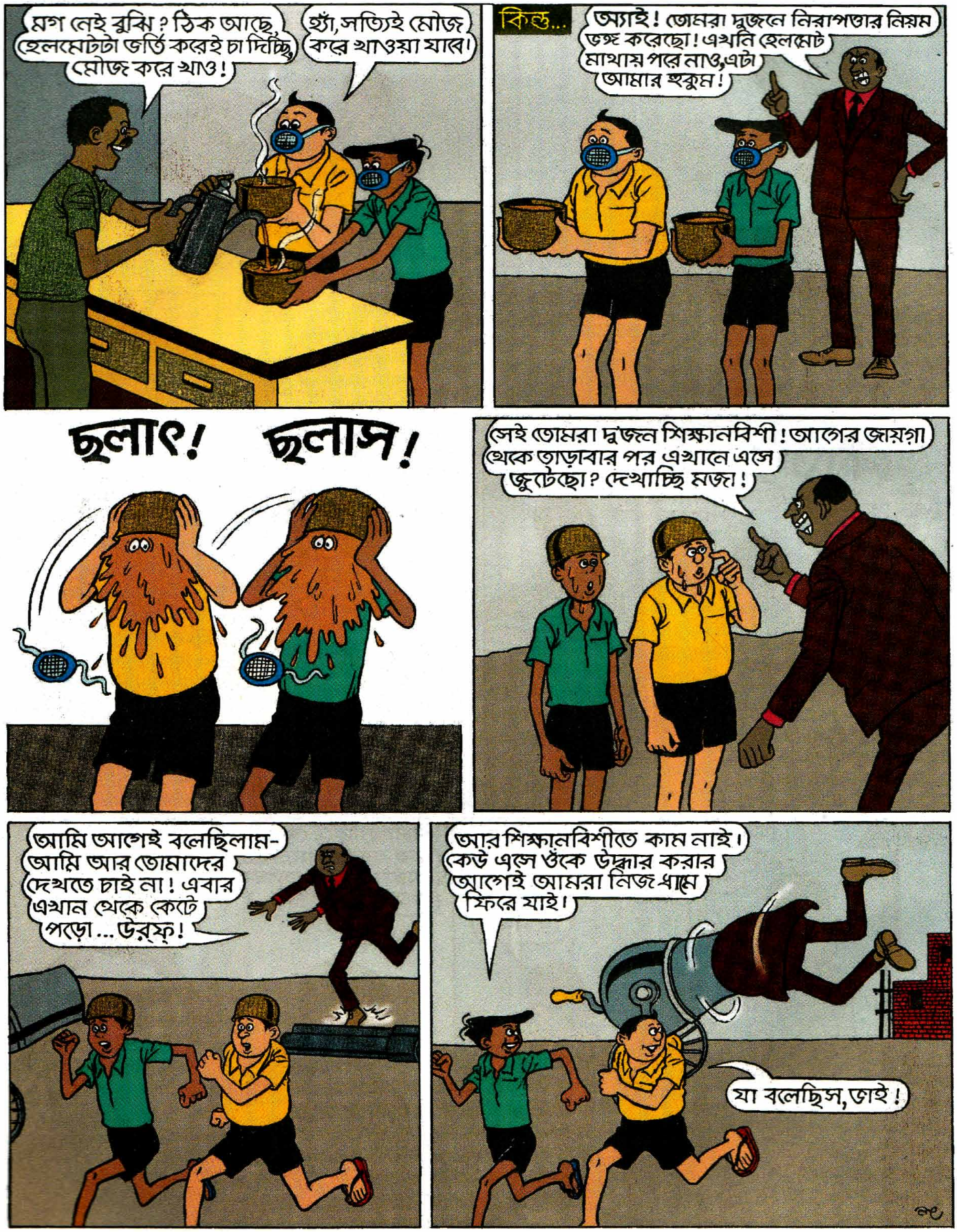
মগ নেই বুঝি? ঠিক আছে, হেলমেটটা ভর্তি করেই চা দিচ্ছি, মৌজ করে খাও!
হ্যাঁ, সত্যিই মৌজ করে খাওয়া যাবে।
কিন্তু...
অ্যাই! তোমরা দুজনে নিরাপত্তার নিয়ম ভঙ্গ করেছো! এখনি হেলমেট মাথায় পরে নাও, এটা আমার হুকুম!
ছলাৎ! ছলাস!
সেই তোমরা দু'জন শিক্ষানবিশী! আগের জায়গা থেকে তাড়াবার পর এখানে এসে জুটেছো? দেখাচ্ছি মজা!
আমি আগেই বলেছিলাম- আমি আর তোমাদের দেখতে চাই না! এবার এখান থেকে কেটে পড়ো... উরফ্!
আর শিক্ষানবিশীতে কাম নাই। কেউ এসে ওঁকে উদ্ধার করার আগেই আমরা নিজ ধামে ফিরে যাই।
যা বলেছিস, ভাই!

হাঁদা-ভোঁদার



লৌহবর্ম


ইস! আমার এরকম একটা লৌহবর্ম থাকলে আমি সবাইকে গোঁত্তা লাগাতে পারতাম!
এই লৌহ বর্মটা আমি নেবো, তারপর তাকে আমি গোঁত্তা লাগাবো!


এটা কেনার মতো টাকা এখন আমার নেই। তাই আমি কিছু ফরমাসি কাজ করে পয়সা সংগ্রহ করবো।


হাঁদারও একই মতলব
যদি তুমি গা নলটা ঠিক করে দিতে পারো তাহলে কিছু টাকা পাবে। যাও মই নিয়ে এসো!
ঠিক আছে।


আমি যদি আগে কাজটা করে দি তাহলে টাকাটা আমাকেই দিতে হবে!


অ্যাই মরেচে! গা নল যে ভেঙে গেলো!

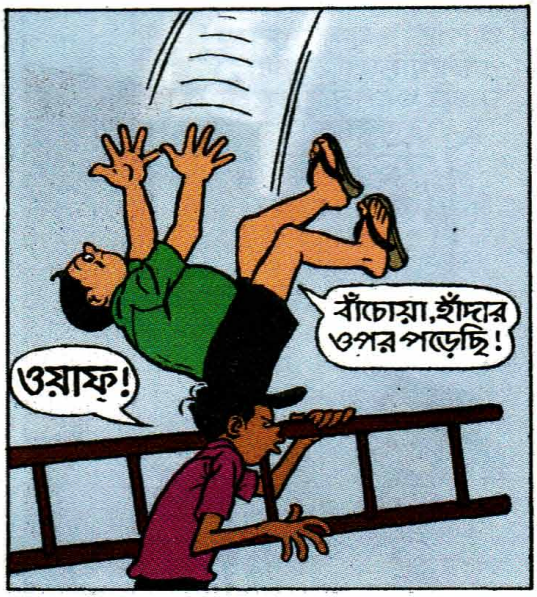
বাঁচোয়া, হাঁদার ওপর পড়েছি!
ওয়াফ্!


হতচ্ছাড়া বাঁদরেরা! দ্যাখ তোরা কি করেছিস!
শিগগির পালা রে, হাঁদা!


পরে
ভোঁদা দেখেছি টাকুবাবুর কুকুরটাকে বেড়িয়ে আনার কাজ যোগাড় করেছে।


হিঃহিঃ! প্রথম নিক্ষেপেই লক্ষ্যভেদ!


পরে
তুই যদি কুকুর খুঁজিস, ভোঁদা, তাহলে একটাকে ফেকুবাবুর বাগানে ঢুকতে দেখেছি!
ধন্যবাদ, হাঁদা!
হেঃ হেঃ! তোকে বলতে ভুলে গেছি এটা ফেকুবাবুর বুলডগ। আর এটা সাংঘাতিক হিংস্র!
গেছি রে!
ঘেউ ঘেউ!
বাঁচাও!
চমৎকার! এই হাড্ডির লোভ দেখিয়ে টাকুবাবুর কুকুরটাকে কাছে আনি।
আপনার কুকুর দৌড়ে পালিয়েছিলো, টাকুবাবু আমি আপনার জন্যে ধরে এনেছি।
সাবাস, হাঁদা! ভোঁদার বদলে পুরস্কার তুই-ই পাবি।
এখন আমি বর্ম কেনার মতো যথেষ্ট টাকা পেয়েছি।
তুই কোথায়, ভোঁদা? এবার আমার সঙ্গে লড়বি আয়।
ঠকাং!
ঢকাং!
হোঃ হোঃ! বর্ম চাপিয়ে ও কর্ম ফতে করতে চেয়েছিলো কিন্তু আমার মাথার গোঁত্তা খেয়ে ওর ঘর্ম ছুটে ও এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

হাঁদা-ভোঁদার

কুকুর ট্রেনিং

















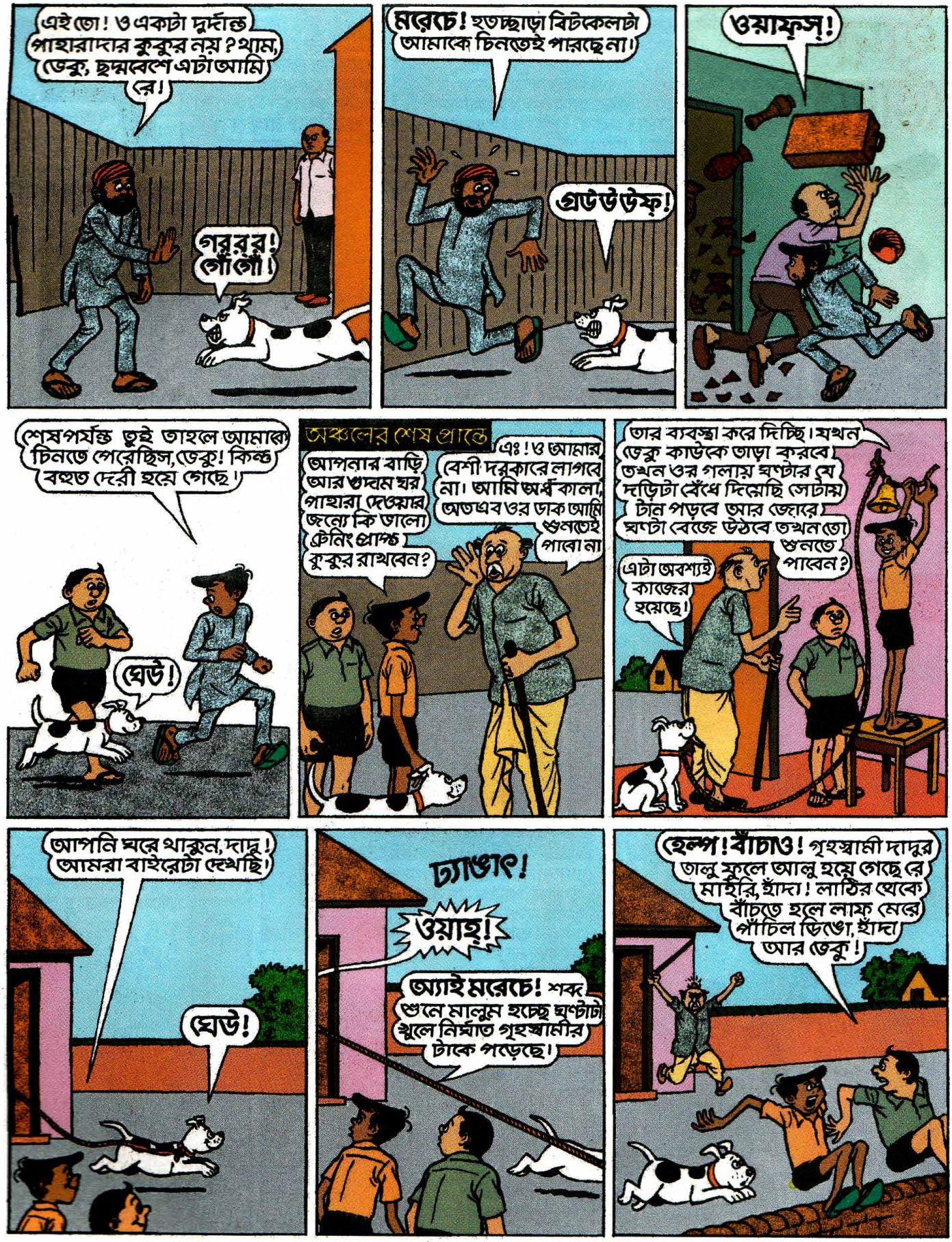
এই তো! ও একটা দুর্দান্ত পাহারাদার কুকুর নয়? থাম, ডেকু, ছদ্মবেশে এটা আমি রে!
গররর! গোঁগোঁ!
মরেচে! হতচ্ছাড়া বিটকেলটা আমাকে চিনতেই পারছে না।
গ্রউউউফ্!
ওয়াফ্স্!
শেষপর্যন্ত তুই তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছিস, ডেকু! কিন্তু বহুত দেরী হয়ে গেছে!
ঘেউ!
অঞ্চলের শেষ প্রান্তে
আপনার বাড়ি আর গুদাম ঘর পাহারা দেওয়ার জন্যে কি ভালো ট্রেনিং প্রাপ্ত কুকুর রাখবেন?
এঃ! ও আমার বেশী দরকারে লাগবে না। আমি অন্ধ কালা, অতএব ওর ডাক আমি শুনতেই পাবো না
তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যখন ডেকু কাউকে তাড়া করবে তখন ওর গলায় ঘণ্টার যে দড়িটা বেঁধে দিয়েছি সেটায় টান পড়বে আর জোরে ঘণ্টা বেজে উঠবে তখন তো শুনতে পাবেন?
এটা অবশ্যই কাজের হয়েছে!
আপনি ঘরে থাকুন, দাদু! আমরা বাইরেটা দেখছি!
ঘেউ!
ঢ্যাঙাৎ!
ওয়াহ্!
অ্যাই মরেচে! শব্দ শুনে মালুম হচ্ছে ঘণ্টাটা খুলে নির্ঘাত গৃহস্বামীর টাকে পড়েছে!
হেল্প! বাঁচাও! গৃহস্বামী দাদুর তালু ফুলে আলু হয়ে গেছে রে মাইরি, হাঁদা! লাঠির থেকে বাঁচতে হলে লাফ মেরে পাঁচিল ডিঙো, হাঁদা আর ডেকু!


তোর ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরের আর তোর এলেমের ঠ্যালায় তো লাঠি-পেটার হাত থেকে কোন মতে বেঁচে ফিরেছি! এবার আমার ট্রেনিংয়ের এলেম দেখবি।
এই দ্যাখ! আমার ব্লাডহাউণ্ড একে আমি লুকোনো খাদ্য খুঁজে বের করার ট্রেনিং দিয়েছি।
দেখি তোর এই ব্লাড হাউণ্ডের কেরামতি।
বেকারি থেকে একটা ছেলের টুপি আমি কায়দা করে তুলে নিয়েছিলাম লক্কাকে শোঁকাবার জন্যে।
শুঁক! শুঁক!
ও এবারে অবশ্যই আমাকে কোন বেকারিতে নিয়ে যাবে, হাঁদা!
শুঁক! শুঁক!
তোর লক্কা যে টুপি শুঁকে বেকারিতে নিয়ে যাবার বদলে তোকে টুপির দোকানে নিয়ে এলো।
টুপি
এবারে এই ফ্রাইংপ্যানটা থেকে খাবারের গন্ধ শুঁকে খাবারের কাছে নিয়ে চল, লক্কা!
শুঁক! শুঁক!
দ্যাখ! এবারে ও নির্ঘাত আমাদের রেস্টোর‍্যান্টে নিয়ে যাচ্ছে, হাঁদা!
রেস্টোর‍্যা
শুঁক! শুঁক!
একি রে! রেস্টোর‍্যান্টের বদলে তোর কুকুর রান্নার সরঞ্জামের দোকানে নিয়ে এলো রে, ভোঁদা!
হিঃ হিঃ!
আহ্! খাওয়ার জন্যে একটা চমৎকার কেক পাওয়া গেলো রে, হাঁদা!


তবে খাওয়ার আগে লক্কাকে শুঁকিয়ে নেবো।
শুঁক!
হিঃহিঃ! শোঁকার বদলে তোর কুকুর দেখছি কেকটাকেই সাবড়ে দিলো রে, ভোঁদা!
কুছপরোয়া নেই! ও যা খেয়েছে এবার ও আমাদের সেই সুখাদ্যের কাছে অবশ্যই নিয়ে যাবে।
ময়দা কল
মরেচে! ও যে আমাদের সোজা একটা ময়দা কলে এনে তুললো রে, ভোঁদা! কি ট্রেনিং দিয়েছিস ভুই।
ময়দা
ওরফ্! ময়দার একটা বোঝা ঐ লোকটার ওপর এসে পড়লো!
আঁউফ্স্!
জলদি, লক্কা! ওকে খুঁড়ে বের কর!
ময়দা কল
শুঁক!
শুঁক!
ময়দা কল
দারুণ করেছো, ভোঁদা! তোমার কুকুর আমার সহকর্মীকে বাঁচিয়েছে!
খাও, ভোঁদা! খেয়ে যাও যতো পারো! তুমি তোমার কুকুরকে দারুণ ট্রেনিং দিয়েছো। আর তোমার খাতিরে হাঁদাকেও খাওয়াচ্ছি।
ইয়ে—হ্যাঁ যথার্থ।
দ্যাখ, হাঁদা! আমার ট্রেনিংয়ে গন্ধ শুঁকে শেষপর্যন্ত ঠিক জায়গায় পৌঁছোলো তো!

হাঁদা-ভোঁদার



জ্যাম অভিযান

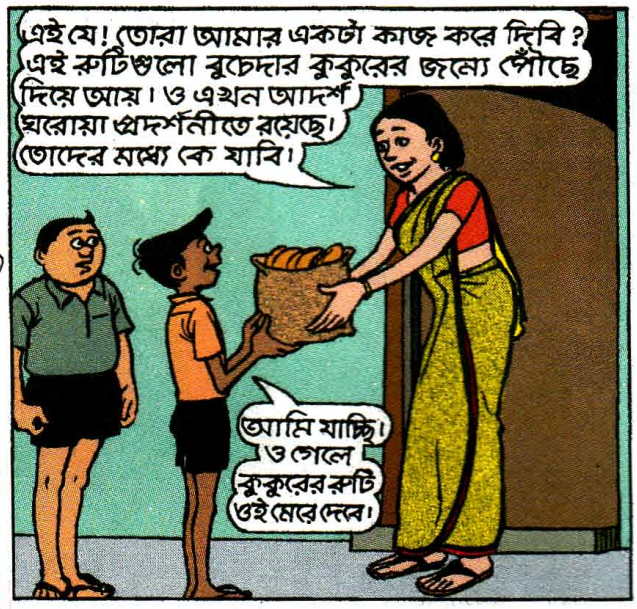
















পরে
আদর্শ ঘরোয়া প্রদর্শনী
জ্যাম
আগে আমার এখানে আসার কথা জানাই উচিত ছিলো। ওরা এখানে জ্যামেরই প্রদর্শনী করেছে!
উল্‌স্! আমারসের সুস্বাদু উপাদেয় জ্যাম! ডোঁদাটা কেটে পড়াতে ভালোই হয়েছে। ওকে ভাগ দিতে হবে না।
অ্যাই! এদিকে আয়, ছিঁচকে উচ্চিংড়ে কোথাকার!
জ্যাম
কোল
না, ওদিকে যাবার কোন চান্স নেই।
মন খারাপ করবেন না। আমরা পাজিটাকে খুঁজে বের করবো।
গন্ধ শুঁকে হতচ্ছাড়াটাকে বের কর, ঝুটে!
পেয়েছি তোকে! শান্ত ছেলের মতো বেরিয়ে আয়।
ওঃ! এবার গেছি!
এইতো সেই ছেলেটা! যার হাত দিয়ে আমি ঝুটের খাবার পাঠিয়েছিলাম।
ওহ্ তাই বুঝি, এবার কি হবে?
হাজতখানায়
ইস্! অতো দৌড়ঝাঁপের পর শুধু শুকনো রুটি আর জল, হাঁদা! একটু জ্যামও দেয়নি রে! চুক্ চুক্!

হাঁদা-ভোঁদার



সাপ সিঁড়ি খেলা













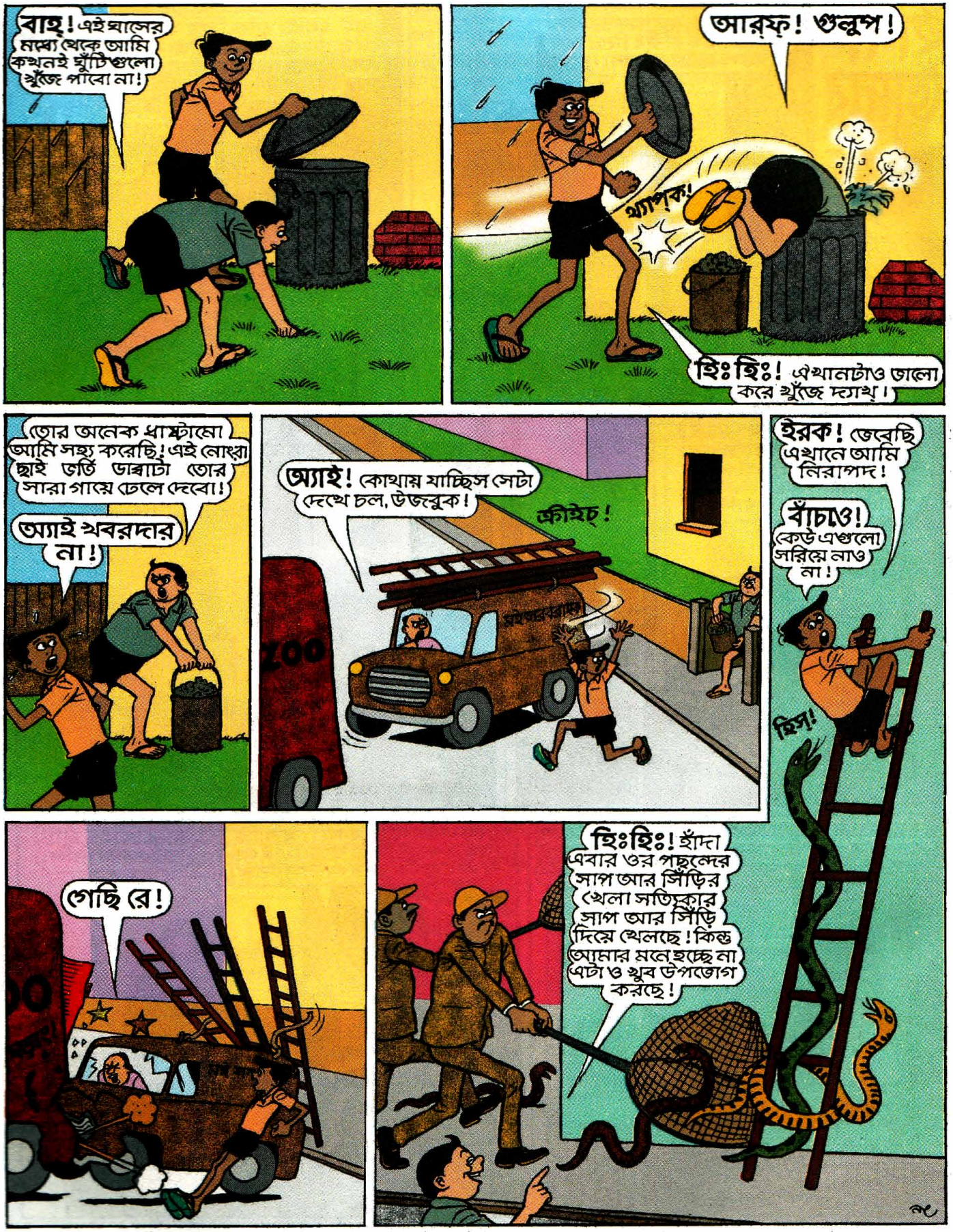
বাহ্! এই ঘাসের মধ্যে থেকে আমি কখনই ঘুঁটিগুলো খুঁজে পাবো না!
আরফ্! গুলুপ!
থ্যাপ্‌ক!
হিঃহিঃ! এখানটাও ভালো করে খুঁজে দ্যাখ্!
তোর অনেক ধাষ্টামো আমি সহ্য করেছি! এই নোংরা ছাই ভর্তি ডাব্বাটা তোর সারা গায়ে ঢেলে দেবো!
অ্যাই খবরদার না!
অ্যাই! কোথায় যাচ্ছিস সেটা দেখে চল, উজবুক!
ক্রীইচ্!
ইরক! ভেবেছি এখানে আমি নিরাপদ!
বাঁচাও! কেউ এগুলো সরিয়ে নাও না!
হিস্!
গেছি রে!
হিঃহিঃ! হাঁদা এবার ওর পছন্দের সাপ আর সিঁড়ির খেলা সত্যিকার সাপ আর সিঁড়ি দিয়ে খেলছে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না এটা ও খুব উপভোগ করছে!

হাঁদা-ভোঁদার



ক্ষতিপূরণ







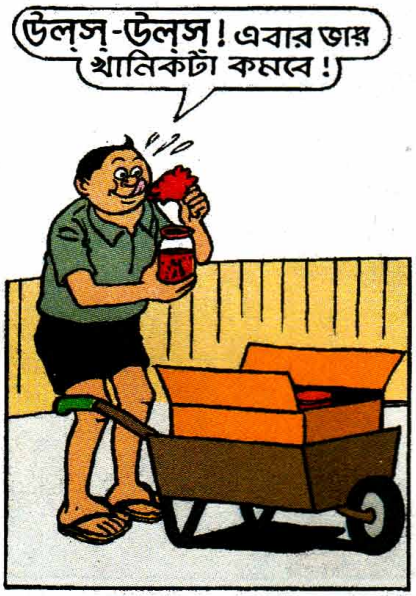









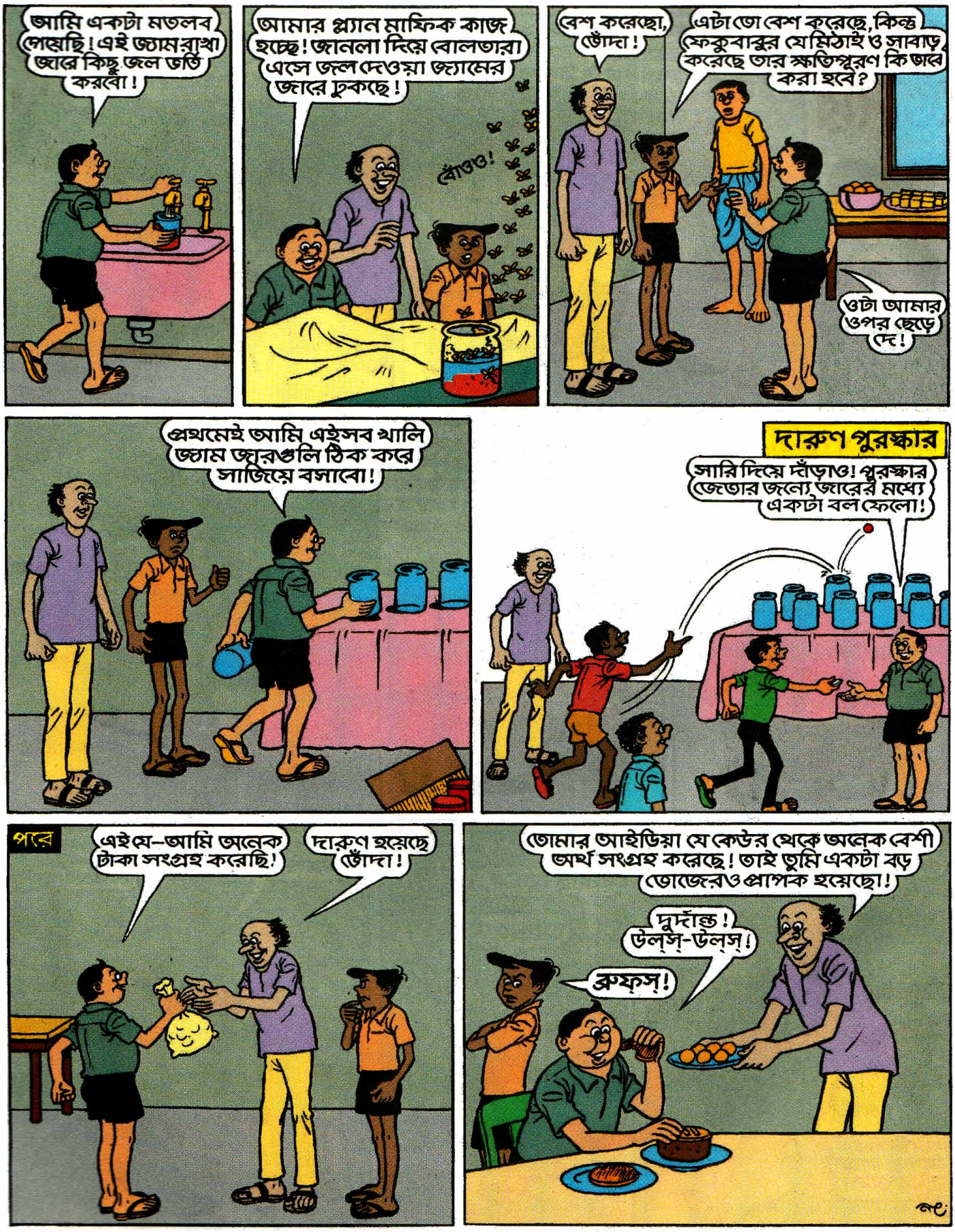
আমি একটা মতলব পেয়েছি! এই জ্যাম রাখা জারে কিছু জল ভর্তি করবো!
আমার প্ল্যান মাফিক কাজ হচ্ছে! জানলা দিয়ে বোলতারা এসে জল দেওয়া জ্যামের জারে ঢুকছে!
বোঁওও!
বেশ করেছো, ভোঁদা!
এটা তো বেশ করেছে, কিন্তু ফেকুবাবুর যে মিঠাই ও সাবাড় করেছে তার ক্ষতিপূরণ কি ভাবে করা হবে?
ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে!
প্রথমেই আমি এইসব খালি জ্যাম জারগুলি ঠিক করে সাজিয়ে বসাবো!
দারুণ পুরস্কার
সারি দিয়ে দাঁড়াও! পুরস্কার জেতার জন্যে জারের মধ্যে একটা বল ফেলো!
পরে
এইযে—আমি অনেক টাকা সংগ্রহ করেছি!
দারুণ হয়েছে ভোঁদা!
তোমার আইডিয়া যে কেউর থেকে অনেক বেশী অর্থ সংগ্রহ করেছে! তাই তুমি একটা বড় ভোজেরও প্রাপক হয়েছো!
দুর্দান্ত! উল্‌স্‌-উল্‌স্‌!
ক্রুফ্‌স্‌!

হাঁদা-ভোঁদার



দাদাগিরি

হাঁদার নয়া বডিগার্ড বন্ধু ন্যাংলা আর প্যাংলা আমাদের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে,ভোঁদাদা!

আর আমি বাধা দিয়েছিলুম তাই হাঁদাদা মেরে আমার চোখে কালশিটে ফেলে দিয়েছে,ভোঁদাদা!

ওহ,ওরা এসব করেছে,করেছে এসব? বেশ,আমার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দে। আমি ওদের থেকে সব বের করে নিচ্ছি!

আরে,ন্যাংলা যে-আমি চ্যাম্পিয়ান হাত হাঁটিয়ে! তোর ক্ষমতায় কুলোবে?

আরে ফুঃ!

তোর চেয়ে আমি ভালোই পারি,এই দ্যাখ্!

তোরা সব কুড়িয়ে নে, আমি ওকে বোকা বানিয়েছি!

কিছু পরে

প্যাংলাটা আমার টাকা নিয়েছে তার কি হবে?

সবটা আমার ওপর ছেড়ে দে।

ঐযে প্যাংলা আসছে!

কে যেন আমার একটা বীভৎস ছবি এঁকেছে! লাথি মেরে আমি এটা ভেঙে ফেলবো!

ওরফস্! আমার পা রেলিংয়ে আটকে গেছে!

এই নে,বাঁকা! তোর কেড়ে নেওয়া টাকা!

দারুণ কৌশল খাটিয়েছো ভোঁদাদা!

F-23


আর হাঁদাদা যে বক্সিং ঝেড়ে আমার চোখে কালশিটে ফেলে দিলো তার কিছু করবেনা, ভোঁদাদা?
বলেছি তো আমার ওপর ছেড়ে দে – আমি ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো!
তাড়াতাড়ি করো ভোঁদাদা – হাঁদাদা আসছে!
ঠিক আছে!
হাঁদার জন্যে
গাধা
না, এক মিনিট! আমি এটায় লাথি মারবো না! আমি বাজি রেখে বলতে পারি কোনো পাজি এটার তলায় ইঁট রেখে দিয়েছে!
হাঁদার জন্যে
গাধা
তুলে দেখি তলায় কি মাল আছে!
হাঁদার জন্যে
গাধা
পেয়েছি ওকে! আমি জানি টুপিটায় লাথি মারার মতো এতো বোকা ও হবে না!
ওর সঠিক সাজা হয়েছে! ভিজে যাওয়ার জন্যে পিসেমশাইয়ের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছে!
আবার যখনি তুই ভিজতে চাস, হাঁদা, আমার পিস্তলে জল ভর্তি আছে!

হাঁদা-ভোঁদার

গলদা প্রতিযোগিতা





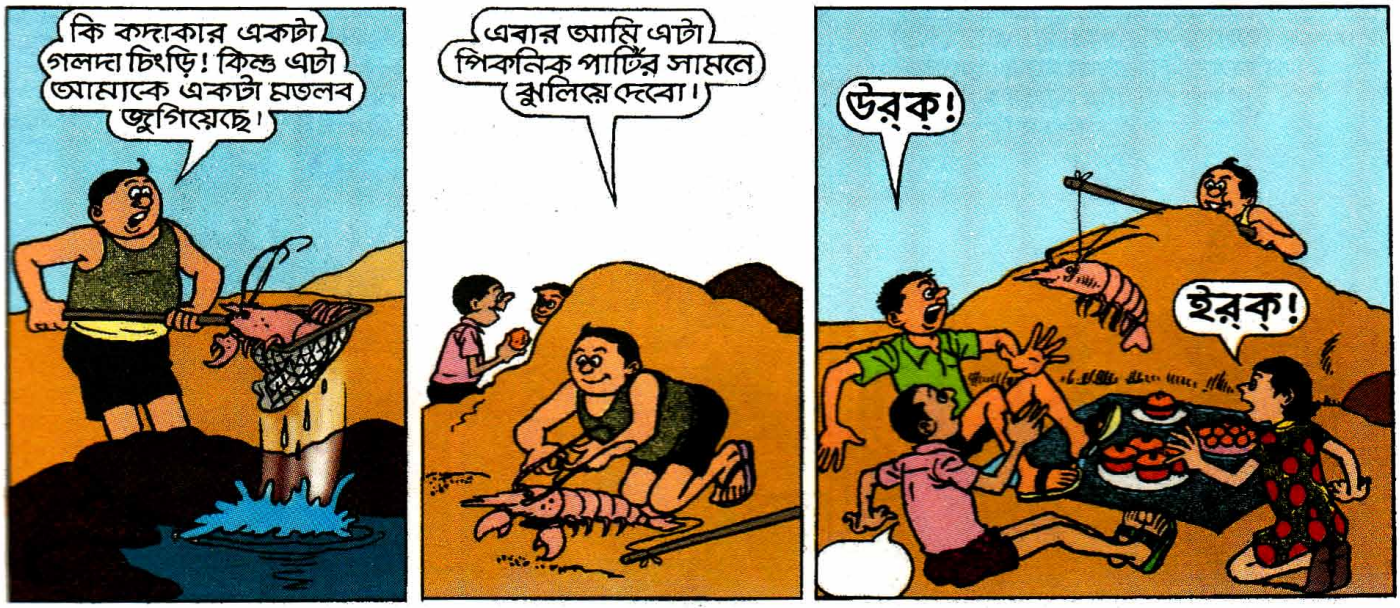


আমি এটা নিয়ে নিলাম রে, ভোঁদা!
ওটা নিয়ে ফিরে আয় বলছি, হাঁদা!
তার কোন চান্স নেই, ভোঁদা! তুই আমাকে ধরতেই পারবি না!
এই যে, এটা নে!
ঝুকাস!
আঁউফস্!
তোর নিজের ওষুধই আমি তোকে লাগাচ্ছি, হাঁদা!
সারাদিনে হাঁদার ধরা মাছটাই সব চাইতে বড়ো। তাই প্রথম পুরস্কার হাঁদাকেই দেওয়া হলো।
গলদা চিংড়ি প্রতিযোগিতার বিচারক
তোমার ঐ ঝিনুকটা একটু দেখি, ভোঁদা!
আমি যা ভেবেছি! এটা সেই জাতের ঝিনুক যার ভেতরে মুক্তা জন্মায়! এটা খুবই মূল্যবান।
আরো আইটেম আছে রে, হাঁদা! সব নামি দামী খাবার! সবই চাখবো ভাবছি।
কি বরাত! ওর গলদা ছিনতাই করে আমি পেলাম নিকেল কাপ, আর ও আমারই ছোঁড়া ঝিনুকে মুক্তো পেয়ে সেই টাকায় গুপ গাপ গিলছে।

হাঁদা-ভোঁদার



বডিগার্ড


আমি বেরোচ্ছি, ভোঁদা! তুই জেক্কুকে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।
ঠিক আছে!


ও পুলিশের ট্রেনিং দেওয়া কুকুর। বুড়ো হওয়াতে পুলিশ ওকে ছেড়ে দিয়েছে। ঝামেলা হলে দেখবি ও কিভাবে সামাল দেবে।
তাই বুঝি!


দ্যাখ্, ভোঁদা! ঝামেলা হলে জেক্কু কিভাবে আমাকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।
?


একি রে! আমাকে ধরে রেখেছিস কেন? আমাকে ছেড়ে দে!
বাঃ! চমৎকার! ওকে ধরে রাখ!


তুই আর এটা ব্যবহার করতে পারবি না।
জেক্কু! তুই একটা বাজে বিচ্ছিরি কুকুর।


পরে আবার
ঐ দ্যাখ্, ভোঁদা! আমাকে হেনস্তাকারী লাপ্পুটা ঐ বসে আছে। এবার ওকে হেনস্তা করার এই সুযোগ।


সেদিন তুই আমায় হেনস্তা করেছিলি, লাপ্পু। আজ আমার পালা।
আঁফ্স্!


গর্র্! হতচ্ছাড়া জেক্কু, তুই আবার ঐ কাণ্ড করছিস?
ওকে ধরে রাখ, বাচ্চু!


হতচ্ছাড়া, হাঁদা! আমার মুখে কাদা ল্যাপটানো! এই হচ্ছে তার পুরস্কার!
উফ্‌স্
ইস্!
আর তোর পুরস্কার, ডেক্কু – এই নে একটা হাড্ডি।
হুঃ!
হতভাগা, মাকড়া! সাহায্য করার বদলে আমাকে আটকে রেখে কোঁৎকা খাইয়ে এখন ওর দেওয়া হাড্ডি খাবি!
মরেচে! কামড়াবে নাকি!
খাওয়াচ্ছি!
এবার যা তোর হাড় খুঁজে বার করে তুলে নিয়ে আয়।
গুবস্!
ভৌ!
গর্‌র্! হতচ্ছাড়া জন্তু! যতক্ষণ না আমি হাড়টা তুলে আনলাম ততক্ষণ শয়তানটা আমাকে এখান থেকে নড়তে দিলো না!
কিছু পরে
তোর কুকুর তোকে ঝামেলা থেকে রক্ষার বদলে উল্টে তোকেই ঝামেলায় ফেলে দিচ্ছে, ওকে কাটাবার একটাই রাস্তা, বাসে উঠে কেটে পড়, হাঁদা!
কুকুর ওঠা নিষেধ!
এসব কি হচ্ছে এখানে?
চল্, বাচ্চু! আমি তোর মালিককে খুঁজে বের করে তার গলায় কলার না পরিয়ে বাইরে ছেড়ে দেবার জন্যে যাতে মোটা জরিমানা হয় সেই ব্যবস্থা করবো!
আপনাদের কুকুরের গলায় কলার না পরিয়ে রাস্তায় ছেড়েছেন এজন্যে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে!
ঠিক আছে। কে এসবের পাণ্ডা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করছি।
তোর বডিগার্ডই তাকে ডোবালো হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার

লেখা প্রতিযোগিতা

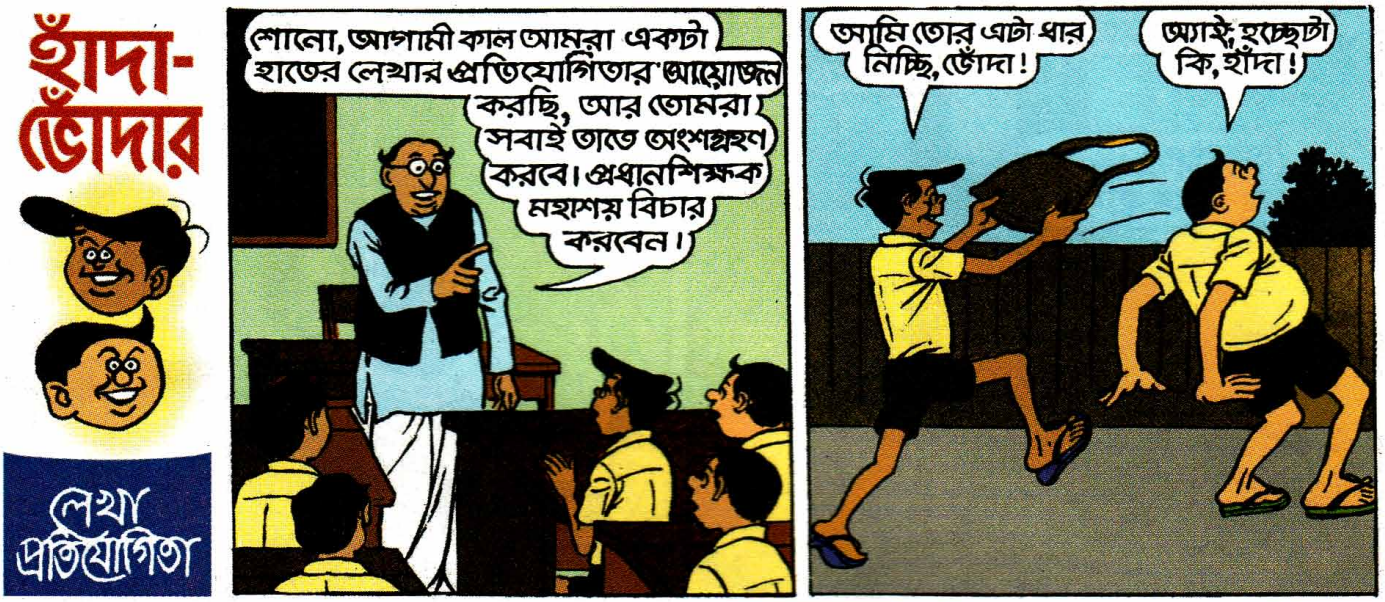



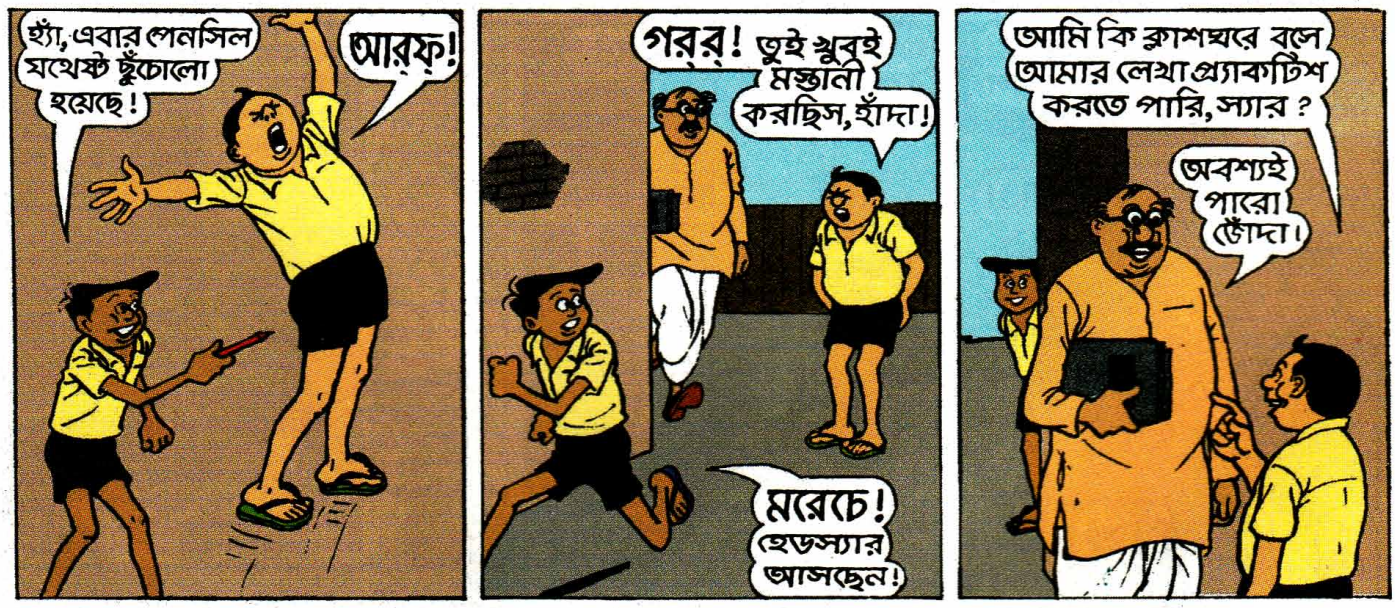

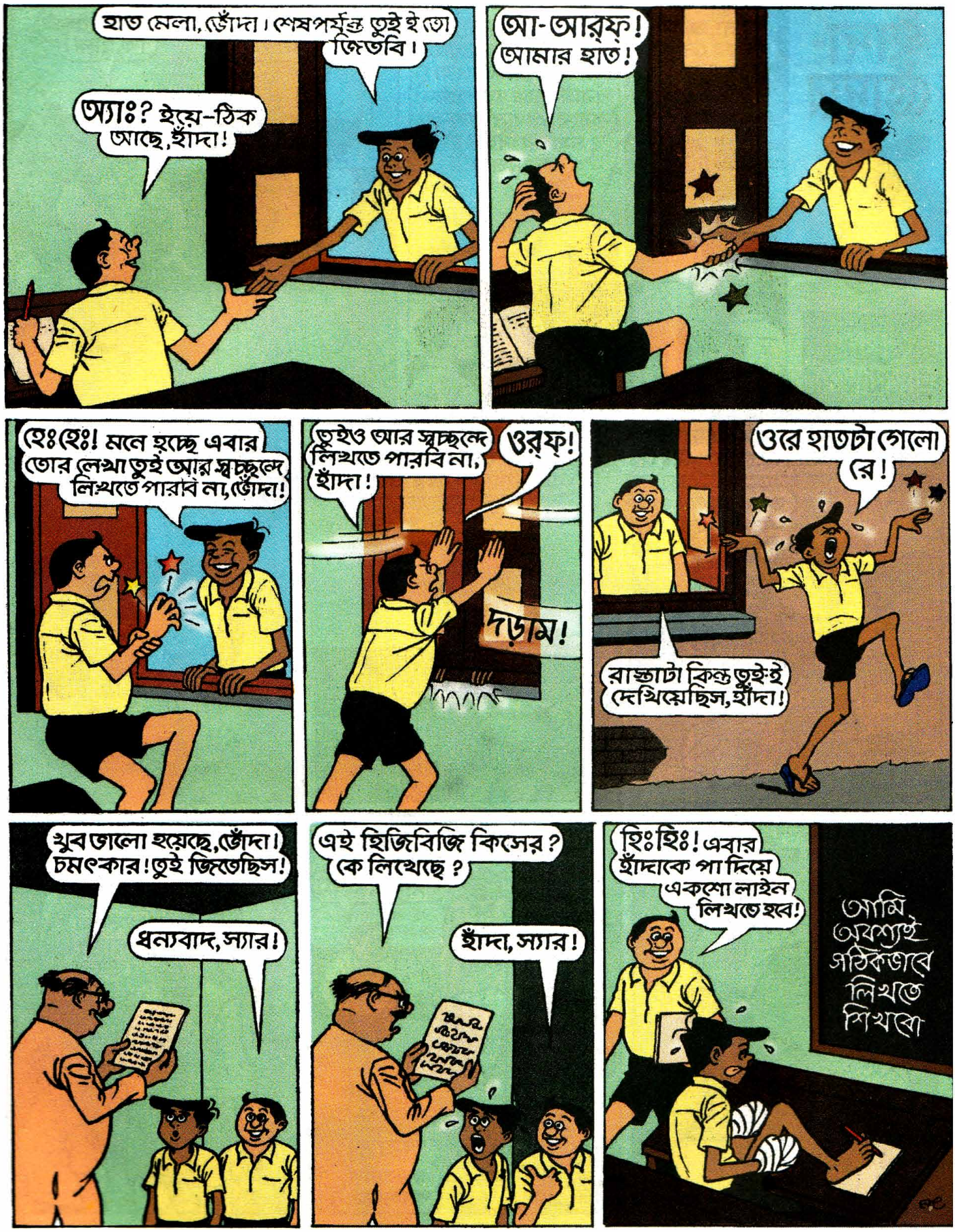
হাত মেলা, জোঁদা। শেষপর্যন্ত তুই ই তো জিতবি।
অ্যাঃ? হয়ে-ঠিক আছে, হাঁদা!
আ-আরফ্! আমার হাত!
হেঃহেঃ! মনে হচ্ছে এবার তোর লেখা তুই আর স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবি না, জোঁদা!
তুইও আর স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবি না, হাঁদা!
ওরফ্!
দড়াম!
ওরে হাতটা গেলো রে!
রাস্তাটা কিন্তু তুই-ই দেখিয়েছিস, হাঁদা!
খুব ভালো হয়েছে, জোঁদা। চমৎকার! তুই জিতেছিস!
ধন্যবাদ, স্যার!
এই হিজিবিজি কিসের? কে লিখেছে?
হাঁদা, স্যার!
হিঃহিঃ! এবার হাঁদাকে পা দিয়ে একশো লাইন লিখতে হবে!
আমি অবশ্যই সঠিকভাবে লিখতে শিখবো

হাঁদা-ভোঁদার

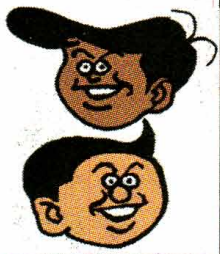

বন্ধুর জন্মদিনে





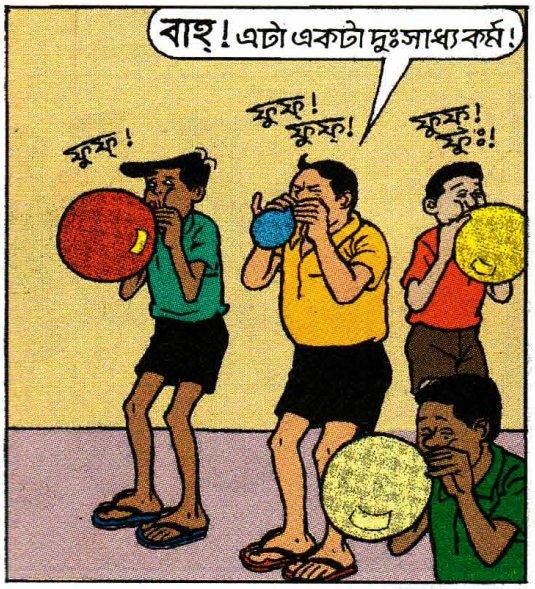









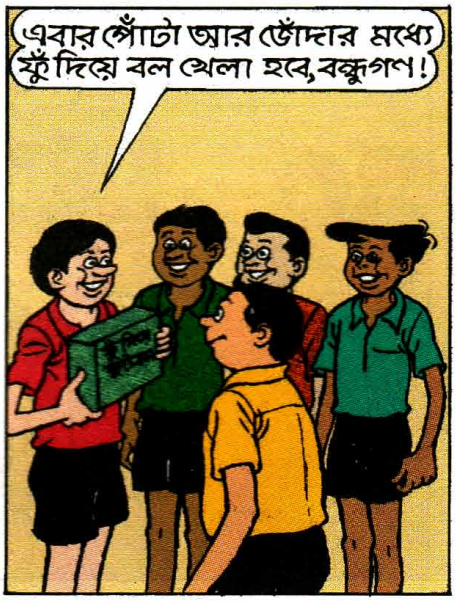


হুররাহ্! এটা পোঁটার আর একটা গোল!
ইস্! পোঁটা একটা ফল ভর্তি প্লেট পেলো!
আর তুই সব ব্যাপারেই ফেলিওর, ভোঁদা!
বোঁটকার বাবা ঢুকলো
আমি বোঁটকাকে একটা বিশেষ পুরস্কার দেবো যদি ও এক ফুঁয়ে সবগুলি মোমবাতি নিভিয়ে ফেলতে পারে।
শাবাস, বোঁটকা! এটা তুই পেরেছিস!
এই যে তোমার পুরস্কার, বোঁটকা! বিরাট এক বোতল অরেঞ্জ স্কোয়াশ!
অরেঞ্জ স্কোয়াশ
আহ্! এটা আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে!
তোরা এই স্ট্রগুলো নে! আমি অন্য একটা খেলার কথা ভেবেছি!
খুবই ভালো কথা!
ফুঁয়ের ব্যাপারে আমি হয়তো বেশী ভালো না হতে পারি। কিন্তু টানার ব্যাপারে আমি চ্যাম্পিয়ান!
সুড়ুৎ!
সুড়ুৎ!
সুড়ুৎ!
হুররাহ্! বোঁটকার বাবা এটা আমাকে বিশেষ পুরস্কার হিসেবে দিয়েছে!
ইঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

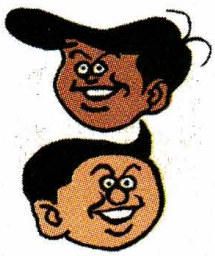

সারমেয় সংবাদ
















পরে-
মাছ ধরতে বেশ মজা, তাই না রে, কেল্লুয়া?
ওঃ! আরো একটা উঠেছে! আজ মাছে খুব খাচ্ছে! অনেক মাছ ধরা হয়েছে এবার বাড়ি যাওয়া যাক!
বাস ছেড়ে দিয়েছে রে, ভোঁদা! এই বাস আর ধরতে পারবি না!
ধরতে পারবো না? তবে দ্যাখ্ ভাঁদা, ও বাসটাকেই ধরবো! কেল্লুয়া বাসটাকে থামা!
আরে! রাস্তার ওপর একটা কুকুর দেখতে পাচ্ছি! আমাকে ঝটপট গাড়িটা থামাতে হবে!
রাস্তা থেকে সরে যা, হতচ্ছাড়া কুকুর!
ঠিক আছে, কেল্লুয়া! আমি উঠে পড়েছি!
বাড়ি ফিরে-
এতক্ষণ কোথায় ছিলি, হতচ্ছাড়া! তোকে বলেছিলাম বাড়িতে থাকতে আর লনটার ঘাস ছাঁটতে!
দশ মিনিটের মধ্যে যদি এই ঘাস কাটা না হয় তবে আজ তোর খাওয়া বন্ধ!
হোঃ হোঃ! অসাধ্য কর্ম! এবার আর কুকুর দিয়ে উদ্ধার হবে না!
কিন্তু-
রেকর্ড টাইমে আয় সব শেষ হয়েছে! দেখেছিস, ভাঁদা! কি দুর্দান্ত কুকুর আমার এই কেল্লুয়া!
হিঃ হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



উচিত শিক্ষা









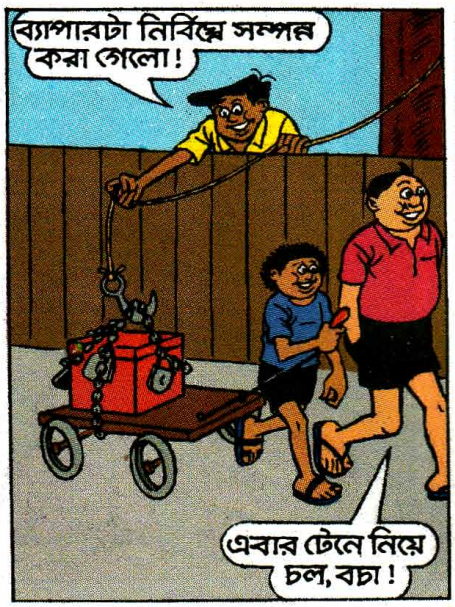






আমি তোকে বলছি, ভোঁদা! তুই আমাকে বাইরে রাখতে পারবি না!
কাঠের এই দুর্গে আমাদের এবারের এই কেক আর প্যাটিস বেশ সুরক্ষিত থাকবে, বচা।
আমি তো তোকে বলেইছি যে, তুই আমাকে বাইরে রাখতে পারবি না!
মনে রাখিস, হাঁদা। যা হাতালি তার আদ্দেক আমার চাই।
অবশ্যই, কুঁটকেদা।
আমার মনে হয় এই টেনিস কোর্টটা আমাদের কিছুটা আশ্রয় দিতে পারে।
এ যে, হাঁদাদাটা আবার আসছে!
তোর কখনোই শিক্ষা হবে না, ভোঁদা...
... তোরা আমাকে বাইরে রাখতে পারবি না!
আমি শুধু গেটে তালা লাগাবার জন্য ঘুরছিলুম!
এখন কিন্তু আমি সত্যি সত্যি তালা লাগাচ্ছি!
অ্যাই! থাম!
বড়াং!
তোকে আমরা বাইরে রাখতে পারিনি, হাঁদা। কিন্তু তোকে আমরা ভিতরে রাখতে পেরেছি!

হাঁদা-ভোঁদার



লৌহবর্ম


যাদুঘর
পার্ট-টাইম ছেলে চাই
ভোঁদা একটা বেকারিতে কাজ পেয়েছে আর এই কাজটা পেলে আমিও ইচ্ছেমতো খাওয়ার জন্যে কিছু ইনকাম করতে পারবো।

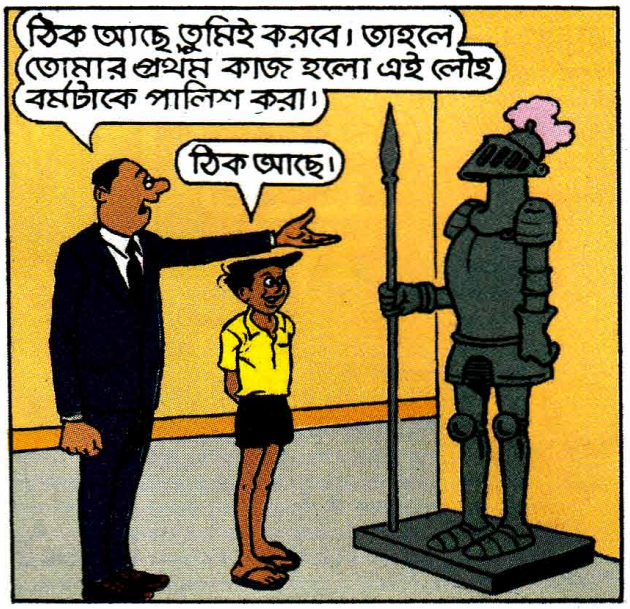
ঠিক আছে তুমিই করবে। তাহলে তোমার প্রথম কাজ হলো এই লৌহ বর্মটাকে পালিশ করা।
ঠিক আছে।


এই লোহার বর্মটা আমাকে একটা দারুণ আইডিয়া দিয়েছে!


শিগগিরই- অরক্ষিত অবস্থায় আমি একটা দারুণ কেক পেয়ে গেছি!
কুকুর থেকে সাবধান


ধর, কেলো! কেক চোরটাকে ধর!
কুকুর থেকে সাবধান
ঘেউ! ঘেউ!
হিঃহিঃ! ব্যাটা কুকুর আমার কিছুই করতে পারবে না কারণ আমার পায়ে লৌহ বর্মের পা আছে!
থড়াং!


হিঃহিঃ! সব দাঁত ভেঙে গিয়ে কেলো এখন খেলো হয়ে গেছে। এখন আমি শান্তিতে এটা খেতে পারবো!


যাদুঘরে ফিরে- বর্মের বুকের প্লেটটা আমি পালিশ করে চকচকে করলে আর একটা অন্য আইডিয়া এসে যাবে।


ঐ যে বেকারি থেকে ভোঁদা কেক নিয়ে যাচ্ছে। আলোর ঝলকানি দিয়ে হতবুদ্ধি করে ওর টোটা ফেলার ব্যবস্থা করি!
ওরফ!

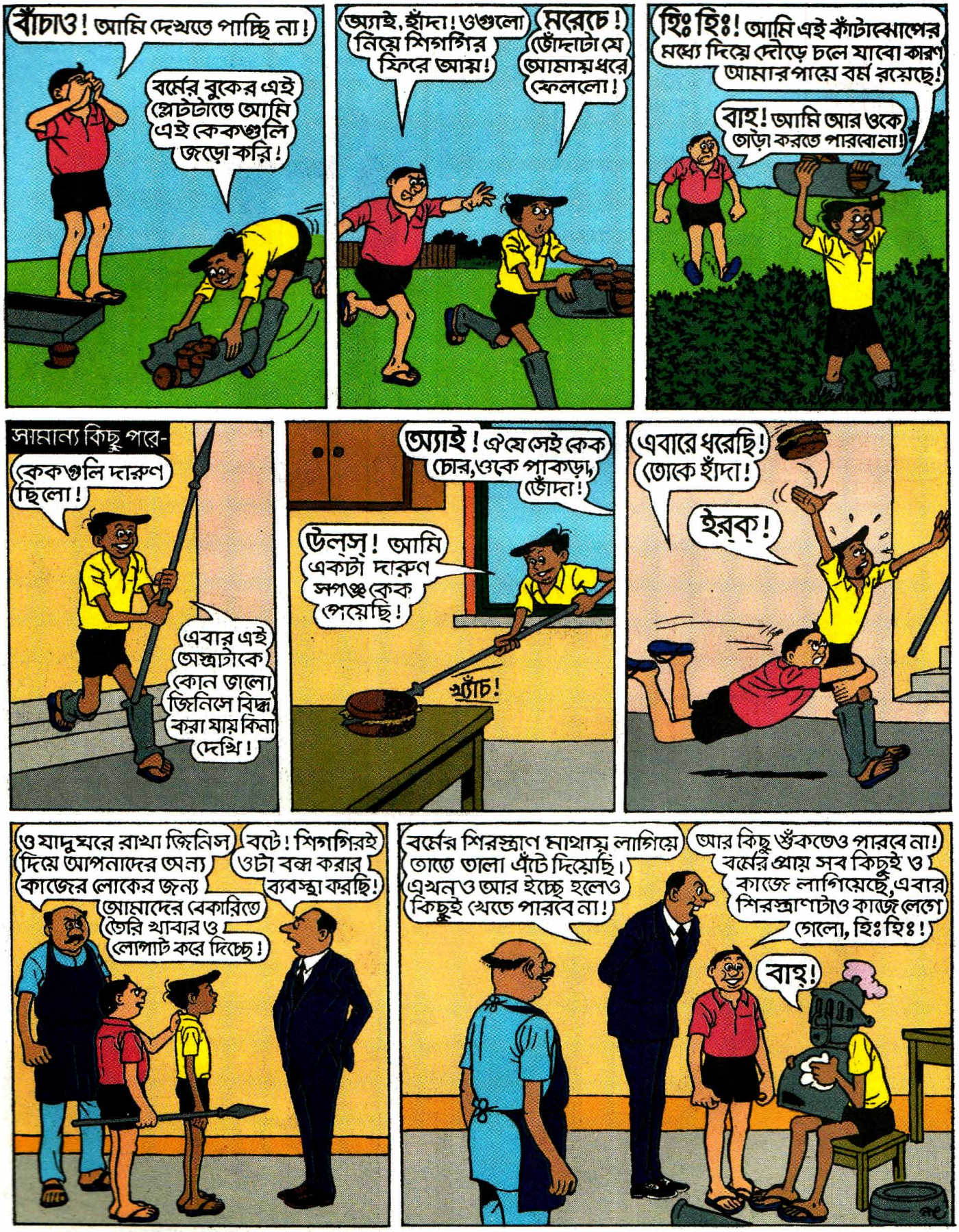
বাঁচাও! আমি দেখতে পাচ্ছি না!
বর্মের বুকের এই প্লেটটাতে আমি এই কেকগুলি জড়ো করি!
অ্যাই, হাঁদা! ওগুলো নিয়ে শিগগির ফিরে আয়!
মরেচে! ডোঁদাটা যে আমায় ধরে ফেললো!
হিঃ হিঃ! আমি এই কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চলে যাবো কারণ আমার পায়ে বর্ম রয়েছে!
বাহ! আমি আর ওকে তাড়া করতে পারবো না!
সামান্য কিছু পরে-
কেকগুলি দারুণ ছিলো!
এবার এই অস্ত্রটাকে কোন ভালো জিনিসে বিদ্ধ করা যায় কিনা দেখি!
অ্যাই! ঐযে সেই কেক চোর, ওকে পাকড়া, ডোঁদা!
উল্‌স্! আমি একটা দারুণ সপঞ্চ কেক পেয়েছি!
শ্যাঁচ!
এবারে ধরেছি! তোকে হাঁদা!
ইর্‌ক্!
ও যাদুঘরে রাখা জিনিস দিয়ে আপনাদের অন্য কাজের লোকের জন্য আমাদের বেকারিতে তৈরি খাবার ও লোপাট করে দিচ্ছে!
বটে! শিগগিরই ওটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি!
বর্মের শিরস্ত্রাণ মাথায় লাগিয়ে তাতে তালা এঁটে দিয়েছি। এখন ও আর ইচ্ছে হলেও কিছুই খেতে পারবে না!
আর কিছু শুঁকতেও পারবে না! বর্মের প্রায় সব কিছুই ও কাজে লাগিয়েছে, এবার শিরস্ত্রাণটাও কাজে লেগে গেলো, হিঃ হিঃ!
বাহ্!

হাঁদা-ভোঁদার



বোঝাবহন

মুদিখানার এতো মাল আমি একলা নেবো কি করে রে, ভোঁদা! তুই একটু হাত লাগা।

সময় নেই। কাল ফুটবল ম্যাচ আছে, প্র্যাক্টিস্ করতে যাচ্ছি!

আবার দোকানে ফিরে গিয়ে-

আমি একা এই বোঝা নিয়ে যেতে পারছি না। আমি দুজন সাহায্যকারী নিয়ে আসছি।

আমি ঐ দুজনকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতছি, ভচকা! তুই পার্কের ওধারে গিয়ে শুধু এই হুইসিলটা বাজাবি।

ফুটবল খেলা নিষেধ

ঠিক আছে!

সেইমতো-

পিইইইপ!

মরেচে! পুলিশের বাঁশি মনে হচ্ছে। নিষিদ্ধস্থানে বল খেলেছি, তাই চলো পালাই, ভোঁদাদা!

এটা গুরু আর চ্যালা দুটোকেই শিক্ষা দেবে।

দমাস!

কিন্তু-

এ তো পুলিশের বাঁশি যা এখুনি শুনলাম। ওখানে নির্ঘাত কোন গোলমাল হয়েছে।

আঁইউরফ্!

দড়াম!

হিঃহিঃ! শান্তিরক্ষক-মশাই হাঁদাটাকে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে।

ওরফস্!

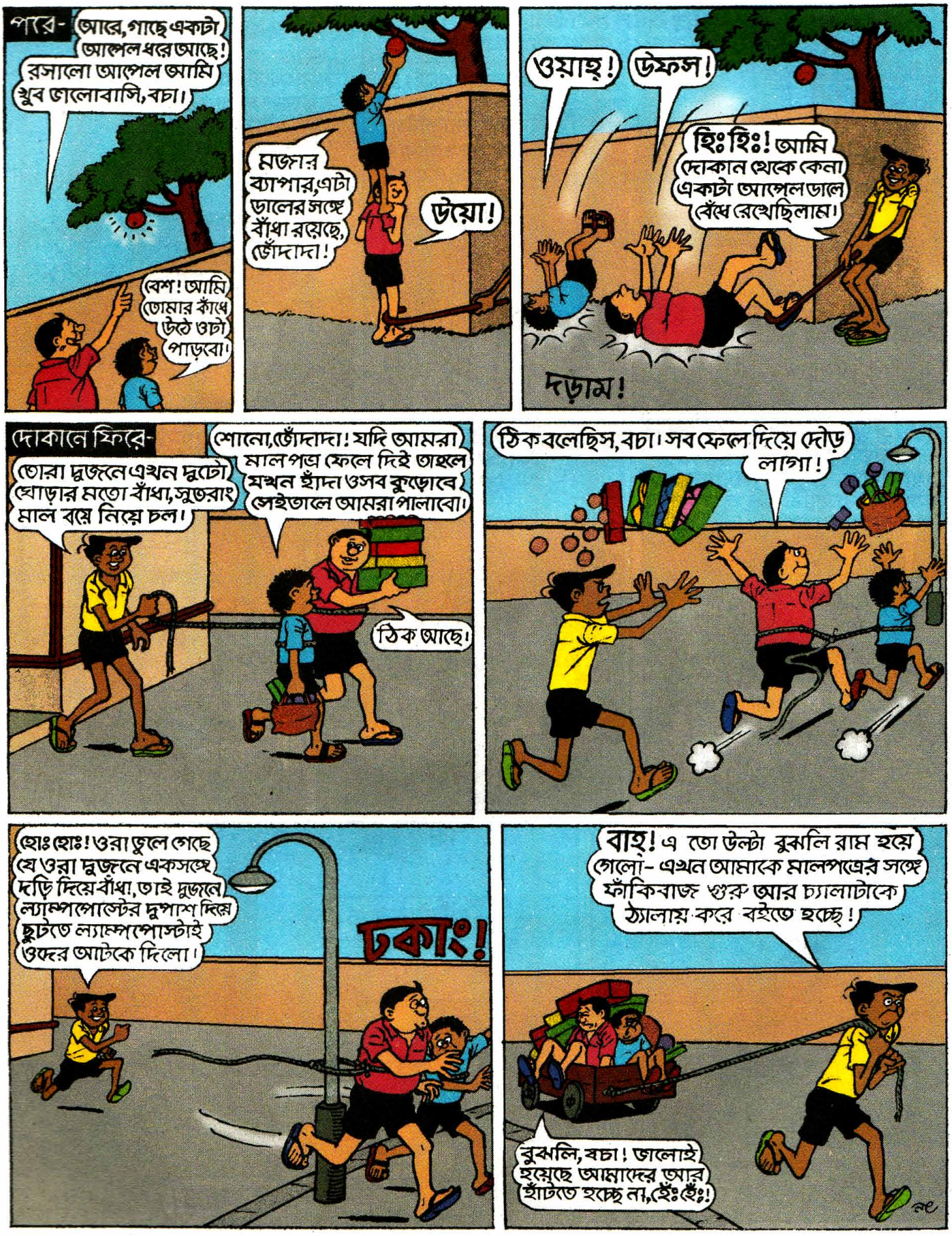
পরে-
আরে, গাছে একটা আপেল ধরে আছে! রসালো আপেল আমি খুব ভালোবাসি, বচা।
বেশ! আমি তোমার কাঁধে উঠে ওটা পাড়বো।
মজার ব্যাপার, এটা ডালের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, ভোঁদাদা!
উয়ো!
ওয়াহ্!
উফস!
হিঃহিঃ! আমি দোকান থেকে কেনা একটা আপেল ডালে বেঁধে রেখেছিলাম।
দড়াম!
দোকানে ফিরে-
তোরা দুজনে এখন দুটো ঘোড়ার মতো বাঁধা, সুতরাং মাল বয়ে নিয়ে চল।
শোনো, ভোঁদাদা! যদি আমরা মালপত্র ফেলে দিই তাহলে যখন হাঁদা ওসব কুড়োবে সেইভালে আমরা পালাবো।
ঠিক আছে!
ঠিক বলেছিস, বচা। সব ফেলে দিয়ে দৌড় লাগা!
হোঃ হোঃ! ওরা ভুলে গেছে যে ওরা দুজনে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা, তাই দুজনে ল্যাম্পপোস্টের দুপাশ দিয়ে ছুটতে ল্যাম্পপোস্টাই ওদের আটকে দিলো!
ঢকাং!
বাহ্! এ তো উল্টা বুঝলি রাম হয়ে গেলো- এখন আমাকে মালপত্রের সঙ্গে ফাঁকিবাজ গুরু আর চ্যালাটাকে ঠ্যালায় করে বইতে হচ্ছে!
বুঝলি, বচা! জলোই হয়েছে আমাদের আর হাঁটতে হচ্ছে না, হেঁঃহেঁঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



গাজর খেরাদি

















পরে আবার-

আমি জানি কোথায় অনেক গাজর পাওয়া যাবে। টংকুবাবুর খামারে অনেক আছে!

আমি তোর গাজরে অভিযোগ আর নেই, হাঁদা!

হ্যাঃ! ঐ তো উনি ওঁর পোষা রামছাগলটাকে থলে ভর্তি গাজর খেতে দিচ্ছেন।

এই হচ্ছে আইডিয়া, বোঁটকা! এই চমৎকার রসালো গাজরটার পেছনে দৌড়ো!

হিঃ হিঃ! বোঁটকা এখন দড়ির প্যাঁচে আটকা, তাই এখন আমি ওর গাজর নিজে নিজেকে নিজেই সাহায্য করতে পারবো!

মরেচে! বোঁটকা খুঁটি উপড়ে ফেলে মালিককেই ঢুসিয়ে দিয়েছে!

দমাস!

গেছি রে!

শিগগিরই-

এই যে, আপনাদের হাঁদা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে!

ভাববেন না। ব্যবস্থা নেবো!

গেছি!

আমি সিঁড়ির নীচের এই ছোট ঘরটায় লুকোচ্ছি, ভোঁদা! খবরদার লিক আউট না হয়!

মরেচে! আমি কোথায় যাচ্ছি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! আর আমি জিজে কিছুতে পা দিয়ে ফেলেছি!

আমি তোর গলা শুনতে পেয়েছি আর এই অন্ধকারেই তোকে এমন গো বেড়েন দেবো যে, নষ্টামী করার ফল টের পেয়ে যাবি!

বাহ্! অন্ধকারে দেখতে পাবার জন্যে গাজর আমাকে কোন সাহায্যই করেনি!

হাঁদা-ভোঁদার



দখলের লড়াই

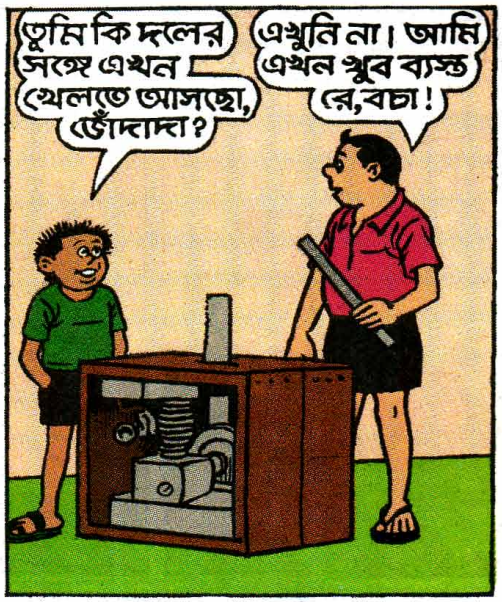

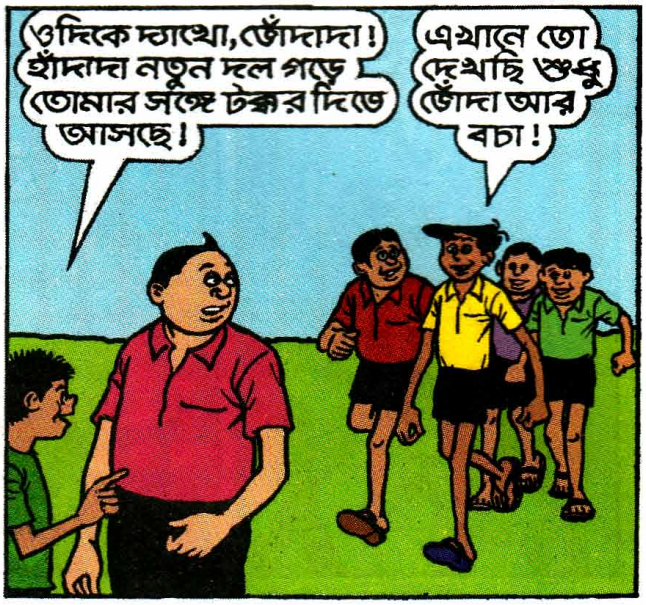














এটা এই গুঁড়িগুলোকে কাটছে যেন ওগুলি মাখন দিয়ে তৈরি!
ব্যাররর!
এইযে! আমি তোর চেয়েও বেশী গুঁড়ি কেটেছি রে বেশী চটপটে আর বেশী তাড়াতাড়ি করনেওয়ালা।
মরেচে!
আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সেটা হলো কে আগে বেশী এইসব কাটা গুঁড়ি আধমাইল দূরে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যেতে পারে!
দৌড়? ঠিক আছে!
তোকে ছাড়িয়ে গেলুম রে, ভোঁদা!
আমরা এসে গেছি আর আমিই প্রথম এসেছি এজন্যে আমিই এখন নয়া দলপতি!
ওকৎ, উফ্!
গুঁড়ির টুকরোগুলি এনে খুব উপকার করেছিস, ভোঁদা। এগুলি দুঃস্থ লোকেদের দরকার হবে। তুই সত্যিকার পরোপকারী বন্ধু!
তুমি চেয়েছিলে তাই কায়দা করে নিয়ে এলুম, টেলকুদা!
আমরা মনস্থির করে ফেলেছি, ভোঁদা! যদি ইনসেপকটর টেলকুদা তোর দোস্ত হয় সেক্ষেত্রে আমরা তোকেই সবসময় দলপতি হিসেবে চাইবো!
ধন্যবাদ, বন্ধুরা!
পুলিশ ফাঁড়ি
তাহলে আমার পয়লা ফতোয়া হলো হাঁদাকে গাধার টুপি পরিয়ে দে!
ভোঁদাদা এইটুপিটা তোমাকে পাঠিয়ে দিলো, হাঁদাদা!
হাঃ হাঃ! তুই একটা চালাক বদমাইশ, ভোঁদা!
দূর হ' চামচা কোথাকার!

হাঁদা-ভোঁদার



বক্সিং প্রতিযোগিতা

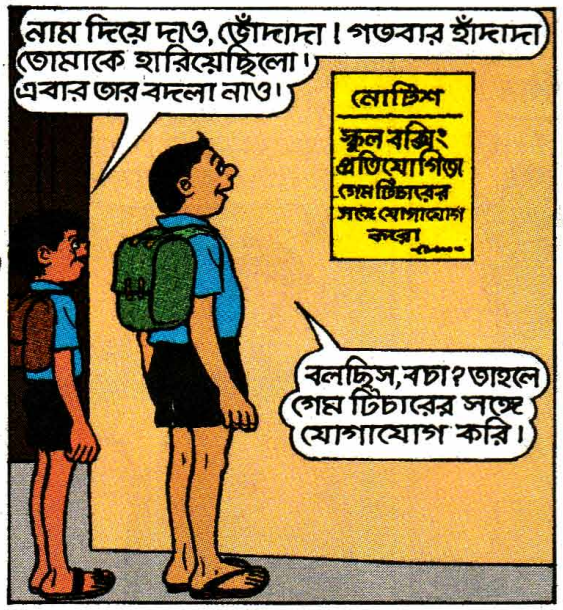

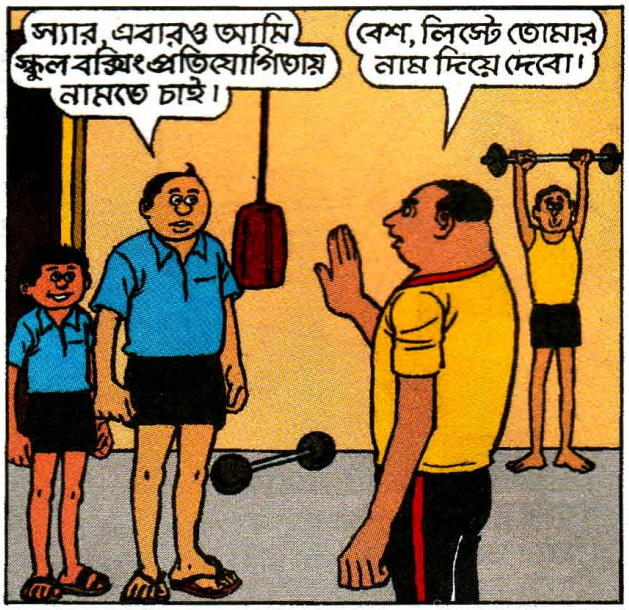












উরিব্বাস! শিগগির দৌড়ো!
গরর! পালাচ্ছিস কেন? ফিরে আয় অপগণ্ডের দল!
এই যে আপনার একটা চিঠি, গেম টিচার! আর আপনি ভবিষ্যতে আপনার কয়েকজন দস্যি শিষ্যের ওপর নজর রাখবেন।
ঠিক আছে। এই প্রতিযোগিতাটা শেষ হোক, তারপর দেখবো আপনার অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে।
আরিব্বাস! স্কুলের সেরা বক্সারকে আর তার সঙ্গে তার প্রশিক্ষককেও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
সেই মতো
সবাই জিমখানায় চলো। ওখানে ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। বিশেষ করে হাঁদাকে।
কেন, স্যার! আমার তো প্র্যাকটিস করাই আছে।
শোন, হাঁদা! তুই তো গতবারের চ্যাম্পিয়ান। এবারও যদি জিততে পারিস তবে চ্যাম্পিয়ানশিপের সঙ্গে বিশেষ পুরস্কার পাবি।
তাহলে তো প্র্যাকটিস করতেই হয়, স্যার!
সুতরাং
এরপর রোজ শ্যাডো প্র্যাকটিস করে যাবি।
ঠিক আছে, স্যার!

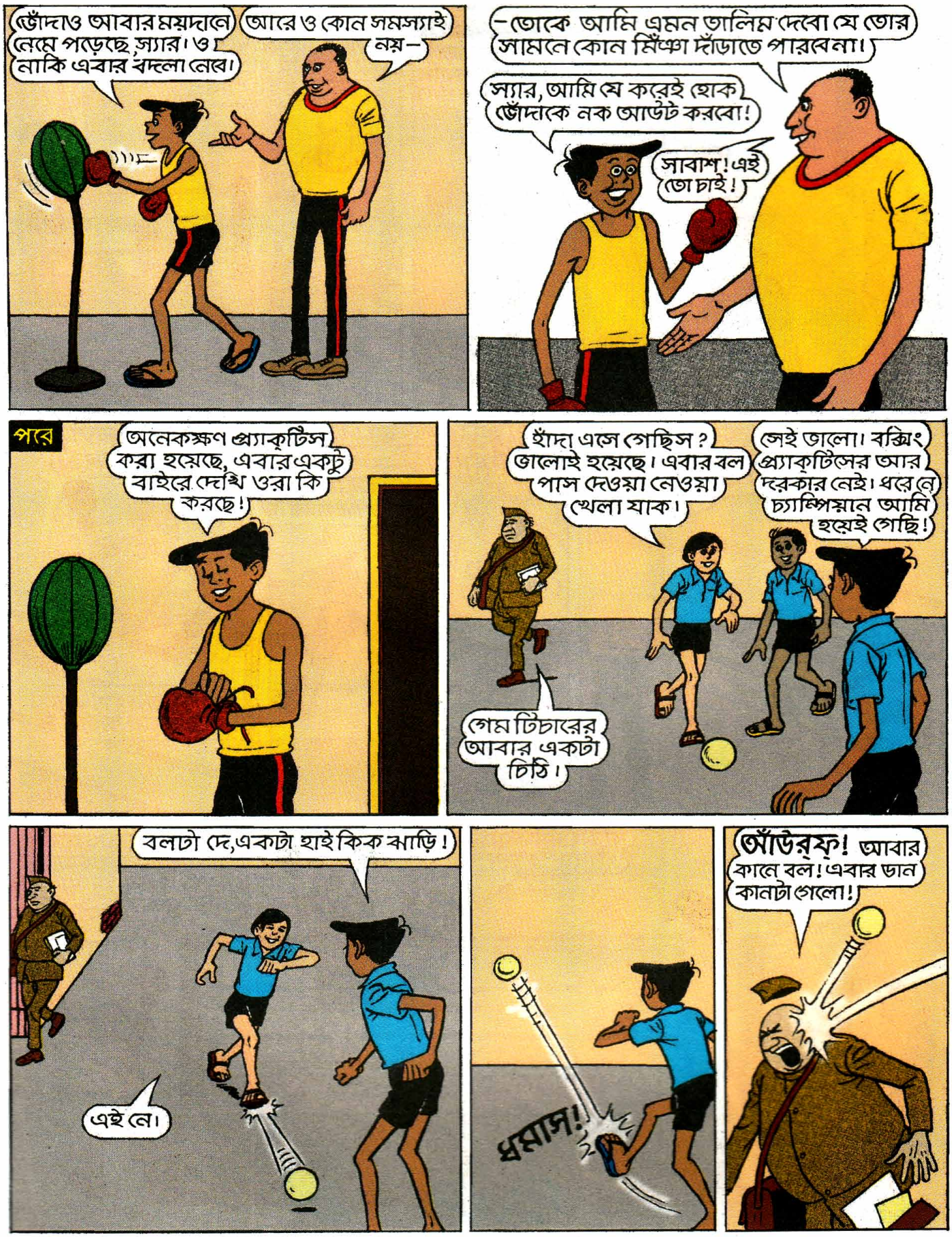
ভোঁদাও আবার ময়দানে নেমে পড়েছে,স্যার। ও নাকি এবার বদলা নেবে।
আরে ও কোন সমস্যাই নয়—
—তোকে আমি এমন তালিম দেবো যে তোর সামনে কোন মিঞা দাঁড়াতে পারবেনা।
স্যার, আমি যে করেই হোক ভোঁদাকে নক আউট করবো!
সাবাশ! এই তো চাই!
পরে
অনেকক্ষণ প্র্যাক্টিস করা হয়েছে, এবার একটু বাইরে দেখি ওরা কি করছে!
হাঁদা এসে গেছিস? ভালোই হয়েছে। এবার বল পাস দেওয়া নেওয়া খেলা যাক।
সেই ভালো। বক্সিং প্র্যাক্টিসের আর দরকার নেই। ধরে নে চ্যাম্পিয়ান আমি হয়েই গেছি!
গেম টিচারের আবার একটা চিঠি।
বলটা দে,একটা হাই কিক ঝাড়ি!
এই নে।
ধমাস!
আঁউরফ! আবার কানে বল! এবার ডান কানটা গেলো!

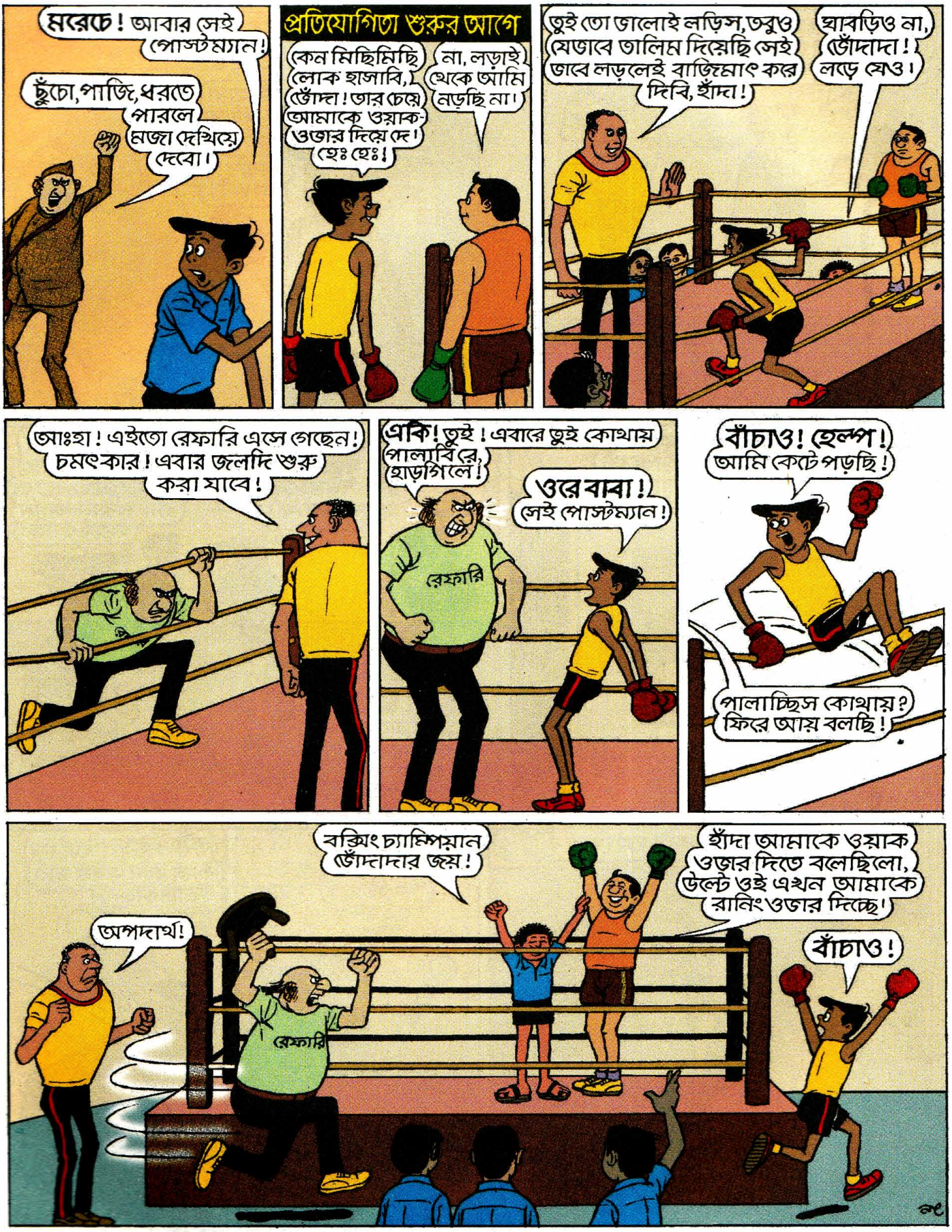
মরেচে! আবার সেই পোস্টম্যান!
ছুঁচো, পাজি, ধরতে পারলে মজা দেখিয়ে দেবো।
প্রতিযোগিতা শুরুর আগে
কেন মিছিমিছি লোক হাসাবি, ভোঁদা! তার চেয়ে আমাকে ওয়াক-ওভার দিয়ে দে! হেঃ হেঃ!
না, লড়াই থেকে আমি নড়ছি না।
তুই তো ভালোই লড়িস, তবুও যেভাবে তালিম দিয়েছি সেই ভাবে লড়লেই বাজিমাৎ করে দিবি, হাঁদা!
ঘাবড়িও না, ভোঁদাদা! লড়ে যেও।
আঃহা! এইতো রেফারি এসে গেছেন! চমৎকার! এবার জলদি শুরু করা যাবে!
একি! তুই! এবারে তুই কোথায় পালাবি রে, হাড়গিলে!
ওরে বাবা! সেই পোস্টম্যান!
রেফারি
বাঁচাও! হেল্প! আমি কেটে পড়ছি!
পালাচ্ছিস কোথায়? ফিরে আয় বলছি!
বক্সিং চ্যাম্পিয়ান ভোঁদাদার জয়!
হাঁদা আমাকে ওয়াক ওভার দিতে বলেছিলো, উল্টে ওই এখন আমাকে রানিং ওভার দিচ্ছে!
অপদার্থ!
বাঁচাও!
রেফারি

হাঁদা-ভোঁদার

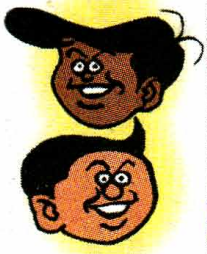

ভ্যাকুয়ামের খেলা

















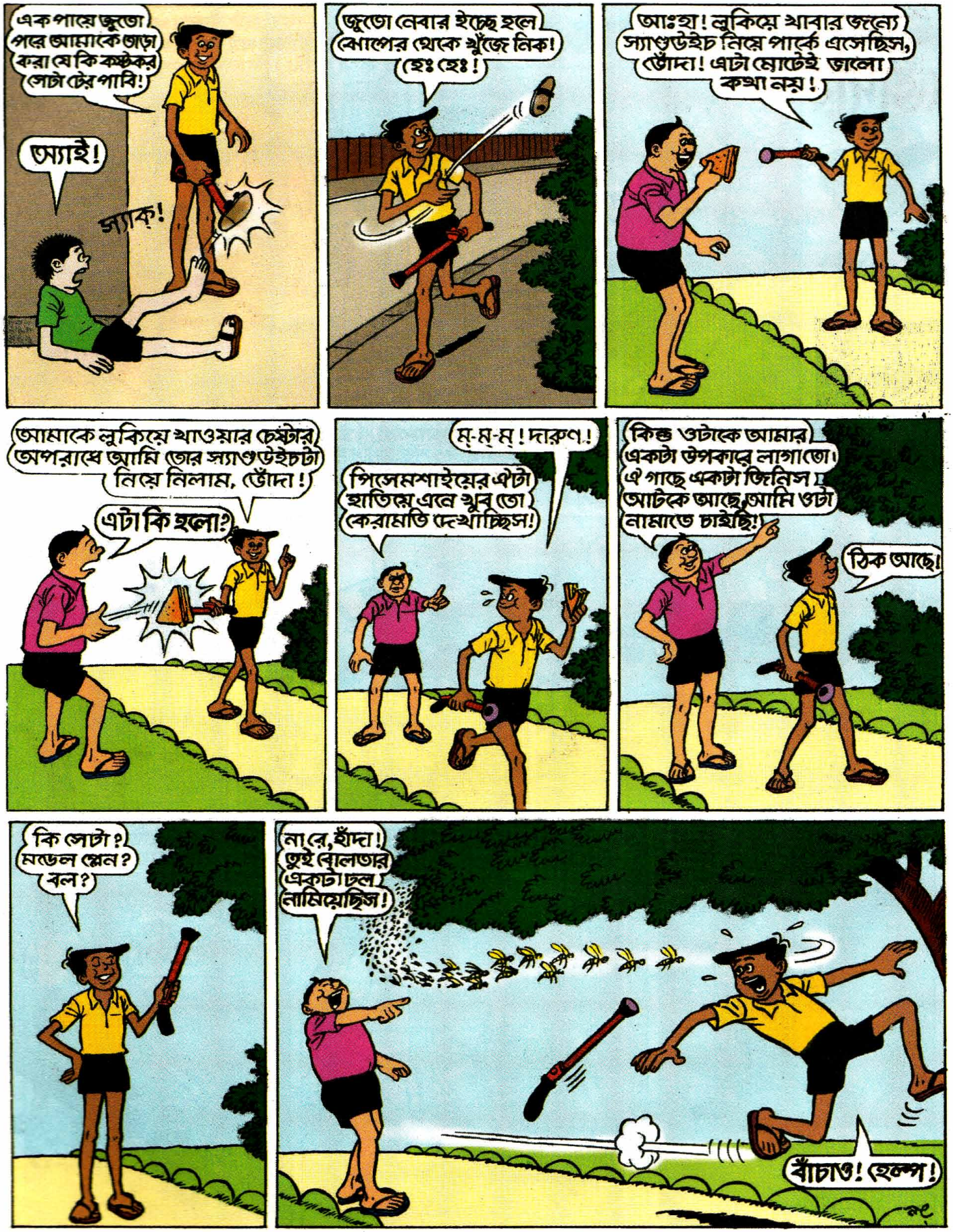
এক পায়ে জুতো পরে আমাকে তাড়া করা যে কি কষ্টকর সেটা টের পাবি!
অ্যাই!
স্যাক!
জুতো নেবার ইচ্ছে হলে ঝোপের থেকে খুঁজে নিক! হেঃ হেঃ!
আঃহা! লুকিয়ে খাবার জন্যে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে পার্কে এসেছিস, ভোঁদা! এটা মোটেই ভালো কথা নয়!
আমাকে লুকিয়ে খাওয়ার চেষ্টার অপরাধে আমি তোর স্যাণ্ডউইচটা নিয়ে নিলাম, ভোঁদা!
এটা কি হলো?
ম্-ম্-ম্! দারুণ!
পিসেমশাইয়ের ঐটা হাতিয়ে এনে খুব তো কেরামতি দেখাচ্ছিস!
কিন্তু ওটাকে আমার একটা উপকারে লাগাতো। ঐ গাছে একটা জিনিস আটকে আছে, আমি ওটা নামাতে চাইছি!
ঠিক আছে!
কি সেটা? মডেল প্লেন? বল?
না রে, হাঁদা! তুই বোলতার একটা ঢল নামিয়েছিস!
বাঁচাও! হেল্প!

হাঁদা-ভোঁদার



সাহায্যের হাত

এই যে, ভোঁদাদা! আজ আমরা নানারকম আমাদের তৈরি জিনিস বিক্রি করবো!

খুব ভালো! তাহলে আমিও তোদের সঙ্গে গিয়ে জিনিসপত্র সাজাতে সাহায্য করবো!

ওরা ওদের তৈরি জিনিস বেচবে! নির্ঘাত সেসব মিষ্টি জিনিস! ভোঁদাটা ওদের সঙ্গে ভিড়েছে। আমিও যাবো ওদের সাহায্য করতে — অবশ্যই নিজেকে!

হেঃ হেঃ!

বাদামপাটালির ট্রেটা জানালার কাছে টেবিলের ওপর রাখো, ভোঁদাদা!

ঠিক আছে, পুঁটি!

বাদামপাটালি! দারুণ! আঃ!

এই যে, ভোঁদা! আমি পাটালিটা নিচ্ছি!

মরেচে! হাঁদা যে রে!

কিন্তু তোকেও দু'এক টুকরো খেতে হবে!

সেল নানা ধরনের হাতের কাজে

অ্যাই! আমাদের বাদামপাটালি কোথায়?

ওকে ধর!

ভোঁদাদা সব পাটালি খেয়ে ট্রেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে! দ্যাখ্-ওর মুখে লেগে আছে!

সত্যি বলছি, আমি না, হাঁদা!

আমরা এখানে কোন চোরকে রাখতে চাই না!


আমার কোন কথাই ওরা শুনলো না, আর হাঁদা তো আবার ফিরে এলো বলে!
চল পুঁটি, ফেল্টি! কিচেনে গিয়ে এক কাপ করে চা খেয়ে আসি!
খুব ভালো বলেছিস, বুঁটকি!
ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! এই আমার সুযোগ!
বাদাম পাটালিটা দারুণ করেছিলো! আমি আবার ফিরে গিয়ে দেখবো ওখানে আর কি জিনিস আছে!
ওরা ভোঁদাটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছে। মনে হয় আমার পক্ষে সুবিধেই হয়েছে!
এই যে, বালিকাবৃন্দ! তোদের পাটালি দারুণ ছিলো! এখন আমার জন্যে আর কি আছে?
সেল সেল
আচ্ছা! তাহলে তুই-ই পাটালি খেয়েছিস?
উরিব্বাস! পোলাও! দুর্দান্ত!
কিন্তু, হাঁদাদা- উফ্!
উল্লস্! এখন আমাকে দেখতে হচ্ছে, কোন দিক থেকে শুরু করবো?
গ্রুবস্!
হিঃহিঃ! আমি তোকে শুরু করিয়ে দিলাম, হাঁদা!
অনেক খেয়েছিস, এবার বেলুনির ভুঁড়ো খেয়ে দ্যাখ্ কেমন লাগে!
হিঃহিঃ! ও ভাবতেই পারেনি যে টেবিলের কাছের বাক্স থেকে কেউ বেরোতে পারে!
আর এটাও!
হাঃহাঃ! আমার মনে হয় না হাঁদা আবার এসে উৎপাত করবে!
গোঁ-ও-ও-ও!

হাঁদা-ভোঁদার



উল্টো ফ্যাসাদ

















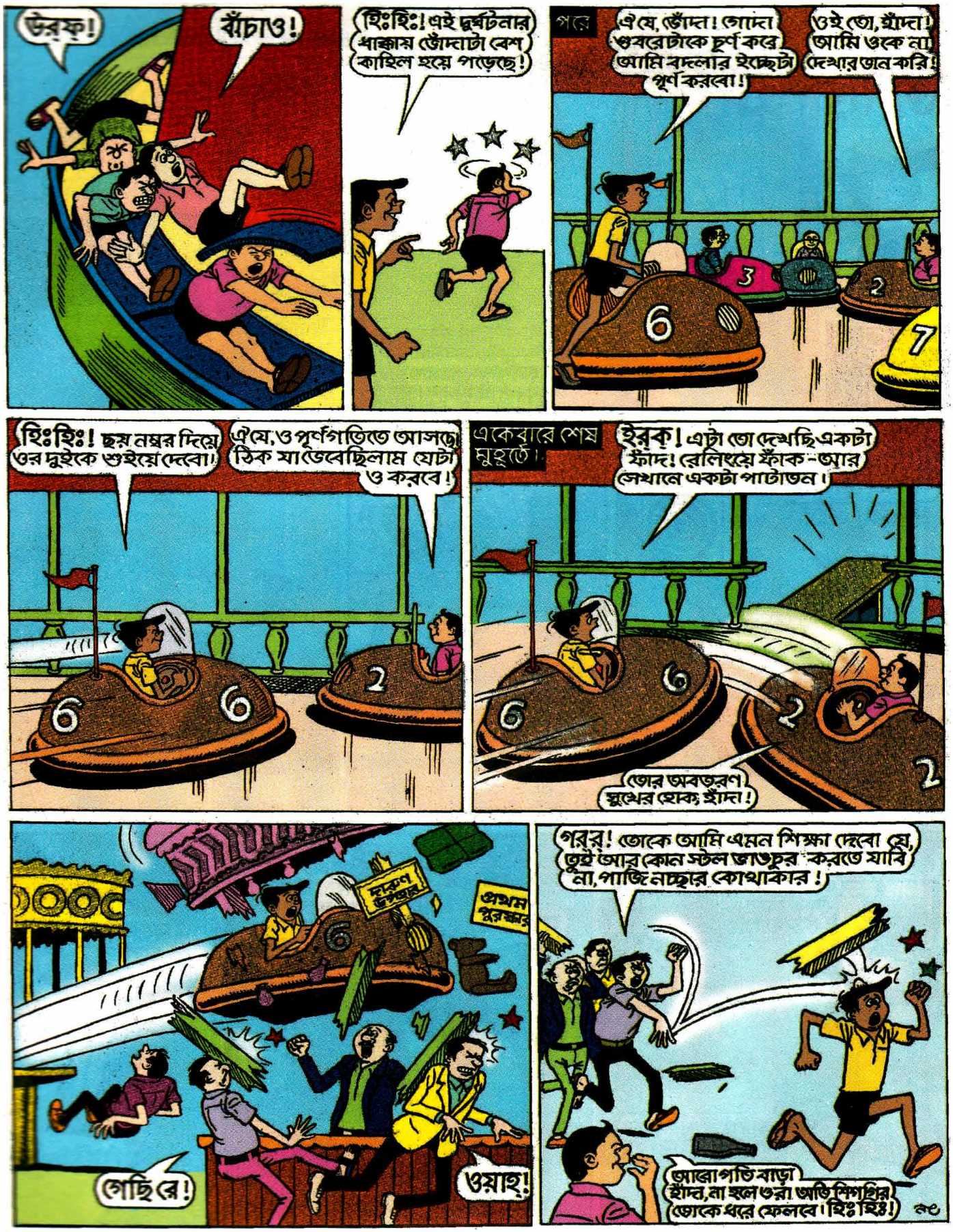
উরফ!
বাঁচাও!
হিঃহিঃ! এই দুর্ঘটনার ধাক্কায় ভোঁদাটা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে!
পরে
ঐযে, ভোঁদা! গোদা গুবরেটাকে চূর্ণ করে আমি বদলার ইচ্ছেটা পূর্ণ করবো!
ওই তো, হাঁদা! আমি ওকে না দেখার ভান করি!
হিঃহিঃ! ছয় নম্বর দিয়ে ওর দুইকে শুইয়ে দেবো!
ঐযে, ও পূর্ণগতিতে আসছে ঠিক যা ভেবেছিলাম যেটা ও করবে!
একেবারে শেষ মুহূর্তে।
হুরুক! এটা তো দেখছি একটা ফাঁদ! রেলিংয়ে ফাঁক - আর সেখানে একটা পাটাতন!
তোর অবতরণ সুখের হোক, হাঁদা!
হরণ ভরণার
প্রথম পুরস্কার
গেছি রে!
ওয়াহ্!
গর্‌র্‌র্‌! তোকে আমি এমন শিক্ষা দেবো যে, তুই আর কোন স্টান্ট জাতুর করতে যাবি না, পাজি নচ্ছার কোথাকার!
আরো গতি বাড়া হাঁদা, না হলে ওরা অতি শিগগির তোকে ধরে ফেলবে। হিঃহিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



পদদলন









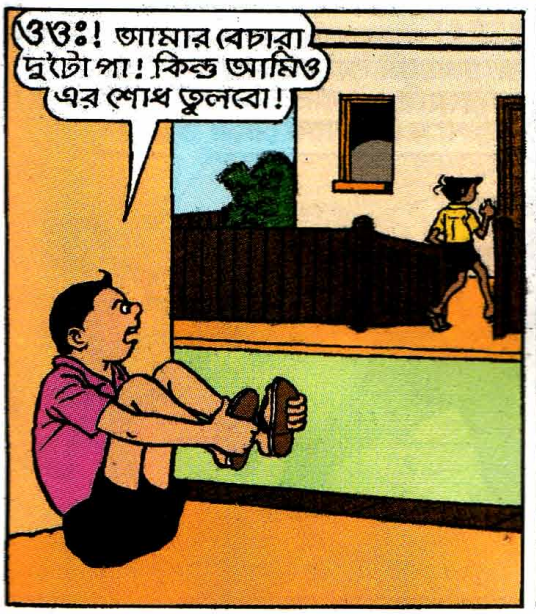





F-25

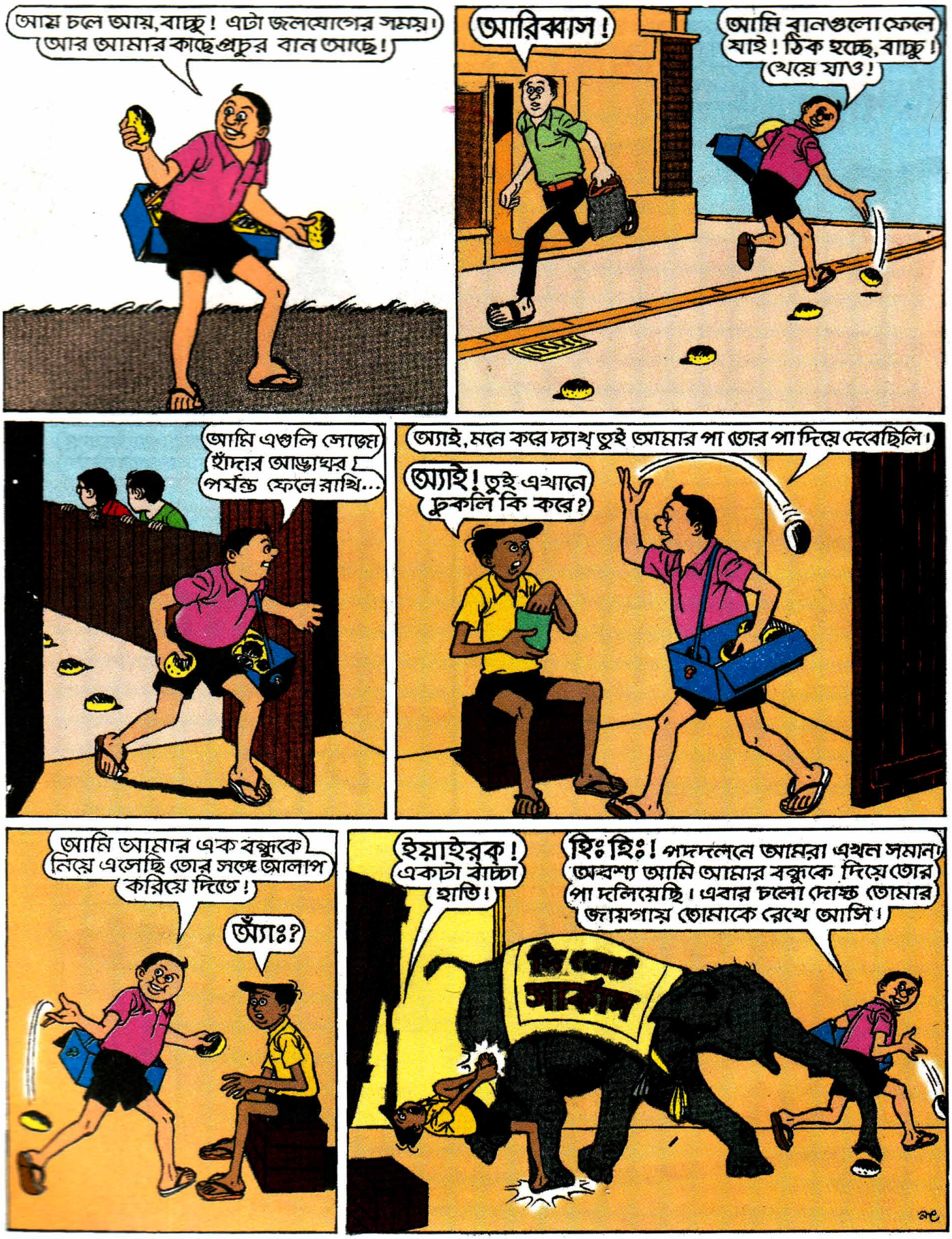
আয় চলে আয়, বাচ্চু! এটা জলযোগের সময়। আর আমার কাছে প্রচুর বান আছে!
আরিব্বাস!
আমি বানগুলো ফেলে যাই! ঠিক হচ্ছে, বাচ্চু! খেয়ে যাও!
আমি এগুলি সোজা হাঁদার আড্ডাঘর পর্যন্ত ফেলে রাখি...
অ্যাই, মনে করে দ্যাখ্ তুই আমার পা তোর পা দিয়ে দেবেছিলি।
অ্যাই! তুই এখানে ঢুকলি কি করে?
আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে!
অ্যাঁঃ?
ইয়াইরক! একটা বাচ্চা হাতি!
হিঃ হিঃ! পদদলনে আমরা এখন সমান! অবশ্য আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে তোর পা দলিয়েছি। এবার চলো দেখে তোমার জায়গায় তোমাকে রেখে আসি!
গার্ডেন

হাঁদা-ভোঁদার



এনার্জি


নিঃশব্দে এটা করতে হবে...


আরেঃ! মটু যে! তুই আমাকে লুকিয়ে কি নিয়ে যাচ্ছিস?
ইরক্!


ব্যাগটা দিয়ে দে, হাঁদা!
দাঁড়া, দেখি তোর ব্যাগে কি মাল আছে!


গেছি রে! ক্যাক্‌টাস্!
মরেচে! আপততঃ সরে পড়ি।


কিছুক্ষণ পরে
পিসেমশাইয়ের জন্যে আনা ক্যাক্‌টাসের ব্যাগটা এখানেই পড়ে আছে আর হাঁদার চিহ্ন নেই।


হাঁদাটা অহেতুক আমার এনার্জি খানিকটা নষ্ট করে দিলো। ওর সঙ্গে আর ঝামেলায় না জড়িয়ে এই ফাঁকে কেটে পড়ি।


যাবার আগে যেগুলি ও বাইরে ফেলেছিলো সেগুলি তুলে নিয়ে যাই।
ও ভেবেছে আমি ধারে কাছে নেই। আছি কিনা সেটা জলোভাবেই টের পাওয়াচ্ছি!
একটু আগে বলছিলি যে, তোর এনার্জি নাকি কমে গেছে। তাই আমি তোকে ফুল এনার্জি দিয়ে দিচ্ছি, ভোঁদা।
আঁইক!
হিঃ হিঃ!
ইঁয়োফ্! ওরে আমার পা!
উর্‌ফ্! শিগগির এসব বন্ধ কর।
হিঃ হিঃ!
তোর এনার্জিটা মনে হচ্ছে এখনো ঠিক মতো আসে নি, ভোঁদা!
একটু বোসে রেস্ট নে, দেখবি এনার্জি চড়চড়িয়ে উঠবে!
ইঁয়োফ্‌স!
দ্যাখ্ ভোঁদা যা বলেছিলাম। তোর এনার্জি এতো বেড়েছে যে, তুই কতটা ঊর্দ্ধলাফ দিয়েছিস!

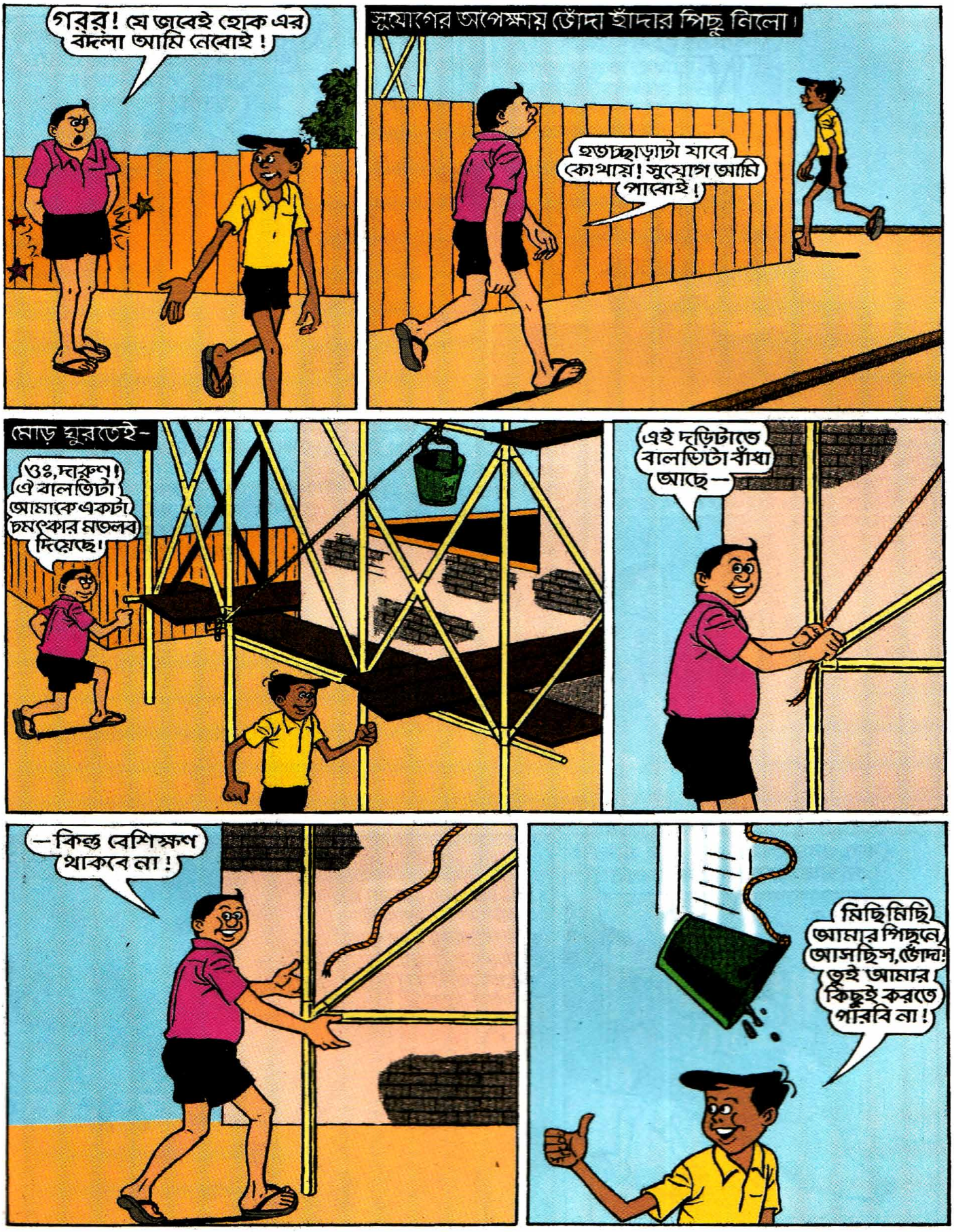
গরর! যে ভাবেই হোক এর বদলা আমি নেবোই!
সুযোগের অপেক্ষায় জোঁদা হাঁদার পিছু নিলো।
হতচ্ছাড়াটা যাবে কোথায়! সুযোগ আমি পাবোই!
মোড় ঘুরতেই-
ওঃ,দারুণ! ঐ বালতিটা আমাকে একটা চমৎকার মতলব দিয়েছে।
এই দড়িটাতে বালতিটা বাঁধা আছে—
—কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না!
মিছিমিছি আমার পিছনে আসছিস,জোঁদা! তুই আমার কিছুই করতে পারবি না!


ওইয়াহ্!
ঝপাত!
উরফ! আমার মাথায় বালতি এলো কোত্থেকে? এটা আমি খুলতে পারছি না!
হেলপ!
আরে, হাঁদাদা, ভোঁদাদা! তোমরা কি মাথায় বালতি চাপা দিয়ে কানামাছি খেলা খেলছো?
এখনো খেলিনি এবার খেলবো। তুই আসাতে ভালোই হয়েছে!
তোকে যা বললাম, বচা, আমাকে খালি একটু সাহায্য করবি।
ঠিক আছে, ভোঁদাদা!
শোন, হাঁদা! তোর মুণ্ডু থেকে বালতি খুলে দেবো কানামাছি খেলে। আমি আর বচা তোর আশেপাশে থাকবো। তুই যাকে আগে ধরবি সেই তোর মুণ্ডু থেকে বালতি খুলে দেবে!
বেশ, তাই হবে। তাড়াতাড়ি কর।
ব্যস, এবার খেল শুরু হবে, হাঁদা! দেখিস ফেল করিস না যেন।
হিঃহিঃ! যে কোনো একটাকে ধরলেই হাঁদা ভালোভাবেই টের পাবে যে ভোঁদার পিছনে লাগার কি ফল!

হাঁদা-ভোঁদার

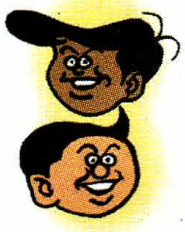

নারকেল


হাঁদলপাড়ার মাঠে নাকি দারুণ মেলা বসেছে! চল ভোঁদা, দেখে আসি!
ঠিক আছে, চল যাওয়া যাক!


কি বিরাট মেলা রে, মাইরি! কতো রকমের খেলা বসেছে! আচ্ছা, তুই ওওখানে রাখা নারকেলটা ফেলতে পারলে নগদ পাবি পাঁচ টাকা!
দাঁড়া, আগে মেলা থেকে কেনা ডুডুর খই শেষ করি তারপর নারকেলের খেলা!
নারকেল


এবার এই দ্যাখ— ওপস্!
হিঃ হিঃ! জম্বন্য তোর টিপ, ভোঁদা!


ঠকাস!
নারকেল ডিফেন্স
মরেচে!
ওররফ!
দ্যাখ্, হাঁদা! নারকেল স্থানচ্যুত হয়েছে!


সব ঠিকঠাক আছে। নারকেলটা আমি ফেলেছি, সুতরাং তুমি আমাকে পাঁচ টাকা দেবে।
তাজ্জব! নারকেলে বল লাগলো না অথচ পড়ে গেলো।

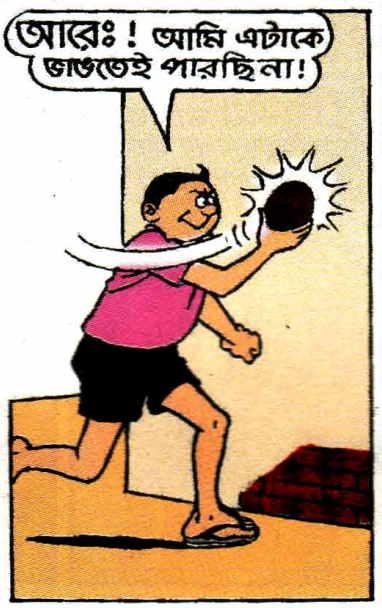
আরেঃ! আমি এটাকে জাগুতেই পারছি না!


মরেচে! আমার ঠ্যালাগাড়ির একদিকের তক্তা খুলে গেছে! এবার আমি ময়লা ফেলবো কেমন করে!

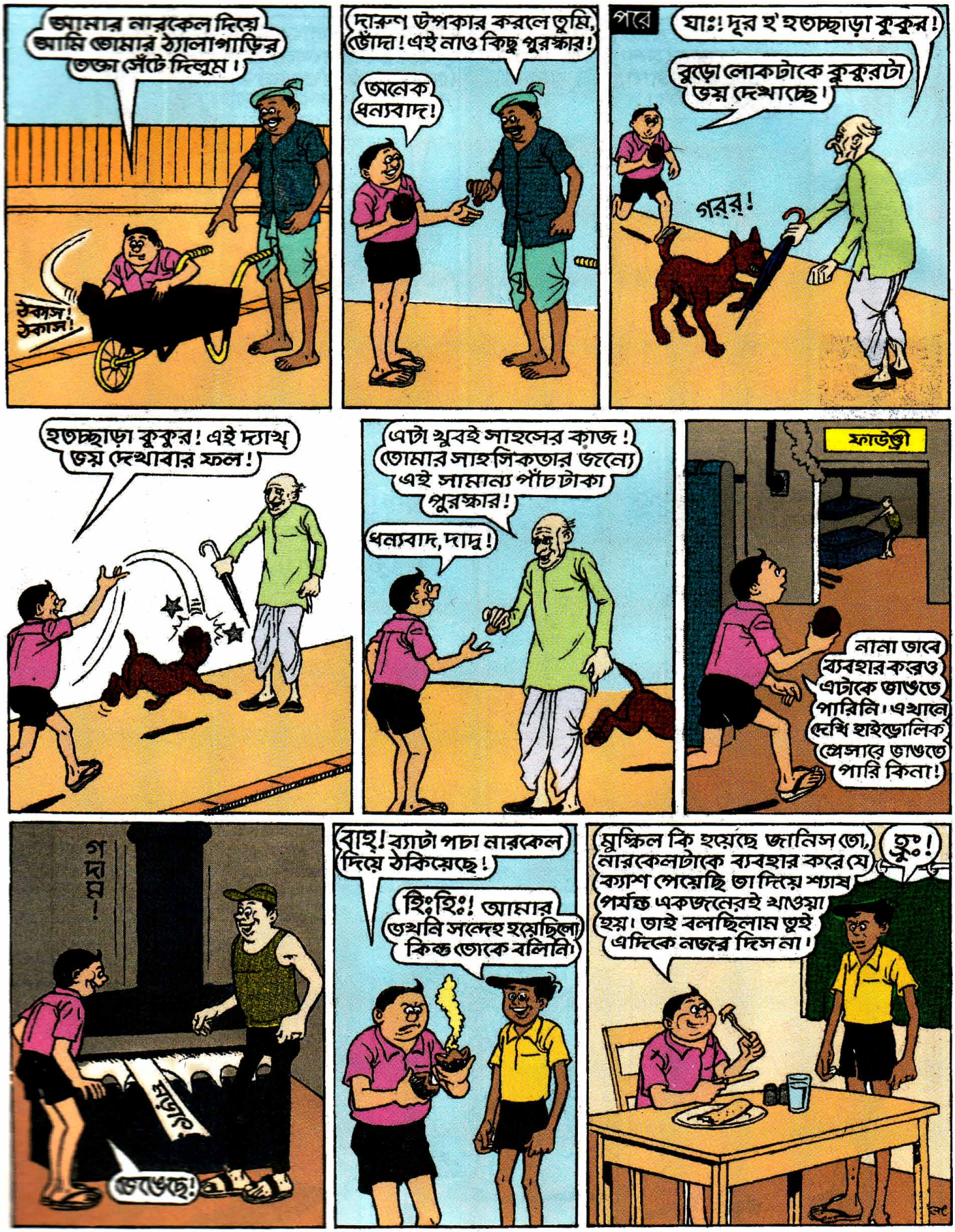
আমার নারকেল দিয়ে আমি তোমার ঠ্যালাগাড়ির তক্তা সেঁটে দিলুম!
ইকাস! ইকাস!
দারুণ উপকার করলে তুমি, ভোঁদা! এই নাও কিছু পুরস্কার!
অনেক ধন্যবাদ!
পরে
যাঃ! দূর হ' হতচ্ছাড়া কুকুর!
বুড়ো লোকটাকে কুকুরটা ভয় দেখাচ্ছে!
গর্‌র্‌!
হতচ্ছাড়া কুকুর! এই দ্যাখ্ ভয় দেখাবার ফল!
এটা খুবই সাহসের কাজ! তোমার সাহসিকতার জন্যে এই সামান্য পাঁচ টাকা পুরস্কার!
ধন্যবাদ, দাদু!
ফাউন্ড্রী
নানা ভাবে ব্যবহার করেও এটাকে ভাঙতে পারিনি। এখানে দেখি হাইড্রোলিক প্রেসারে ভাঙতে পারি কিনা!
গদাম!
ভাঙেছে!
বাহ্! ব্যাটা পচা নারকেল দিয়ে ঠকিয়েছে!
হিঃহিঃ! আমার তখনি সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু তোকে বলিনি!
মুস্কিল কি হয়েছে জানিস তো, নারকেলটাকে ব্যবহার করে যে ক্যাশ পেয়েছি তা দিয়ে শ্যাম পর্যন্ত একজনেরই খাওয়া হয়। তাই বলছিলাম তুই এদিকে নজর দিস না!
তুঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস





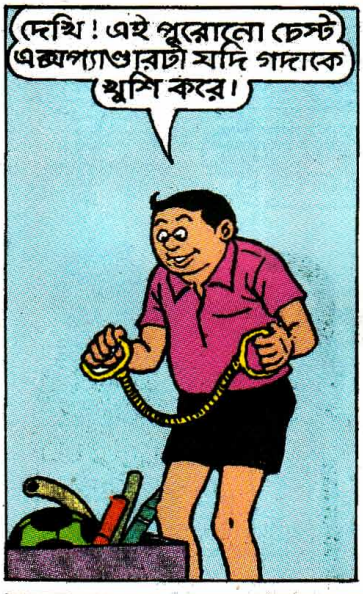












গেছি রে! এগুলি দেখছি রদ্দি মাল। এর এই হাল হবে আমি অবশ্যই জানতাম!
মচাৎ!
ওফ্! জগ্যিস পুরোনো গদিটা এখানে ছিলো, তাই চোট-বিহীন ল্যাণ্ডিং হলো!
পরে
মনে হয় ওটার তৈরিতেই গলদ ছিলো। আমি এবার এই সুন্দর উপহারটা তোকে দিচ্ছি, গদা।
ঠিক আছে! এই দিনে আর কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া নয়, ভোঁদা!
জল পিস্তলটা দিয়ে তোকে আগে সস্তা প্রীতির জল লাগাই তারপর ব্লুক্স!
এটারও তৈরিতে কোন গোলযোগ ছিলো বোধহয়, ভোঁদা।
গদাকে তোর শেষ উপহারেরও ঐ দশা হওয়ায় এবার গদার তরফে তুই এটা নে না, ভোঁদা!
এক মিনিট! আমি আগে এটা পরখ করে দেখি।
সবই ঠিক ঠাক আছে বলে মনে হচ্ছে!
মরেচে! এটাতো গোড়া থেকেই ভাঙলো!
সেই সঙ্গে আমার নাক ভেঙেছিস। এবার আমি তোর মুণ্ডু ফাঁক কোরবো!
অ্যাই, ভোঁদা! খোঁটাদাকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথাটা মনে করিয়ে দে নারে, হতচ্ছাড়া!
নিকুচি করেছে তোর বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের। তোকে একবার পেলে হয়, ছুঁচো!

হাঁদা-ভোঁদার



চোর ধরা


চল, ভোঁদা! আমরা পার্কে গিয়ে ক্রিকেট প্র্যাক্‌টিশ করি।
তাই চল। পরশু আবার পশ্চিমপাড়ার সঙ্গে ম্যাচ আছে।

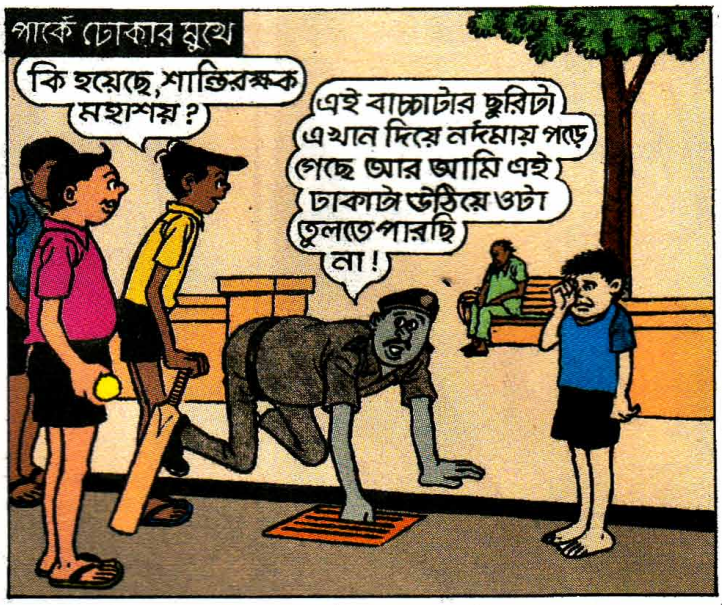
পার্কে ঢোকার মুখে
কি হয়েছে, শান্তিরক্ষক মহাশয়?
এই বাচ্চাটার ছুরিটা এখান দিয়ে নর্দমায় পড়ে গেছে আর আমি এই ঢাকাটা উঠিয়ে ওটা তুলতে পারছি না!


আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—এইমে পেয়ে গেছি ছুরিটা!
খাসা বুদ্ধি খাটিয়েছো, ভোঁদা!
দারুণ!


পার্কে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ারও একটু উপায় নেই। খালি চেঁচামেচি!
এইমে, শুনছেন! আপনার আংটি পড়ে গেলো!


এই হীরের আংটি আপনি কোথায় পেলেন? কয়েকদিন আগে পাড়ার একটা জুয়েলারী দোকানে ডাকাতি হয়। থানায় তার ডায়েরী করা আছে।
কি-কিন্তু জীবনে আমি এটা কোনদিন দেখিনি!


আমার সঙ্গে থানায় চলো।
কিন্তু স্যার—
লোকটাকে চোর ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না। বেচারা!
ওসব বাইরে থেকে বোঝা যায় না। চল খেলি।


খেলা যখন জমে উঠেছে
ছক্কা যাচ্ছে রে, হাঁদা!


ওরে, দাঁড়কাকটা আমার চুম্বকটা নিয়ে পালাচ্ছে!


তুই আর ওটা কখনই ফিরে পাবি না, ভোঁদা!
পাবো! একটা দড়ি জোগাড় করে আনি।
ঠিক গলে গেছে, হাঁদা!
আর কয়েক ইঞ্চি হলেই আমি পৌঁছে যাবো!
আরিব্বাস!
যাকে ধরেছেন সে আংটি চোর নয়। আসল চোরকে আমি জেনেছি। আংটি নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন আসল চোরকে আমি ধরে দিচ্ছি।
নড়াচড়া করবেন না, চুপচাপ থাকুন। কে চোর তা এখুনি জানতে পারবেন।
ধরেছি! চোরকে!
আমার চুম্বকটা উদ্ধার করতে গিয়ে বুঝতে পারি যে আংটি চোর ঐ লোকটি নয় আসল অপরাধী হচ্ছে ঐ দাঁড়কাক। বেঞ্চ থেকে দাঁড়াতেই গাছের ওপরের বাসা থেকে আংটিটা ওর কাছে পড়ে। দেখুন বাসায় এসবও আছে।
গোয়েন্দাগিরি করে শেষপর্যন্ত একটা দাঁড়কাক ধরলি, ভোঁদা! হিঃ হিঃ!
না হলে যে একটা নির্দোষ লোকের সাজা হয়ে যেতো। যাক গে, চল আবার খেলা শুরু করা যাক।

হাঁদা-ভোঁদার



নয়া দোস্ত


আমার এই নয়া বন্ধুরা আমাকে আরো খাবো রেস্তোঁরাতে খাওয়াবে পরে আমাকে ফুটবল ম্যাচ দেখাবে রে, ভোঁদা!
তাই বুঝি! আমিও যাচ্ছি ম্যাচ দেখতে।


খুশিমতো খেয়ে যাও বন্ধুরা! আমার ন্যাপাখুড়ো এখানকার প্রধান পরিচারক!


এটার ব্যাপারে আমার ন্যাপাখুড়োই দেখবে।
বিল
মোট ১০০


তোমার বুড়ো ন্যাপা খুড়োর হ্যাঁপা সামলাতে না পেরে তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছি। কাজেই পয়সা ছাড়ো!
তোমাদের তো সব টাকাটাই বেরিয়ে গেলো, লব আর ডঙ্কা!


তোমার ন্যাপা খুড়ো তো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়েছে, ডঙ্কা! এবার টঙ্কা ছাড়া ম্যাচ দেখাবে কি করে?
চিন্তা নেই আমি জানি কি করে ঢুকতে হবে।


ওদিকে দ্যাখো! বেড়ার প্রত্যেক ফোঁকোরের সামনে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।
ওরা যাতে আমাদের তাড়া করে তাই করছি। তারপর আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে ফিরে এসে ফুটো দিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে যাবো।


কিন্তু-
ধ্যেৎ! ফস্কে গেলো!
কি সৌভাগ্য! একটা পাঁচ টাকার মুদ্রা বেড়া টপকে এসে পড়েছে!


ও তোমাদের কম্ম নয়, লব আর ডঙ্কা! ওটা আমি দেখেছি। আমার কাছে একটা বাঁশি আছে যার শব্দ পুলিশের বাঁশির শব্দের মতো।


ওরা যখন ধেয়ে এই কোণের দিকে আসবে তখন ওদের এড়ানোর জন্যে তৈরি হও।
তারপর আমরা ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঝাঁপ মারবো!
পিইইপ! পিইইপ!
অ্যাই মরেচে! কুকুর! ওটা তাহলে কুকুরের বাঁশি ছিলো! শিগগির এখান থেকে হড়কে যাই চল!
ওরে বাবা! চারদিকে পাগলা কুকুর!
বাঁচাও!
কোণের দিকে ঘুরে ফুটবল ম্যাচের জায়গায় ফিরে চলো,বন্ধুরা!
সবাই বড় রাস্তার দিকে চলে যান– ওখানে দাঙ্গা লাগতে পারে!
সেঁটে গেছি! বাঁচাও! হেল্প!
মরেচে! আমরা কাফেতে এতো বেশি খেয়ে ফেলেছি যে, এখন আটকে গেছি!
বড্ডো দেরি হয়ে গেলো। খেলা শুরু হয়ে গেছে
একি রে,হাঁদা! তোর নয়া বন্ধুরা তোকে ফুটবল ম্যাচ দেখাবে বলে বেড়ার ফোঁকরে নিজেদের সঙ্গে তোকেও গুঁজে দিয়েছে!
হাঁদা আর ওর সঙ্গীরা বেড়ার ফুটো বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের আর কষ্ট করে পাহারা দিতে হবেনা! হাঃ হাঃ!

হাঁদা-ভোঁদার দাদাগিরি



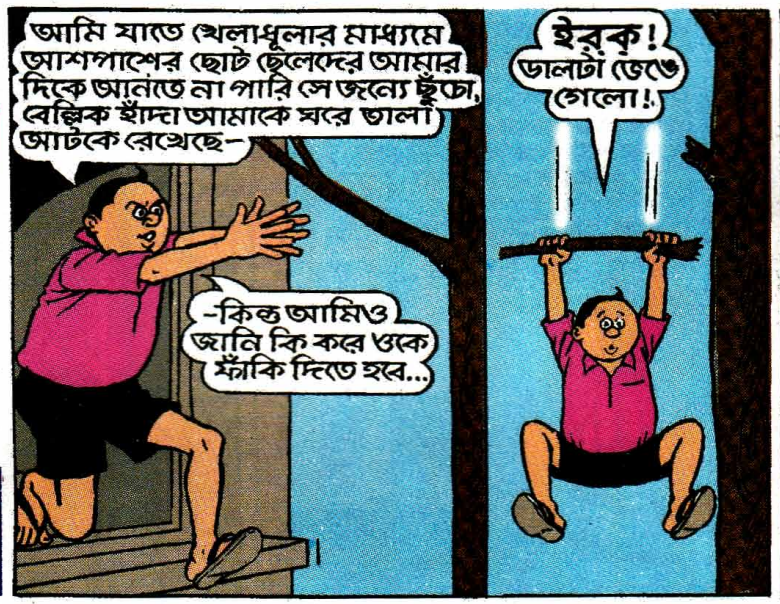
আমি যাতে খেলাধূলার মাধ্যমে আশপাশের ছোট ছেলেদের আমার দিকে আনতে না পারি সে জন্যে ছুঁচো, বেল্লিক হাঁদা আমাকে ঘরে তালা আটকে রেখেছে–
–কিন্তু আমিও জানি কি করে ওকে ফাঁকি দিতে হবে...
ইব্‌ক্‌!
ডালটা ভেঙে গেলো!


আমি ভেবে রেখেছিলাম যে তুই এই চেষ্টাটা করবি, তাই আমি ঐ ডালটা অর্দ্ধেক কেটে রেখেছিলাম!
ওফ্!
ধপাস!


আবার আমাকে ঘরে আটকেছে। আমিও ফাঁদ পেতেছি! দরজা ধরে টানলেই ওপরের সব মাল ওর ঘাড়ে পড়ে ওর হাল খারাপ করে দেবে,সেই ফাঁকে আমি হুড়কে বেরিয়ে যাবো!


হাঁদা যাতে ছুটে ঘরে ঢোকে সেজন্যে আমি খুব চোট পেয়েছি এরকম ভান করবো।
ওফ্! উফ্! গেছিরে!


কিন্তু
অ্যাই ভোঁদা! পিসেমশাই বিরাট বাক্স ভর্তি আইসক্রীম নিয়ে এসেছেন। এখুনি নীচে চলে আয়–আমি দরজার চাবি খুলে দিয়েছি!
ওহ্, দারুণ! এই আমি আসছি!

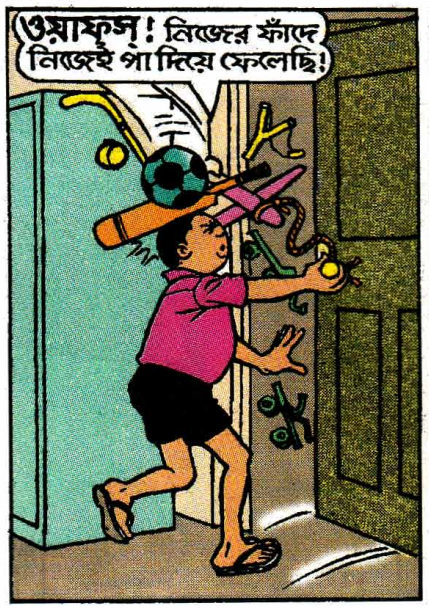
ওয়াফ্‌স্‌! নিজের ফাঁদে নিজেই পা দিয়ে ফেলেছি!


তুই আবার নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়েছিস,ভোঁদা! আমি তোর মতলব জানতে পেরেছিলাম, কারণ আমি চাবির ফোকর দিয়ে লক্ষ্য রাখছিলাম!
অসাধু কর্ম!


উফ্‌স্‌!
হোঃহোঃ! তুই হুড়কে ভেতরে ঢুকেছিস,হাঁদা! আর আমি হুড়কে বাইরে বেরোচ্ছি!

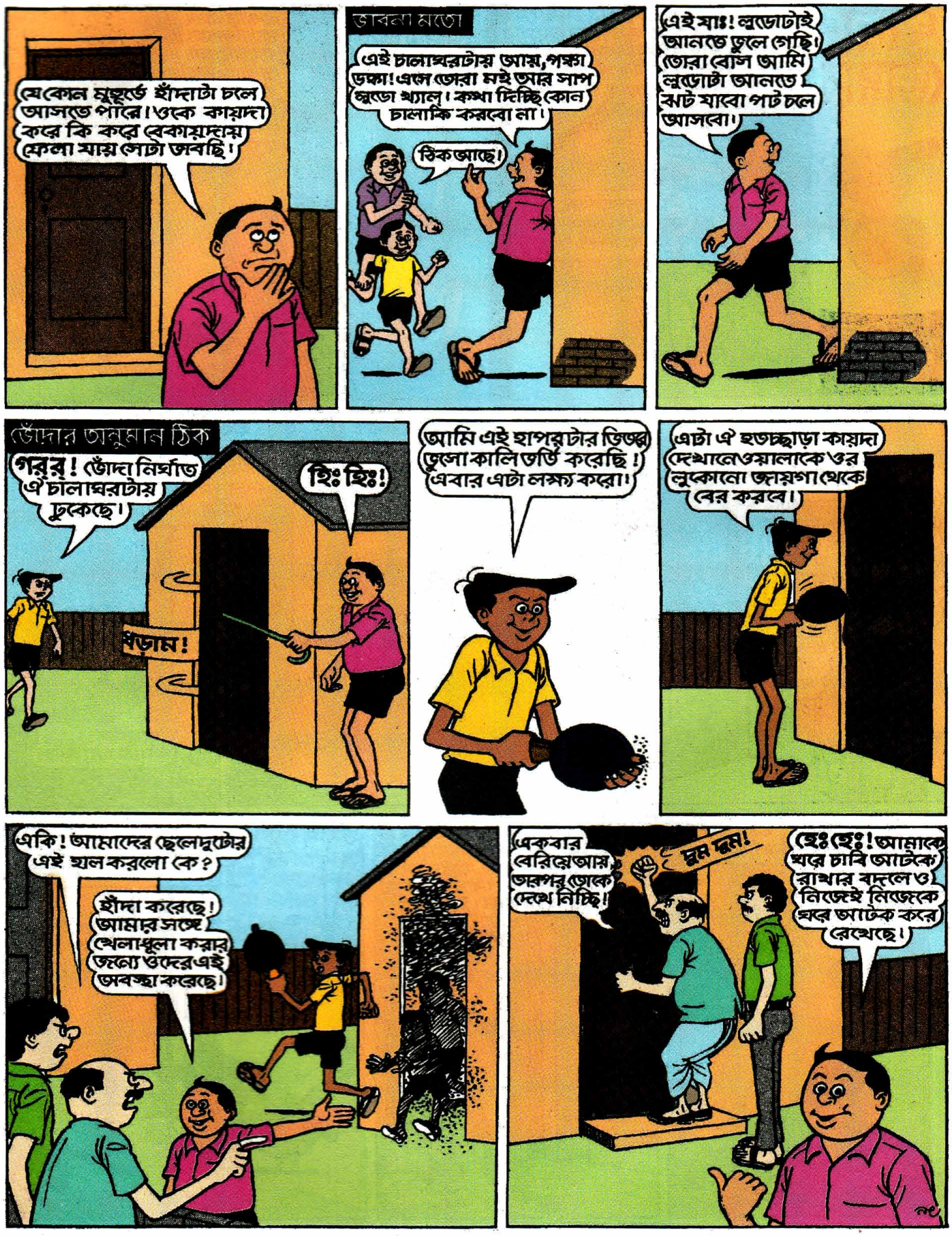
যে কোন মুহূর্তে হাঁদাটা চলে আসতে পারে। ওকে কায়দা করে কি করে বেকায়দায় ফেলা যায় সেটা ভাবছি।
ভাবনা মতো
এই চালাঘরটায় আয়, পঙ্কা ডঙ্কা! এসে তোরা মই আর সাপ লুডো খ্যাল্। কথা দিচ্ছি কোন চালাকি করবো না।
ঠিক আছে।
এই যাঃ! লুডোটাই আনতে ভুলে গেছি। তোরা বোস আমি লুডোটা আনতে ঝট যাবো পট চলে আসবো।
ভোঁদার অনুমান ঠিক
গরর! ভোঁদা নির্ঘাত ঐ চালাঘরটায় ঢুকেছে।
হিঃ হিঃ!
ধড়াম!
আমি এই হাপরটার ভিতরে ভুসো কালি ভর্তি করেছি! এবার এটা লক্ষ্য করো।
এটা ঐ হতচ্ছাড়া কায়দা দেখানেওয়ালাকে ওর লুকোনো জায়গা থেকে বের করবে।
একি! আমাদের ছেলেদুটোর এই হাল করলো কে?
হাঁদা করেছে! আমার সঙ্গে খেলাধুলা করার জন্যে ওদের এই অবস্থা করেছে।
একবার বেরিয়ে আয়, তারপর তোকে দেখে নিচ্ছি!
দুম দুম!
হেঃ হেঃ! আমাকে ঘরে চাবি আটকে রাখার বদলে ও নিজেই নিজেকে ঘরে আটক করে রেখেছে।

হাঁদা-ভোঁদার

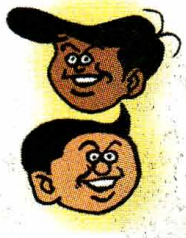

সাহায্যের হাত















F-26

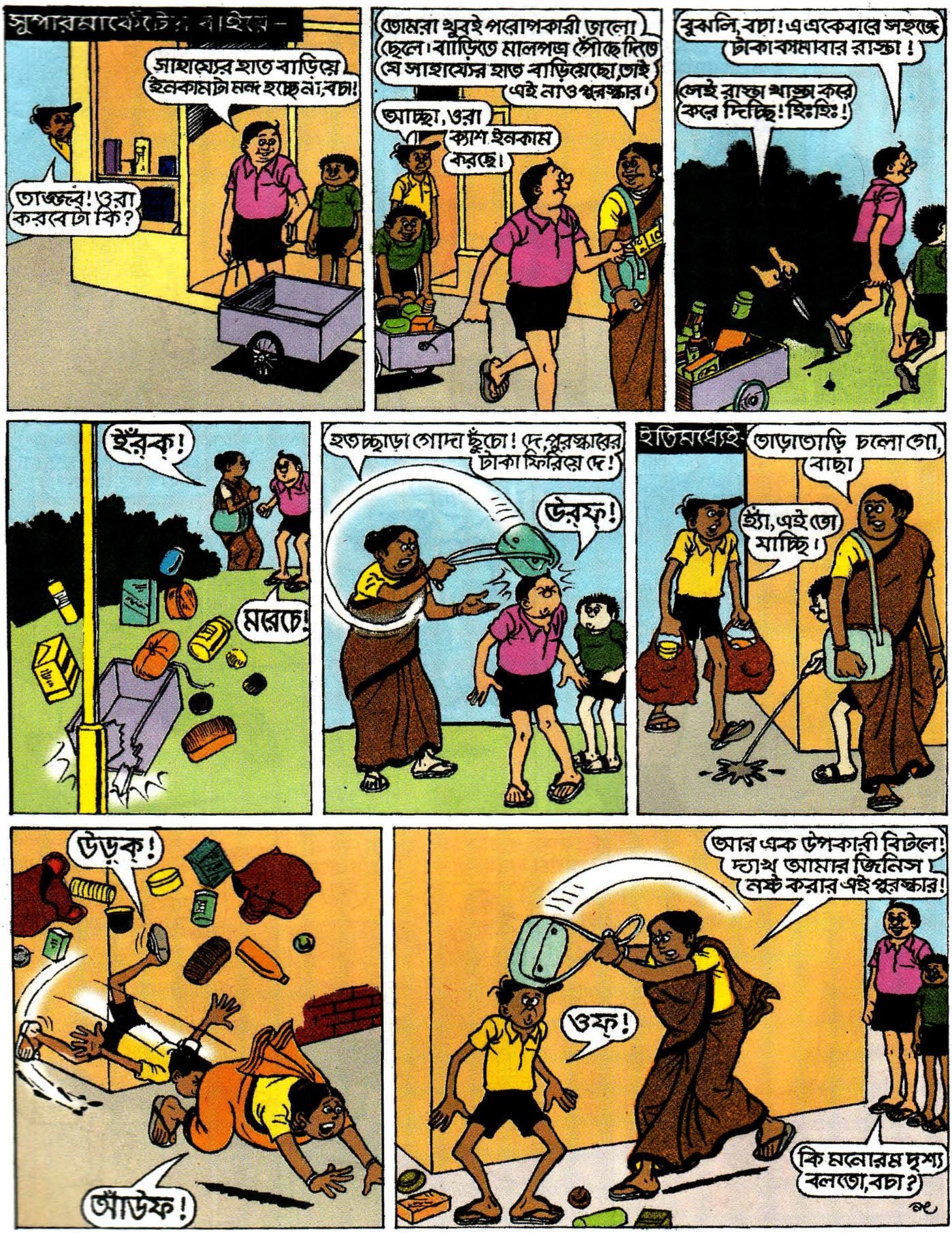
সুপারমার্কেটের বাইরে –
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ইনকামটা মন্দ হচ্ছে না,বচা!
তাজ্জব! ওরা করবেটা কি?
তোমরা খুবই পরোপকারী ভালো ছেলে। বাড়িতে মালপত্র পৌঁছে দিতে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছো,তাই এই ন্যাও পুরস্কার।
আচ্ছা, ওরা ক্যাশ ইনকাম করছে।
বুঝলি,বচা! এ একেবারে সহজে টাকা কামাবার রাস্তা!
সেই রাস্তা খাস্তা করে করে দিচ্ছি! হিঃহিঃ!
ইঁরক!
মরেচে!
হতচ্ছাড়া গোদা ছুঁচো! দে,পুরস্কারের টাকা ফিরিয়ে দে!
উরফ!
ইতিমধ্যেই
তাড়াতাড়ি চলো গো, বাছা
হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি।
উড়ক!
আঁউফ!
আর এক উপকারী বিটলে! দ্যাখ আমার জিনিস নষ্ট করার এই পুরস্কার!
ওফ!
কি মনোরম দৃশ্য বলতো,বচা?

হাঁদা-ভোঁদার



বড়দিনের কেক


















হিঃহিঃ! তুই বড় লোংরাভাবে খাস, ভোঁদা!
হেঃ! বাড়ি ফিরে চল, বচা!
বড়দিনের কেকটা দারুণ ছিলো। ভাবছি আমার হাত সাফাইয়ের জন্যে আবার কি নিয়ে আসছে
আবার সেই পিছনের জানালায়
আঃ! আবার একটা কেক এনেছে আর ওরা মনে হচ্ছে কেউ কাছে নেই তাই এবারে হাত দিয়েই তুলে নিই।
এইরে! এ তো আবার হাঁদা। আমি জানালাটা বন্ধ করে দিই।
আরেঃ, না, তুই পারবি না!
শিগগির ওটা হাত বদল করতে বল, নাহলে তোর মুখের আদলও বদল হয়ে যাবে, ভোঁদা!
হুঁয়ে-ঠিক আছে, হাঁদা। বচা, ওটা দিয়ে দে।
এই নাও, হাঁদাদা!
উম্‌ম্‌ম্‌! চমৎকার!
ওয়াক্-ওয়াক্! গুক্!
উঁরফ্!
কাদা দিয়ে তৈরি বড়দিনের কেক কেমন লাগছে রে হাঁদা!
শুভ বড়দিন, হাঁদাদা!
ভাই, হাঁদা! এই শুভ বড়দিনে তুই কাদা মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? পিসেমশাইয়ের নজরে পড়লে শুভদিন তোর কাছে অশুভ হয়ে যাবে, হিঃহিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



বুদ্ধির পাওনা

















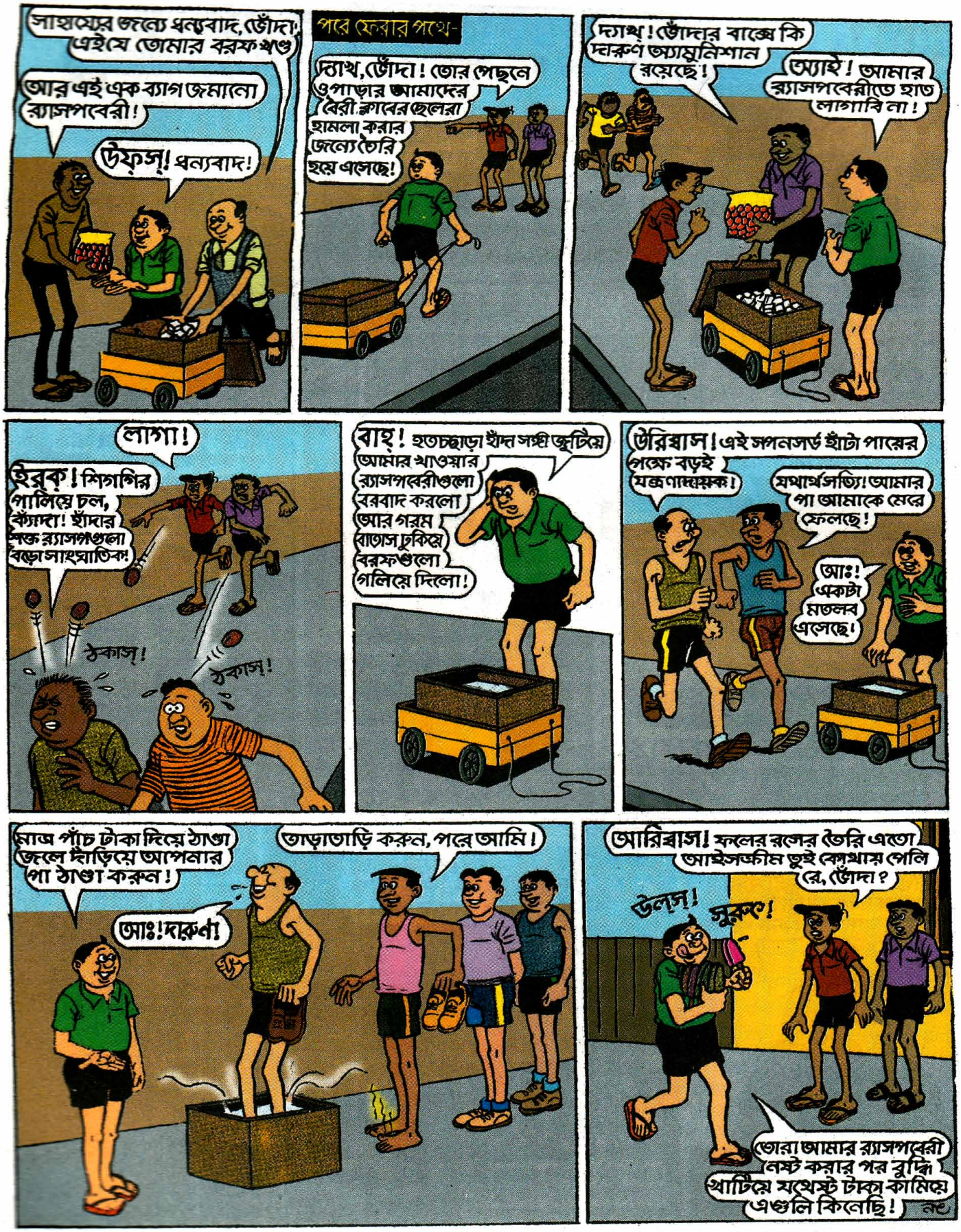
সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, ভোঁদা! এইযে তোমার বরফখণ্ড
আর এই এক ব্যাগ জমানো র‍্যাসপবেরী!
উফ্‌স্! ধন্যবাদ!
পরে ফেরার পথে-
স্যাখ, ভোঁদা! তোর পেছনে ওপাড়ার আমাদের বৈরী ক্লাবের ছেলেরা হামলা করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে!
দ্যাখ! ভোঁদার বাক্সে কি দারুণ অ্যামুনিশান রয়েছে!
অ্যাই! আমার র‍্যাসপবেরীতে হাত লাগাবি না!
লাগা!
ইরক্! শিগগির পালিয়ে চল, ক্যাঁদা! হাঁদার শক্ত র‍্যাসগুলো বড়ো সাংঘাতিক!
ঠকাস্!
ঠকাস্!
বাহ্! হতচ্ছাড়া হাঁদা সঙ্গী জুটিয়ে আমার খাওয়ার র‍্যাসপবেরীগুলো বরবাদ করলো আর গরম বাতাস ঢুকিয়ে বরফগুলো গলিয়ে দিলো!
উরিব্বাস! এই সপনসর্ড হাঁটা পায়ের পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক!
যথার্থ সত্যি! আমার পা আমাকে মেরে ফেলছে!
আঃ! একটা মতলব এসেছে!
মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়ে আপনার পা ঠাণ্ডা করুন!
তাড়াতাড়ি করুন, পরে আমি!
আঃ! দারুণ!
আরিব্বাস! ফলের রসের তৈরি এতো আইসক্রীম তুই কোথায় পেলি রে, ভোঁদা?
উল্‌স্!
সুরুৎ!
তোরা আমার র‍্যাসপবেরী নষ্ট করার পর বুদ্ধি খাটিয়ে যথেষ্ট টাকা কামিয়ে এগুলি কিনেছি!

হাঁদা-ভোঁদার



এপ্রিল ফুল















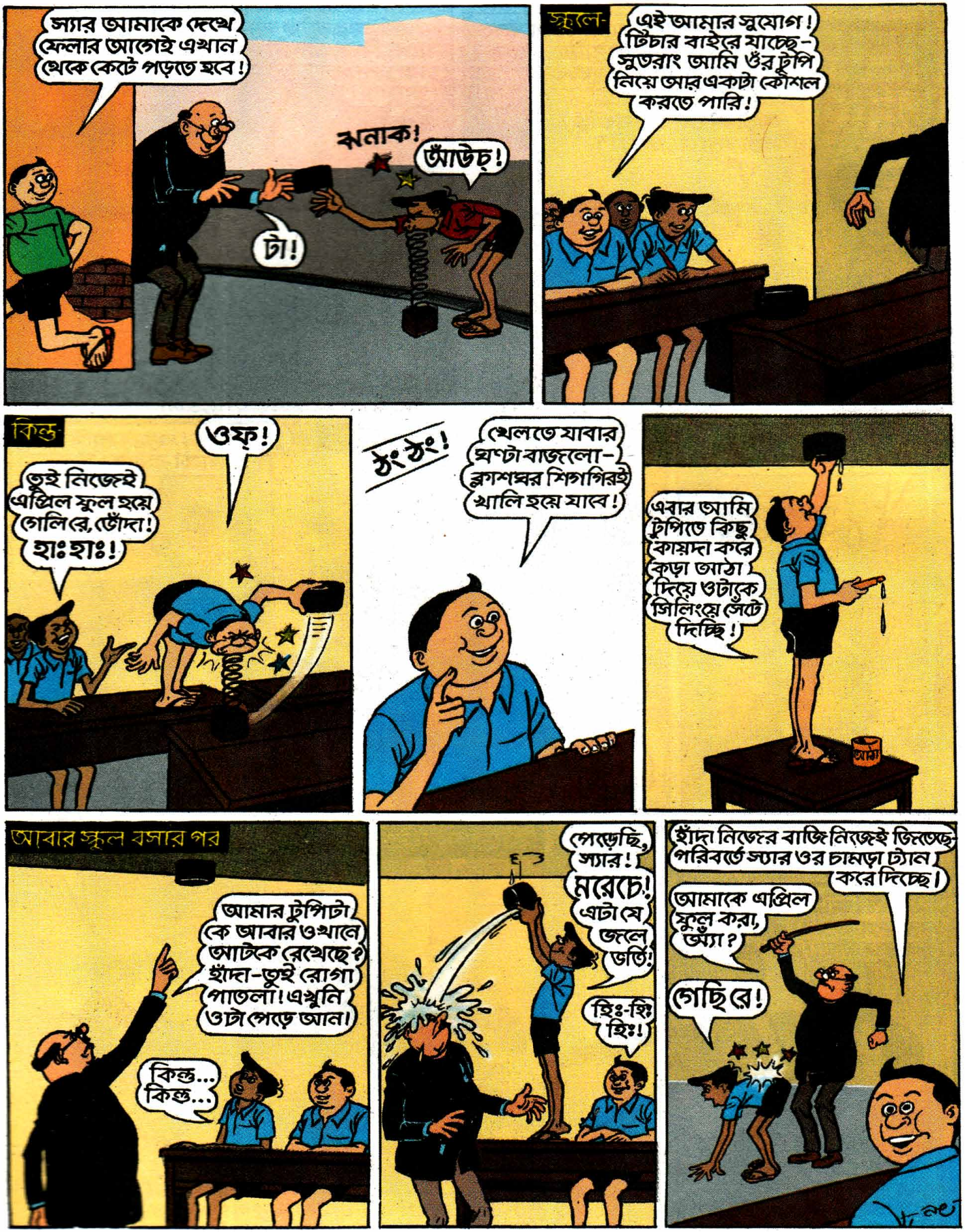
স্যার আমাকে দেখে ফেলার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে!
ঝনাক!
আঁউচ!
টা!
স্কুলে
এই আমার সুযোগ! টিচার বাইরে যাচ্ছে– সুতরাং আমি ওঁর টুপি নিয়ে আর একটা কৌশল করতে পারি!
কিন্তু
ওফ্!
তুই নিজেই এপ্রিল ফুল হয়ে গেলি রে, ছোঁদা! হাঃহাঃ!
ঠং ঠং!
খেলতে যাবার ঘণ্টা বাজলো– ক্লাশঘর শিগগিরই খালি হয়ে যাবে!
এবার আমি টুপিতে কিছু কায়দা করে কড়া আঠা দিয়ে ওটাকে সিলিংয়ে সেঁটে দিচ্ছি!
আঠা
আবার স্কুল বসার পর
আমার টুপিটা কে আবার ওখানে আটকে রেখেছে? হাঁদা–তুই রোগা পাতলা! এখুনি ওটা পেড়ে আন!
কিন্তু... কিন্তু...
পেড়েছি, স্যার!
মরেচে! এটা যে জলে ভর্তি!
হিঃ-হিঃ হিঃ!
হাঁদা নিজের বাজি নিজেই জিতেছে পরিবর্তে স্যার ওর চামড়া টানা করে দিচ্ছে।
আমাকে এপ্রিল ফুল করা, অ্যাঁ?
গেছি রে!

হাঁদা-ভোঁদার



বদলার লড়াই

















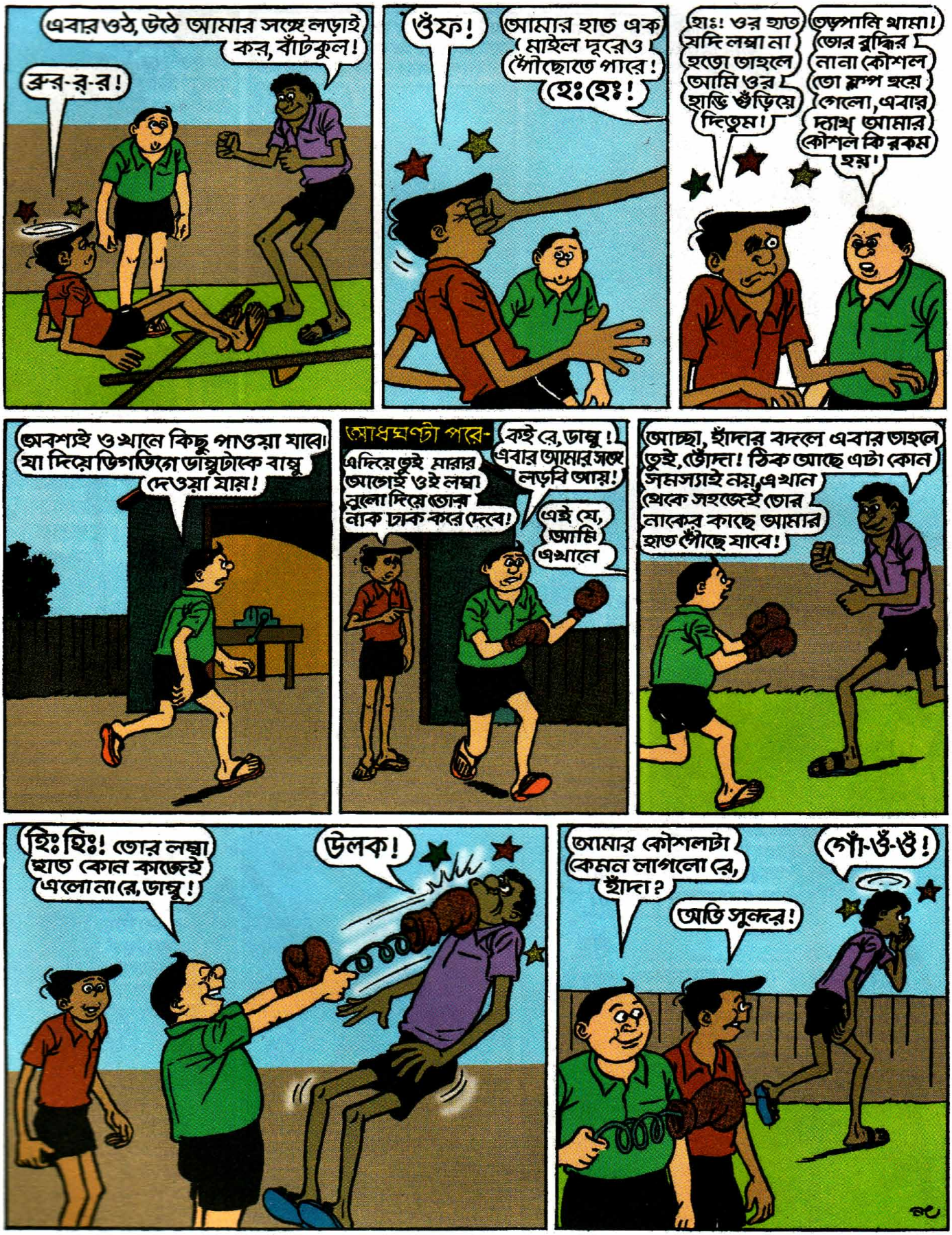
এবার ওঠ, উঠে আমার সঙ্গে লড়াই কর, বাঁটকুল!
ব্রুর-র্-র!
ওঁফ!
আমার হাত এক মাইল দূরেও পৌঁছোতে পারে! হেঃহেঃ!
হাঃ! ওর হাত যদি লম্বা না হতো তাহলে আমি ওর হাড্ডি গুঁড়িয়ে দিতুম!
তড়পানি থামা! তোর বুদ্ধির নানা কৌশল তো ফ্লপ হয়ে গেলো, এবার দ্যাখ্ আমার কৌশল কি রকম হয়!
অবশ্যই ওখানে কিছু পাওয়া যাবে! যা দিয়ে ডিগডিগে ডাম্বুটাকে বাম্বু দেওয়া যায়!
অর্ধঘণ্টা পরে-
এদিয়ে তুই মারার আগেই ওই লম্বা বুলো দিয়ে তোর নাক ঢাক করে দেবে!
কই রে, ডাম্বু! এবার আমার সঙ্গে লড়বি আয়!
এই যে, আমি এখানে
আচ্ছা, হাঁদার বদলে এবার তাহলে তুই, তোঁদা! ঠিক আছে এটা কোন সমস্যাই নয়, এখান থেকে সহজেই তোর নাকের কাছে আমার হাত পৌঁছে যাবে!
হিঃহিঃ! তোর লম্বা হাত কোন কাজেই এলো না রে, ডাম্বু!
উলক!
আমার কৌশলটা কেমন লাগলো রে, হাঁদা?
অতি সুন্দর!
গোঁ-ওঁ-ওঁ!

হাঁদা-ভোঁদার



নববর্ষের পার্টি


















বাহ! হতচ্ছাড়া তক্তা!
গেছি রে!
এটাই শেষ নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়ে গেলো!
পার্টিতে খাওয়ার জন্যে কাঠবাদামগুলি প্রায় তাজা হয়ে এসেছে।
এঃ! শব্দ কিসের?
থাচ!
মরেচে! আবার তুই, হাঁদা!
হ্যাঁ! আবার আমি এসেছি তোকে সহবত শেখাতে। এবার তোকে–
আরোফস!
মরেচে! কাঠবাদাম যে ফাটতে শুরু করেছে!
ফটাস! ফটাস!
ওফ্! আফ্স্! থামা!
ফটাস! ফট!
তোর দিকে এতোগুলো বাদাম ছিটকে গেলো, হাঁদা, সব গায়ে লাগালি। একটাকেও মুখে ঢোকাতে পারলি না?
হিঃহিঃ! তোমার বদন এমন খুব সুরত মদন হলো কি করে গো, হাঁদাদা?
চুপ বে!
অনেক হয়েছে! আর ওকে দাগা দিসনা বচা!

হাঁদা-ভোঁদার



ভেল্কির খেলা

















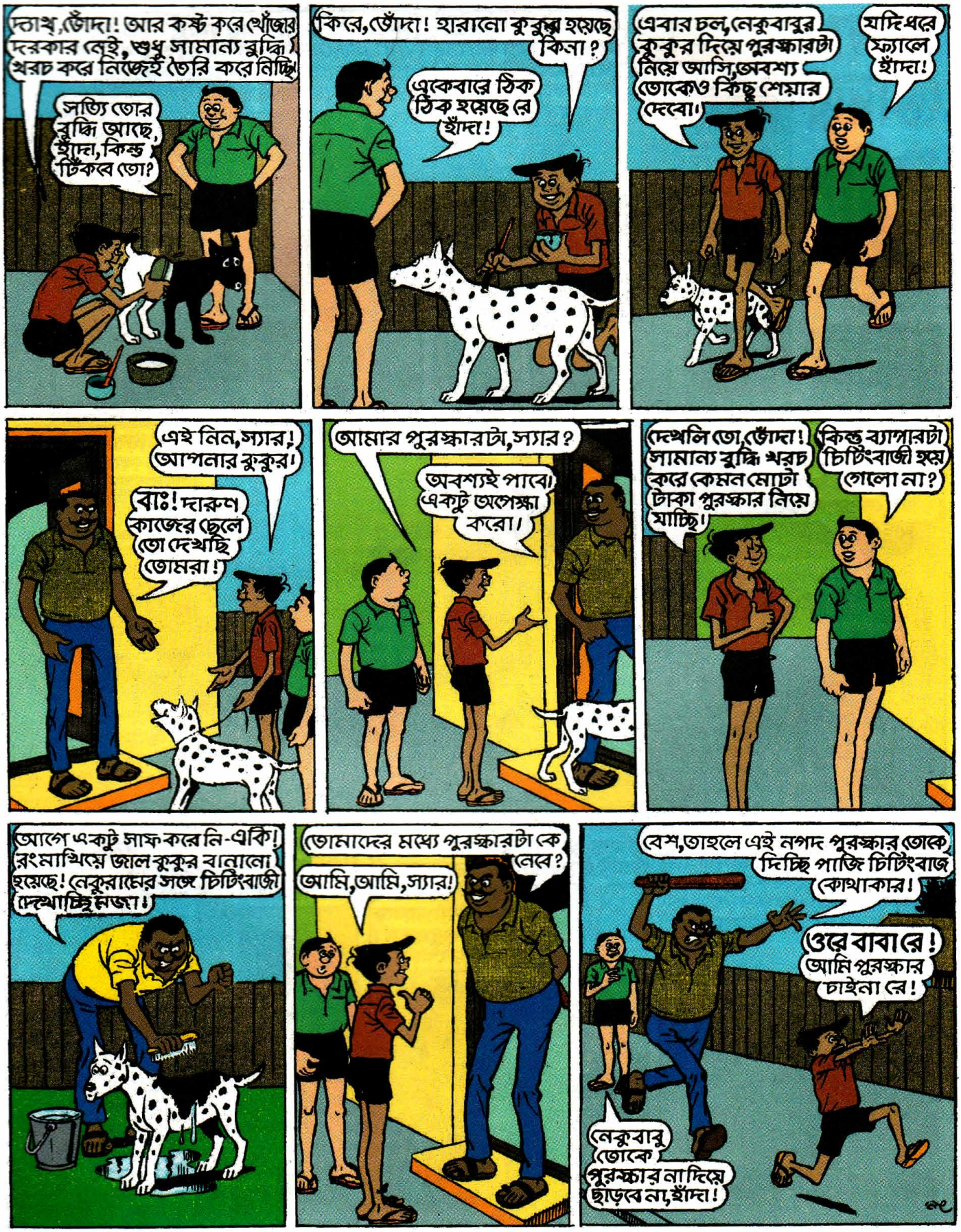
দ্যাখ্, ভোঁদা! আর কষ্ট করে খোঁজার দরকার নেই, শুধু সামান্য বুদ্ধি খরচ করে নিজেই তৈরি করে নিচ্ছি!
সত্যি তোর বুদ্ধি আছে, হাঁদা, কিন্তু টিঁকবে তো?
কিরে, ভোঁদা! হারানো কুকুর হয়েছে কিনা?
একেবারে ঠিক ঠিক হয়েছে রে হাঁদা!
এবার চল, নেকুবাবুর কুকুর দিয়ে পুরস্কারটা নিয়ে আসি, অবশ্য তোকেও কিছু শেয়ার দেবো।
যদি ধরে ফ্যালে হাঁদা!
এই নিন, স্যার! আপনার কুকুর!
বাঃ! দারুণ কাজের ছেলে তো দেখছি তোমরা!
আমার পুরস্কারটা, স্যার?
অবশ্যই পাবে। একটু অপেক্ষা করো।
দেখলি তো, ভোঁদা! সামান্য বুদ্ধি খরচ করে কেমন মোটা টাকা পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছি।
কিন্তু ব্যাপারটা চিটিংবাজী হয়ে গেলো না?
আগে একটু সাফ করে নি-একি! রং মাখিয়ে জাল কুকুর বানানো হয়েছে! নেকুরামের সঙ্গে চিটিংবাজী দেখাচ্ছি মজা!
তোমাদের মধ্যে পুরস্কারটা কে নেবে?
আমি, আমি, স্যার!
বেশ, তাহলে এই নগদ পুরস্কার তোকে দিচ্ছি পাজি চিটিংবাজ কোথাকার!
ওরে বাবারে! আমি পুরস্কার চাইনা রে!
নেকুবাবু তোকে পুরস্কার না দিয়ে ছাড়বে না, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



সহজ সম্মোহন





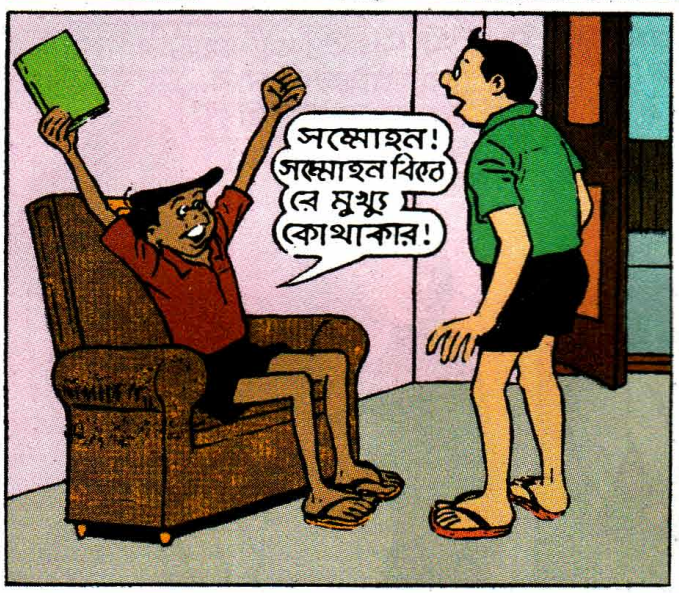










তুই এখন আমার কব্জায়, মানে নিয়ন্ত্রণে, ভোঁদা! এখন থেকে আমি তোকে যা নির্দেশ করবো তাই করবি বুঝেছিস?
হ্যাঁ, বুঝেছি, হাঁদা!
একটু পর
এ কি রে, হাঁদা! তোকে না বলেছিলাম ভোঁদাকে নিয়ে পাঁচিলের যেখানে যেখানে কালো ছোপ ধরেছে সেই সব জায়গায় কলি চুন লাগাতে, তার কি করেছিস?
ভোঁদা কতটা সম্মোহিত হয়েছে এবার বোঝা যাবে। বাগানের যন্ত্র রাখার ঘর থেকে কলি চুনের বালতি আর দুটো পোঁচড়া নিয়ে আয়, ভোঁদা!
আনছি, হাঁদা!
মনে হচ্ছে ওর মতলব ভালো নয়! আমাকে দিয়ে ও কাজ করিয়ে নেবার মতলব করেছে। আমিও দেখাচ্ছি!
কিচ্ছু ভাববেন না, পিসেমশাই! এখুনি হাত লাগানো হচ্ছে। আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।
লাগা, ভোঁদা!
এ-একি! আ-আমার গায়ে লাগাচ্ছিস কেন রে, হতচ্ছাড়া!
হাঁদার ইচ্ছেয় পিসেমশাই!
হাঁদার ইচ্ছে? মানে?
আমি সম্মোহিত পিসেমশাই! হাঁদা আমাকে সম্মোহিত করে বলেছে তুমি তদারকি করতে এলে তোমার গায়ে লাগাতে!
হুঁক!
সম্মোহিত করেছে? ধরলে এই পোঁছড়া দিয়ে ওকে কেমন সম্মোহিত করবো সেটা ওর ভালো ভাবেই মালুম হবে!
না, আমি সম্মোহিত হতে চাইনা! এই হতচ্ছাড়া, পিসেমশাইয়ের পথ অবরোধ করনা!
পিসেমশাইয়ের পথ অবরোধ করা এখন অসাধ্য, হাঁদা! তার চেয়ে তুই পিসেমশাইকেই সম্মোহিত করে ফ্যাল না!

হাঁদা-ভোঁদার

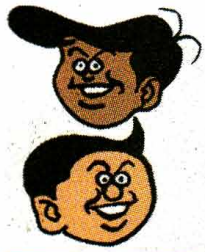

উল্টোফল





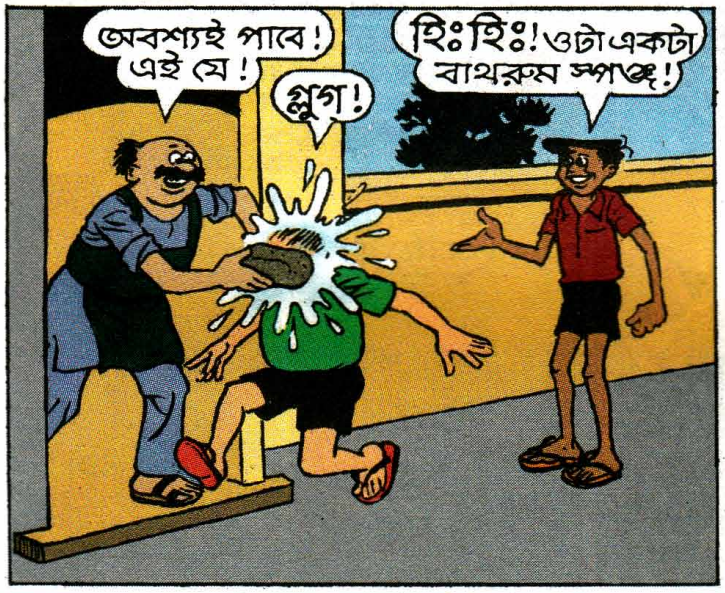









F-27


কলার খোসায় একবার
বাছাধনের পা পড়লেই হয়!
অ্যাফ্‌স্‌!
ঘপাৎ!
হেঃ হেঃ! এ রোল খাবার
নয় রে, বুদ্ধু! এ করবার!
এ হচ্ছে উঁচু
থেকে নীচে রোল
করে মানে গড়িয়ে
যাওয়া, যা তুই
মাচ্ছিস্‌, হেঃ হেঃ!
ইরক্‌! গড়িয়ে সোজা
পার্কের পাশের পুকুরে
এসে পড়েছি!
বাঁচাও! আমার
ছোট্ট কুকুরটাকে
বাঁচাও!
ঘাবড়াবেন না, স্যার!
আমি ওকে ধরেছি!
কি সাহসী ছেলে
তুমি! এই নাও
সাহসের পুরস্কার
পঞ্চাশ টাকা!
ঘরেচে! এযে উল্টো
ফল হয়ে গেলো!
আবার খাবো
রেস্টোরাঁন্ট
পিপের মধ্যে রোল করিয়ে তুই আমাকে
এবার আসল রোল, মোগলাই খাওয়ার
ব্যবস্থা করে দিয়েছিস, হাঁদা!
ওঃ হো হো!

হাঁদা-ভোঁদার

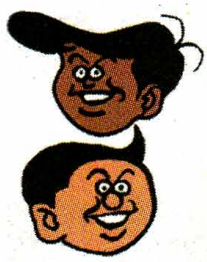

বাগান সাফ


দ্যাখ্! বাগানটা আগাছায় ভর্তি হয়ে গেছে। তোরা কেউ যদি বাগানের আগাছা সাফ করিস তাহলে তাকে ভালো পুরস্কার দেবো। বল কে করবি?
আমি করবো।
না, আমি।


ঐ ঘরে দুটো কোদাল রাখা আছে। ঘণ্টাখানেক পরে তোরা কে করবি ঠিক করে নিয়ে কাজ শুরু করবি।
সাফ আমিই করবো, পিসেমশাই!
ও ওর গোদা শরীর নিয়ে পারবে না। ওটা আমিই করবো।


কিছু পরে
ও সাফ করে পুরস্কার হাতাবে! নেওয়াচ্ছি তোকে। কোদালের ডাণ্ডা সামান্য রেখে কেটে রাখলুম যাতে একটা কোপ হাঁকালেই কোদাল ভাঙা। হেঃহেঃ!


একঘণ্টা পরে-
আমি একটা কোদাল নিয়েছি। তোর আর মিছি মিছি কোদাল নিয়ে কি হবে। তুই পারবি না!
দেখা যাক।


রেষারেষির দরকার কি! কাগজে তোর আর আমার নাম লিখে তারপর সেগুলি মিশিয়ে দিয়ে যে কেউ তুলে যার নাম উঠবে সেই করবে।
বেশ তবে তাই কর।


সেইমতো-
যেটা তুলবে সেটাই ভোঁদা। হিঃহিঃ!
ভোঁদা
ভোঁদা


তোর হয়ে আমিই তুলে দিলাম। খুলে দ্যাখ্ কার নাম লেখা আছে।
বেশ, দে দেখি।


কার নাম উঠলো রে, ভোঁদা, তোর না আমার?
আমার!
ভোঁদা
তোর নাম! তাহলে তুই-ই জিতে গেলি, ভোঁদা! পুরস্কারটা তোর কপালেই নাচছে। কি আর করা যাবে। এবার তোর কোদাল নিয়ে এসে বাগান সাফ কর।
এক কোপেতেই ভোঁদার কম্ম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হেঃ হেঃ!
এই যাঃ! সরেচে! তোর কোদালের ডাণ্ডাই যে ভেঙে গেলো রে, ভোঁদা! শেষ পর্যন্ত আমাকেই নামতে হবে!
বেচারা ভোঁদা বুঝতেই পারলো না কি করে কি হলো! হিঃ হিঃ!
ঘণ্টাকয়েক পরে-
কি আর করবি বল! তোর কোদাল ভেঙে যাওয়াতেই তো পিসেমশাইয়ের দেওয়া পুরস্কারটা আমাকে নিতে হচ্ছে, ভোঁদা!
কিছু পরে-
ভোঁদা পারেনি, পিসেমশাই! আমি সাফ করেছি!
চমৎকার! এই নাও পুরস্কার!
কি পুরস্কার রে, হাঁদা, বাক্সোর ভেতরে বাক্সো!
নির্ঘাত দারুণ কিছু!
ইর্‌ক! এ-একটা টফি!
হাঃ হাঃ-হিঃ হিঃ! ডাগ্যিস আমার কোদাল ভেঙেছিলো হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



উড়ন্ত চাকি





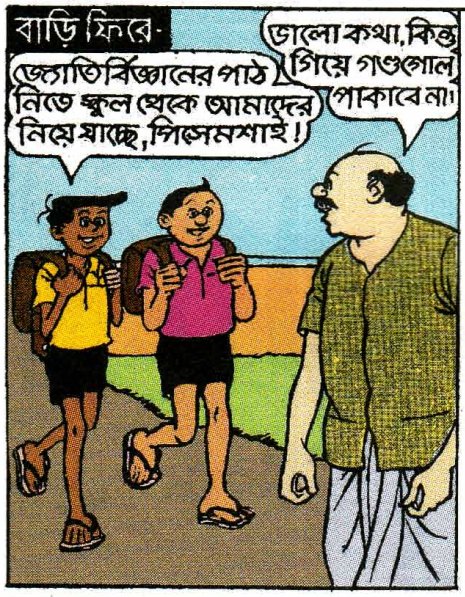





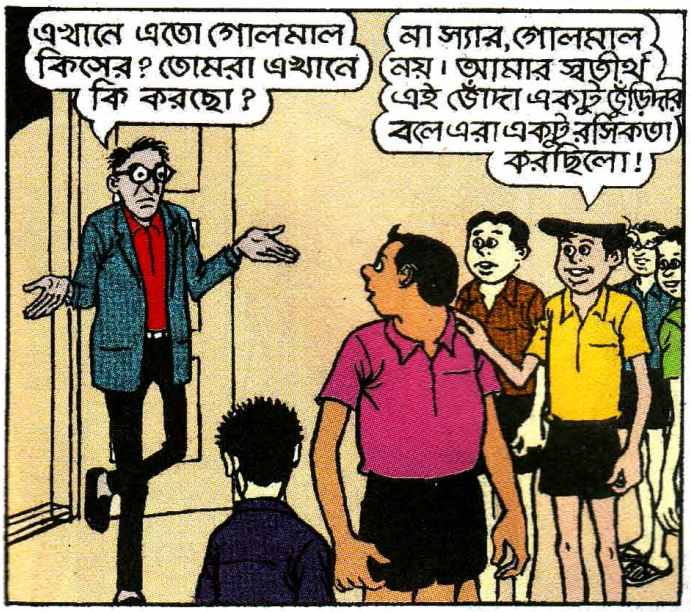



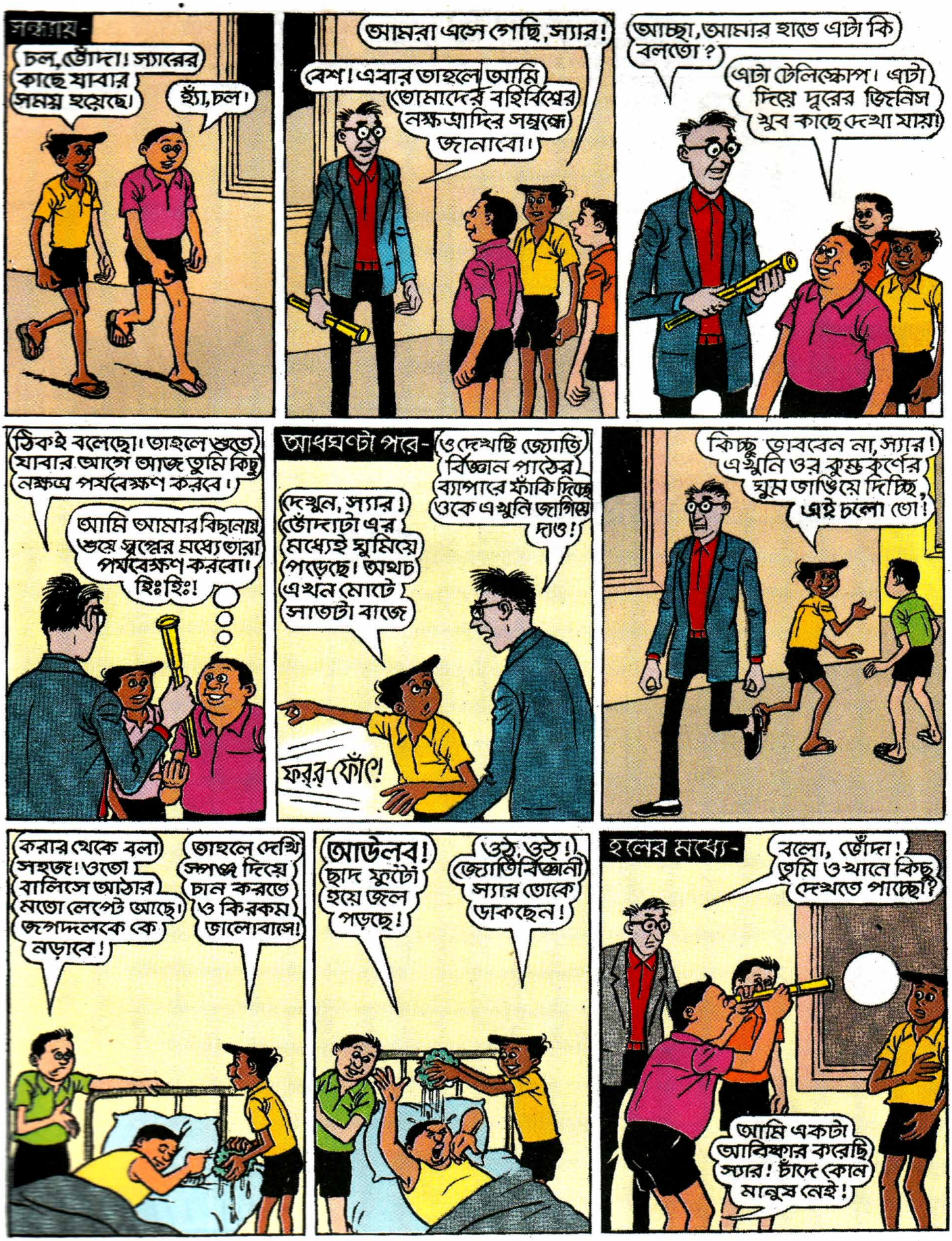
সন্ধ্যায় -
চল, ভোঁদা! স্যারের কাছে যাবার সময় হয়েছে।
হ্যাঁ, চল!
আমরা এসে গেছি, স্যার!
বেশ! এবার তাহলে আমি তোমাদের বহির্বিশ্বের নক্ষত্রাদির সম্বন্ধে জানাবো।
আচ্ছা, আমার হাতে এটা কি বলতো?
এটা টেলিস্কোপ। এটা দিয়ে দূরের জিনিস খুব কাছে দেখা যায়!
ঠিকই বলেছো। তাহলে শুতে যাবার আগে আজ তুমি কিছু নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করবে।
আমি আমার বিছানায় শুয়ে স্বপ্নের মধ্যে তারা পর্যবেক্ষণ করবো। হিঃ হিঃ!
আধঘণ্টা পরে -
দেখুন, স্যার! ভোঁদাটা এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ এখন মোটে সাতটা বাজে
ও দেখছি জ্যোতি বিজ্ঞান পাঠের ব্যাপারে ফাঁকি দিচ্ছে ওকে এখুনি জাগিয়ে দাও!
ফর্‌র-ফোঁৎ!
কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার! এখুনি ওর কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছি, এই চলো তো!
করার থেকে বলা সহজ! ওতো বালিসে আঠার মতো লেপ্টে আছে। জগদ্দলকে কে নড়াবে!
তাহলে দেখি সপাঙ্গ দিয়ে চান করতে ও কিরকম ভালোবাসে!
আউলব! ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে!
ওহ, ওহ! জ্যোতিবিজ্ঞানী স্যার তোকে ডাকছেন!
হলের মধ্যে -
বলো, ভোঁদা! তুমি ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছো?
আমি একটা আবিষ্কার করেছি স্যার! চাঁদে কোন মানুষ নেই!

...আরেঃ! চাঁদের মধ্যে ও তো হাঁদা! ও ওখানে গেলো কি করে?

অঁরকুল!

আরিব্বাস! এতো জলদি ও ফিরে এলো!

চেহারার মতো দেখছি তোমার মাথাটাও! যাও বাইরে গিয়ে তোমার অনুশীলন চালিয়ে যাও!

ওঃ! ওরে বাবা! ভীষণ ঠাণ্ডা আর অ-অন্ধকার!

জিনিসটা আমার উত্তাপ বাড়াচ্ছে! আমার গোয়েন্দার ছোট চোখ কিছু দেখতে শুরু করেছে যার শুরু হলো 'খ' দিয়ে, খাবার!

কি দুর্দান্ত আবিষ্কার! মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই আমি পাচকঠাকুরকে ছুঁতে পারি! এটা ওকে একেবারে কাছে এনে ফেলেছে!

শোনো, বাচ্চু! তোমার চোখ আকাশের দিকে রাখো, আমার তৈরি খাবারের দিকে নয়!

ওরে বাবা! আমি ওকে এতো কাছে দেখতে চাই না!

ধেৎ! এতে কোন মজা নেই! আকাশে খাবার দেখতে আমার ভালো লাগেনা!

আমি নিশ্চিত এবার ও কিছু দেখবে!

উড়ন্ত চাকি! আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি! আমি দেখলুম যে, শব্দের গতিতে হুস্ করে একটা নেমে এলো!

কোনখানে ডোঁদা?

ওখানে, স্যার! ওটা ঝোপের ওধারে চলে গেছে!

আমরা খুবই সাবধানে কাছে যাবো! চাকিতে অন্য গ্রহের কিছু থাকতে পারে!

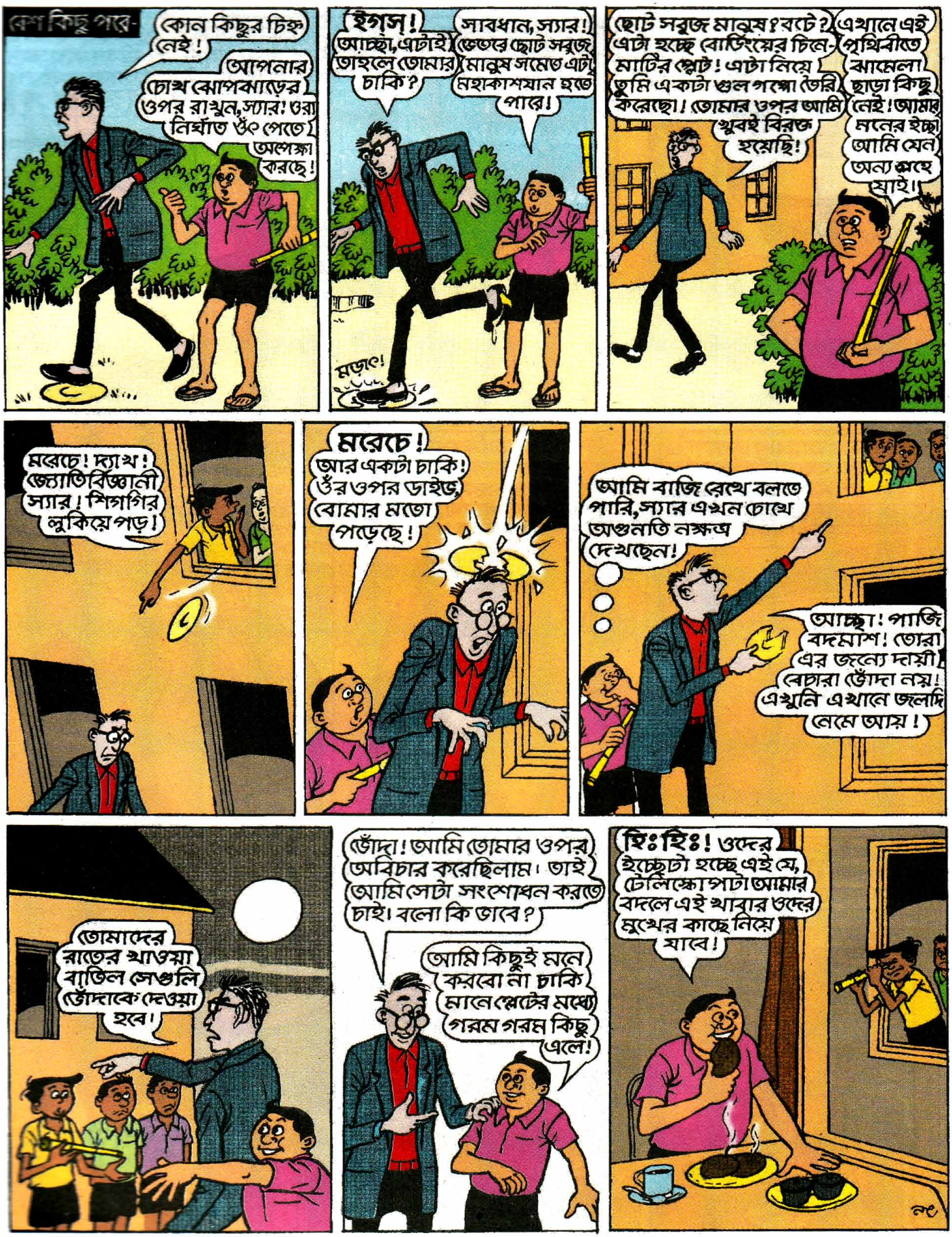
কোন কিছুর পরে-
কোন কিছুর চিহ্ন নেই!
আপনার চোখ ঝোপঝাড়ের ওপর রাখুন, স্যার! ওরা নির্ঘাত ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে!
ইগস্!
আচ্ছা, এটাই তাহলে তোমার চাকি?
সাবধান, স্যার! ভেতরে ছোট সবুজ মানুষ সমেত এটা মহাকাশযান হতে পারে!
মড়াৎ!
ছোট সবুজ মানুষ? বটে? এটা হচ্ছে বোর্জিংয়ের চিনে-মাটির প্লেট! এটা নিয়ে তুমি একটা গুল গপ্পো তৈরি করেছো! তোমার ওপর আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি!
এখানে এই পৃথিবীতে ঝামেলা ছাড়া কিছু নেই! আমার মনের ইচ্ছা আমি যেন অন্য গ্রহে যাই!
মরেচে! দ্যাখ! জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার! শিগগির লুকিয়ে পড়!
মরেচে!
আর একটা চাকি! ওঁর ওপর ডাইভ, বোমার মতো পড়েছে!
আমি বাজি রেখে বলতে পারি, স্যার এখন চোখে অগুনতি নক্ষত্র দেখছেন!
আচ্ছা! পাজি বদমাশ! তোরা এর জন্যে দায়ী! বেচারা ভোঁদা নয়! এখুনি এখানে জলদি নেমে আয়!
তোমাদের রাতের খাওয়া বাজিল সেগুলি ভোঁদাকে দেওয়া হবে।
ভোঁদা! আমি তোমার ওপর অবিচার করেছিলাম। তাই আমি সেটা সংশোধন করতে চাই। বলো কি ভাবে?
আমি কিছুই মনে করবো না চাকি মানে প্লেটের মধ্যে গরম গরম কিছু এলে!
হিঃহিঃ! ওদের ইচ্ছেটা হচ্ছে এই যে, টেলিস্কোপটা আমার বদলে এই খাবার ওদের মুখের কাছে নিয়ে যাবে!

হাঁদা-ভোঁদার

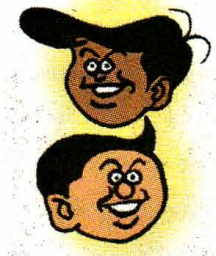

পকেট মানি


দ্যাখ, ভোঁদা! আমাদের পকেটে মানি আসার ব্যবস্থা হয়েছে।
কোথায় কি তার ঠিক নেই, পকেটে মানি আসার ব্যবস্থা দেখছিস।
- হারাইয়াছে -
উক্ত ছবির কুকুরটি হারাইয়াছে, কেহ সন্ধান বা খুঁজিয়া দিলে যথোপযুক্ত পুরস্কার।
ঠিকানা, ৮০ দক্ষিণপাড়া।


বাড়ি ফিরে-
আরে কুকুরের তো ছবি রয়েছে। ঐ কুকুর খুঁজে বের করে দিলেই নগদ পুরস্কার!
এমন বলছিস যেন রাস্তায় বেরোলেই কুকুর তোর কাছে চলে আসবে আর তুই খপ করে ধরবি।


শুনেছিস তো, কষ্ট না করিলে কেষ্ট মেলে না। তাই কষ্ট করে খুঁজতে হবে। এবার চল, অন্যের চোখে পড়ার আগেই আমরা যোগাযোগ করি।
তাই চল।


এইতো পেয়ে গেছি, আশি নম্বর দক্ষিণ পাড়া।
৮০ নম্বর দক্ষিণ পাড়া
কড়া নাড়া দে হাঁদা!


কে তোমরা? কি চাই?
আপনার কুকুর হারিয়েছের বিজ্ঞাপন দেখে আমরা এসেছি।


তোমরা কি পারবে আমার জগাকে ফিরিয়ে দিতে?
অবশ্যই পারবো। দেখবেন আপনার কুকুরকে কালই পেয়ে যাবেন।


বলে তো এলি কাল কুকুর ফেরত দিবি, কিন্তু ঐ কুকুর তুই কোথায় খুঁজবি রে, হাঁদা!
কুকুরের আড্ডায় খুঁজতে হবে।


সেইমতো-
আমাদের টাকা পাওয়ার কুকুর এখানে নেই, হাঁদা।
ঠিক আছে, এখানে নেই আরেকটায় আছে। এভাবে সব কটা চষে ফেলবো!


এখানেও নেই রে, হাঁদা! বেশি সামনে যাস না, কামড়ে দিতে পারে।
তাই তো দেখছি।
সব আস্তানা চষে ফেলার পর-
এবার আমি চেষ্টা করে দেখি।
হেঃ হেঃ! আমার সঙ্গে তুইও ঘুরে তো হদ্দ হলি! এখন তুই আবার কোন আসমান থেকে আনবি!
আরে, আরে, এই তো পেয়ে গেছি রে। এতো খুঁজেও যাকে পাইনি, এখন সে নিজেই এসে হাজির।
ঘুরে ঘুরে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো? একটা রাস্তার কুকুরকে তুই নিয়ে যাবি যার গায়ে একটা কালো ছোপ পর্যন্ত নেই!
তুই রং দিয়ে কালো ছোপ লাগাচ্ছিস? ধরা পড়লে আমাদের হাল কি হবে বুঝতে পারছিস?
আরে যা হয় হবে। জানিস তো, পেটে খেলে পিঠে সয় বলে একটা কথা আছে।
বলেছিলুম কাল দেবো কিন্তু আজই পেয়ে গেলুম। এই নিন আপনার কুকুর।
পেয়েছো, দাও। দাঁড়াও, আগে ওকে সাবান জল দিয়ে সাফ করি।
কোথায় কোথায় ঘুরে যতো রাজ্যের লোংরা গায়ে লাগিয়েছে!
আর এখানে নয়। রং উঠলে আমাদেরও চামড়া উঠবে!
এই নাও পুরস্কার পাঁচশো টাকা। তোমার সঙ্গী হঠাৎ চলে গেলো কেন?
ভয়ে-ইয়ে-মানে ও অন্য কোথায় যাবে, সেখানে যেতে দেরি হয়ে যাবার ভয়ে বোধহয়!
বাড়ি ফিরে-
পালিয়ে এলি যে?
সাবান জলে ধোয়াতে নির্ঘাত কালো ছোপ উঠে গেছে, তারপরও তাকে ছেড়ে দিলো?
শুধু ছেড়েছে, দ্যাখ্ সঙ্গে পুরস্কারের পাঁচশো টাকা। আর এই দ্যাখ্, এই রং জলে ওঠে না।
উফ্‌স্!

হাঁদা-ভোঁদার



কাশির দাওয়াই



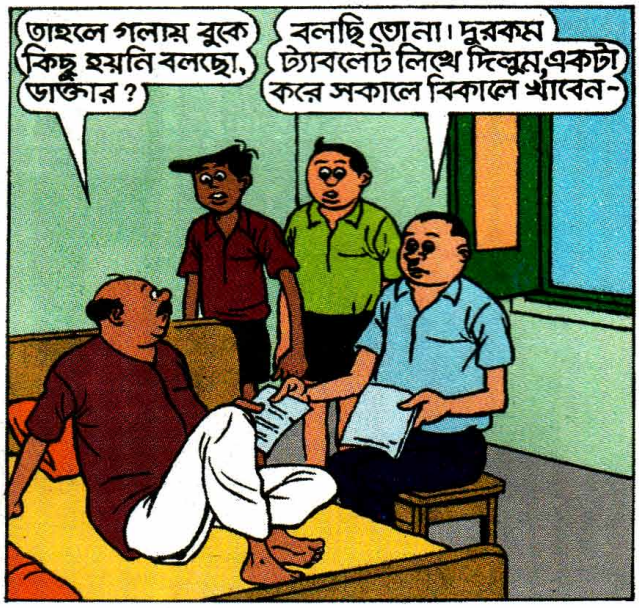













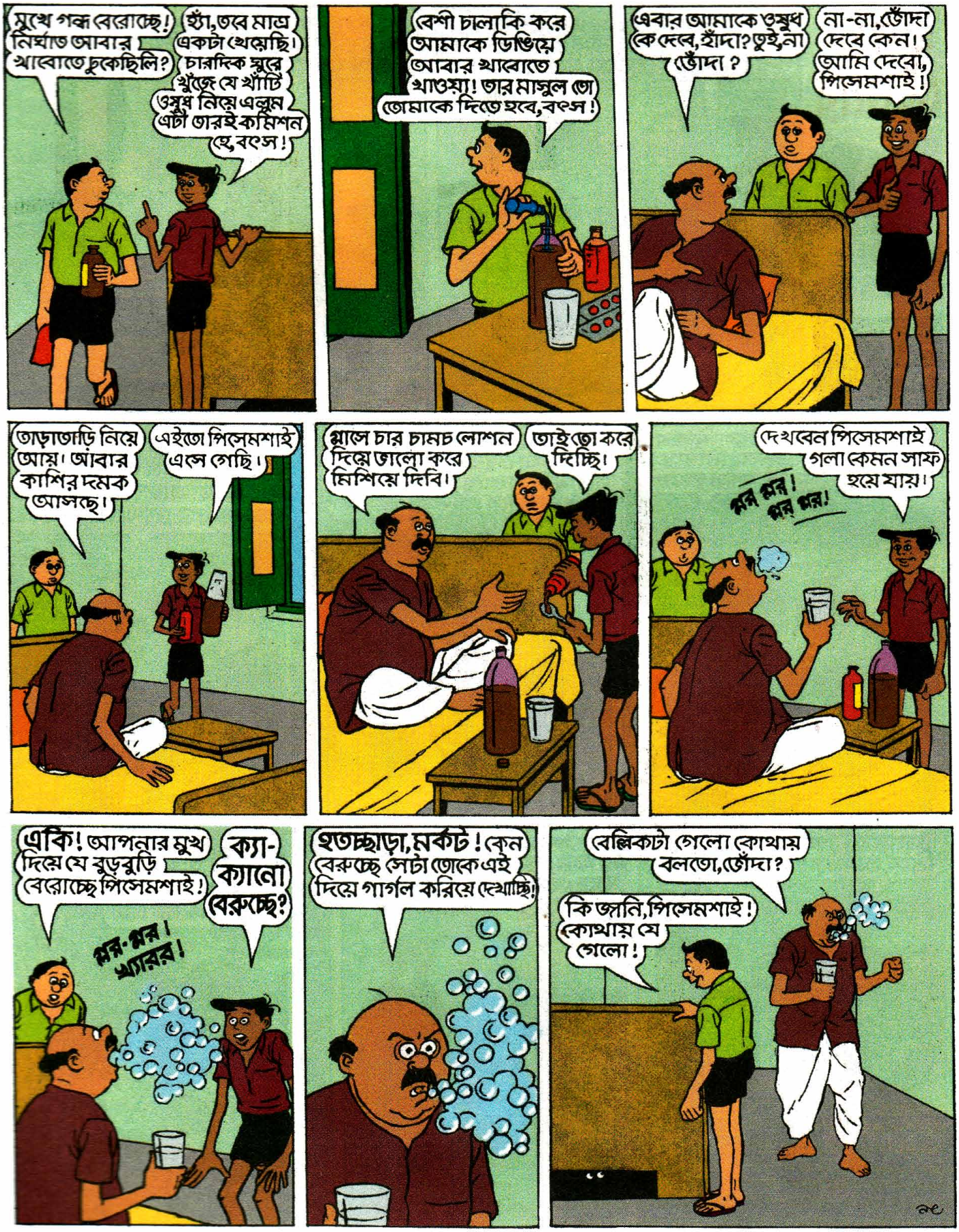
মুখে গন্ধ বেরোচ্ছে! নির্ঘাত আবার খাবোতে ঢুকেছিলি?
হ্যাঁ, তবে মাত্র একটা খেয়েছি। চারদিক ঘুরে খুঁজে যে খাঁটি ওষুধ নিয়ে এলুম এটা তারই কমিশন হে, বৎস!
বেশী চালাকি করে আমাকে ডিঙিয়ে আবার খাবোতে খাওয়া! তার মাসুল তো তোমাকে দিতে হবে, বৎস!
এবার আমাকে ওষুধ কে দেবে, হাঁদা? তুই, না ভোঁদা?
না-না, ভোঁদা দেবে কেন। আমি দেবো, পিসেমশাই!
তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। আবার কাশির দমক আসছে।
এইতো পিসেমশাই এসে গেছি।
গ্লাসে চার চামচ লোশন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিবি।
তাই তো করে দিচ্ছি।
দেখবেন পিসেমশাই গলা কেমন সাফ হয়ে যায়।
গর্ গর্! গর্ গর্!
একি! আপনার মুখ দিয়ে যে বুড়বুড়ি বেরোচ্ছে পিসেমশাই!
ক্যা-ক্যানো বেরুচ্ছে?
গর-গর! গ্যারর!
হতচ্ছাড়া, মর্কট! কেন বেরুচ্ছে সেটা তোকে এই দিয়ে গার্গল করিয়ে দেখাচ্ছি!
বেল্লিকটা গেলো কোথায় বলতো, ভোঁদা?
কি জানি, পিসেমশাই! কোথায় যে গেলো!

হাঁদা-ভোঁদার



নয়া এপ্রিল ফুল

















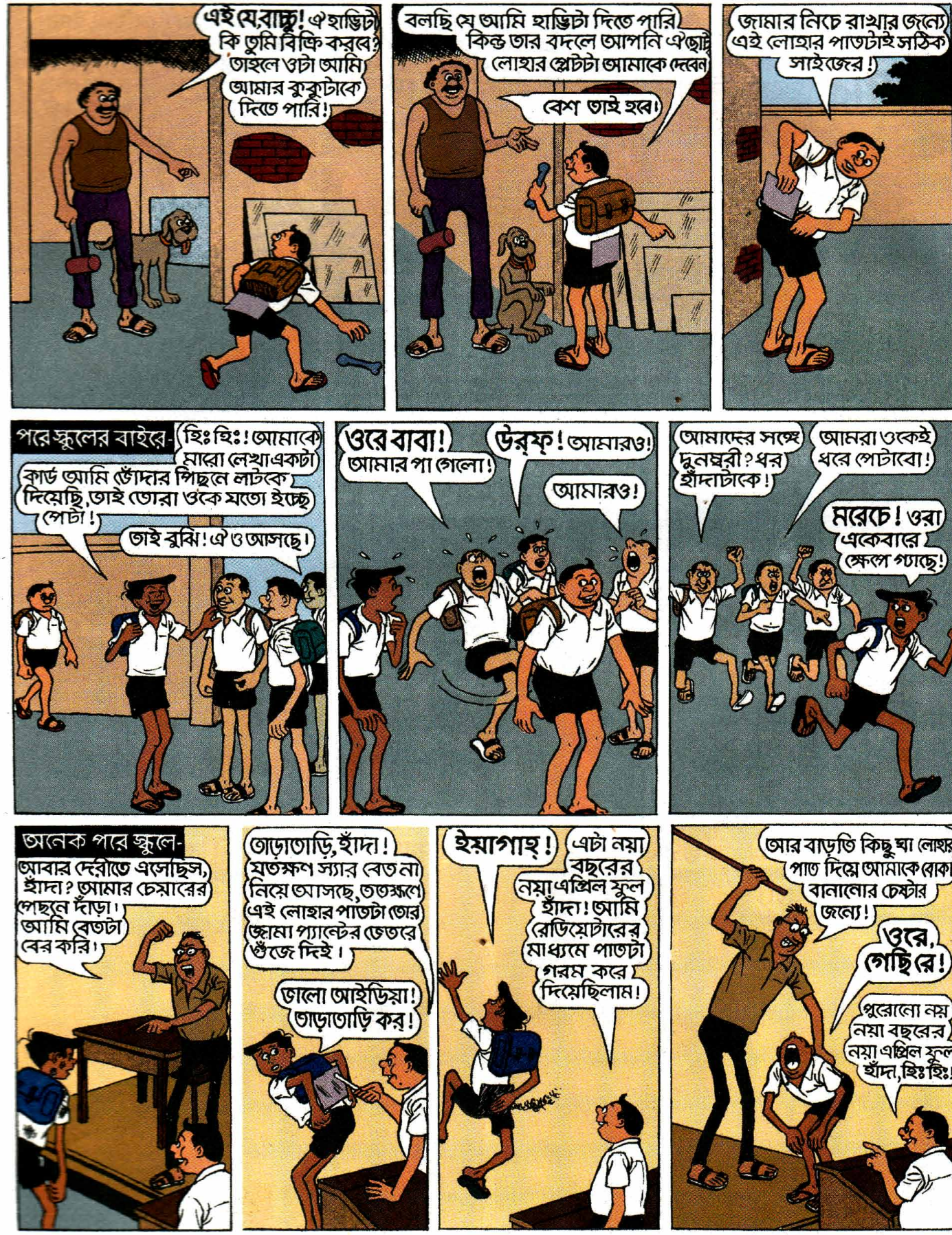
এই যে,বাচ্চু! ঐ হাড্ডিটা কি তুমি বিক্রি করবে? তাহলে ওটা আমি আমার কুকুরটাকে দিতে পারি!
বলছি যে আমি হাড্ডিটা দিতে পারি কিন্তু তার বদলে আপনি ঐ ছোট্ট লোহার প্লেটটা আমাকে দেবেন
বেশ তাই হবে।
জামার নিচে রাখার জন্যে এই লোহার পাতটাই সঠিক সাইজের!
পরে স্কুলের বাইরে-
হিঃ হিঃ! আমাকে মারো লেখা একটা কার্ড আমি ভোঁদার পিছনে লটকে দিয়েছি,তাই তোরা ওকে যত্তো ইচ্ছে পেটা!
তাই বুঝি! ঐ ও আসছে!
ওরে বাবা! আমার পা গেলো!
উরফ্! আমারও!
আমারও!
আমাদের সঙ্গে দুনম্বরী? ধর হাঁদাটাকে!
আমরা ওকেই ধরে পেটাবো!
মরেচে! ওরা একেবারে ক্ষেপে গ্যাছে!
অনেক পরে স্কুলে-
আবার দেরীতে এসেছিস, হাঁদা? আমার চেয়ারের পেছনে দাঁড়া। আমি বেতটা বের করি।
তাড়াতাড়ি,হাঁদা! যতক্ষণ স্যার বেত না নিয়ে আসছে,ততক্ষণে এই লোহার পাতটা তোর জামা প্যান্টের ভেতরে গুঁজে দিই।
ভালো আইডিয়া! তাড়াতাড়ি কর!
ইয়াগাহ্!
এটা নয়া বছরের নয়া এপ্রিল ফুল হাঁদা! আমি রেডিয়েটারের মাধ্যমে পাতটা গরম করে দিয়েছিলাম!
আর বাড়তি কিছু যা লোহার পাত দিয়ে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টার জন্যে!
ওরে, গেছি রে!
পুরোনো নয় নয়া বছরের নয়া এপ্রিল ফুল, হাঁদা,হিঃ হিঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



বাজীকরের বাঁশী







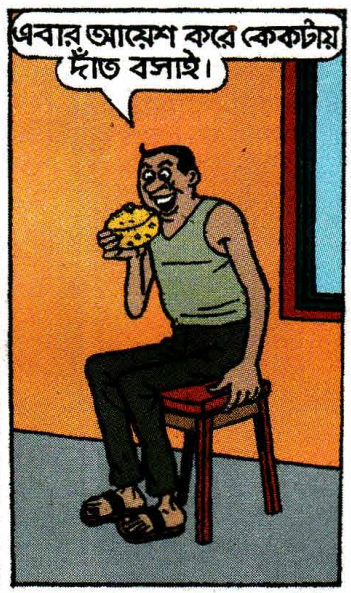





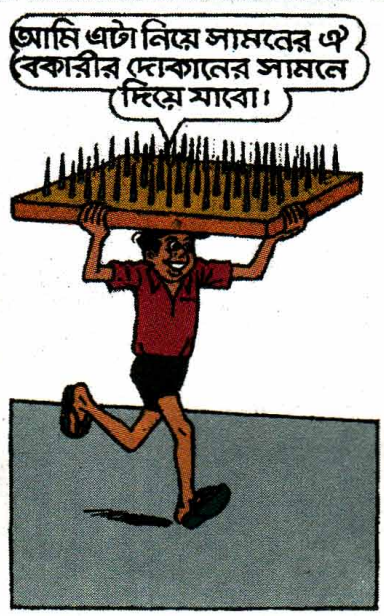



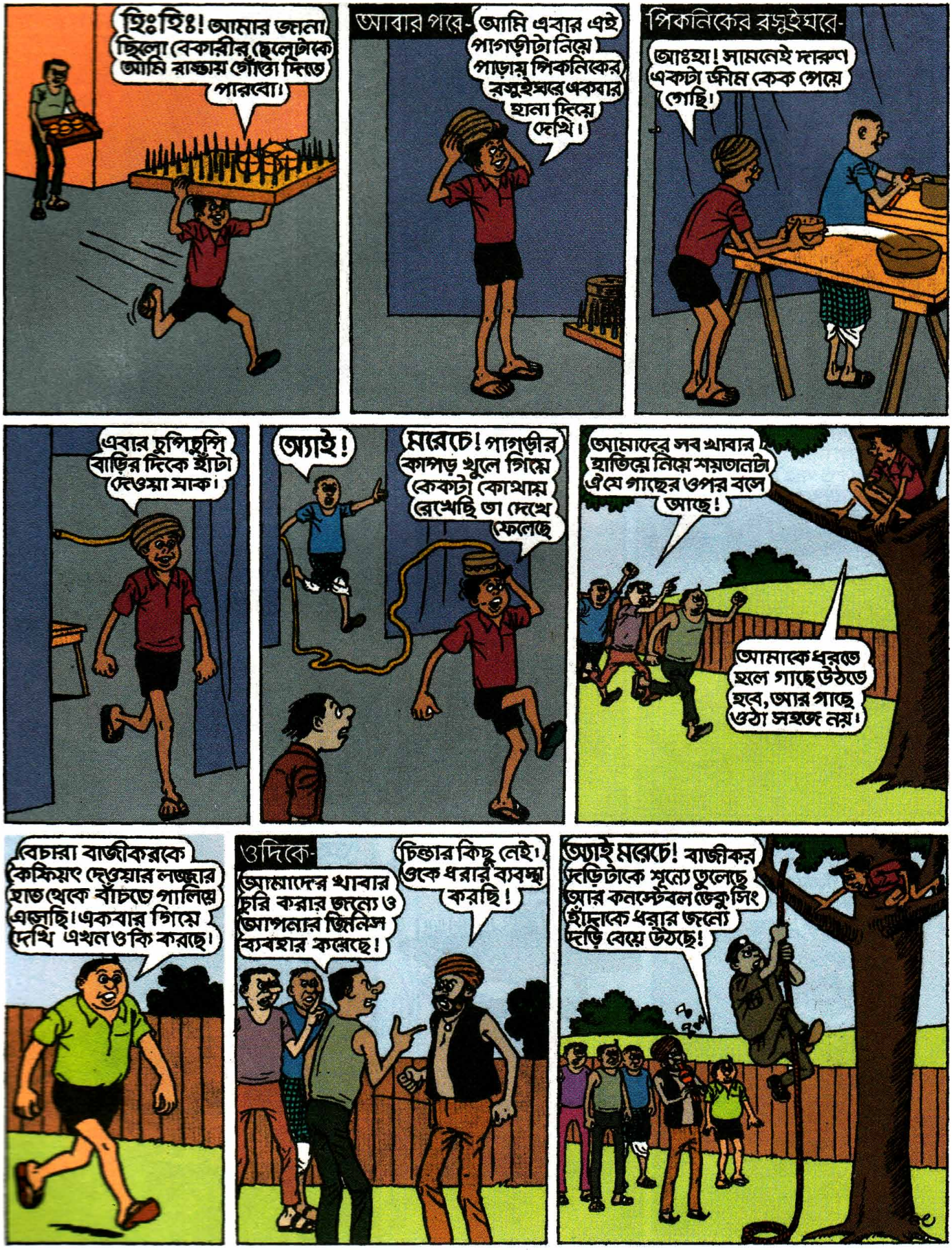
হিঃহিঃ! আমার জানা ছিলো বেকারীর ছেলেটাকে আমি রাস্তায় গোঁত্তা দিতে পারবো।
আবার পরে-
আমি এবার এই পাগড়ীটা নিয়ে পাড়ায় পিকনিকের রসুইঘরে একবার হানা দিয়ে দেখি।
পিকনিকের রসুইঘরে-
আঃহা! সামনেই দারুণ একটা ক্রীম কেক পেয়ে গেছি।
এবার চুপিচুপি বাড়ির দিকে হাঁটা দেওয়া যাক।
অ্যাই!
মরেচে! পাগড়ীর কাপড় খুলে গিয়ে কেকটা কোথায় রেখেছি তা দেখে ফেলেছে
আমাদের সব খাবার হাতিয়ে নিয়ে শয়তানটা ঐযে গাছের ওপর বসে আছে!
আমাকে ধরতে হলে গাছে উঠতে হবে, আর গাছে ওঠা সহজ নয়।
বেচারা বাজীকরকে কেক্সিয়ৎ দেওয়ার লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে গালিয়ে এসেছি। একবার গিয়ে দেখি এখন ও কি করছে।
ওদিকে-
আমাদের খাবার চুরি করার জন্যে ও আপনার জিনিস ব্যবহার করেছে!
চিন্তার কিছু নেই। ওকে ধরার ব্যবস্থা করছি!
অ্যাই মরেচে! বাজীকর দড়িটাকে শূন্যে তুলেছে আর কনস্টেবল ডেব্লু সিং হাঁদাকে ধরার জন্যে দড়ি বেয়ে উঠছে!

হাঁদা-ভোঁদার



পুরস্কার প্রাপ্তি

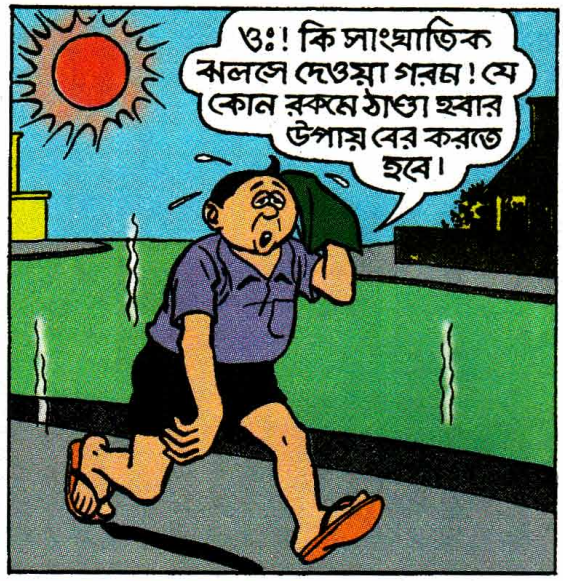













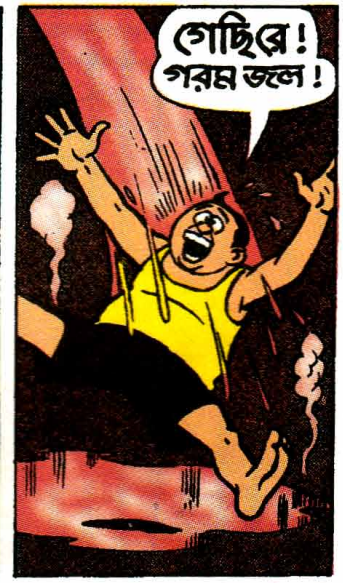

F-28


হতচ্ছাড়া মর্কট! একটা আমার পিঠের মধ্যে বরফ ঢুকিয়ে পালালো, আর তুই আমার টান করার গরম জল নষ্ট করলি। এই দ্যাখ্ মজা!
এবার সত্যিকার ঠাণ্ডা হবার ভালো জায়গায় কথা মনে পড়েছে!
এই হচ্ছে সঠিক জায়গা। এবার কিছুক্ষণ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াই।
দ্যাখ্, ভোঁদা! তোকে ঠাণ্ডা করার জন্যে এবার জলের ঝাপটা লাগাচ্ছি।
হতভাগা, জামাটা ভিজিয়ে দিলি!
তবে আমিও তোকে বালির ঝাপটা দিলুম।
বালিতে লাথি ছুঁড়তে গিয়ে আঙুলে আবার কি আটকালো — আরে! এযে একটা আংটি!
তুমি চমৎকার ছেলে। আমি আজ সকালে ঐ আংটিটা হারিয়েছি, আর সারাদিন ধরে খুঁজছি। এই নাও পুরস্কার।
হুঃ!
আঃহা! এবারে আমি একেবারে সত্যিই ঠাণ্ডা হয়েছি হাঁদা — ভিতরে এবং বাইরে!

হাঁদা-ভোঁদার

কার্পেট সাফাই













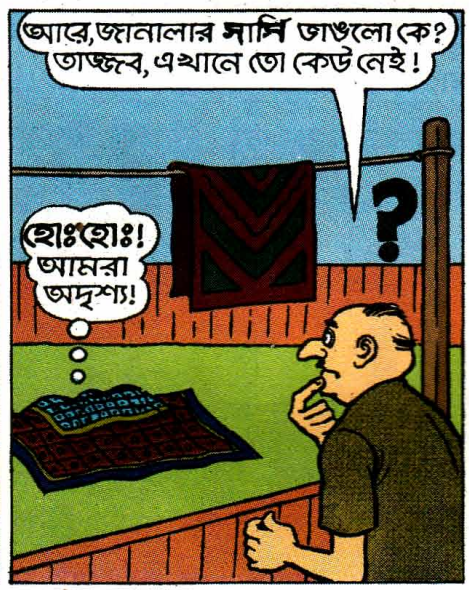




দরজা আটকানো, আমরা ভেতরে ঢুকতে পারবো না!
ঢুকবো, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে!
আমরা এই কার্পেটটাকে টেঁকিকলের মতো ব্যবহার করবো!
দুর্দান্ত আইডিয়া!
আমরা ভিতরে!
আর আবার আমরা বাইরে! আঁউফ্‌স্‌!
গেছি রে!
ছাগলগুলি ভেগেছে, সুতরাং আমাদের শুটিংএর উন্নতির জন্য আমরা শুরু করতে পারি।
এবং একই সঙ্গে আমরা কার্পেটের ধুলোও সাফ করছি!
চল ভোঁদা– খেয়ে নেওয়া যাক!
আমার কার্পেট! ছাগলে খাচ্ছে! গরর! হাঁদাকে বলেছিলাম ওগুলো পেটাতে হতভাগা ফেলে রেখে সরে পড়েছে!
এক ঢিলে আমি দুই পাখি মারছি!
কার্পেটটা বেশ পাতলা তাই না, হাঁদা?
ওফ্‌! ব্যাটা ছাগ, ওর দুষ্কৃতির শাস্তির ভাগ আমায় পেতে হচ্ছে!

হাঁদা-ভোঁদার



ছাতা বিভ্রাট













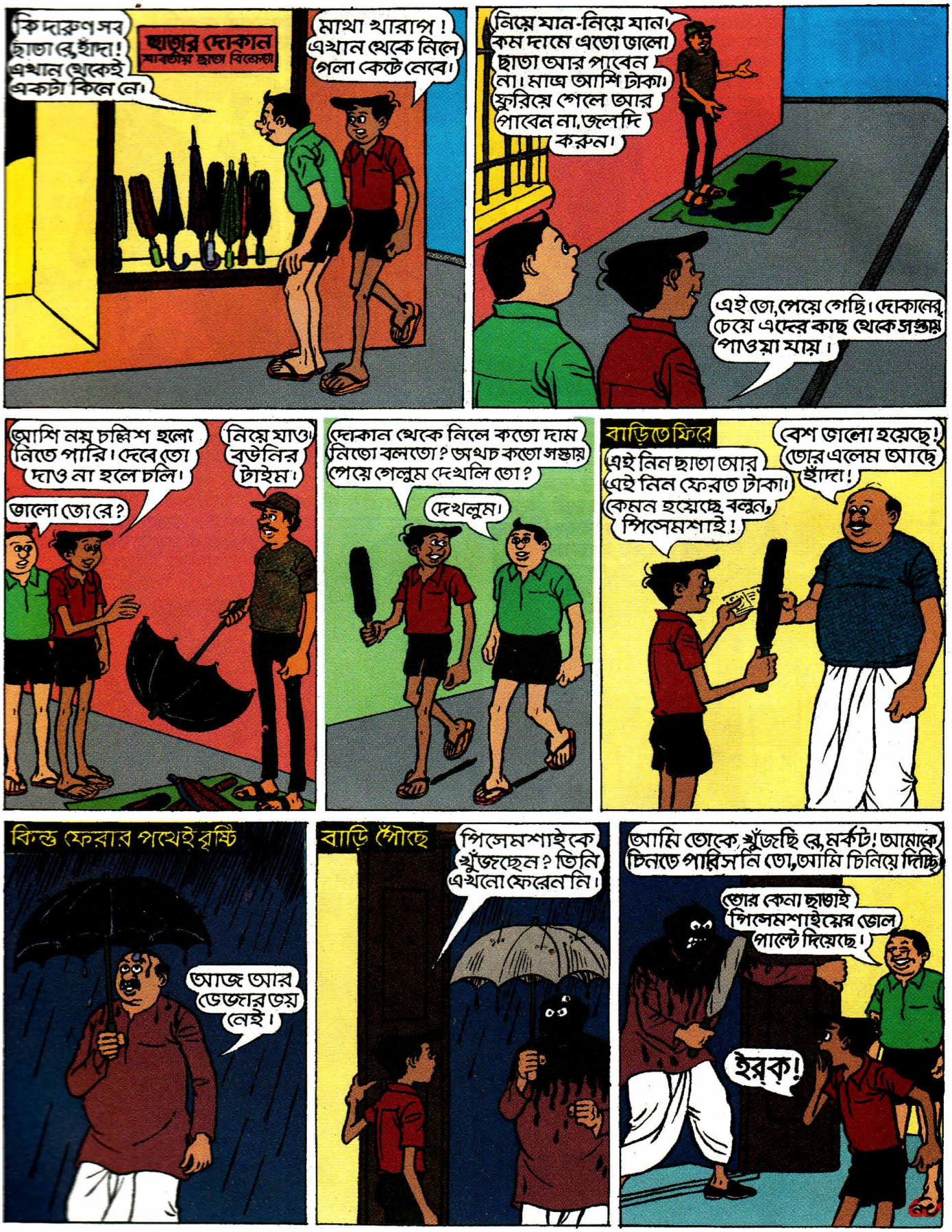
কি দারুণ সব ছাতা রে, হাঁদা! এখান থেকেই একটা কিনে নে।
ছাতার দোকান
মাথা খারাপ! এখান থেকে নিলে গলা কেটে নেবে।
নিয়ে যান-নিয়ে যান। কম দামে এতো ভালো ছাতা আর পাবেন না। মাত্র আশি টাকা। ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না, জলদি করুন।
এই তো, পেয়ে গেছি। দোকানের চেয়ে এদের কাছ থেকে সস্তায় পাওয়া যায়।
আশি নয় চল্লিশ হলো নিতে পারি। দেবে তো দাও না হলে চলি।
নিয়ে যাও। বউনির টাইম।
ভালো তো রে?
দোকান থেকে নিলে কতো দাম নিতো বলতো? অথচ কতো সস্তায় পেয়ে গেলুম দেখলি তো?
দেখলুম।
বাড়িতে ফিরে
বেশ ভালো হয়েছে! তোর এলেম আছে হাঁদা!
এই নিন ছাতা আর এই নিন ফেরত টাকা। কেমন হয়েছে বলুন, পিসেমশাই!
ফিরবার পথেই বৃষ্টি
আজ আর ভেজার ভয় নেই।
বাড়ি পৌঁছে
পিসেমশাইকে খুঁজছেন? তিনি এখনো ফেরেন নি।
আমি তোকে খুঁজছি রে, নর্কট! আমাকে চিনতে পারিস নি তো, আমি চিনিয়ে দিচ্ছি
তোর কেনা ছাতাই পিসেমশাইয়ের জোল গাল্টে দিয়েছে।
হরক!

হাঁদা-ভোঁদার



ইঁদুর ধরা


ভোঁদা, তোর নোলা বড্ড বেড়েছে! আবার তুই ভাঁড়ার ঘর থেকে চিজ খেয়েছিস!
আমি খাই নি, পিসি! সত্যি বলছি!


খেতে ভালোবাসি বলে সব সময় আমার ঘাড়ে দোষ চাপছে, আরো সাংঘাতিক ঝামেলায় ফেলার আগে আমাকে ইঁদুরটাকে ধরতে হবে।


এক ঘণ্টা পরে
ওয়াহ্!
মরেচ! শব্দে মনে হচ্ছে যেন আমার ফাঁদে হাতি ধরা পড়েছে!


এই রে! হাঁদা আমার ফাঁদে পড়েছে!
ইয়োফ্স্!


কি সব যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস। আমার পাটা একেবারে গেছে!
এটায় ভালো কাজ হলো না। আমাকে অন্য রকম কিছু ভাবতে হবে!

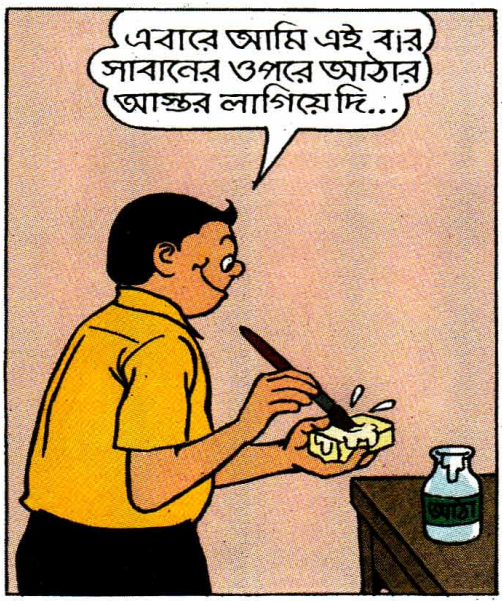
এবারে আমি এই বার সাবানের ওপরে আঠার আস্তর লাগিয়ে দি...
আঠা


...তারপর এটা ভাঁড়ারের আলমারিতে রেখে দি। হতচ্ছাড়া ইঁদুর ভুল করে চিজ ভেবে খেতে গিয়ে সেঁটে যাবে!


পরে
ইঁক!
আহ্! এবারে ব্যাটাকে ধরেছি!

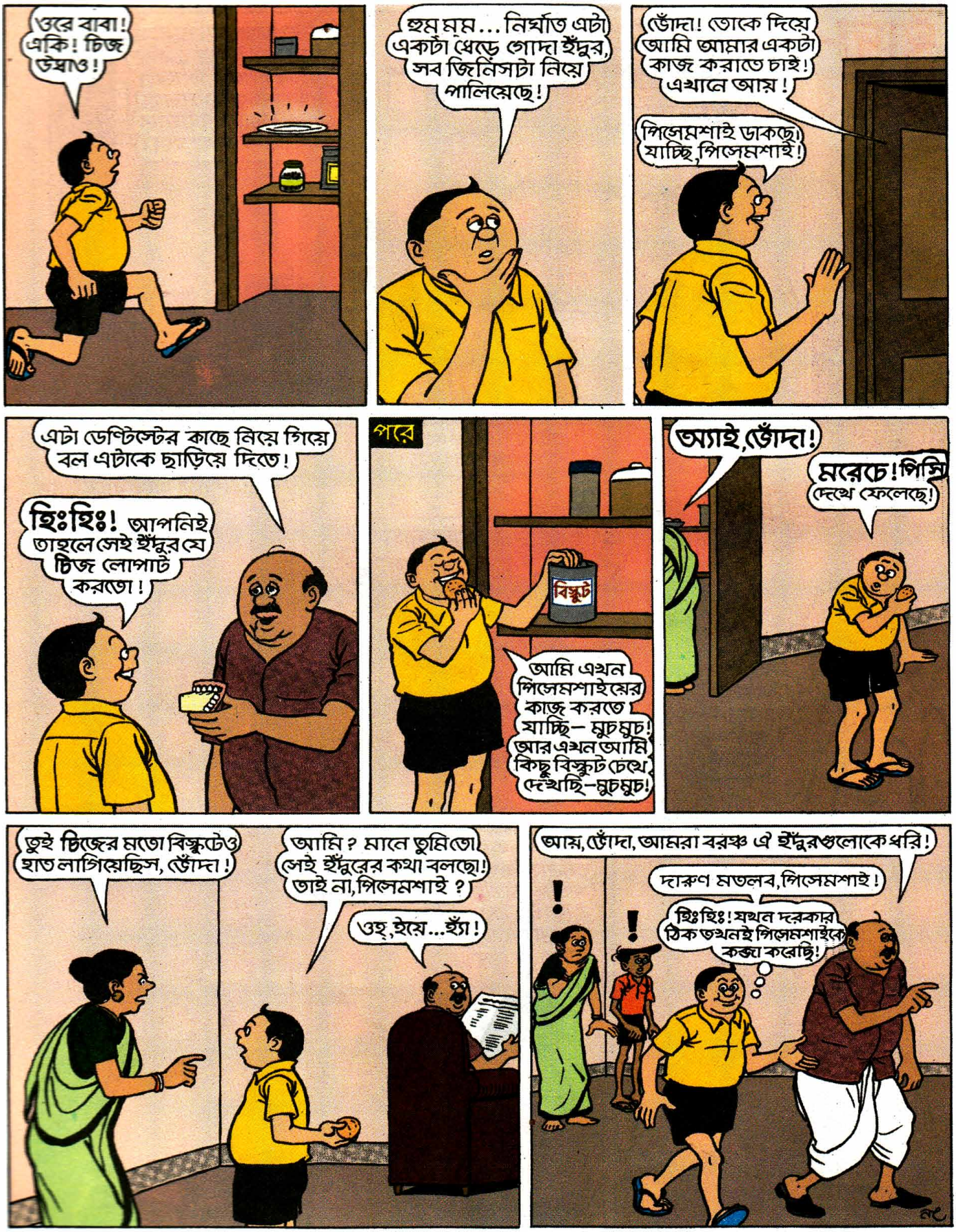
ওরে বাবা! একি! চিজ উধাও!
হুম মম... নির্ঘাত এটা একটা ধেড়ে গোদা ইঁদুর, সব জিনিসটা নিয়ে পালিয়েছে!
ভোঁদা! তোকে দিয়ে আমি আমার একটা কাজ করাতে চাই! এখানে আয়!
পিসেমশাই ডাকছে। যাচ্ছি, পিসেমশাই!
এটা ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে বল এটাকে ছাড়িয়ে দিতে!
হিঃহিঃ! আপনিই তাহলে সেই ইঁদুর যে চিজ লোপাট করতো!
পরে
বিস্কুট
আমি এখন পিসেমশাইয়ের কাজ করতে যাচ্ছি— মুচমুচ! আর এখন আমি কিছু বিস্কুট চেখে দেখছি—মুচমুচ!
অ্যাই, ভোঁদা!
মরেচে! পিসি দেখে ফেলেছে!
তুই চিজের মতো বিস্কুটেও হাত লাগিয়েছিস, ভোঁদা!
আমি? মানে তুমি তো সেই ইঁদুরের কথা বলছো! তাই না, পিসেমশাই?
ওহ্, ইয়ে... হ্যাঁ!
আয়, ভোঁদা, আমরা বরঞ্চ ঐ ইঁদুরগুলোকে ধরি!
দারুণ মতলব, পিসেমশাই!
হিঃহিঃ! যখন দরকার ঠিক তখনই পিসেমশাইকে কব্জা করেছি!

হাঁদা-ভোঁদার

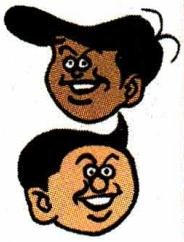

পদকের লড়াই


















হ্যাঁ! এই দুটোকে আমার জারী পছন্দ! এদের মাথাগুলি খুবই চোখা!
দৌড় লাগা, বচা!
হুঁওফ্!
উর্‌ফ্!
পদক নিয়ে রসিকতার মজা টের পাবি!
আমি জানি তুই অধিকতর সাহসী হাঁদা। সেই জন্যে আমি তোর জন্যে একটা বিশেষ পদক তৈরি করিয়েছি। সেটা কি আমি তোর বুকে সেঁটে দেবো?
তোর জামায় পদক সাঁটার সময় সিধে হয়ে দাঁড়া।
আরেঃ! এটা যে নিশানার মতো দেখতে!
ঠিক বলেছিস, হাঁদা! ছেলেরা! কাদা গোলা ছোঁড়া শুরু করে দে!
যাঃ! আমি নিশানায় লাগাতে পারিনি—কিন্তু ওর বদলে লাগিয়েছি!
গরর্! তোর সাহস তো কম নয়। তুই এভাবে কাদা মেখে বাড়ি ফিরেছিস!
কি-কিন্তু পিসেমশাই...
হতচ্ছাড়া! পাজি! কোন অজুহাত শুনতে চাই না। আজ খাওয়া বন্ধ!
হাঁদাটার বরাত মন্দ। পদকের লড়াই করতে গিয়ে আজ ভালো ভালো খাওয়া থেকে বঞ্চিত হলো।

হাঁদা-ভোঁদার



দুষ্টবুদ্ধি





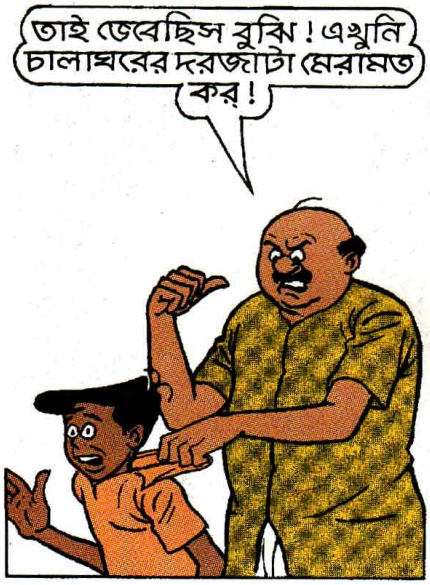












দেখুন,পিসেমশাই ! সম্পূর্ণ চোর ছ্যাঁচোড় প্রুফ!
ওঁকৎ! সবই ঠিক, কিন্তু তুই তো দরজা জানালায় তক্তা সেঁটে দিয়েছিস। আমি ভেতরে ঢুকবো কেমন করে ?
আপনি এটা চোর ছ্যাঁচোড় প্রুফ করে তৈরি করতে বলেছিলেন, পিসেমশাই !
তাই পিছনদিকে একটা গোপন প্রবেশ পথ রাখা আছে !
এটা খুব উঁচু তাই চোরের পক্ষে উঠে ঢোকা খুবই কষ্টকর। ঢুকতে হলে ওরও মই দরকার।
ওঃ! এটা আমার পক্ষেও কষ্টকর!
সোজা ভেতরে যাবেন না,পিসেমশাই। আমি এখনো কাজ শেষ করতে পারিনি!
আঁউরফ! ভেতরে কোন সিঁড়ি নেই ! আমি পড়ে যাচ্ছি ! বাঁচাও ! হেল্প !
অ্যাই মরেচে!
ধড়াম!
গেছি রে!
আমার বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা কর,ছুঁচো ! আমি তোর জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবো!
গাছে চড়িয়ে দিয়েছি। এবার নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এই মইটা কেড়ে নিলুম !
হতচ্ছাড়া ভেবেছিলো আমি আর বেরোতে পারবো না। এবার আমি ওকে মজাটা টের পাওয়াচ্ছি !
পিসেমশাইকে আটকেছিস বলছিস ? পিছন দিকে দ্যাখ্ !
হতভাগা,পাজি ছুঁচন্দর! এই তক্তা দিয়ে মেরে তোকে তক্তা করে দেবো !
ওরে বাবা! হড়কে যাওয়ার একটা রাস্তা বের কর না রে,ভোঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



ন্যায় যুদ্ধ




















যাবার আগে আবার ঘড়িটা পরে যা যাতে ও আর তোকে অবিশ্বাস না করতে পারে! ঠিক পাঁচটায় তোরা এখানে ফিরে আসবি!
ঠিক আছে, পিসেমশাই!
ঐ দ্যাখ্ কে আসছে – ভীতুর ডিম কাপুরুষ হাঁদাটা! আয় ওর গায়ের ধুলোটা আরো ভালো করে ঝেড়ে দিই।
সেবারে ওরা কিছু পায়নি, এবার ওরা সেটা পাবে।
সাবাশ, হাঁদা!
দমাস!
গদাম!
তখন একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়লো না – এখন একেবারে তুলোধোনা করে ছাড়লো, মাইরি!
দারুণ খেল দ্যাখালি, হাঁদা!
এর আগে আমি কিছু করতে পারিনি কারণ পিসেমশাইয়ের এই ঘড়িটার জন্যে – অ্যাই মরেচে!
?
এই যে, পিসেমশাই! আপনি মনে করুন আপনি বলেছিলেন আপনার ঘড়িটা শকপ্রুফ?
বেশ, এটাই সেই ঘড়িটা তো! – টেবিলের দিকে ভালো করে দেখুন!
অ্যাঁক্‌ফ্!

হাঁদা-ভোঁদার

সম্মোহন চিকিৎসা

















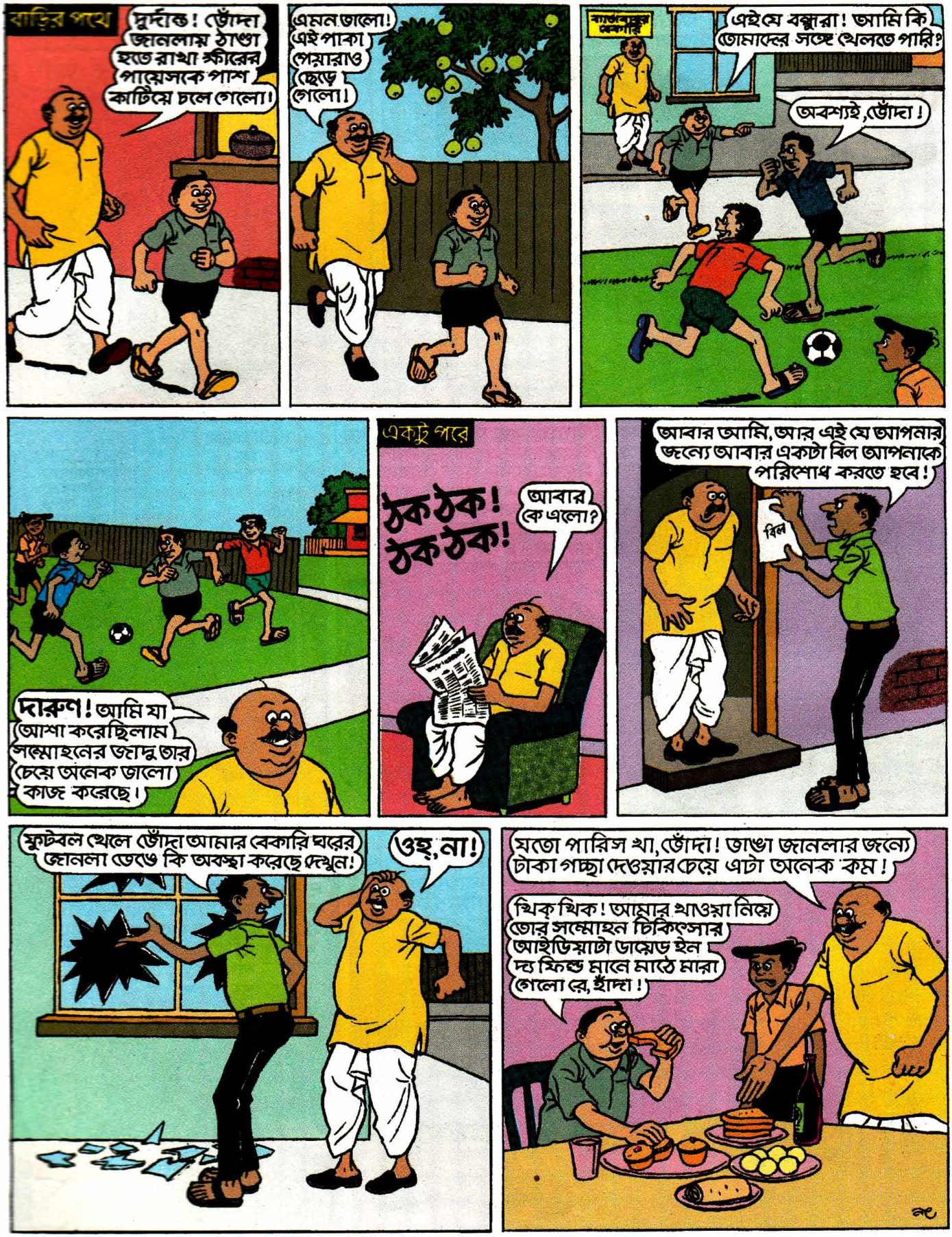
বাড়ির পথে
দুর্দান্ত! ভোঁদা জানলায় ঠাণ্ডা হতে রাখা ক্ষীরের পায়েসকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো!
এমন ভালো! এই পাকা পেয়ারাও ছেড়ে গেলো!
এই যে বন্ধুরা! আমি কি তোমাদের সঙ্গে খেলতে পারি?
অবশ্যই, ভোঁদা!
দারুণ! আমি যা আশা করেছিলাম সম্মোহনের জাদু তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ করেছে।
একটু পরে
ঠক ঠক! ঠক ঠক!
আবার কে এলো?
আবার আমি, আর এই যে আপনার জন্যে আবার একটা বিল আপনাকে পরিশোধ করতে হবে!
বিল
ফুটবল খেলে ভোঁদা আমার বেকারি ঘরের জানলা ভেঙে কি অবস্থা করেছে দেখুন!
ওহ্, না!
যতো পারিস খা, ভোঁদা! ভাঙা জানলার জন্যে টাকা গচ্ছা দেওয়ার চেয়ে এটা অনেক কম!
খিক্ খিক! আমার খাওয়া নিয়ে তোর সম্মোহন চিকিৎসার আইডিয়াটা ডায়েড ইন দ্য ফিল্ড মানে মাঠে মারা গেলো রে, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



জালের নয়া খেল

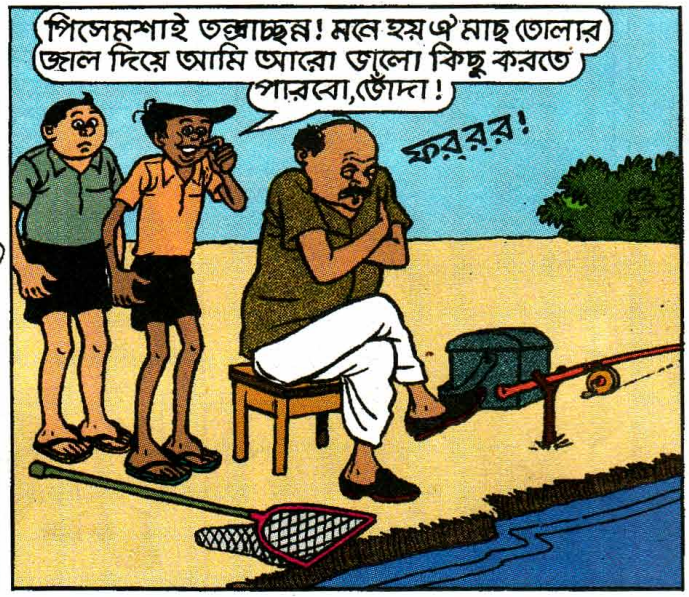















F-29


শাঁওওও!
মরেচে! ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে!
টুপিটাকে আমি ধরবো।
ধন্যবাদ, হাঁদু! তুমি জাল দিয়ে জাদুর খেল্ দেখালে! এই নাও তোমার পুরস্কার দশ টাকা।
খালি হাতে তোর কম্ম নয়, ভোঁদা! এবার আমি এই জাল দিয়ে কাগজগুলিকে আটকাবো!
দারুণ করেছো, হাঁদা! এগুলি খুবই মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ ছিলো। এই নাও পুরস্কার স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা।
পরে
তুই মুখচালা, হাঁদা! আমি পরিস্থিতিটা দেখে আসি।
দরকার নেই গিসে এখন ঝিলের ধারে নাক ডাকাচ্ছে।
ওই তো মাছ তোলার জালটা তোর কাছে হতচ্ছাড়া! আর আমি একটা বিরাট মাছ ধরেও জালটা না থাকাতে ডাঙায় তুলতে পারলাম না।
তোর জন্যে মাছ তুলতে পারি নি। এবার এই জাল দিয়ে তোকে ধরবো তারপর তোর গায়ের ছাল তুলে ডুগডুগি বাজাবো, ছুচো, মর্কট!
বাছা, ভোঁদু! আমার এই সঙ্কটকালে তুই দাঁত বের করে হাসছিস? নিদেন পক্ষে পিসের কাছা টেনে ধর না।

হাঁদা-ভোঁদার

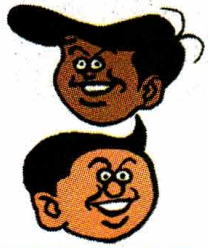

খাওয়া কন্ট্রোল


















ওদিকে একটা প্যাকেট দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে নির্ঘাত খাবারের। কুকুর দৌড় করানোর জন্যে কলের খরগোশের বোতামটা টিপে দিই।
অ্যাই, ভুদো! থাম-এখুনি ফিরে আয় বলছি!
যে সময়টা মুকুরবাবু তার কুকুরের পিছু ধাওয়া করবে সে সময় আমি ওর খাবার সাবাড় করে ফেলি!
উল্‌স্! স্যাণ্ডউইচগুলো দারুণ রে, হাঁদা!
মুকুরবাবুর খাবার খেয়ে ফেললি!
অ্যাই! আমার স্যাণ্ডউইচ গায়েব!
হোঁদার ওজন বেড়ে যাচ্ছে বলছিলেন তবে বেশী খেয়ে মোটা হলে ওজন বাড়ে, তাই আমি ওর খাওয়া কন্ট্রোলের ব্যবস্থা করেছি। খাওয়া কমলেই ওজন কমবে!
চমৎকার!
গ্রেহাউণ্ডের থলিটা ওর সবসময় যখন তখন খাই খাইটা বন্ধ করবে!
ওঃ! দুর্দান্ত!
শেষে তোকে এই অবস্থায় দেখতে হলো রে, হোঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



ওয়াশিং মেশিন


















মরেচে! ওটা ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে গেলো!
এই যে, জামা কাপড়গুলো ফিরিয়ে এনেছি, পিসেমশাই! এতে সামান্য কিছু কিছু কাদা লেগেছে! খুক্ খুক!
দুঃখিত, পিসেমশাই, কিন্তু আমি আপনার এই মেসিনে মোটেই কোন গোলমাল দেখতে পাচ্ছি না — আর আমি বুঝতে পারছি না এগুলো আবার কি ভাবে লাগাবো!
কী?
ভোঁদা যখন মেরামত করার লোক নিয়ে এলো —
হাঃ হাঃ! মেসিনটা নিয়ে কেউ বেশ ভালোভাবেই নাড়াচাড়া করেছে, দেখেছি!
এই যে, মহাশয়! আমি এটা আবার জুড়ে দিয়েছি, আর গণ্ডগোলটাও খুঁজে পেয়েছি। এই যে আপনার বিল।
ওক্‌ৎ!
বিল
—আর এই যে, এটা হোলো সমস্ত গণ্ডগোলের মূল। কেউ নিশ্চিত প্লাগটা খুলে নিয়েছে!
অ্যাই মরেচে! ওটা তো আমিই আমার বেড ল্যাম্পের জন্যে নিয়েছি।
হতচ্ছাড়া, সবজান্তা মর্কটটা গেলো কোথায়!
ঐযে গুটি গুটি পালাবার রাস্তা খুঁজছে।
পালাবি কোথায়, হতচ্ছাড়া মর্কট! যতো টাকার বিল দিয়েছে ততোগুলি কিল তোকে হজম করিয়ে ছাড়বো!

হাঁদা-ভোঁদার



অপহরণ


পকেটের অবস্থা দেখেছিস,ভোঁদা! দুটো ফুচকা খাবো সে অবস্থাও নেই।
আমারও তো একই হালত,হাঁদা! কিন্তু তোর মাথায় তো নানা রকম আইডিয়া বেরোয়। বের করনা একটা।


হ্যাঁ,কিছু একটা করতেই হবে! আসছে-আসছে রে,ভোঁদা!
ভোসছে তাহলে। একটু জলদি নিয়ে আয়,হাঁদা!


ইউরেকা! পেয়ে গেছি!
কি-কি পেয়েছিস রে, হাঁদা?
অপহরণ!
মানে!


মানে,বাগানের এই মালপত্র রাখার ঘর থেকে টেলিফোনে পিসেমশাইকে জানাবো যে তুই অপহৃত হয়েছিস।
তারপর-


কিছু পরে-
-পিসেমশাইয়ের কাছে মুক্তিপণ চেয়ে টেলিফোন যাবে। হিঃ হিঃ!

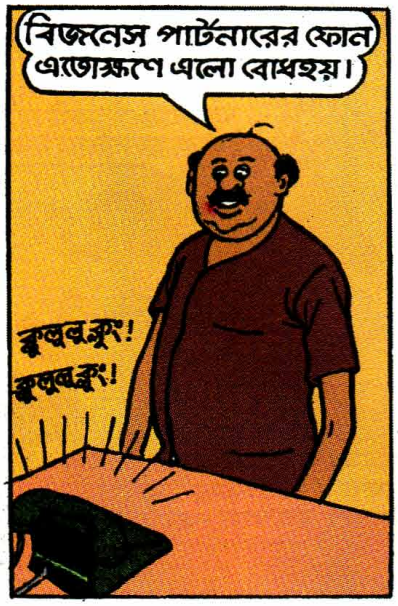
বিজনেস পার্টনারের ফোন এতোক্ষণে এলো বোধহয়।
কুলুবকুং!
কুলুবকুং!


হ্যালো!
শুনুন! আমরা হাঁদা-আর ভোঁদাকে অপহরণ করেছি। পঞ্চাশহাজার টাকা মুক্তিপণ দিলে ওদের ছাড়া হবে। কোথায় টাকা দিতে হবে পরে টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি।


-দক্ষিণপাড়ার ফুটবল খেলার মাঠের ধারে একটা পোড়ো মন্দির আছে,আপনি ওখানে টাকা নিয়ে যাবেন। পুলিশে খবর দেবেন না-


ওদিকে-
ওধার থেকে যা বলছে বলুক-এইভাবে আমি একটু তালাস করে দেখি। মনে হয় যে কাছাকাছি থেকেই কেউ একাজ করেছে।
একি!
আশ্চর্য! এখান থেকে কে আবার ফোন কানেকশান করলো! দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা!
তার দেখছি জানলা গলে বাইরে গেছে!
সর্বনাশ! ছেলে দুটোকে কারা যে অপহরণ করলো! আবার এদিকে কে আমার ফোনের লাইন ট্যাপ করে নিয়ে আমার ফোনের বিলের অঙ্ক বাড়াবার বন্দোবস্ত করেছে। এতো সাংঘাতিক ব্যাপার!
একি! এতো দেখছি আমার বাগানের মালপত্র যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে তার ঢুকেছে!
পুলিশে খবর দিলে ওরা লাশ হয়ে যাবে। তাই কিছু ফাঁস না করে একশো টাকার নোটে টাকাটা আনবেন।
আমার কান ধরে টানছে কে র‍্যা-
আ-আ-ইরক!
গর্‌র্‌! হতচ্ছাড়া, চামচিকে! আমারই টেলিফোনে অপহরণের গল্প ফেঁদে চিট করে আমার থেকেই টাকা আদায়ের ধান্দা
এবার এই টেলিফোন দিয়েই তোকে চিট করে ছাড়বো বিটলে বদমাশ কোথাকার।

হাঁদা-ভোঁদার

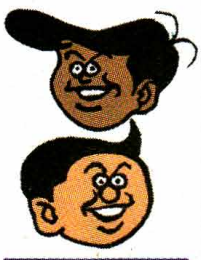

অ্যাকিং


বাগানে বড়ো আগাছা হয়েছে। দুপুরের মধ্যে দুজনে মিলে সব আগাছা সাফ করে ফেলবি।
ঠিক আছে, পিসেমশাই! আমরা সব সাফ করে দেবো।


পিসেমশাই যেতেই-
আমরা নয় তুই যাবি। হঠাৎ আমার পেটে বড্ডো ব্যথা শুরু হয়েছে রে, ভোঁদা!
উফ্! গেলুম!
এই তো দিব্যি ছিলি, এমন কি হলো যে, হুট করে ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠলো!


উঃ! ওরে বাবা! গেছি রে!
পিসেমশাইকে গিয়ে জানাই যে তোর এই হাল।


হাঁদা বলছে ওর নাকি ভয়ানক পেট ব্যথা করছে। তাই আগাছা তুলতে পারবে না।
সেকি রে! চলতো দেখি।


উফ্! আফ্! মলুম!
মনে হচ্ছে বদহজমে পেটে গ্যাস হয়ে ব্যথা হচ্ছে।


উঃ! আঃ!
চুপ করে শুয়ে থাক, আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।

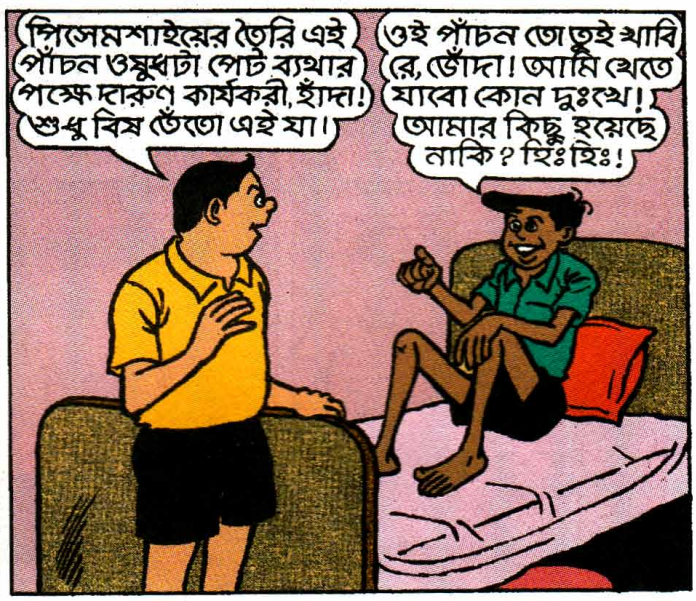
পিসেমশাইয়ের তৈরি এই পাঁচন ওষুধটা পেট ব্যথার পক্ষে দারুণ কার্যকরী, হাঁদা! শুধু বিষ তেঁতো এই যা।
ওই পাঁচন তো তুই খাবি রে, ভোঁদা! আমি খেতে যাবো কোন দুঃখে! আমার কিছু হয়েছে নাকি? হিঃ হিঃ!


আচ্ছা! পেট ব্যথা নিয়ে এতোক্ষণ যা করলি সেটা তাহলে অ্যাক্টিং!
অবশ্যই! এটা না করলে এতোক্ষণ আগাছা তুলতে হতো।
কিন্তু এর জন্যে তোকে তো পিসেমশাইয়ের তেঁতো পাঁচন গিলতে হবে।
পাঁচন রেখে গেলে তোকেই খাইয়ে দেবো রে, জোঁদা!
আগে পাঁচন আসুক তারপর কি হয় দ্যাখা যাবে।
পিসেমশাই আসছেন রে, হাঁদা!
আসছেন? ওরে বাবারে! গেলুমরে!
হতচ্ছাড়াটা কখন কোথায় অখাদ্য কুখাদ্য গিলবে আর আমাকে তার ঝক্কি সামলাতে হবে।
ওরে বাবা! এতো?
হ্যাঁ, এরকম এক গ্লাস না খেলে চলবে কেন! নে গ্লাসটা ধর।
এবার ঢক্ ঢক্ করে এক চুমুকে খেয়ে নে। হজম হবে আর ব্যথাও কমে যাবে, কিন্তু সারাদিন চুপচাপ শুয়ে থাকবি।
ঢক্! ঢক্!
একটু পরে
পেটের ব্যথা তো জড়কি, কিন্তু পাঁচন খেয়ে সত্যি ক্ষিদে চাগাড় দিয়ে উঠেছে রে, জোঁদা! আজ মেনু কি রে?
পিসেমশাইয়ের কয়েক জন বন্ধু আসবে বলে আজ বিরিয়ানি চিকেন তন্দুরি আইসক্রীম...
উল্লস্! আর বলিস না, জোঁদা! পিসেমশাইকে ম্যানেজ করে যদি কিছু আনতে পারিস!
বলছিস যখন তখন গিয়ে বলতে পারি।
তোর জন্যে বিরিয়ানীর কথা বলতেই ভীষণ রেগে এই এক গ্লাস বার্লির জল দিয়ে বললেন সারাদিনে এই বার্লির জল ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তোর জন্যে আমি একটা কাজ করে দিতে পারি – দরজাটা খুলে রাখছি-
– তুই নাক জরে রান্নার সুগন্ধ নে!
বেরো!

হাঁদা-ভোঁদার

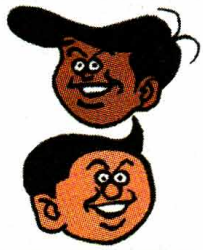

দাদাগিরি


এখুনি আমাকে একটা বিশেষ কাজে বেরোতে হচ্ছে। ফিরতে দেরী হবে। তোরা আজ বাজারটা করে নিয়ে আয়!
ঠিক আছে, পিসেমশাই। কোন অসুবিধে হবেনা!


বাজারের ব্যাগ ওকে দিয়েছেন, ঠিক আছে, কিন্তু টাকাটা আমাকে দেবেন।
কেন, ব্যাগটা ও নেবে আর টাকাটা তোকে দেবো কেন?


কারণ ও অসাবধানী আর অন্যমনস্ক! হয়তো টাকাটা কোথাও ফেলে দেবে নয়তো কেউ ওর পকেট মেরে দেবে। ব্যাগ হারালে ক্ষতি নেই, টাকা হারালেই মুস্কিল!
ঠিক আছে!


দেখলি তো, কেমন তোর হাতে রুমাল দিয়ে আসলি মাল নিজে নিলুম। একটা ভালো ফাইটিং সিনেমা এসেছে--


মার-মার, মার ব্যাটাকে!
কি ব্যাপার রে, হাঁদা? ওখানে আবার কিসের ফাইটিং হচ্ছে রে?
কি জানি! দাঁড়া, জিজ্ঞেস করে দেখি।


আচ্ছা, দাদা! ওখানে এতো মারপিট কিসের জন্যে?
এক ব্যাটা পকেটমার নাকি ধরা পড়েছে, তাই সবাই ব্যাটাকে ধোলাই দিচ্ছে। আমিও যাচ্ছি দু'ঘা লাগাতে।


পকেটমার! গেলো সপ্তাহে এক ব্যাটা পকেটমার একটা দারুণ সিনেমা দেখা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছিলো। টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি পকেট থেকে টাকা হাওয়া। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে,
কোথাও পকেটমার পেলেই প্রতিশোধ নেবো!
তুই এখানেই দাঁড়া, গোঁদা! আমিও ব্যাটাকে দু'চার ঘা লাগিয়ে আসি।
ওরে, হাঁদা! গণ্ডগোলে যাস না, ফিরে আয়!
সরে যান-সরে যান। আমি বদমাইশটার মুখে গোটা কয়েক মুষ্ট্যাঘাত করে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করি।
এ আবার কে রে? ওটার স্যাঙাৎ নাকি? এটাকেও লাগা!
মার-মার! এটাকেও মার!
এটা নির্ঘাত ওটার চ্যালা, কায়দা করে গুরুকে উদ্ধার করতে এসেছে!
এই বয়েসেই এই লাইন ধরেছে!
তাহলে একেও আচ্ছা করে লাগানো যাক!
বেদনাদায়ক দশ মিনিটের পর-
গোঁও-গোঁও-ও!
পকেটমার মারতে গিয়ে তোর এই হাল হলো কি করে?
পকেটমারটার চ্যালা জেবে আমার এই হাল করেছে, গোঁদা!
পরে-
বাজারের টাকাটাও ভিড়ের মধ্যে কে পকেট মেরে নিয়েছে!
বাড়ি গেলে তবে তো।
তখন তোকে বারণ করলুম যে, যাস না। এবার বাড়ি ফিরে আমার কাছে সব বৃত্তান্ত শুনলে, ওরা তো শুধু তোর এই হাল করে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পিসেমশাই তোর ছাল তুলে যেটুকু বাকি আছে সেটুকু পূরণ করে ফেলবে।

হাঁদা-ভোঁদার



পাহারাদারী


আমি তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তোরা এখানে ড্যাংগুলি খেলছিস!
কেন, কি হয়েছে পিসেমশাই?


কি হয়েছে, পিসেমশাই? আমার অতো সাধের পেয়ারা গাছের পেয়ারা হনুমান এসে সাবাড় করে যাচ্ছে আর তোরা দিব্যি ড্যাংগুলি খেলছিস!
ও নিয়ে আর ভাববেন না, পিসেমশাই! আমরা বাগান পাহারার ব্যবস্থা করছি।


তুই তো বলে দিলি ব্যবস্থা করবি! কি ব্যবস্থা করবি? ওদের কিছু করতে গেলে তেড়ে কামড়াতে আসবে, তখন কি করবি?


সত্যিই সেটা ভাববার কথা বটে। তাহলে—দাঁড়া, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।
আইডিয়াটা কি?
ছদ্মবেশ! আমার সঙ্গে চল বুঝিয়ে বলছি।


যাত্রা আর থিয়েটারের যাবতীয় সব তাড়া দেওয়া হয়
বুঝলি তো ব্যাপারটা? আইডিয়াটা কেমন বল?
মোটামুটি মন্দ নয়!


আচ্ছা, আপনাদের এখানে হনুমানের পোশাকের সেট পাওয়া যাবে?
অবশ্যই যাবে।


বাড়ি ফিরে-
কি রে, ভোঁদা! কেমন লাগছে?
দারুণ! একেবারে হুবহু বজরংবলী!


আমাদের দেখে ওদেরই জাত-ভাই বলে আছে ভেবে এদিকে আজ আর ঘেঁষবে না।
তাই হবে হয়তো!


দুটোকে বললুম পাহারা দিতে, কিন্তু কারো পাত্তাই নেই। ছিলো একটা এবার জুটেছে দুটো।
আমরা রীয়্যাল নই, পিসেমশাই!
আমরা নকলি!
আমরাই তো পাহারা দিচ্ছিলাম পিসেমশাই!
ঘটে তোদের বুদ্ধি আছে বটে। এইভাবে দু'চারদিন পাহারা দিয়ে যা।
দেখলেন তো, রীয়্যাল হনুমান আজ আর আসে নি।
পরদিন-
ওঁদোটা যে কোথায় গেলো! আরে এ'তো, আজ কখন এসে দিব্যি পেয়ারা খাচ্ছে!
মহ! মহ!
পিসেমশাইয়ের পেয়ারা পাহারা দিতে আজ এসে নিজেই সাবাড় করছিস আর আমি তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।
তোদের তো একসঙ্গে আসার কথা আর তুই আগে এসে বসে আছিস! আরও তোকে খুঁজছে!
অ্যাঃ!
খ্যাক্! খ্যাক্!
বাবা রে! গেছি রে! এটা তাহলে কে?
ওফস্!
মরেচে! পিসেমশাইয়ের ঘাড়ে এসে পড়েছে!
ঢ্যাপাৎ!
হতচ্ছাড়া আমার পৃষ্ঠদেশ বেঁকিয়ে দিয়েছে! ধরলে এই ডাণ্ডা দিয়ে তোর ছদ্মবেশের পালা শেষ করবো!
রীয়্যাল এসেই হাঁদার সব গুবলেট করে দিলো!

হাঁদা-ভোঁদার



রংয়ের লড়াই







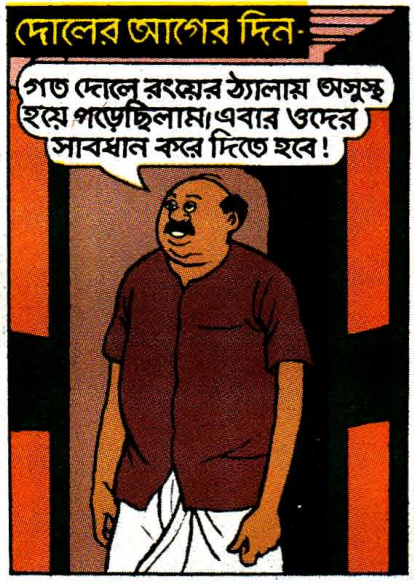










এবার আমরা ওদের নাজেহাল করে ছাড়বো, হাঁদাদা!
হাঁদারা তো রংয়ের গ্রেনেড ছুঁড়েই চলেছে! কি হবে রে, বচা?
অ্যাঃ! উল্টে ওরাই একেবারে তোর মুখে ছিট করেছে রে, বচা!
তোর তো দেখছি দারুণ টিপ রে, ছটকা! এতো দূর থেকেও বচার মুখে লাগিয়েছিস!
আগেরটা বচার মুখে লাগিয়েছি–
এবারেরটা ভোঁদাদার মুখে যাচ্ছে, হাঁদাদা!
একি! সাবধান করা সত্ত্বেও ওরা রং ছুঁড়ছে, দেখাচ্ছি!
তুই ভোঁদাকে ফস্কালি, এবার আমি তোকে আমার টিপ দ্যাখাচ্ছি!
আমি সাবধান করা সত্ত্বেও আমার ঘরে-ওফ্‌ৎ!
ফ্যাচাৎ!
হাঁদা ছুঁড়েছে, পিসেমশাই!
হতচ্ছাড়া, বোম্বেটে! আজ তোরই একদিন কি আমার!
ফ্যাচাৎ!
এবারে আমরা নয়, এবারে পিসেমশাই হাঁদাকে নাজেহাল করবে রে, বচা!

হাঁদা-ভোঁদার



বন্ধু ভূত









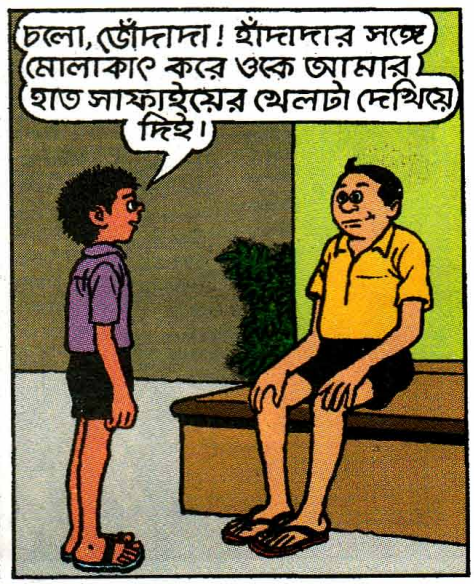



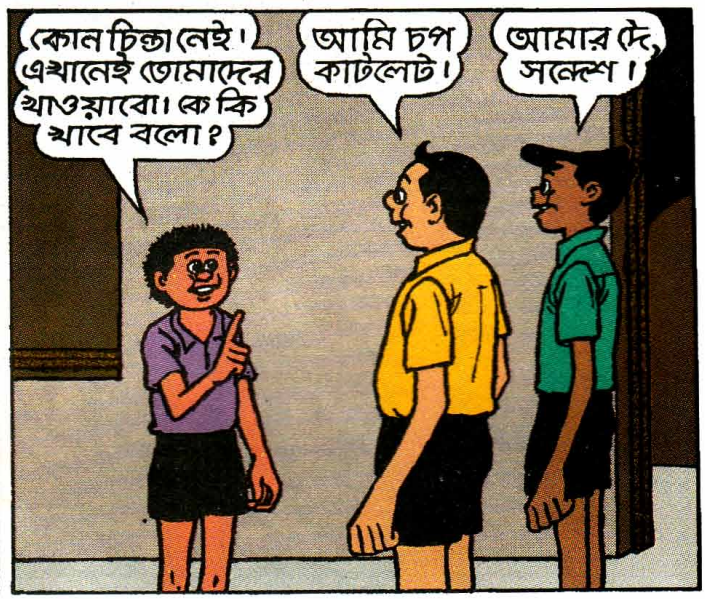

F-30

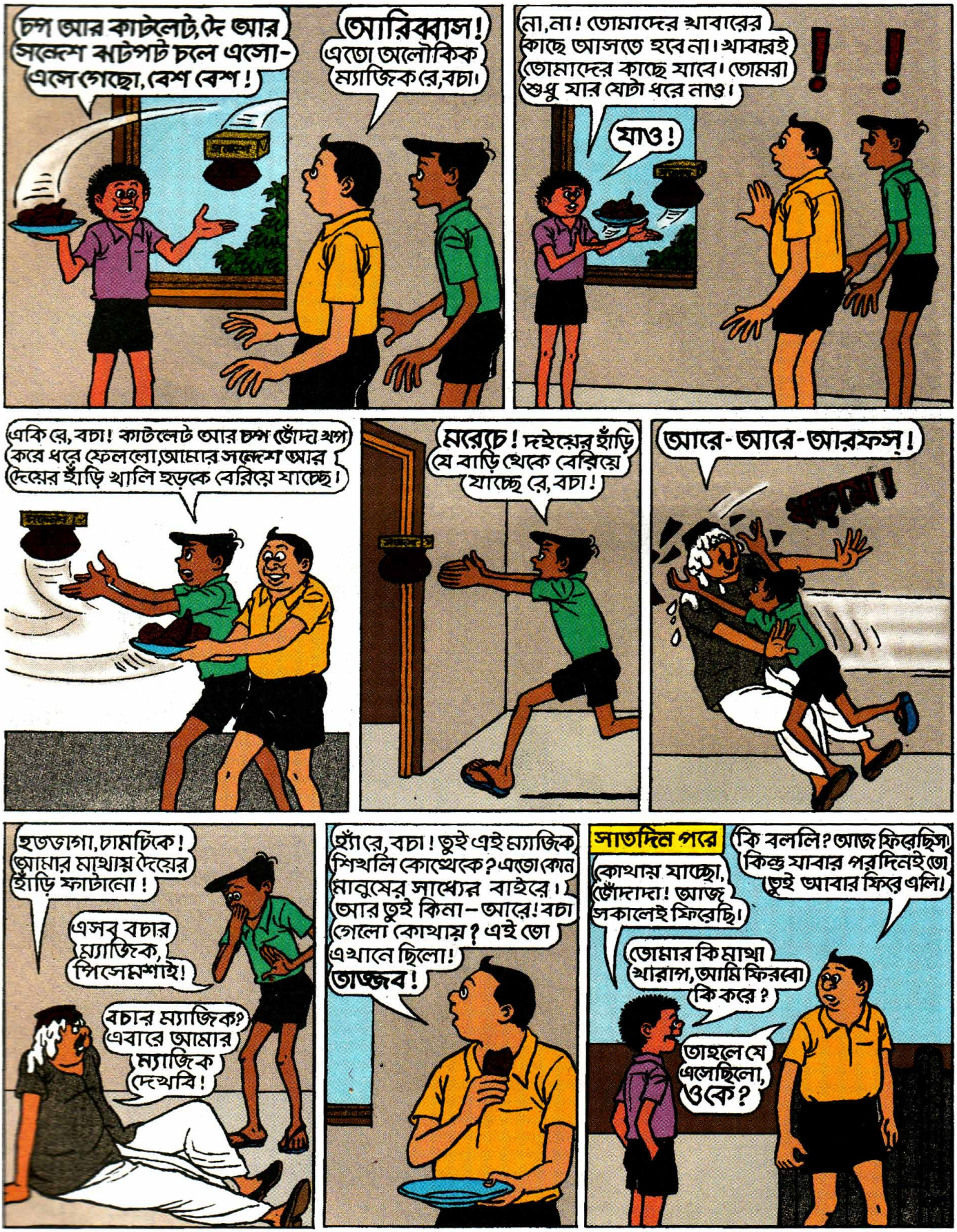
চপ আর কাটলেট, দৈ আর সন্দেশ ঝটপট চলে এসো- এসে গেছো, বেশ বেশ!
আরিব্বাস! এতো অলৌকিক ম্যাজিক রে, বচা।
না, না! তোমাদের খাবারের কাছে আসতে হবে না। খাবারই তোমাদের কাছে যাবে। তোমরা শুধু যার যেটা ধরে নাও।
যাও!
একি রে, বচা! কাটলেট আর চপ ভোঁদা খপ করে ধরে ফেললো, আমার সন্দেশ আর দৈয়ের হাঁড়ি খালি হড়কে বেরিয়ে যাচ্ছে!
মরেচে! দইয়ের হাঁড়ি যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে রে, বচা!
আরে-আরে-আরফস্!
হতভাগা, চামচিকে! আমার মাথায় দৈয়ের হাঁড়ি ফাটানো!
এসব বচার ম্যাজিক, পিসেমশাই!
বচার ম্যাজিক? এবারে আমার ম্যাজিক দেখবি!
হ্যাঁ রে, বচা! তুই এই ম্যাজিক শিখলি কোত্থেকে? এতো কোন মানুষের সাধ্যের বাইরে। আর তুই কিনা – আরে! বচা গেলো কোথায়? এই তো এখানে ছিলো! তাজ্জব!
সাতদিন পরে
কোথায় যাচ্ছো, ভোঁদাদা! আজ সকালেই ফিরেছি।
কি বললি? আজ ফিরেছিস, কিন্তু যাবার পরদিনই তো তুই আবার ফিরে এলি!
তোমার কি মাথা খারাপ, আমি ফিরবো কি করে?
তাহলে যে এসেছিলো, ওকে?

হাঁদা-ভোঁদার



অটোমেটিক


কি রে, ভোঁদা! কাল আমাদের পুবপাড়ার সঙ্গে পশ্চিম পাড়ার ক্রিকেট ম্যাচ আছে না?
আরে হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম রে, হাঁদা!


ব্যাটিংটা ভালো করে ঝালিয়ে নিতে হবে রে, ভোঁদা!
সেই সঙ্গে বোলিংটাও জোরদার করতে হবে!

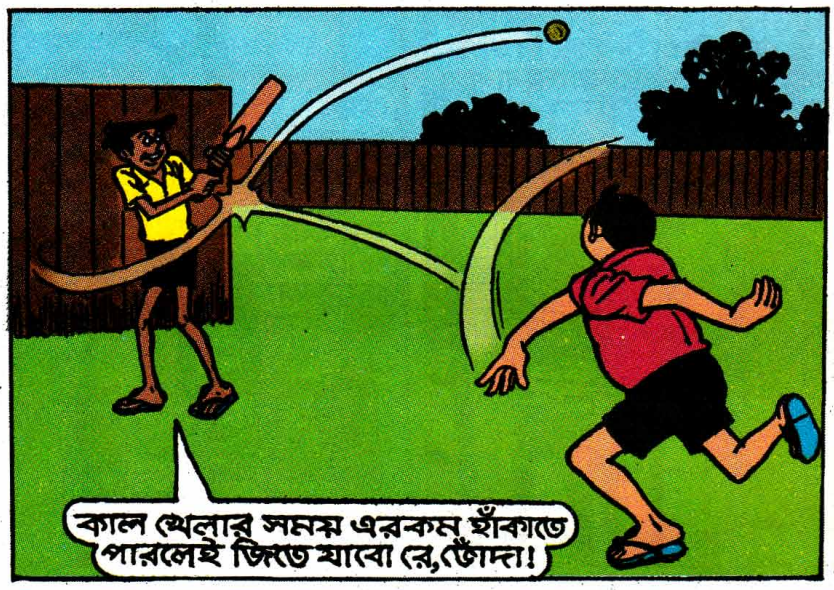
কাল খেলার সময় এরকম হাঁকাতে পারলেই জিতে যাবো রে, ভোঁদা!


কাজের সময় একটাকেও পাওয়া যায় না। এখন ঘর ঝাড়পোঁছের ঝাড়ু কেনার জন্যে আমাকে বেরোতে হলো!


একটু পরে ঝাড়পোঁছ ধোয়া মোছার লোক এসে যাবে তাই একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে—
ওরে গেছি রে!


কোন হতচ্ছাড়ার রে!

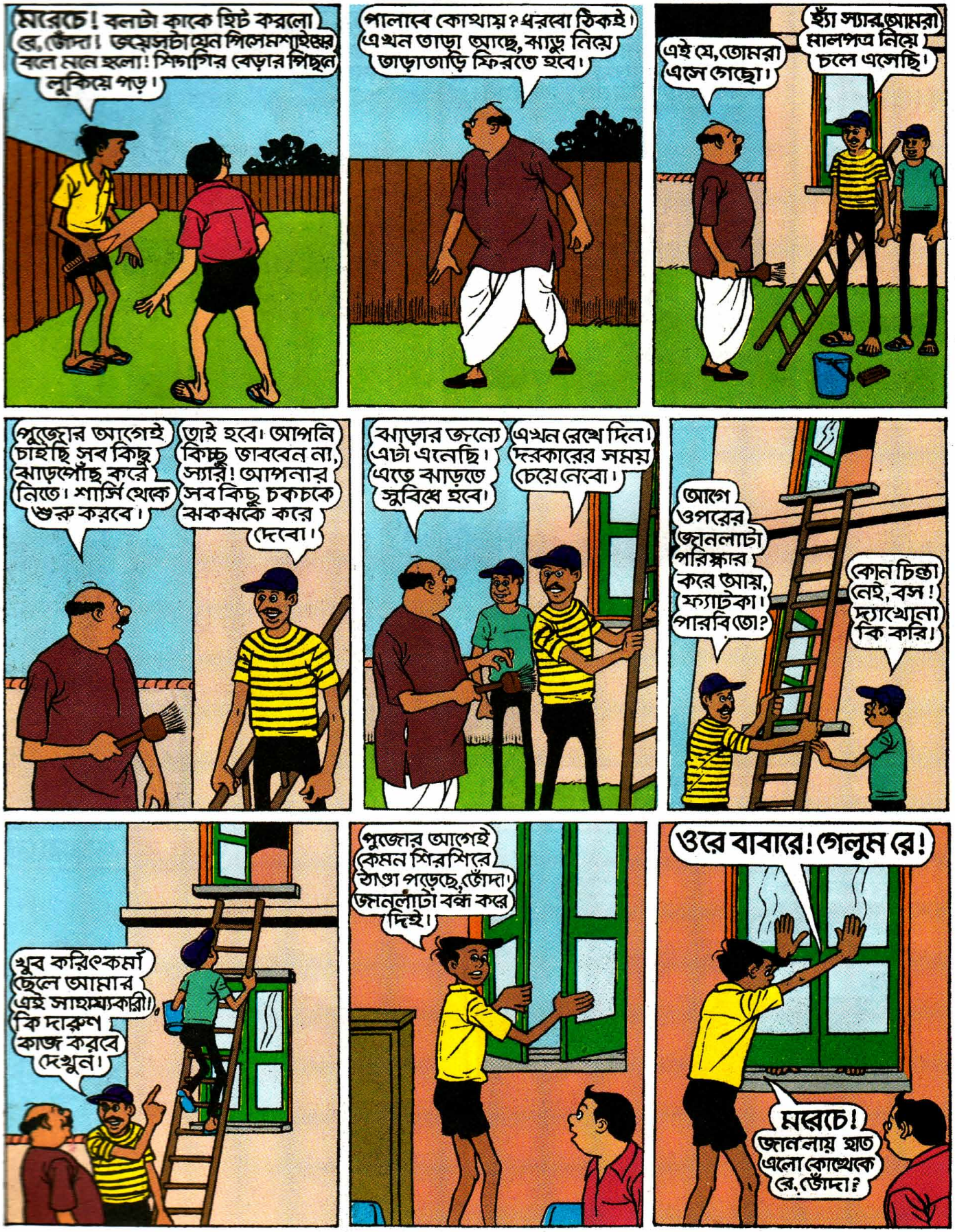
মরেচে! বলটা কাকে হিট করলো রে, ভোঁদা! জয়েসটা যেন পিলেমশাইয়ের বলে মনে হলো! শিগগির বেড়ার পিছনে লুকিয়ে পড়।
পালাবে কোথায়? ধরবো ঠিকই। এখন তাড়া আছে, ঝাড়ু নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।
এই যে, তোমরা এসে গেছো।
হ্যাঁ স্যার, আমরা মালপত্র নিয়ে চলে এসেছি।
পুজোর আগেই চাইছি সব কিছু ঝাড়পোঁছ করে নিতে। শার্সি থেকে শুরু করবে।
তাই হবে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার! আপনার সব কিছু চকচকে ঝকঝকে করে দেবো।
ঝাড়ার জন্যে এটা এনেছি। এতে ঝাড়তে সুবিধে হবে।
এখন রেখে দিন। দরকারের সময় চেয়ে নেবো।
আগে ওপরের জানলাটা পরিষ্কার করে আয়, ফ্যাটকা। পারবি তো?
কোন চিন্তা নেই, বস! দ্যাখোনা কি করি।
খুব করিৎকর্মা ছেলে আমার এই সাহায্যকারী। কি দারুণ কাজ করবে দেখুন।
পুজোর আগেই কেমন শিরশিরে হাওয়া পড়েছে, ভোঁদা। জানলাটা বন্ধ করে দিই।
ওরে বাবারে! গেলুম রে!
মরেচে! জানলায় ঘাত এলো কোত্থেকে রে, ভোঁদা?

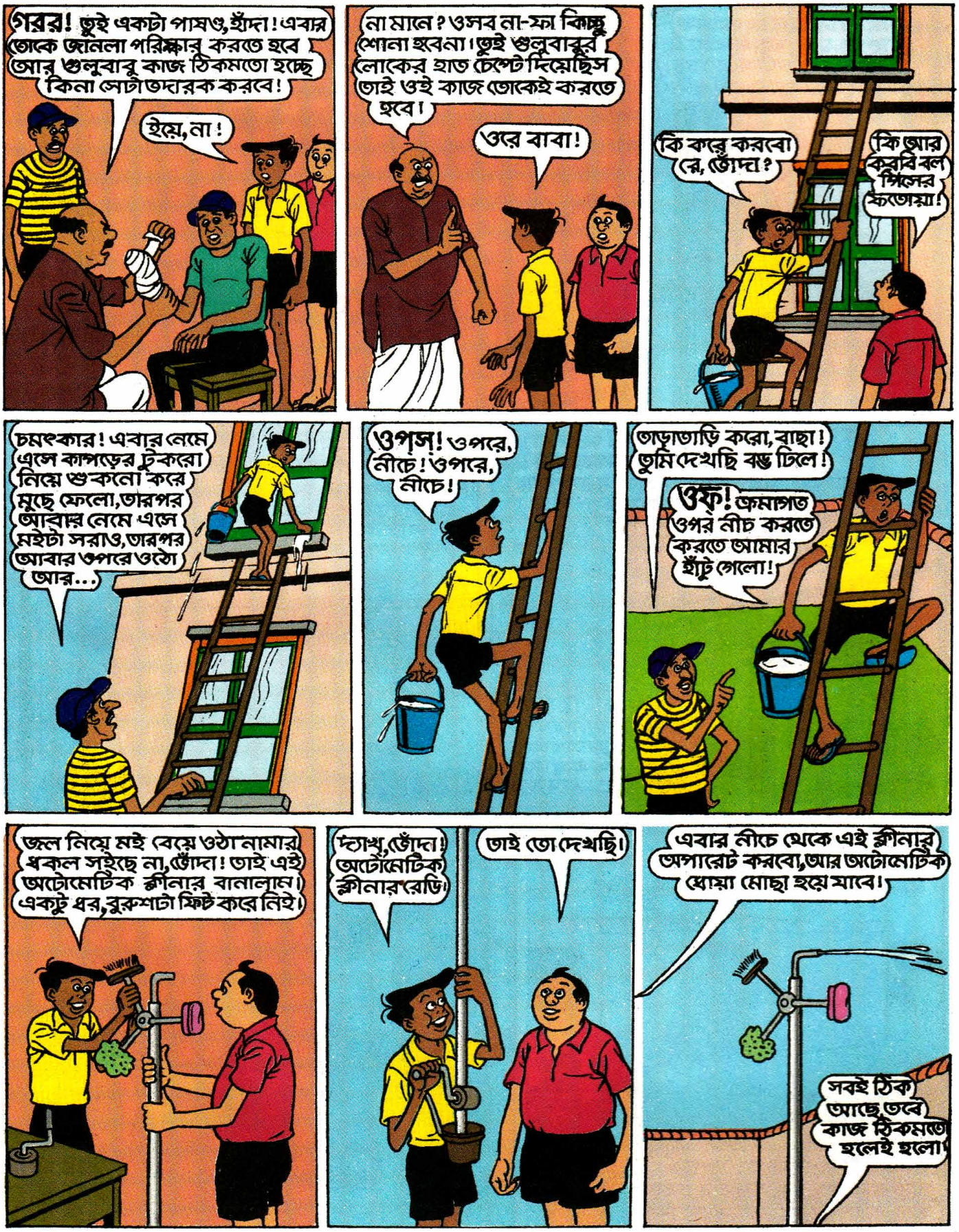
গরর! তুই একটা পাষণ্ড, হাঁদা! এবার তোকে জানলা পরিষ্কার করতে হবে আর গুলুবাবু কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা তদারক করবে!
ইয়ে, না!
না মানে? ওসব না-ফা কিচ্ছু শোনা হবেনা। তুই গুলুবাবুর লোকের হাত চেপ্টে দিয়েছিস তাই ওই কাজ তোকেই করতে হবে।
ওরে বাবা!
কি করে করবো রে, ভোঁদা?
কি আর করবি বল গিসের ফতোয়া!
চমৎকার! এবার নেমে এসে কাপড়ের টুকরো নিয়ে শুকনো করে মুছে ফেলো, তারপর আবার নেমে এসে মইটা সরাও, তারপর আবার ওপরে ওঠো আর...
ওপস! ওপরে, নীচে! ওপরে, নীচে!
তাড়াতাড়ি করো, বাছা! তুমি দেখছি বড্ড ঢিলে!
ওফ্! ক্রমাগত ওপর নীচ করতে করতে আমার হাঁটু গেলো!
জল নিয়ে মই বেয়ে ওঠা নামার ধকল সইছে না, ভোঁদা! তাই এই অটোমেটিক ক্লীনার বানালাম। একটু ধর, বুরুশটা ফিট করে নিই।
দ্যাখ, ভোঁদা! অটোমেটিক ক্লীনার রেডি।
তাই তো দেখছি।
এবার নীচ থেকে এই ক্লীনার অপারেট করবো, আর অটোমেটিক ধোয়া মোছা হয়ে যাবে।
সবই ঠিক আছে, তবে কাজ ঠিকমতো হলেই হলো!


জানলাটা খোয়ার অনেক আগে থেকেই বন্ধ থাকায় ঘরটা বড্ড ওমোট হয়ে গেছে। আমি বরঞ্চ জানলাটা খুলি।
আঃ!
আগ্‌হ্‌! গ্লাগ্‌ল্‌!
অ্যাই, হাঁদা! এটা তোর জানলা পরিস্কার করা হচ্ছে? দাঁড়া–
–হতচ্ছাড়া! জানলা পরিস্কার না করে তুই আমার মুখে বুরুশ আর ন্যাতা ঘষেছিস–দাঁড়া আমি আসছি!
মরেচে! জানলার বদলে পিসেমশাইয়ের মুখ ঘষে দিয়েছি!
ওরে বাবা! আমার অটোমেটিক ক্লীনারের ন্যাতা, বুরুশ খুলে গেলো আর সেই তালেই পিসেমশাই এসে হাজির। এবার কি হবে?
আমার হাত থেকে পালাবি কোথায়? ঠিক ধরবো তোকে!
আজ পিসেমশাইয়ের ওপরে হাটিক করেছে, হাঁদা। দু'বার টাকে হানা, একবার মুখে ন্যাতা বুরুশ টানা!
খোঁজ তো, ভোঁদা! বিটলেটা গেলো কোথায়! পেলেই ওর এই অটোমেটিক ক্লীনার দিয়ে ওর মুখ সাফ করবো।
হ্যাঁ, খুঁজছি, পিসেমশাই!

হাঁদা-ভোঁদার

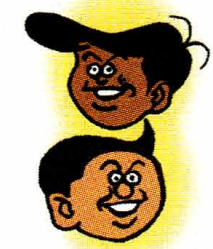

নয়া চমক


খেলনা সাপ নিয়ে যান, বাবুরা! দাম মাত্র পাঁচটাকা!
দারুণ তো! মনে হচ্ছে যেন সত্যিকার সাপ!


একটা দিন তো আমাকে।
এই যে নিন, খোকাবাবু!


আরে, পতাকী যে। কি মনে করে—এসো ভেতরে এসো।
তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলুম ভাই।


বোসো ভাই পতাকী। অনেকদিন পর এসেছো, তোমার জন্যে একটু মিষ্টি আনাই।


তুই বাথরুমে ঢুকছিস, কিন্তু হাঁদা কোথায় রে?
জানিনা তো, পিসেমশাই!


ওদিকে-
ভোঁদাকে এটা উপহার দেবো তারপর ও যখন এটা খুলবে তখন যা চমক খাবে তা ভাবতেই আমার বেদম হাসি পাচ্ছে! হিঃহিঃহিঃ!

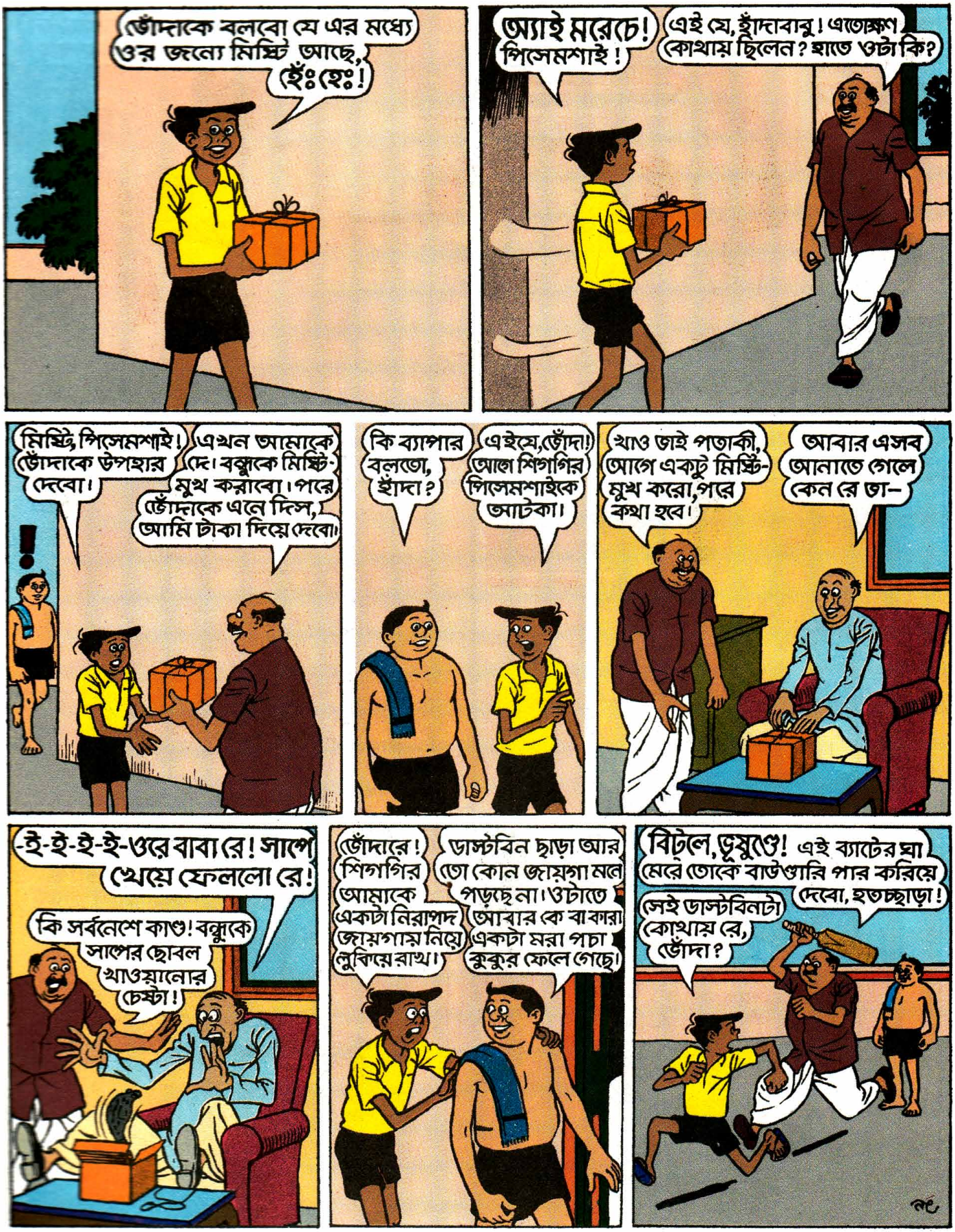
ভোঁদাকে বলবো যে এর মধ্যে ওর জন্যে মিষ্টি আছে, হেঁঃ হেঃ!
অ্যাই মরেচে! পিসেমশাই!
এই যে, হাঁদাবাবু! এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন? হাতে ওটা কি?
মিষ্টি, পিসেমশাই! ভোঁদাকে উপহার দেবো!
এখন আমাকে দে। বন্ধুকে মিষ্টি-মুখ করাবো। পরে ভোঁদাকে এনে দিস, আমি টাকা দিয়ে দেবো।
কি ব্যাপার বলতো, হাঁদা?
এইযে, ভোঁদা! আগে শিগগির পিসেমশাইকে আটকা।
খাও ভাই পতাকী, আগে একটু মিষ্টি-মুখ করো, পরে কথা হবে।
আবার এসব আনাতে গেলে কেন রে তা–
-ই-ই-ই-ই-ওরে বাবা রে! সাপে খেয়ে ফেললো রে!
কি সর্বনেশে কাণ্ড! বন্ধুকে সাপের ছোবল খাওয়ানোর চেষ্টা!
ভোঁদারে! শিগগির আমাকে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রাখ।
ডাস্টবিন ছাড়া আর তো কোন জায়গা মনে পড়ছে না। ওটাতে আবার কে বা কারা একটা মরা পচা কুকুর ফেলে গেছে!
বিটলে, ভূষুণ্ডে! এই ব্যাটের ঘা মেরে তোকে বাউণ্ডারি পার করিয়ে দেবো, হতচ্ছাড়া!
সেই ডাস্টবিনটা কোথায় রে, ভোঁদা?

হাঁদা-ভোঁদার

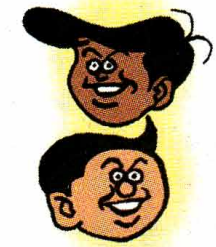

আম পাহারা


এবার আম কম হয়েছে কিন্তু যা হয়েছে তাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। কেন কমছে নজর দিতে হবে।


পরে-
আমার গাছের আম দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। কেউ চুরি করছে কিনা কে জানে। আজ থেকে একটু নজর রাখবি।


আম চুরি হওয়ার দুশ্চিন্তায় দুপুরে ভালো করে ঘুমোতে পারবো না।
কোন চিন্তা নেই আপনি এবার দুপুরে নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন, পিসেমশাই!


পরে-
চল,ভোঁদা,ব্যাপারটা আগে সরেজমিনে দেখে নি।


আরিব্বাস! কি আম রে! একটেরেতে আছে বলে এদ্দিকে আসিনি,তাই দেখিওনি


সব আমেই দেখছি পাক ধরেছে। দু'চারটে আবার পেকে টুস্ টুস্ করছে। আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে রে,ভোঁদা! তোর আসছে না?
মরেচে! তোর মতলবটা কি বলতো,হাঁদা?


মতলব কিরে। পাহারা দিতে এসেছি বলে দু'চারটে আম খেতে পারবো না!


ওদিকে
পাহারার ব্যাপারে ওদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। একবার নিজে গিয়ে দেখে আসি।
আমাকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে বলে গিয়ে হয়তো দেখবো যে বাগানের ধারে কাছে নেই।
এদিকে-
গুলতিতে আমার টিপ দেখিস নি, এখন দেখবি কিরকম প্রতি টিপে আম পড়বে আর খাবো।
পাহারা দিতে এসে আম পেড়েছি জানলে পিসেমশাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড করবে আর সব আম চুরির দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপবে।
পিসেমশাই এখন শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।
হাঁদা, পেছনে! হাঁদা, পেছনে!
কি পেছনে পেছনে করছিস। এখন পেছনে নয়, সামনে—
-মহাভারতে অর্জুনের সামনে ছিলো পাখির চোখ আর আমার সামনে এখন শুধু আম।
আর আমার সামনে শুধু কান।
ক্কে-কে র‍্যা, কান ধরে টান দিচ্ছে!
অ্যাঁরক্! পিসেমশাই!
কেন, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?
একবার ধরলে ঠিক চিনতে পারবি।
তখন আমার কথা শুনলো না এখন দৌড় ঝাঁপ করতে হচ্ছে, বেচারা!
অ্যাই, ভোঁদা! দাঁড়িয়ে মজা না দেখে আমাকে উদ্ধারের একটা আইডিয়া বের কর না।

হাঁদা-ভোঁদার



জেলিদিঠে


পুজোর মুখে অনেক প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত লোক চায়,তাহলে পুজোয় কিছু ইনকাম করে ঠাকুর দেখার সঙ্গে বেশ কিছু খাওয়া যায়।
কিন্তু তেমন পাবো কোথায়!


ঐ দ্যাখ,ভোঁদা,মেঘ না চাইতেই জল।
তাহলে চল সত্তর দেখা করতে বলেছে।
আবশ্যক
বলিষ্ঠ ছেলে চাই
সত্তর যোগাযোগ করুন
বাটুকেশ্বর বেকারি


ঐ তো বাটুকেশ্বর বেকারি।
বাটুকেশ্বর বেকারি
চল, ঢুকে পড়ি।


কে তোমরা? কি চাও?
বাইরে দেখলাম আপনারা বলিষ্ঠ ছেলে চাইছেন।


কিন্তু আমাদের তো একজন ছেলে দরকার।
বেশ,তাহলে আমাকে রাখুন।
না-না, আমাকে।


এভাবে হবে না। তোমরা নিজেরা ঠিক করে নাও কে কাজ করবে।
বেশ তাহলে টস্ করা হোক,তাতে যে জিতবে সেই কাজটা পাবে।

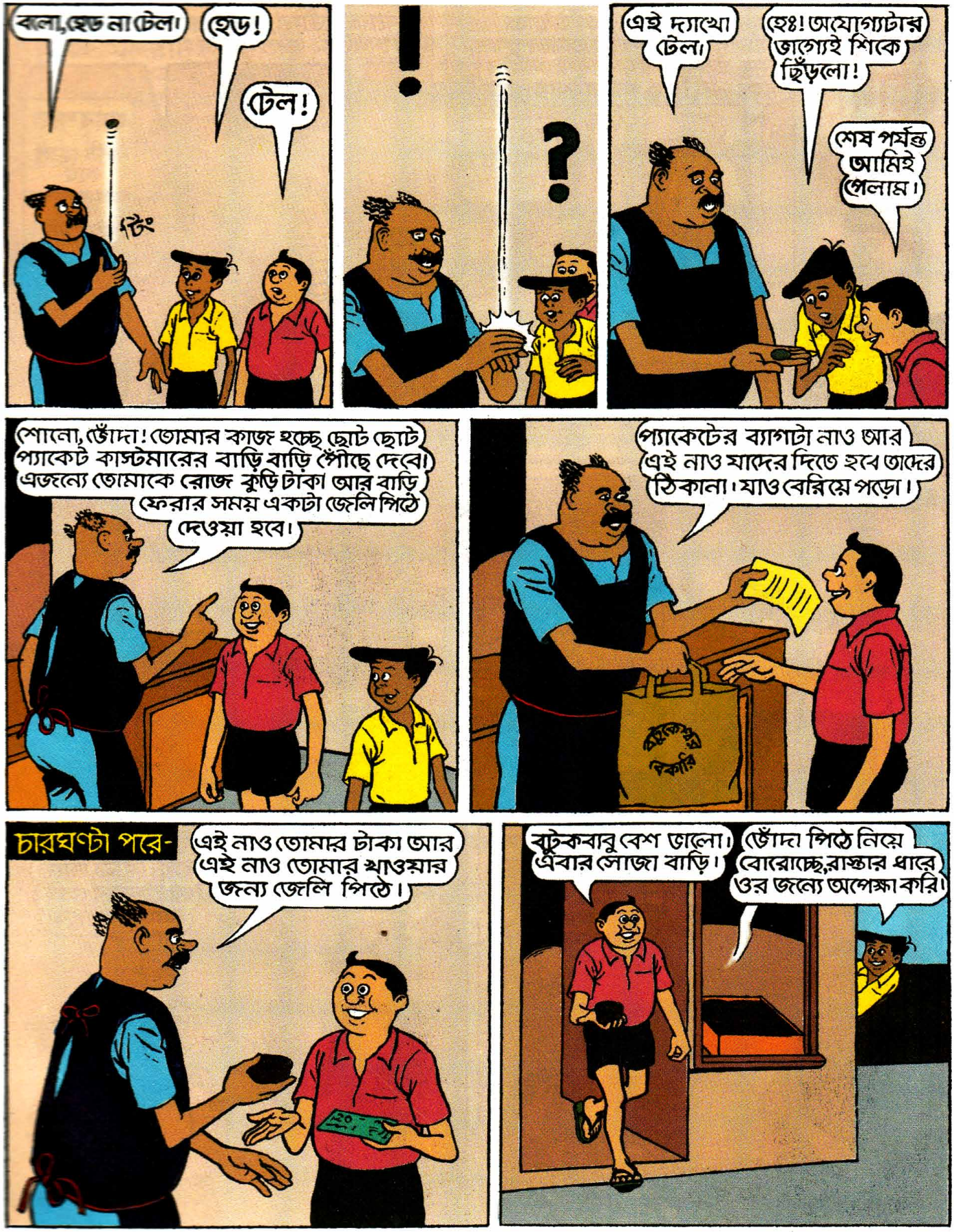
বলো, হেড না টেল।
হেড!
টেল!
টিং
!
?
এই দ্যাখো টেল।
হেঃ! অযোগ্যটার ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়লো!
শেষ পর্যন্ত আমিই গেলাম।
শোনো, ভোঁদা! তোমার কাজ হচ্ছে ছোট ছোট প্যাকেট কাস্টমারের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে। এজন্যে তোমাকে রোজ কুড়ি টাকা আর বাড়ি ফেরার সময় একটা জেলি পিঠে দেওয়া হবে।
প্যাকেটের ব্যাগটা নাও আর এই নাও যাদের দিতে হবে তাদের ঠিকানা। যাও বেরিয়ে পড়ো।
বটকেশ্বর বেকারি
চারঘণ্টা পরে-
এই নাও তোমার টাকা আর এই নাও তোমার খাওয়ার জন্য জেলি পিঠে।
বটকবাবু বেশ ভালো। এবার সোজা বাড়ি।
ভোঁদা পিঠে নিয়ে বেরোচ্ছে, রাস্তার ধারে ওর জন্যে অপেক্ষা করি।


এবারে বাড়ি গিয়ে এই জেলি পিঠেটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যাবে।
তখন টস্ করে কাজটা তুই ফস্ করে বাগিয়ে নিলি, এবার টস্ করে দেখি তোর হাতের পিঠেটা কার মুখে পড়ে।
ওটা আমার মুখেই পড়লো রে, ভোঁদা!
অ্যাই, হাঁদা! কোন সাহসে তুই আমার জেলি পিঠে খেলি?
খেয়েছি বেশ করেছি! তুই আবার আনলে আমি আবার খাবো।
ঠিক আছে, আবার একটা কিনে আনি।
এবারে পিঠে থেকে জেলি বের করে নিয়ে সেখানে লঙ্কাবাটা ভরে দিচ্ছি।
বেশ, বেশ! আমি খাবো বলে ভোঁদা আবার একটা জেলি পিঠে নিয়ে আসছে!
অ্যাই! আবার?
বলেছি তো, যতো আনবি ততোই খাবো। হিঃ হিঃ!
চাকুম চুকুম!
ওরে বাবারে! মুখ জ্বলে গেলো রে! অ্যা-অ্যাঃ!


গরর! এটা তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা!
থ্যাপাস!
চুকুস! চুকুস!
!!
কেঁউ! জল চাই জল।
কারোরই পাত্তা নেই। যাই নিজেই জরুরী চিঠিটা পোস্ট করে আসি।
খুব সময়মতো এই দরজা দিয়ে ঢুকে গা ঢাকা দিতে পেরেছি!
ওকৎ! গেছিরে!
ওমফ!
হতচ্ছাড়া বোম্বেটে, কাজের বেলা খোঁজ নেই,এখন এসেছে পেটে টুঁ মারতে।
মরেচে! জোঁদাটা পিসেমশাই হয়ে গেলো কি করে!

হাঁদা-ভোঁদার

দলীয় রেস


হিঃহিঃ! সবাই দৌড়ে পালাচ্ছে কেন?
ইরক্! হাঁদার হাতে পিস্তল!
পালাও! আমরা সবাই গুলিবিদ্ধ হবো!
বাঁচাও!

ওটা আমাকে দে, হাঁদা!
ইয়ে,পিসেমশাই, এটা শুধু আপনার স্টার্টার পিস্তল। এটা আমি নিয়েছি দলীয় স্পোর্টসের জন্যে।


তাই যখন দলীয় রেস শুরু হতে যাচ্ছে
আমি আমার খেলনার এই ক্যাপ পিস্তল দিয়েই রেসের স্টার্ট দেবো। এবার যে যার জায়গায় তৈরি হও...


এইরে! আমি ক্যাপ পিস্তলের বদলে জল পিস্তল নিয়ে এসেছি।
ফ্যাচাৎ!
আগ্!
ওয়াহ্!


যে সময় ছেলেরা গা শুকোচ্ছে আমাকে তখন রেস স্টার্ট করার জন্যে অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে। এই তো এই ডাস্টবিনটাই কাজ করবে।


আবার সবাই দৌড়োবার জন্যে তৈরি হলো
যখন এই ডাস্টবিনটা বাজাব তখন ছুটবে..
আমরা রেডি, হাঁদা!


কিন্তু
ঢং!
যাঃ! দড়িটা ছিঁড়ে গেলো!


মরেচে! দ্যাখ্ দ্যাখ্!
হুঁয়াও!
গেছি রে!
ইরক্!

ইয়ে—কুছপরোয়া নেই ছেলেরা! তোমাদের স্টার্ট দেবার একটা অকাট্য রাস্তা আমার জানা আছে।

যে যার চিহ্নে দাঁড়াও! যখন পটকা ফাটবে তখন স্টার্ট নেবে...

বাহ্! আবার সেই সময়ের ব্যাপার!

অ্যাই মরেচে! এগুলো দেখেছি লাফানো পটকা, আর ওগুলো লাফিয়ে ট্র্যাকের ওপর চলে গেছে!

ওয়াহু!

ইঁয়াও!

উল্‌ক্!

ঘুম!

ফটাস!

ঘুম!

তোকে দিয়ে শুরু হবে না, হাঁদা। তোকে দিয়ে শেষ করবো! একটা দড়ি জোগাড় করে ভোঁদাকে নিয়ে ফিনিশিং লাইনে গিয়ে দাঁড়া।

বাহ্! চল ভোঁদা, দড়ির সন্ধানে করি।

এবার অন্য ছেলে রেসের স্টার্ট দিলো

শেষ পর্যন্ত হলো!

আর তারপরেই-

অ্যাই! হামি দেখলম হামার গরুর দড়ি লিয়ে ভাগছিস! জলদি ওয়াপস দে।

ছোট্ট হাঁদা! জোরে ধরলে গরুর বদলে তোকেই বেঁধে রাখবে।

বাহ্!

গরর্! হতচ্ছাড়া আমাদের রেস বরবাদ করে দিলো!

এ বদমাস ছোকরা হামার দড়ি লিয়ে তুরন্ত লৌট আও!

আমাকে ফেলে কোথায় গেলি রে, ভোঁদা।

হেল্প!

হতভাগা বেঁড়ে ওস্তাদ। তোর জন্যে শুরু করা গেলো না, আর এখন শেষ করাও গেলো না তোর জন্যে!

হাঁদা-ভোঁদার



কর্ম কৌশল















F-31

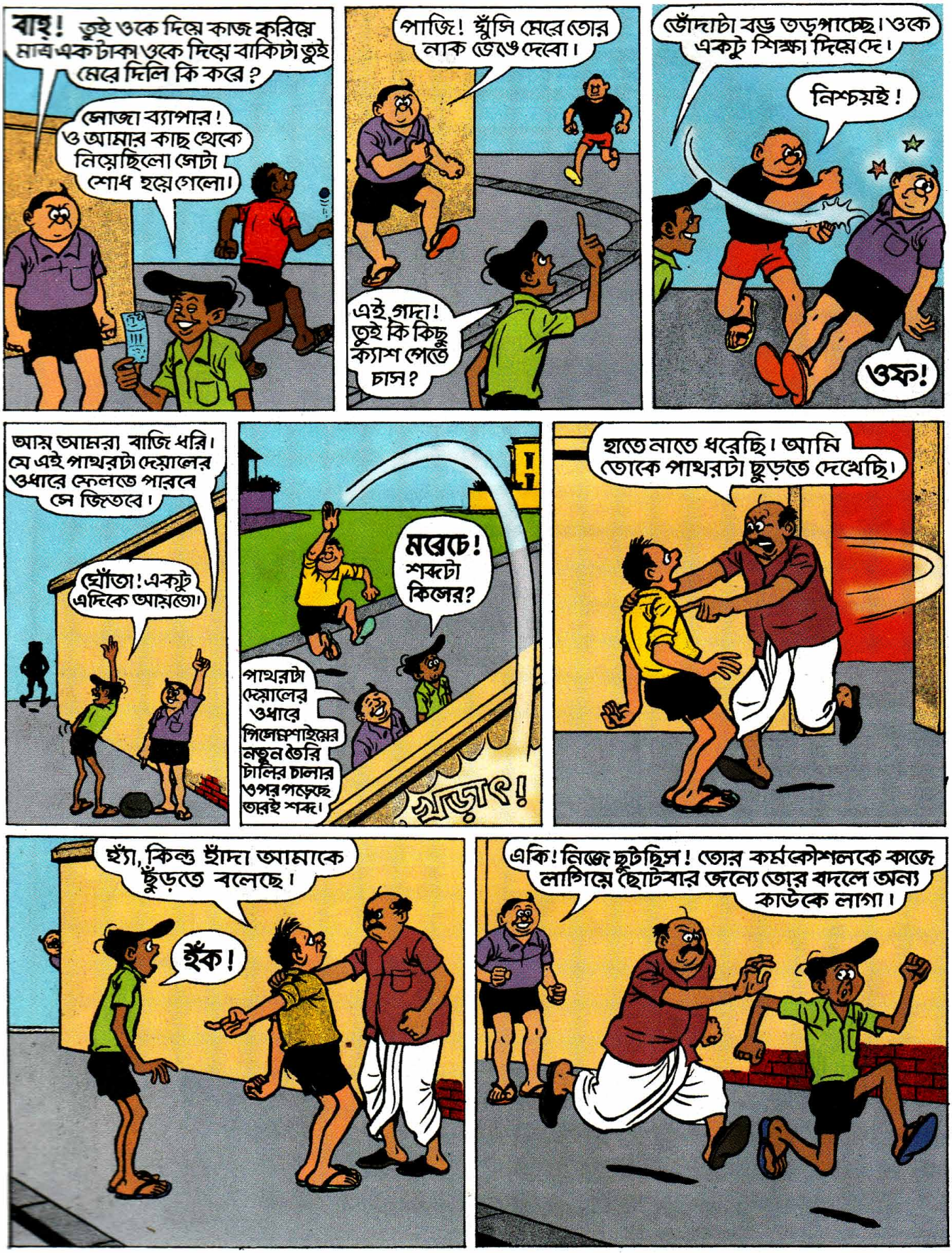
বাহ্! তুই ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে মাত্র এক টাকা ওকে দিয়ে বাকিটা তুই মেরে দিলি কি করে?
সোজা ব্যাপার! ও আমার কাছ থেকে নিয়েছিলো সেটা শোধ হয়ে গেলো।
পাজি! ঘুঁসি মেরে তোর নাক ভেঙে দেবো।
এই গাদা! তুই কি কিছু ক্যাশ পেতে চাস?
ভোঁদাটা বড্ড তড়পাচ্ছে। ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দে।
নিশ্চয়ই!
ওফ!
আয় আমরা বাজি ধরি। যে এই পাথরটা দেয়ালের ওধারে ফেলতে পারবে সে জিতবে।
ঘোঁতা! একটু এদিকে আয়তো।
মরেচে! শব্দটা কিসের?
পাথরটা দেয়ালের ওধারে সিমেন্টশাইয়ের নতুন তৈরি টালির চালার ওপর পড়েছে তারই শব্দ।
খড়াৎ!
হাতে নাতে ধরেছি। আমি তোকে পাথরটা ছুড়তে দেখেছি।
হ্যাঁ, কিন্তু হাঁদা আমাকে ছুঁড়তে বলেছে।
হুঁক!
একি! নিজে ছুটছিস! তোর কর্মকৌশলকে কাজে লাগিয়ে ছোটবার জন্যে তোর বদলে অন্য কাউকে লাগা।

হাঁদা-ভোঁদার

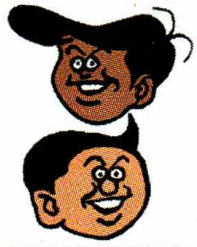

সাহায্যদান
















লোককে সাহায্য করতে বেরিয়েছি, ভোঁদা! আর সবলের কবলথেকে দুর্বলকে রক্ষা করা তো কর্তব্য। তাই—
— এই ইঁট দিয়েই ওকে টিট করে দেবো!
তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দোস্ত! যাকে তুমি ইঁট মেরে ফিট করে ফেলেছো, ও হলো একজন গোয়েন্দা!
অ্যাই মরেচে!
আঃ! জঞ্জাল ফেলার লোককে সাহায্য করার একটা সুযোগ এসেছে ভোঁদা।
জঞ্জাল গাড়ি
কিন্তু লোকটা কোথায় গেলো?
তোছু হয়তো এদিক ওদিক। আমি ওর কাজটা সেরে ফেলি।
আরে, আরে!
পরিস্থিতি খুব খারাপ হাঁদা, সরে পড়!
এই বাছাধন, ধরেছি!
ওরে বাবা! এযে সেই গোয়েন্দা!
এর পর আমার পালা!
অ্যাই ভোঁদা! তোর গোদা পায়ের কিক ঝেড়ে আমাকে কেড়ে নিয়ে যা না রে!
কোন চান্স নেই হাঁদা। আপের ভাগীদাররা সব এসে গেছে!

হাঁদা-ভোঁদার



গাড়ি সাফ


একটা ভালো সিনেমা এসেছে, ভোঁদা! চল দেখে আসি।
না, ভাই! আমার পয়সা নেই।


জল কাদা ভর্তি গর্তের ওপর দিয়ে লরি চালিয়ে কাদা ছিটিয়ে আমার গাড়িটার কি অবস্থা করেছে। পরিষ্কার করতে দম বেরিয়ে যাবে।
পিসেমশাইয়ের মেজাজ খারাপ। ওখানে এখন কোন চান্স নেই ...!


আরেঃ! একটা মতলব পেয়েছি। আমি যদি পিসেমশাইয়ের গাড়ির কাদা ধুয়ে সাফ করে দি তাহলে খুশি হয়ে পিসেমশাই সিনেমা দেখতে পয়সা দিতে পারে।


খবরের কাগজটা গাড়িতে ফেলে এসেছি। নিয়ে আয় তো, হাঁদা!
এই যে, আনছি পিসেমশাই!


ধেৎ! দেখতে পাচ্ছি না তো! ভিতরে খুঁজে দেখি।


এই যে ওটা এখানে। নীচে পড়ে গিয়েছিলো।


এই হোস দিয়ে আমি খুব জলদি কাদা সাফ করে পিসেমশাইয়ের মেজাজ খোশ করে দেবো।


মরেচে! জানালা যে খোলা!


গরর! আমার সঙ্গে এটা কি রসিকতা হলো?
মরেচে! আমি এটা দিয়ে গাড়ির কাদা সাফ করতে গিয়েছিলাম!
ধড়াম!
আমাকে ডিজিয়ে,আছাড় খাইয়ে তুই পালাবি কোথায়?
পোস্টকার্ড বলছে উত্তরে খুব বৃষ্টি। এখানে তো সুন্দর আর শুকনো!
মরেচে! হাঁদা আমাকে ভেজাতে চাইছে!
এই দ্যাখ্ পালটা!... ওঁক্স্!
ঠিক সময়ে গোঁত্তা মেরেছি!
সিনেমায় যাবার আর প্রয়োজন নেই! এখানেই প্রচুর চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটছে!
হিঃহিঃ!
গরর!
দুম্!
গুম্!

হাঁদা-ভোঁদার



রং কাহিনী


আমার অফিসের সময় হয়ে এলো, আর হতভাগা হাঁদাটা এখনো নাক ডাকাচ্ছে। বেরোবার আগে নতুন কেনা বিশেষ শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম ক্লীনারটা ওর ওপরেই পরীক্ষা করে দেখি।


ওঠার সময় হয়ে গেছে হাঁদা! শীগগির ওঠ।


হুউসসসস!
আমি নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছি!


ঘোর কেটে গেলে, উঠে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সামনের কাঠের বেড়াটা রং করবি। ভোঁদা অন্য কাজে গেছে। বিকেলে ফিরবে।


হিঃ হিঃ! ভোঁদা এলে এই বেড়া দেখলে ওই এবার রং করে দেবে। আমি এই ফাঁকে আর একটু ঘুমিয়ে নি।
গোদা


ভোঁদা ফিরে
কেউ দেখে ফেলবার আগেই এটাকে রং করে ফেলতে হবে।


আমার পরিকল্পনা একেবারে ঠিক ঠিক কাজ করছে।
একটু পরে
যাক, বুদ্ধিটা আমাকে বেড়া রং করার পরিশ্রম বাঁচিয়েছে— অথচ বাবা ভাববে আমিই করেছি। যাই, এবারে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আসি
এটা তাহলে হাঁদার কারসাজি। তাহলে দেখাচ্ছি! মজা!
এবার বাছাধন মজাটি টের পাবে!
এই যে রাস্তায় তুই আমাকে বললি বেড়া রং করে তুই বেড়াতে বেরিয়েছিস। তা এটা কি হয়েছে? শীগগির ওসব আবার রং করে চাপা দে।
হাঁদা ষাঁড়ের নাদা
কিন্তু আ- আমিতো র-রং করে—কিন্তু আর যে রং নেই।
এই লিস্টে আমার পনেরোজন বন্ধুর নাম ঠিকানা আছে। তারা তাদের বেড়া রং করার জন্যে লোক খুঁজছে। তাদের বেড়া রং করে দেবার পয়সা থেকে আমাদের বেড়ায় দেবার রং কেনা হয়ে যাবে।
ষোলটা বেড়া রং করার পর সেদিন রাত্রে
ধরলো ধরলো, রংএর ডিবে আমায় ধরলো!
আহা, বেচারা বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখছে!

হাঁদা-ভোঁদার

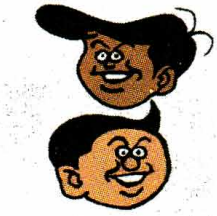

আইডিয়া


হাঁদা, এগুলো নিয়ে আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলে দিয়ে আয় !
উঃ! আঃ! গেছিরে !


এই তো দিব্যি ঘুর ঘুর করছিলি। হঠাৎ আবার তোর কি হোলো ?
ভয়ানক পেটব্যাথা করছে।
অ, ঠিক আছে। ভোঁদা গিয়ে ফেলে আসবে।


হিঃ হিঃ! কেমন কায়দা করে কাজের ভার তোর ওপর চাপিয়ে দিলুম দেখলি।
তোর মতো কাজকে ডরাই না বুঝলি!


একঘন্টা পরে
দোলনার তক্তা ভেঙে যাওয়ায় বাচ্ছা দুটো দুলতে পারছেনা। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।


ছেলেদুটোকে তুমি খুশী করেছো। এই নাও পাঁচ টাকা কিছু কিনে খেয়ো


যাঃ! পাইপ ফুটো হয়ে গেছে! অথচ এখনি চারাগাছগুলোতে জল দেওয়া দরকার
আমি এখনি আপনার পাইপ ঠিক করে দিচ্ছি।


তুমি আমার খুব উপকার করেছো। টাকাটা দিলুম তোমার যা খুশী খেয়ো।
ফেলে দেবার জিনিস থেকে দশটাকা পাওয়া গেলো। ফেলবার রইলো শুধু চাকা।


আহাহা! এরা যদি খেলবার কিছু পেতো তাহলে এরকম মারপিট করতো না।
?
দেখুন আমার চাকার স্পোকগুলি দিয়ে কেমন ওদের খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।
সত্যি তুমি চমৎকার কাজ করেছো। খুব খুশী হয়ে তোমাকে এই পাঁচটা টাকা দিলুম।
কিছুক্ষণ পরে
হুঁউউ! আমার স্টিয়ারিং-এর চাকা ভেঙে গেছে!
কাঁদিসনে খোকা। আমি ওটা ঠিক করে দিচ্ছি।
চাকার মধ্যিখানের টুকরোটা দিয়ে কেমন এটা তৈরী হয়ে গেলো!
খুব ভালো হয়েছে।
সবই তো কাজে লেগে গেলো। পড়ে রইলো শুধু চাকার লোহার বেড়টা। এটা দিয়ে কি করবো — আরে-আরে এ কি?
রাস্তা থেকে সরে যা বুদ্ধু!
লোহার বেড়টা কি কাজে লাগবে এবার তার হদিশ পেয়েছি!
বেড়টা আমার গাড়ির দারুণ বাম্পার হয়েছে! আমাকে ধাক্কার পাল্টা তোকে দেওয়া গেলো!
কি-কি-কি হলো?
ঘটাং!
দ্যাখ হাঁদা! ছেঁড়া টায়ার, টিউব আর ভাঙা চাকা ফেলে দিতে এসে তা কাজে লাগিয়ে পনেরো টাকা পেলুম। আর বেড়ের বর্ম দিয়ে তোকে ধরাশায়ী করলুম। এবার যাচ্ছি, আবার খাবো রেস্টুরেন্টে — টা-টা!
হুঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

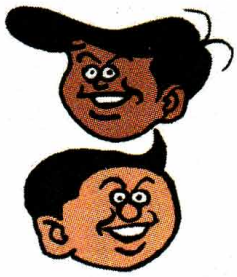

জীবে দয়া


দ্যাখ হাঁদা! বেচারা বেড়ালটা সারাদিন গাছের ওপরেই রইলো বোধ হয় ওখান থেকে নামতে পারছে না।
মিঁয়াও!


ওকে নামিয়ে আনার জন্যে দমকলে খবর দিলেই হয়ে যেতো।
কাউকে খবর দিতে হবেনা। তুই শুধু মইটার জন্যে একটু হেল্প কর। এটা একা সামলাতে যাবেনা, তারপর দেখবি কি করে ওকে নামিয়ে আনি!


আয় হলো আয়! কোন ভয় করিস না! তোকে আমি উদ্ধার করতে এসেছি!


তুই খুব চমৎকার হলো! তোর কোন ভয় নেই। শীগগিরই তোকে আমি নির্বিঘ্নে মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছি!


নড়িস না, আমি তোকে টুক্ করে তুলে নিচ্ছি— আপ্‌স্ !
ঝুলে থাক, ব্যবস্থা করছি !
ওরে বাবা ! অ্যাই ভোঁদা, এবার আমি নামবো কি করে ?
মনে হয় এখানে আসতে ওদের খুব দেরী হবে না।
ওয়ান-জিরো-ওয়ান !
দেখলি হাঁদা ! শেষ পর্যন্ত সেই দমকলে খবর দিতেই হলো !
এবারে চটপট হাত ছেড়ে নীচে পড়ো !

হাঁদা-ভোঁদার

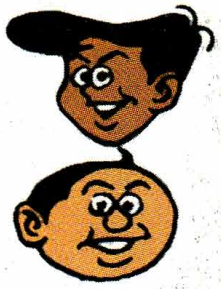

গোয়েন্দাগিরি










লক আপ ইওর কিন্তু ইডিয়েট! তুই এতো ভীতু জানলে তোকে আমার অ্যাসিসট্যান্ট করতাম না! আমি ওকে এ্যাটাক করে কায়দা করার পর খালি একটু হেল্প করবি!
আ-আচ্ছা!
তোমার খেল খতম কিন্তু গরু আর হজম করতে পারবে না! এবার আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো তিন গোনার মধ্যে—এক—দুই—
—তিন! ভেবেছো ঘাপটি মেরে আমাকে ফাঁকি দেবে, এই আমিই স্বয়ং ভেতরে যাচ্ছি তোমাকে ক্যাপ্চার করতে!
পরমুহূর্তেই
ডোঁদা রে হেল্প!
তুই বলেছিলি, তুই এ্যাটাক করার পর তোকে হেল্প করতে। এখন ওই দেখছি তোকে এ্যাটাক করেছে! কাকে হেল্প করবো হাঁদা? তোকে না ওকে?

হাঁদা-ভোঁদার

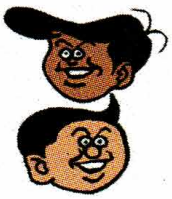

সাফাই দল


স্কুল টিফিনে
হাঁদা, নোংরা ফেলার জায়গাটা কেন রয়েছে?


না জানলে এই আমি দেখিয়ে দিলাম।
আচ্ছা স্যার!


কাল থেকে স্কুলের এই জায়গা তোকে পরিষ্কার রাখতে হবে,এই বলে দিলাম।
আ- আচ্ছা স্যার!


স্কুল থেকে ফেরার পথে
মাইলখানেক লম্বা ইলেকট্রিকের তার দিনি, আর দাম বাবার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন
ওরে বাবা! এতো তার দিয়ে কি হবে রে?


পরদিন সকালে
স্যার স্কুল পরিষ্কার করতে বলেছেন, দেখাবি কত চটপট সব সাফ করে ফেলবো। ইলেকট্রিক বিলটা অবশ্য বাবাকে দিতে হবে।


যতদূর মনে হচ্ছে, তারের শেষ মাথায় হাঁদাকে পাওয়া যাবে।

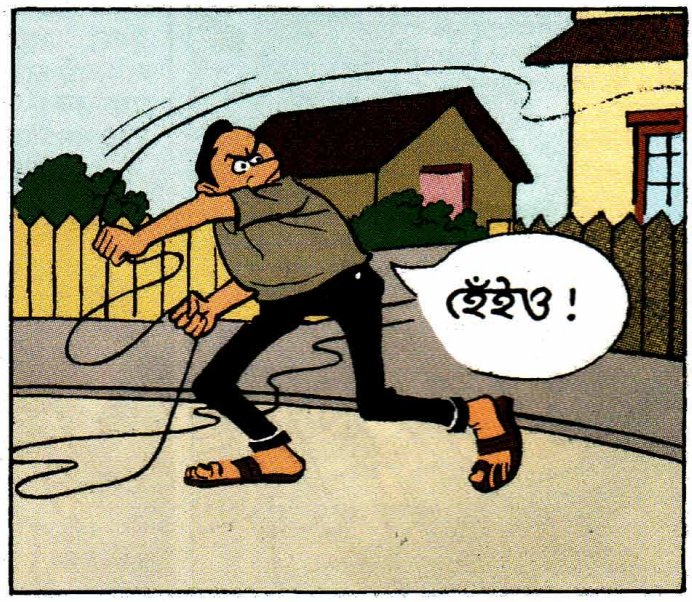
হেঁইও!

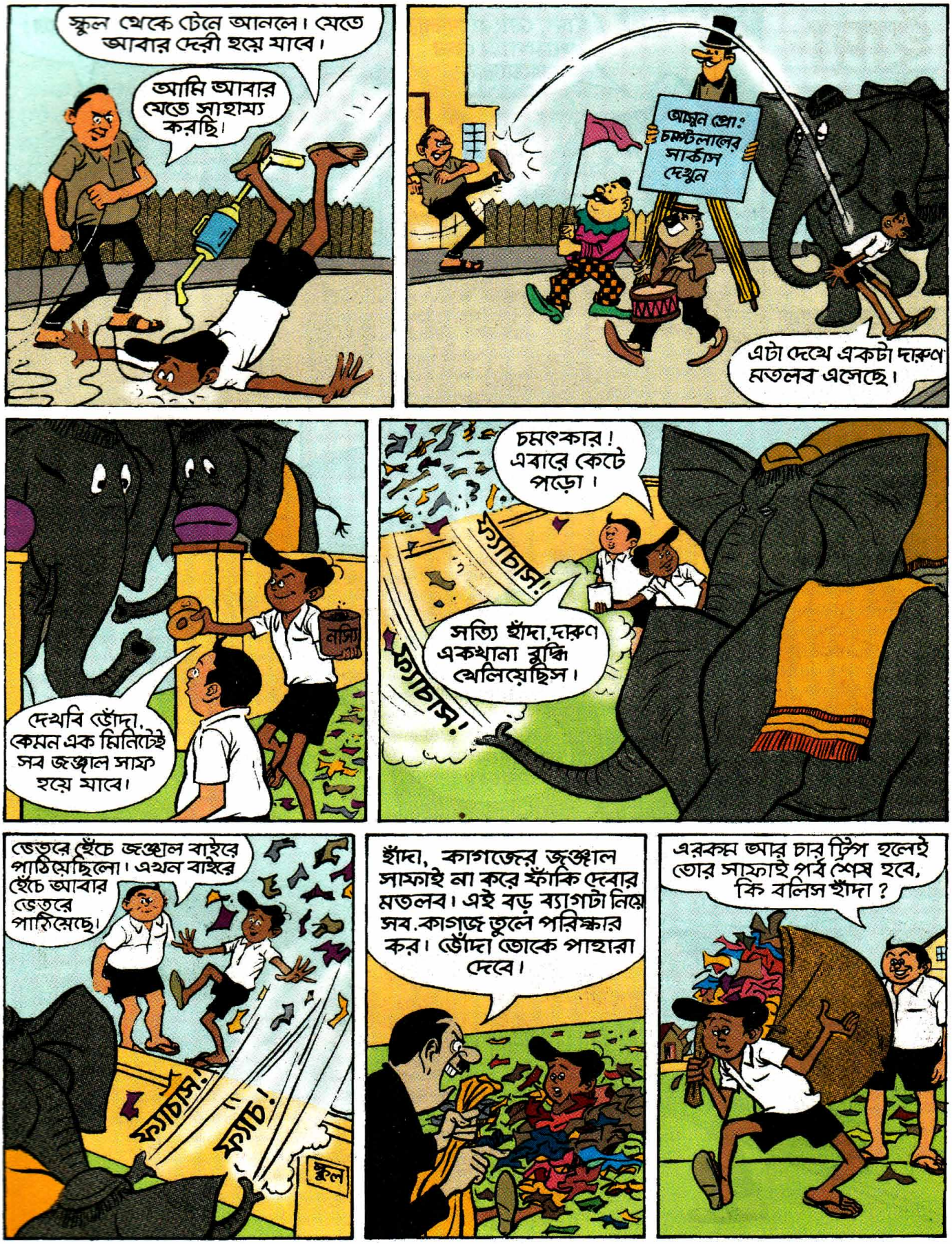
স্কুল থেকে টেনে আনলে। যেতে আবার দেরী হয়ে যাবে।
আমি আবার যেতে সাহায্য করছি।
আসুন প্রো: চন্টলালের সার্কাস দেখুন
এটা দেখে একটা দারুণ মতলব এসেছে।
নস্যি
দেখবি ভোঁদা, কেমন এক মিনিটেই সব জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে।
চমৎকার! এবারে কেটে পড়ো।
ফ্যাচাস!
সত্যি হাঁদা, দারুণ একখানা বুদ্ধি খেলিয়েছিস।
ফ্যাচাস!
ভেতরে ঢুঁচে জঞ্জাল বাইরে পাঠিয়েছিলো। এখন বাইরে ঢুঁচে আবার ভেতরে পাঠিয়েছে।
ফ্যাচাস!
ফ্যাচ!
স্কুল
হাঁদা, কাগজের জঞ্জাল সাফাই না করে ফাঁকি দেবার মতলব। এই বড় ব্যাগটা নিয়ে সব কাগজ তুলে পরিষ্কার কর। ভোঁদা তোকে পাহারা দেবে।
এরকম আর চার ট্রিপ হলেই তোর সাফাই পর্ব শেষ হবে, কি বলিস হাঁদা?

হাঁদা-ভোঁদার

রংএর কাজ

















F-32


ছপাৎ!
আঁঃ!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমার মুখে রংএর ব্রাশ ছুঁড়েছিস? এই নে আমি ফেরত দিচ্ছি।
বেড়ায় বোধহয় আরো রঙ লাগতে পারে। অই আমি আর একটিন রঙ এনে রাখলুম।
ওঁফ!
রাস্তা মেরামত
হায় রাম! রঙ কী ডিবিয়া!
ছপাস!
হতভাগা বেল্লিক! আমার মুখে রঙের ব্রাশ ছুঁড়ে রসিকতা করে আমার এই হাল করেছিস—
মিচকে মর্কট! বাগাল পেলে আমায় রঙ দিয়ে সং সাজিয়ে মজা করার জন্যে তোর পিঠের ছাল তুলবো আজ।
আরো জোরে হাঁদা। ধরতে পারলে তোর যা কিছু জ্ঞান বের করে দিয়ে একদম অজ্ঞান করে দেবে।

হাঁদা-ভোঁদার

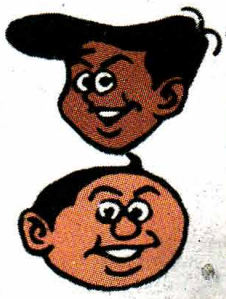

প্রাচীন নিদর্শন










আরে ব্বাস! দারুন জিনিস— খালি জোড়া লাগাবার আঠা এনে একটু মেরামতি করে নেওয়া!
আমি বাজী রেখে বলতে পারি এ জিনিস দুষ্প্রাপ্য! নির্ঘাত মহেঞ্জদড়ো বা ঐ রকম কিছুর!
আঠা
ইয়া! দ্যাখ ভোঁদা, এটা একটা প্রাচীন যুগের মূল্যবান নিদর্শন! এর দাম নিশ্চয়ই কয়েক হাজার হবে!
আরে! এই কলসীটা তো আমি গত বছর মেলা থেকে কিনেছিলুম, তারপর ভেঙে যাওয়াতে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলুম!
দু টাকা হেরেছিস হাঁদা! আমার কোপানো শেষ!

হাঁদা-ভোঁদার

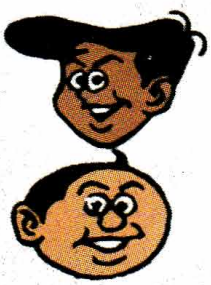

নয়া কাজ


দ্যাখ ভোঁদা, কর্মখালির বিজ্ঞাপন! চ' দেখা যাক পাওয়া যায় কি না!
পাকা আম পাড়ার জন্য লোক আবশ্যক


বেশ বেশ, তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু খবরদার, তোমার বন্ধু হাঁদা না আসে। গতবার হতভাগা তিন ঝুড়ি শুধু আমের আঁটি পেড়ে এনেছিল!
চিক্স্!


তুই মইটা ধর ভোঁদা! আম আমি পাড়ছি!
কি-কিন্তু হাঁদা—


এই হাঁদা! ঐ ভাবে আম পাড়ে না কি!
আমি সবচেয়ে রসালো দেখে তুলছি!


হিঃহিঃহিঃ! আমাকে দেখতে পায়নি!
আরে হতচ্ছাড়া শয়তান! যা পেড়েছিস তার চেয়ে বেশী খেয়ে নেরে দিয়েছিস!
আমার আম যাতে আর খেতে না পারো সেজন্যে এই মই আমি নিয়ে যাচ্ছি পেটুক শয়তান কোথাকার!
কে আছো! আমাকে নামাও, আমি নামতে পারছি না!
?
ভুল বুঝে তোমাকে দোষ দিয়েছি ভাঁদা! সেজন্যে কিছু মনে করো না। এসো একটু মিষ্টিমুখ করে যাও! হাঁদার পেট আমেতে ভর্তি, এসব খেতে পারবে না!
দারুণ জিনিস! ছানাবড়ার একখানা সাইজ দ্যাখ মাইরি হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



বেগার খাটা


চল হাঁদা ওখানে কি হচ্ছে দেখি আর ওদের কাজে সাহায্য করি।
যেচে কোর খাটাতে আমি নেই বন্ধু! তুমি যাও আমি যাচ্ছি না।

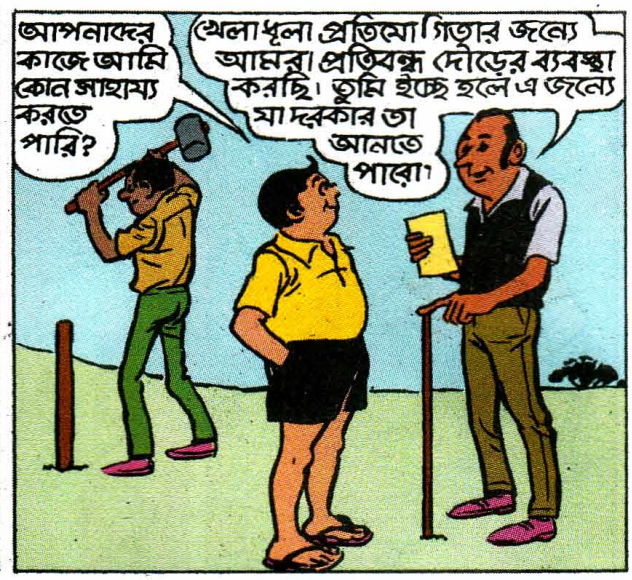
আপনাদের কাজে আমি কোন সাহায্য করতে পারি?
খেলা ধূলা প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা প্রতিবন্ধ দৌড়ের ব্যবস্থা করছি। তুমি ইচ্ছে হলে এ জন্যে যা দরকার তা আনতে পারো।


এই টায়ার গুলো দিয়ে চমৎকার প্রতিবন্ধ তৈরি হবে!
দেখি ভোঁদা কি করছে!
আবর্জনা ফেলার স্থান


এ ভাবে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সব থেকে ভালো উপায়!
ভোঁদার জন্য আমি একটা প্রতিবন্ধ তৈরি করলুম!


উফ! কোন উজবুক রাস্তায় এতোবড়ো একটা পাথর ফেলে রেখেছে?
হিঃ হিঃ!

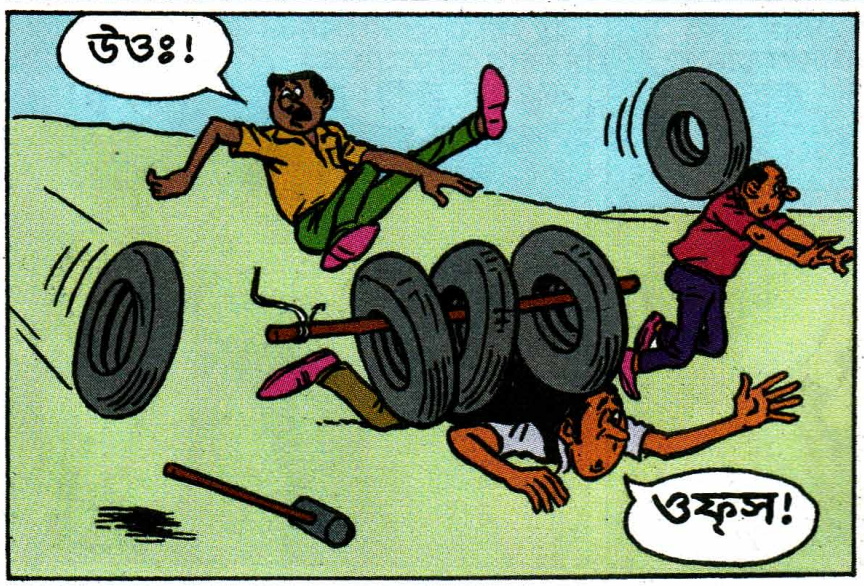
উওঃ!
ওফ্‌স!


এখন সরে পড়াই ভালো। এঁদের মেজাজ ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসা যাবে।


আহা! এই লোহার ভাঙা খাটটা প্রতিবন্ধ দৌড়ের চমৎকার বাধার কাজ করবে।
এই যে! এবার আর গোলমাল হবে না। এবার খুব ভালো বাধা তৈরির জিনিস পেয়েছি!
ঝঞ্ঝাটিয়াটা আবার আসছে!
হুঁ, এটা দিয়ে ভালো প্রতিবন্ধ হয় বটে। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে গলে যাবার মতো যথেষ্ট ফাঁক আছে কি?
আপনি নিজেই গলে দেখুন না?
ইক্! আমি আটকে গেছি! শিগগির কামারকে খবর দাও।
এবারে সাহায্য করলে পুরস্কার পেতে পারি।
ভয় নেই স্যার, এখুনি নিয়ে আসছি।
চুপচাপ থাকুন আপনার গায়ে লাগবে না।
উঁহুঁহুঁ!
উদ্ধার পেলেই পুরস্কার দেবে!
এবার এই খাট আর টায়ার নিয়ে এখান থেকে জেগে পড়ো হোঁৎকারাম! এই শুঁটকো তুমিও ভাগো!
এসব জিনিস কি তোমার?
হ্যাঁ
এই জিনিসগুলো আমার দরকার, এর জন্যে এই নাও কুড়ি টাকা!
বেগার খাটতে গিয়ে কুড়ি টাকা! উফ্!

হাঁদা-ভোঁদার প্যারাম্বুলেটর















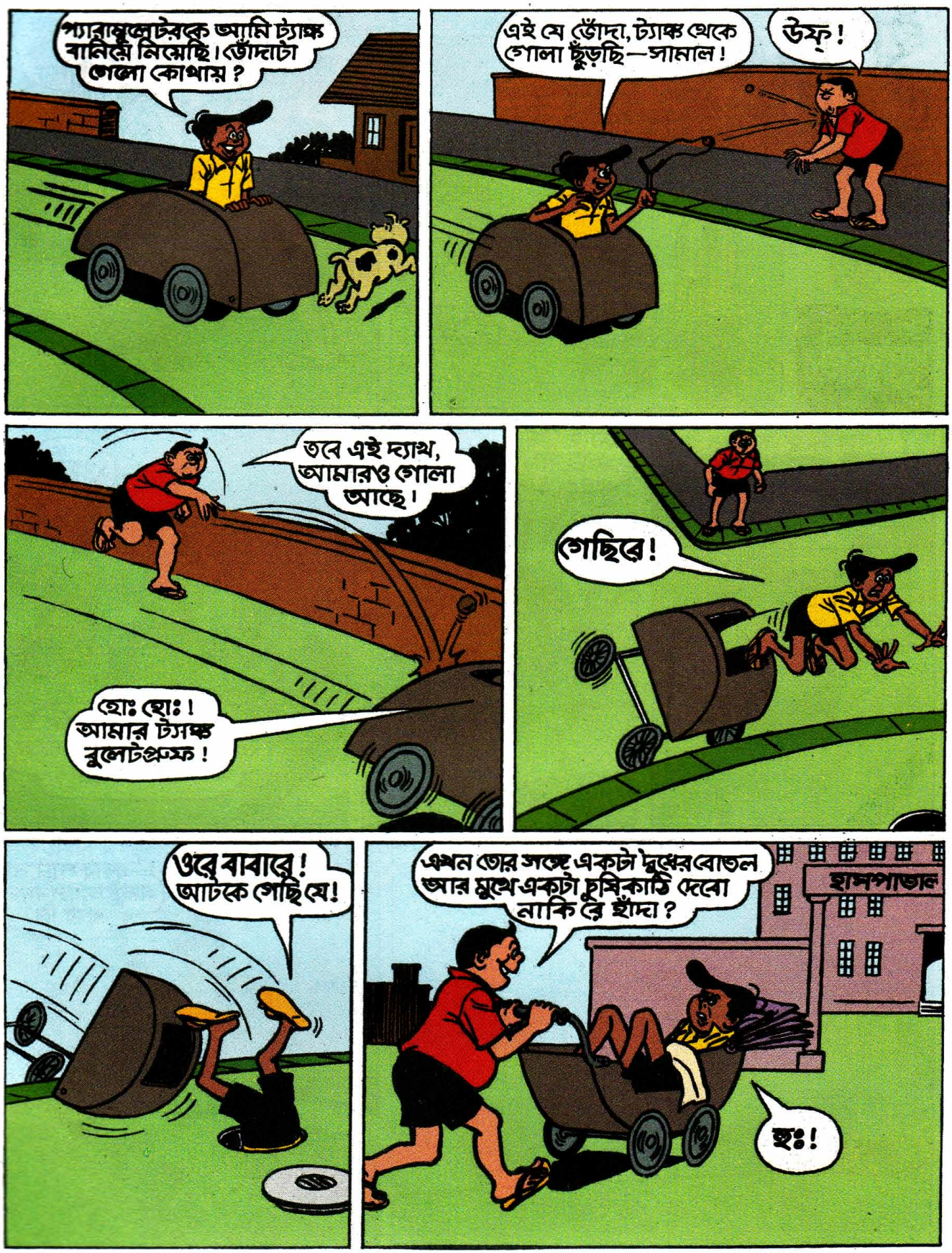
প্যারাবুলেটরকে আমি ট্যাঙ্ক বানিয়ে নিয়েছি। ডোঁদাটা গেলো কোথায় ?
এই যে ডোঁদা, ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছুঁড়ছি—সামাল!
উফ্!
তবে এই দ্যাখ, আমারও গোলা আছে!
হোঃ হোঃ! আমার ট্যাঙ্ক বুলেটপ্রুফ!
গেছিরে!
ওরে বাবারে! আটকে গেছি যে!
এখন তোর সঙ্গে একটা দুধের বোতল আর মুখে একটা চুষিকাঠি দেবো নাকি রে ছাঁদা?
হাসপাতাল
হুঃ!

হাঁদা-ভোঁদার
চোর ধরা

হাঁদা! আজ কি করবি?

পাঁচটা টাকা পেয়েছি, চ' খরচ করে আসি।

শোন—প্রথমে আমরা ষণ্ড প্রদর্শনীতে যাব। সেখান থেকে সিনেমায়, তারপর যা বাকি থাকে তাতে খাওয়া।

সত্যি হাঁদা! তোর মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

ষণ্ডপ্রদর্শনী
প্রবেশ মূল্য ৫০ ন.পৈ.
পুরস্কার

প্রদর্শনীতে

যাঃ! হাত থেকে রুমালটা ফস্কে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ষাঁড়ের খোঁয়াড়ের ভেতর পড়ল।

পুরস্কার

মরেচে!

ঠিক আছে— আমি সহজেই বেড়া ডিঙিয়ে রুমালটা নিয়ে আসতে পারব।

না-না! খবদ্দার নামিস না ভোঁদা!

সেরেছে! প্রাইজ পাওয়া ষাঁড়ের গোঁতা! ভোঁদার কম্ম সারা।

আহ্!

প্রৌৎ!

পুরস্কার প্রাপ্ত ষণ্ড

ওখানে একটা ষণ্ডামার্কা ষণ্ড ছিল রে হাঁদা!

তুই একটা গণ্ডমূর্খ! কতবার তোকে বলেছি ভেবে চিন্তে কাজ করবি!

এবারে আমি তোকে দেখাবো, যে বেড়া না টপ্‌কে শুধু বুদ্ধি খেলিয়ে কি করে তোর রুমাল আনা যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

?

কিছুক্ষণ পরে

পটলার কাছ থেকে এই ছিপটা নিয়ে এলাম। এবার দ্যাখ এখান থেকেই বঁড়শি বিঁধে তোর রুমাল তুলে আনছি।


ঘোঁয়াক্!
ফ্রুঁ!
আমার রুমালটা কি করে ফেরৎ পাবো বুঝতে পারছিনা!
হাঃ-হাঃ! আমি একটা চোরের ওপর পড়েছি! ব্যাটা কাপ নিয়ে পালাচ্ছিল!
বাপ!
কি ব্যাপার রে হাঁদা!
তোর রুমালের চেয়ে বড় জিনিস উদ্ধার করেছিরে ভোঁদা! এই দ্যাখ!
উজবুক বুদ্ধু কোথাকার! ও চোর নয়, অভিনেতা– আমাদের নতুন ফিল্মে চোরের অভিনয় করছে। তুই হতভাগা সব বরবাদ করে দিলি।
আ-আচ্ছা-এ-এর-ক্ষ-ক্ষতিপূরণ আপনারা কি ভাবে নেন?
আদ্য ষণ্ড প্রদর্শনী
প্রথম পুরস্কার
প্রবেশ মূল্য ৫০ ন.প.
এই ভাবে!
হোঁক্
হাঁদা! তুইত আমার রুমালের বদলে চোর ধরে ফেললি– আমি দেখি ওটা পাই কিনা!

হাঁদা-ভোঁদার



প্রাক্তিযোগ





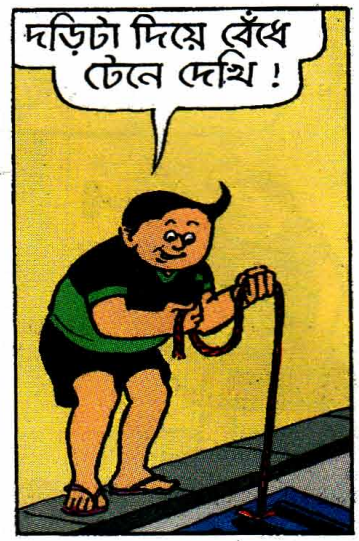





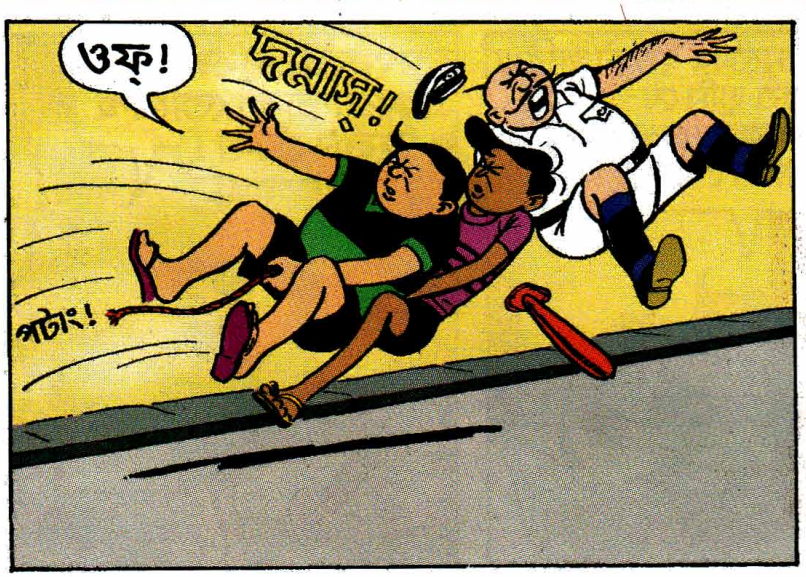




এবারে এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি।
এবার বোধ হয় পেয়ে যাবো রে হাঁদা!
যাক বাবা পেয়ে গেছি! দ্যাখ এটার মাথায় আটকে আছে।
হেই!
এটা এখন আমার!
হতভাগা! ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে তুমি নর্দমা সাফ করছ! শিগগির ওটা পরিষ্কার কর!
হিঃ!হিঃ!
বাবা!
ওরে হাঁদা! দ্যাখ এটা কি পেয়েছি!
মায়ের মুক্তোর হারটা হারিয়ে যাওয়াতে তুমি যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলে – এই দেখো সেই হারটা পেয়েছি!
চমৎকার! পুরস্কারের একশো টাকা তোকেই দিলুম ভোঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



সাঁতারের রিং


দ্যাখ্, সাঁতারের রিং কিনলুম! তুইতো পয়সা ঝেঁটিয়ে মেরে দিলি, না হলে কিনতে পারতিস
ওকেনবার জন্য পয়সা সংগ্রহ সামান্য ব্যাপার। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি।


এই যে, হাঁদা! আমি একটা দরকারী জিনিস আনতে বাড়ি যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি গ্যারেজের দিকে নজর রাখিস? ফিরে এসে তোকে পাঁচটা টাকা দেবোখন।
নিশ্চয়ই!


এর মধ্যে যদি কোন খদ্দের আসে, তাদের বলবি আমি শিগগির ফিরবো!
আচ্ছা।


জলদি! টায়ারটা ফেঁসে গেছে। নতুন লাগাতে হবে। পারবে কি?
ইয়ে, আমি— আর—


আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি। আমার ভয়ানক তাড়া!
কি-কিন্তু আমি—


যা হোক চেষ্টা করে দেখি। চাকা পাল্টাতে আমি তো পিসেমশাইকে অনেকবার সাহায্য করেছি।


বাপস্! একেবারে টাইট হয়ে গেছে! খুলে আসছে না!
তেল


খুলেছে— ওফ্‌স্!
তেল

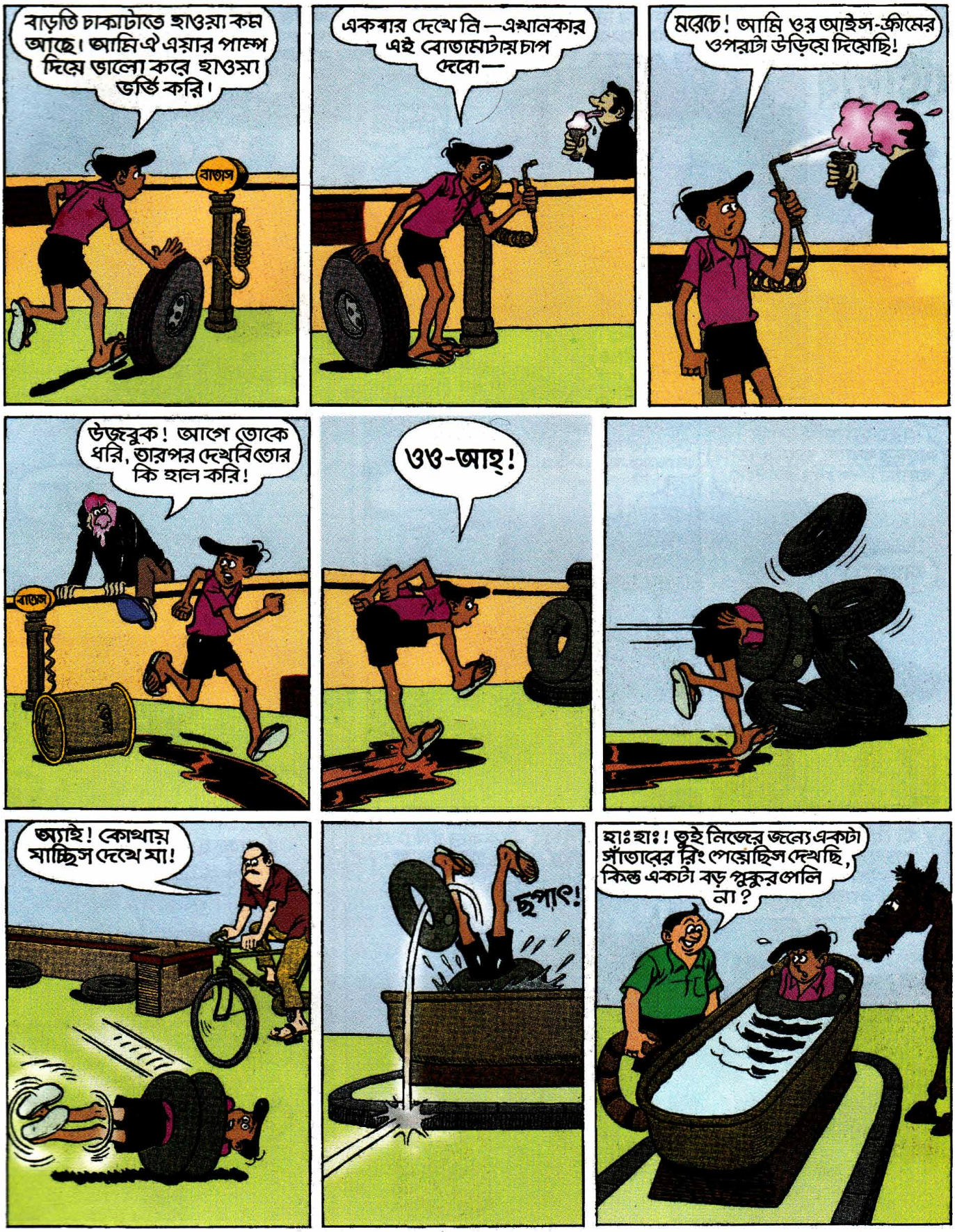
বাড়তি চাকাটাতে হাওয়া কম আছে। আমি ঐ এয়ার পাম্প দিয়ে ভালো করে হাওয়া ভর্তি করি।
বাতাস
একবার দেখে নি—এখানকার এই বোতামটায় চাপ দেবো—
মরেচে! আমি ওর আইস-ক্রীমের ওপরটা উড়িয়ে দিয়েছি!
উজবুক! আগে তোকে ধরি, তারপর দেখবি তোর কি হাল করি!
বাতাস
ওও-আহ্!
অ্যাই! কোথায় মাচ্ছিস দেখে যা!
ছপাৎ!
হাঃ হাঃ! তুই নিজের জন্যে একটা সাঁতারের রিং পেয়েছিস দেখছি, কিন্তু একটা বড় পুকুর পেলি না?

হাঁদা-ভোঁদার

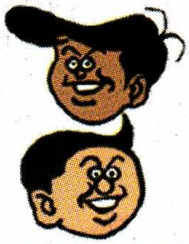

এক উপায়



















F-33


ওফ্!
পরে
এবারের এই মাল নিয়ে আমিও বেড়া ডিঙিয়ে শর্ট-কাট করবো।
এই স্কুটিটা প্রদর্শনীতে নির্ঘাত কিছু পুরস্কার পেতে পারে।
ওপস্!
বাঁচাও! আমি পিছলে যাচ্ছি!
গেছিরে!
এই,হাঁদা! ঐ স্কেটিং শিক্ষা কেন্দ্রে আমার খুব দুর্ভোগ গেছে মাইরি! সমস্ত জায়গাটাতে আমি পিছলে আছাড় খেয়েছি!
আমার অনেক জায়গায় কেটে আর থেঁতলে গেছে! তোর বরাত ভালো পয়সা ছিলো না বলে ঢুকতে পারিসনি!
রসিকতা করছিস নাকি? ওঃ! গেলুম রে!

হাঁদা-ভোঁদার

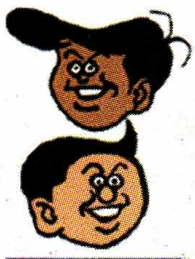

আর্তের সেবা
















হাঁদার পরের উদ্যম
বাঁশের ডাণ্ডার মাথায় আমি একটা জাল বেঁধে নিয়েছি। এটা দিয়ে বেড়ালটাকে নামিয়ে আনা যাবে।
অ্যাই! এটা আবার কি রকম তামাশা।
গর্র! এই সব ঝামেলার মূলে তুই হাঁদা, কিন্তু আমার মনে হয় আমি জানি কি করে তুই বেড়ালটাকে নামাতে সাহায্য করবি।
কম্বলে করে আমাকে ওপরে ছুঁড়ে দেওয়া। কি দারুণ মতলব!
শুধু বেড়ালটাকে কম্বলের ওপর ফেলে দাও।
মোলায়েম ভাবে নামার জন্যে কেমন লাগছে, পুসি?
চমৎকার হয়েছে হাঁদা!
একি! আমি যে এখনো ওপরে আছি সেটা ভুলে গেছেন যে!
না, আমরা ভুলিনি, হাঁদা! আমরা তোকে ওপরে রেখে যাচ্ছি এই জন্যে যে নীচে আমরা নিরাপদে থাকতে পারবো!
আর্তের সেবা করতে এসে তুই নিজেই আর্ত হয়ে গেলি যে রে, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



ছদ্ম আবরণ

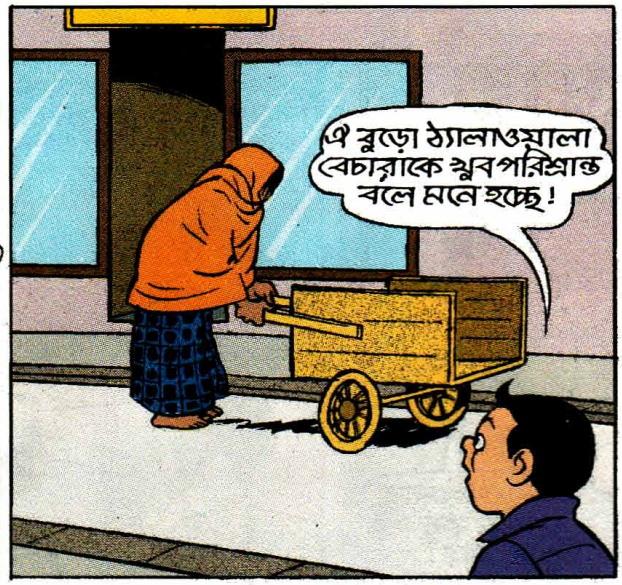














ওফ্!
তুমি কি আমার দিকে কাউকে ইঁট ছুঁড়তে দেখেছো?
না খোঁখাবাবু, হামি কুছু দেখি নাই!
এই বেঁটে দারোয়ানটাকে কিছু অদ্ভুত লাগছে। আমি একটা টাকা ফেলে দেখি!
ওটা আমার! আমি আস্ত টাকাটা দেখেছি!
আমি জানি! এ অন্য ছদ্মবেশ!
তোকে আমি ছাতু করে ফেলবো!
আগে আমাকে ধর, তারপর তো করবি রে, গেঁৎকা!
আমার রাস্তা থেকে সরে যাও বুড়ি!
আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা! বেল্লিক! ছুঁচো!
এতো দেখছি ছদ্মবেশে গোয়েন্দা গোবিন্দ গড়গড়ি! ইনি নিশ্চয়ই কোন অপরাধীর খোঁজ করছেন!
হোঃ হোঃ! এবার তোর সেরা ছদ্মবেশ হয়েছে হাঁদা! তোর ঐ বদন দেখে কেউ চিনতেই পারবে না!
গোঁক!

হাঁদা-ভোঁদার

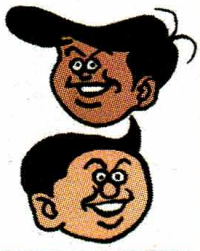

সিনেমা দর্শন















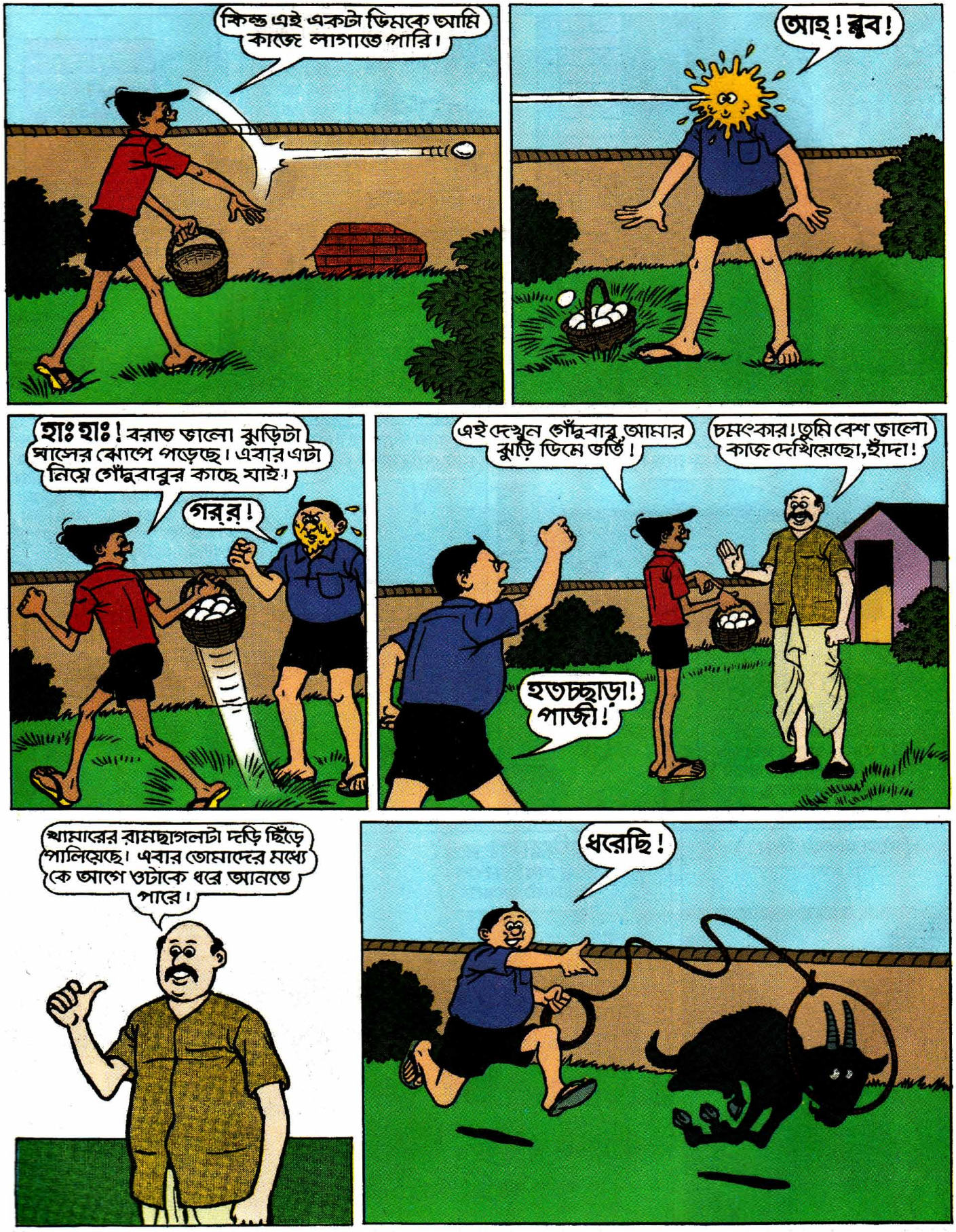
কিন্তু এই একটা ডিমকে আমি কাজে লাগাতে পারি।
আহ্! ব্লব!
হাঃ হাঃ! বরাত ভালো ঝুড়িটা ঘাসের ঝোপে পড়েছে। এবার এটা নিয়ে গোঁদুবাবুর কাছে যাই।
গর্‌র্‌!
এই দেখুন গোঁদুবাবু আমার ঝুড়ি ডিমে ভর্তি!
চমৎকার! তুমি বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছো, হাঁদা!
হতচ্ছাড়া! পাজী!
খামারের রামছাগলটা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। এবার তোমাদের মধ্যে কে আগে ওটাকে ধরে আনতে পারে।
ধরেছি!


আর তোকে আমি ধরেছি, ভোঁদা!
হাহ্?
আপনার ছাগলকে আমি ধরে ফেলেছি, গেঁদুবাবু!
বাহ! আমি চলে যেতে পারছি না! দড়িটা আমার হাতদুটোকে পেঁচিয়ে আছে!
পরের পরখ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাকতাড়ুয়া বানাতে পারো আমি দেখতে চাই।
খামার ঘরে এই পুরোনো ছেঁড়া একটা আলখাল্লা পেয়েছি! এই দিয়ে চমৎকার একটা কাকতাড়ুয়া বানানো যাবে!
আঁউফ্‌স্!
স্টিকিং টেপ এঁটে তোর বাক্‌রুদ্ধ করেছি যাতে চিল্লাতে না পারিস। এবার তোকে দিয়েই এই কাজটা আমি বাগাবো, ভোঁদা! হেঃ হেঃ!

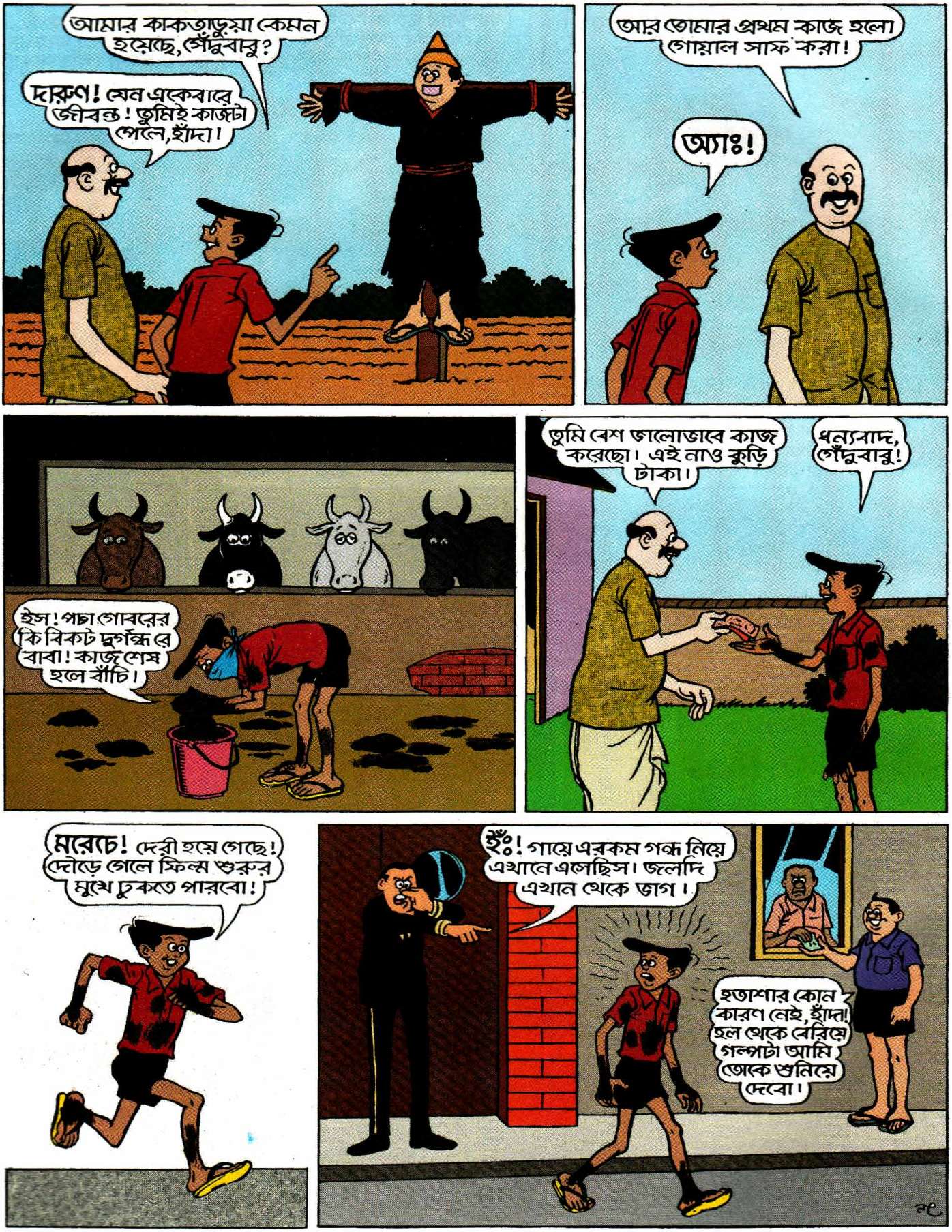
আমার কাকতাড়ুয়া কেমন হয়েছে, গেঁদুবাবু?
দারুণ! যেন একেবারে জীবন্ত! তুমিই কাজটা পেলে, হাঁদা!
আর তোমার প্রথম কাজ হলো গোয়াল সাফ করা!
অ্যাঃ!
ইস! পচা গোবরের কি বিকট দুর্গন্ধ রে বাবা! কাজ শেষ হলে বাঁচি।
তুমি বেশ ভালোভাবে কাজ করেছো। এই নাও কুড়ি টাকা।
ধন্যবাদ, গেঁদুবাবু!
মরেচে! দেরী হয়ে গেছে! দৌড়ে গেলে ফিল্ম শুরুর মুখে ঢুকতে পারবো!
হুঁঃ! গায়ে এরকম গন্ধ নিয়ে এখানে এসেছিস। জলদি এখান থেকে ভাগ।
হতাশার কোন কারণ নেই, হাঁদা! হল থেকে বেরিয়ে গল্পটা আমি তোকে শুনিয়ে দেবো।

হাঁদা-ভোঁদার



চশমা কাণ্ড









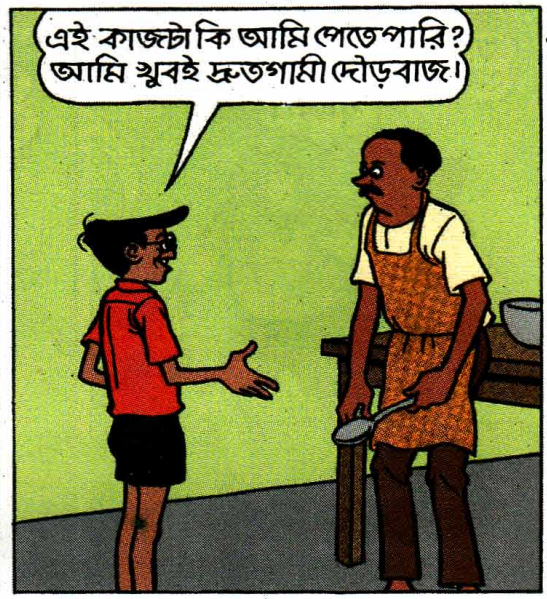








আহ্! ঐ যে ওখানে টেবিলের ওপর ওগুলি ঠাণ্ডা হচ্ছে!
পরে
বেকারী
বেকারী থেকে কি দারুণ সুগন্ধ আসছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না!
আঁউফ্!
আমাকে ছেড়ে দে, হতচ্ছাড়া!
ইরক্! আমার চশমা!
তোকে ধরেছি, গোঁদা! এজন্যে তোর নোলাটাই দায়ী। আমি তোকে মালিকের কাছে নিয়ে যাবো!
আরে! চশমা ছাড়া ছাঁদাটা দেখছি একেবারে বাদুড়ের মতো কানা!
আমি কোথায়?
এই তালে এখান থেকে যতগুলি পারি সরিয়ে ফেলি।
আমার চশমাটা কোথায়?
উল্‌স্! এবার দারুণ জলযোগ করতে যাচ্ছি।
অপদার্থ, হতচ্ছাড়া! ঐ ছোকরা এবার অনেক বেশী খাবার জিনিস নিয়ে জাগলো।

হাঁদা-ভোঁদার



কয়লা কাণ্ড
















এবার আমরা দুজনেই কয়লা খনির লোক হয়ে গেলাম, হাঁদা।
খক্, খক্! গলায় কয়লার গুঁড়ো ঢুকে গেলো!
পি-পিসেমশাই!
এখুনি বাড়ি গিয়ে চান করে সাফসুতরো হ।
হিঃহিঃ! আমি পিসেমশাইকে আসতে দেখেছিলাম।
যা আমি আশা করেছিলাম...
কয়লা খনির ব্যাপারে আরো একটা জিনিস, হাঁদা—
ইর্‌ক্! কয়লা!
ওখানে মাঝে মধ্যে বন্যাও হয়!
আমি লেঁটে গেছি! কয়লার জন্যে আমি নড়তে পারছি না!
হেল্প, বাঁচাও! আমি কলটা বন্ধ করার জন্যে ওটার কাছে পৌঁছতে পারছি না— এদিকে বাথটব থেকে জল উপচে পড়ছে।
হিঃহিঃ!
পাজি, হতচ্ছাড়া ভোঁদড়! বাড়িটা জলে একেবারে ভাসিয়েছিস!
আঁউফ্!
হিঃহিঃ! কয়লা নিয়ে আমার ওপর কেরামতি দেখাতে গিয়ে হাঁদা এখন পিসেমশাইয়ের হাতের কেরামতি দেখছে!

হাঁদা-ভোঁদার

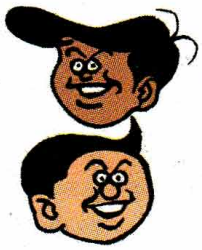

মোক্ষম প্যাঁচ



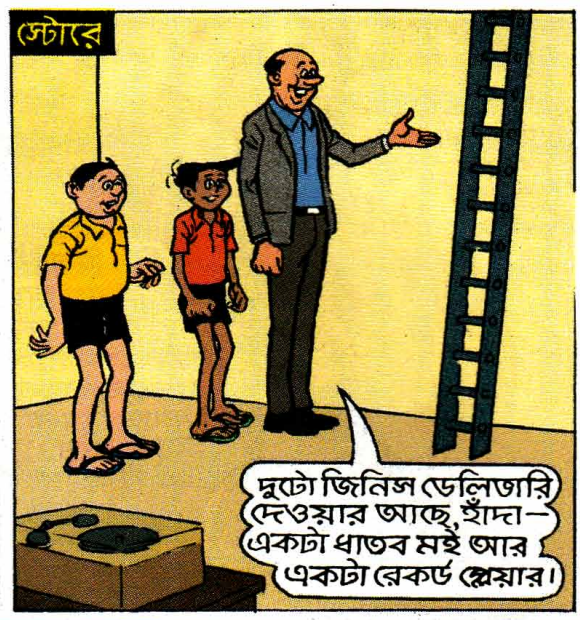









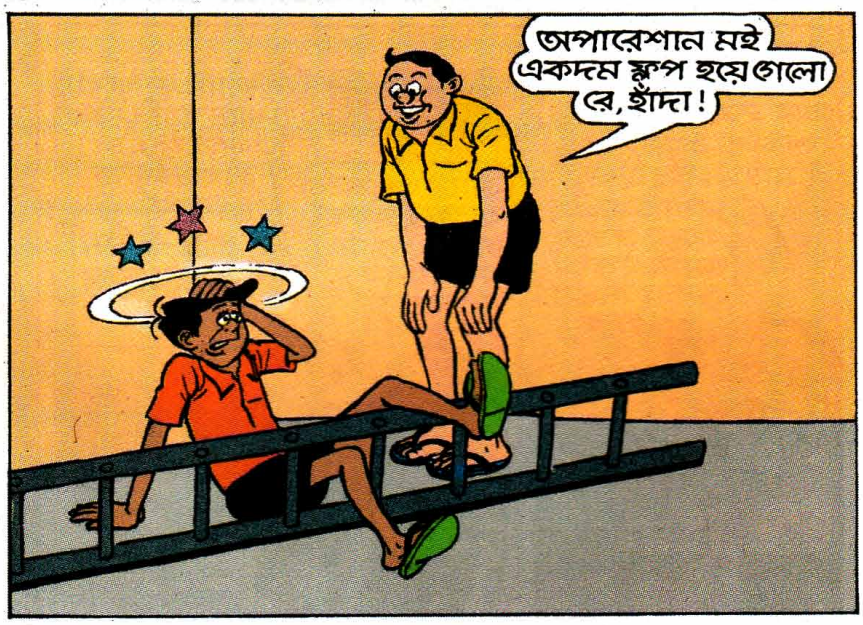

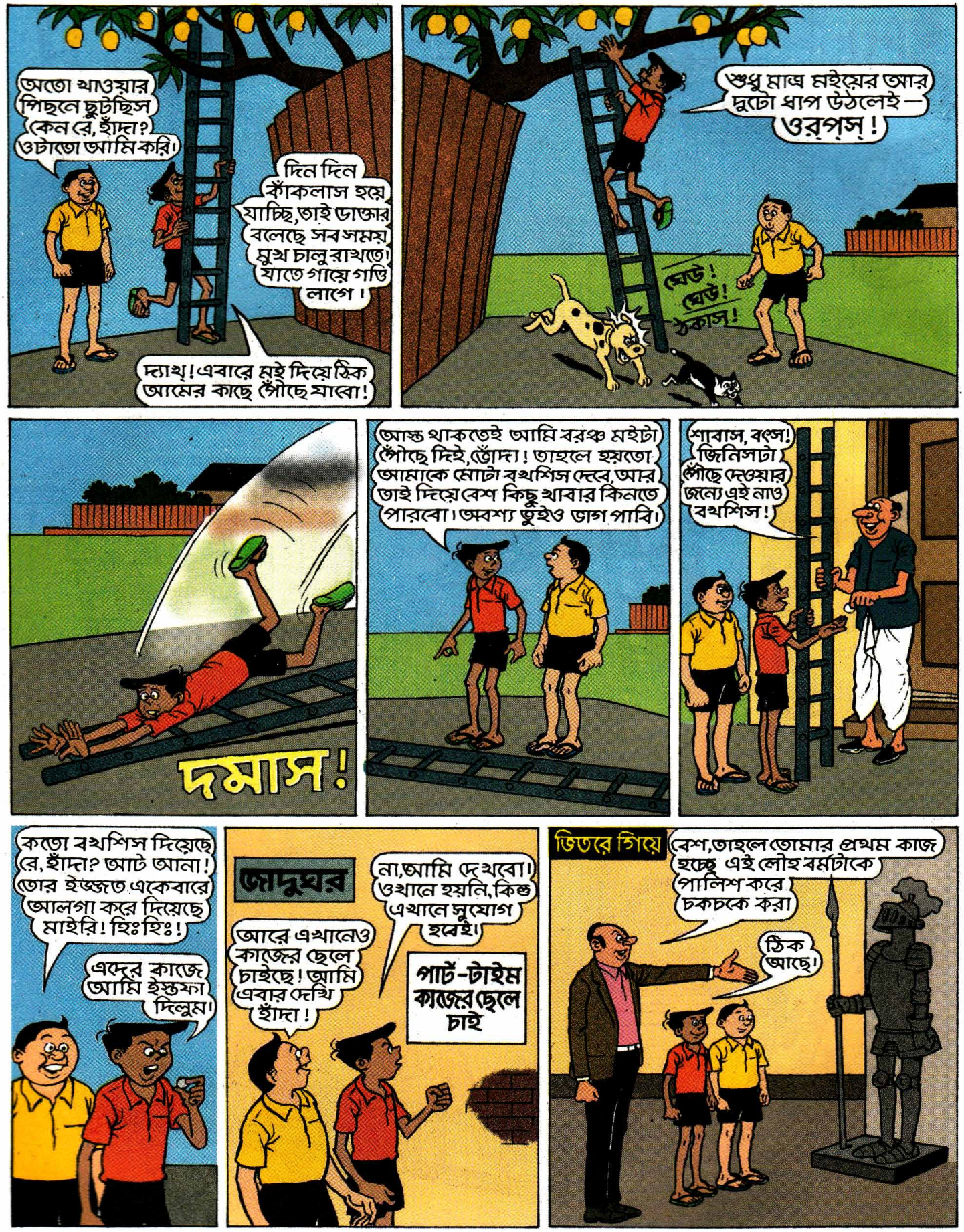
অতো খাওয়ার পিছনে ছুটছিস কেন রে, হাঁদা? ওটাতো আমি করি।
দিনে দিনে কাঁকলাস হয়ে যাচ্ছি, তাই ডাক্তার বলেছে সব সময় মুখ চালু রাখতে! যাতে গায়ে গত্তি লাগে।
দ্যাখ্! এবারে মই দিয়ে ঠিক আমের কাছে পৌঁছে যাবো!
শুধু মাত্র মইয়ের আর দুটো ধাপ উঠলেই — ওরপস্!
ঘেউ! ঘেউ! ঠকাস!
দমাস!
আস্ত থাকতেই আমি বরঞ্চ মইটা পৌঁছে দিই, ভোঁদা! তাহলে হয়তো আমাকে মোটা বখশিস দেবে, আর তাই দিয়ে বেশ কিছু খাবার কিনতে পারবো। অবশ্য তুইও ভাগ পাবি।
শাবাস, বৎস! জিনিসটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এই নাও বখশিস!
কতো বখশিস দিয়েছে রে, হাঁদা? আট আনা! তোর ইজ্জত একেবারে আলগা করে দিয়েছে মাইরি! হিঃ হিঃ!
এদের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম।
জাদুঘর
আরে এখানেও কাজের ছেলে চাইছে! আমি এবার দেখি হাঁদা!
না, আমি দেখবো। ওখানে হয়নি, কিন্তু এখানে সুযোগ হবেই।
পার্ট-টাইম কাজের ছেলে চাই
ভিতরে গিয়ে
বেশ, তাহলে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই লৌহ বর্মটাকে পালিশ করে চকচকে করা
ঠিক আছে!


আরিশ্বাবাস! এইযে,জোঁদা! বলেছিলাম না যে,সুযোগ আসবে। দ্যাখ্ এই বর্ম আমায় একটা আইডিয়া দিয়েছে!
শিগগিরই
দ্যাখ্,জোঁদা! কেমন অনায়াসে খাবার পেয়ে গেলুম!
কিন্তু, কুকুর আছে রে,হাঁদা!
সাবধান কুকুর
হতচ্ছাড়া উচ্চিংড়েটাকে পাকড়া,জগা!
সাবধান কুকুর
ঘেউ! ঘেউ!
কড়াৎ!
হিঃহিঃ! কুকুরে আমায় চোট লাগাতে পারবে না, কারণ আমি আমার পায়ের ওপর বর্মের কিছু অংশ পরেছি!
হিঃহিঃ! আইডিয়াটা দেখেছিস? যেটা সাফ করতে বলেছে সেটাকেই কাজে লাগিয়ে খাবার সংগ্রহ করলুম আর সেই সঙ্গে জগার দাঁতের বারোটা বাজিয়ে দিলুম!
তোর ঐ মোটা মাথায় কি এই আইডিয়া আসতো?
আবার জাদুঘরে ফিরে
আমি বুকের প্লেটটা পালিশ করেছি আর এটা আমাকে আর একটা আইডিয়া দিয়েছে জোঁদা!
বেকারির লোকটার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ওর হাতের ট্রেটা ফেলে দেবার ব্যবস্থা করেছি!
আরফ্!
বাঁচাও! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা!
গ্রস্!
গ্রস্!
এই মওকায় কেকগুলো বুকের প্লেটটার ওপর তুলে ফেলি!


মাল নিয়ে ফিরে আয় বলছি, ছুঁচো!
মরেচে! ও যে আমাকে ধরে ফেলছে!
হিঃহিঃ! আমি এই কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবো। আমি এখনো পায়ে বর্ম পরে আছি, সুতরাং আমি নিরাপদ!
বাহ্! আমি আর ওকে ধাওয়া করতে পারবো না!
কিছুক্ষণ পর
ভোঁদাটা যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো! কেকগুলো আমাকে একাই খেতে হলো!
এবারে জাদুঘরের এই বর্শা দিয়ে দেখি আরো কিছু খাদ্য শিকার করা যায় কিনা!
উলস্-উলস্! একটা চমৎকার স্পঞ্জকেক পেয়েছি!
অ্যাই! ঐযে সেই খাদ্য চোর—ধরো ওকে!
ঝ্যাচ!
জাদুঘর
ধরেছি তোকে!
ইরক
এই ছুঁচোটা আমাদের খাবার চুরি করার জন্যে আপনার জাদুঘরের জিনিস ব্যবহার করেছে!
তাই বুঝি? ঠিক আছে, আমি শিগগিরই এটা বন্ধ করছি!
হাঃহাঃ! আমি ওকে হেলমেট পরিয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন ও আর কিছুই খেতে পারবে না!
তুই বর্মের পা আর বুকের প্লেটটা কাজে লাগাচ্ছিলি, ওরা এবার হেলমেট দিয়ে আসল কর্ম করে তোকে মোক্ষম প্যাঁচ দিয়ে দিয়েছে, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



উদ্ধারকার্য

















তা বললে চলবে কেন। ঘটনা তৈরি করে নিতে হবে। এইতো আমি যদি এই কাঠের গাড়িটার চাকার সামনে থেকে এই ইঁটটা সরিয়ে নি তাহলে কি হবে?...

ইরক! আমাদের গাড়িটা ছুটে নদীর মধ্যে গিয়ে পড়লো!

ওটাকে থামা!

দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তাদের গাড়ি হয়তো এই মুহূর্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু আমি জানি ওটা কি করে উদ্ধার করতে হবে- ইয়ে- তবে পারিশ্রমিকের পরিবর্তে

ঠিক আছে... আমরা টাকা দেবো।

আমি কায়দা করে গাড়িটায় হুকটা লাগিয়েছি, কিন্তু ওটা নির্ঘাত কোন পাথরের গোঁজে আটকেছে। এখন ওটাকে টেনে তোলার জন্যে খুব বেশী পেশী-শক্তির দরকার।

তোকে দিয়েই চমৎকার কাজ হবে ঘোটকবাহাদুর! এবারে- **ছুট লাগাও!**

মরেচে! ব্যাটা ঘোড়া দেখছি নিজের শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানেনা! আস্তে যাবি তো! তুই গাড়িটাকে ঘুটকরো করে ফেলেছিস!

গরর!

ওহ্, গেলো!

তার জন্যেই এটা হলো, হাঁদা! তুইই এজন্যে দায়ী।

মরেচে! এযে ফেকুবাবু!

এখানে হচ্ছেটা কি?

দ্যাখ! একটা পুরোনো বেড়াবার ছড়ি এখানে ভাসছে। এটাও নিশ্চিত ঐ পাথরে আটকে ছিলো।

তাজ্জব! আমার শখের বেড়ানো-ছড়িটা! এটা অনেকদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিলো! এখন মনে পড়ছে হাঁদাই এটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।

ও আমাদের গাড়ি চুরমার করে দিয়েছে, তবুও আবার টাকার দাবী করছে!

গরর! ধরলে আমি ওকে খাবি খাইয়ে ছাড়বো! ওর জন্যেই আমার সব টব ভেঙেছে!

অ্যাই, ভোঁদা! ফন্দি খাটিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে পারছিস না?

যে ডাবে তেতে আছে কাছে যেতে পারছি না। তোর উদ্ধারের কোন আশা নেই মাইরি, হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



শিকারী কুকুর









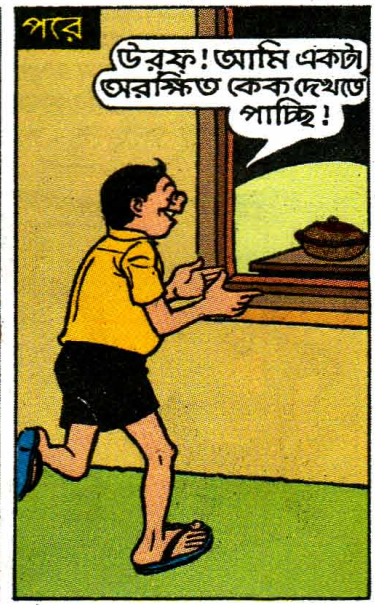








তুই দারুণ কাজ করছিস, ভন্টা! বেশ খাবার শিকার করে আনছিস।
বাহ! আবার হাঁদা আর ওর কুকুর! ওর এই কুকুর দিয়ে খাবার চোরাই আর থোড়াই বরদাস্ত করবো!
পরে
একটা দুর্দান্ত প্ল্যান পেয়ে গেছি! এক ঢিলে দুজনে ঘায়েল হবে! এই বেকারির ছেলেটার কোমরে মাংসখণ্ডটা আটকে দি।
আমার প্ল্যান কাজ করেছে! মাংসখণ্ডটার দিকে ভন্টার নজর পড়েছে।
ইর্‌ক্!
থাম, পাজি বদমায়েশরা!
তুই আজ দারুণ হ্যাটট্রিক করেছিস, ভন্টা! প্রথমে চিকেন, তারপর কেক, এখন রোস্ট করে খাওয়ার জন্যে চমৎকার এক-খণ্ড মাংস!
গেলুম রে!
ঘুড়ুম!
হিঃ হিঃ! আমি ঐ মাংসখণ্ডে কিছু বিস্ফোরক গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম!
হতচ্ছাড়া বিটলে কুকুর আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

হাঁদা-ভোঁদার



খাদ্যসঞ্চয়


















তারপরই
মরেচে!
এই কাবার্ডটা সাফ করে ফেলি। গুল্টুবাবুর হাত থেকে রেহাই পেতে লুকোবার জন্যে এটার প্রয়োজন হতে পারে!
এবার বাগান করার যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে বাক্সটা লুকোই!
আবারও
এবার আমি এখানেও গুল্টুবাবুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে সম্ভাব্য লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসেবে ঠিকঠাক করে রাখি!
শেষ পর্যন্ত
আমার এই সঞ্চয় করা খাদ্য আমি ঠিক কাঠবেড়ালির মতো এই গাছের ওপর লুকিয়ে রাখি!
এদিকে গাছের নীচে
এই যে, ভদ্রমহোদয়! হয় ঝড়াক করে মালকড়ি কি আছে বার করুন। নয়তো এটা চার ইঞ্চি গলায় ঢুকে যাবে।
উওফ্!
ঠকাং!
ওফ্!
দারুণ করেছো, ভোঁদা! ডাকুর চাকু আমার গর্দানে বসার আগেই তুমি ওকে কাত করে আমাকে আর আমার টাকা বাঁচিয়েছো!
খেয়ে যাও, ভোঁদা! হাঁদাকে তাড়া করতে গিয়ে ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলাম, তুমি বাঁচিয়েছো। যতো পারো খেয়ে যাও!
উর্‌ফ্‌স্!

হাঁদা-ভোঁদার

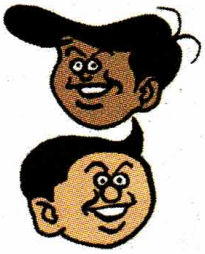

যন্ত্র যন্ত্রণা















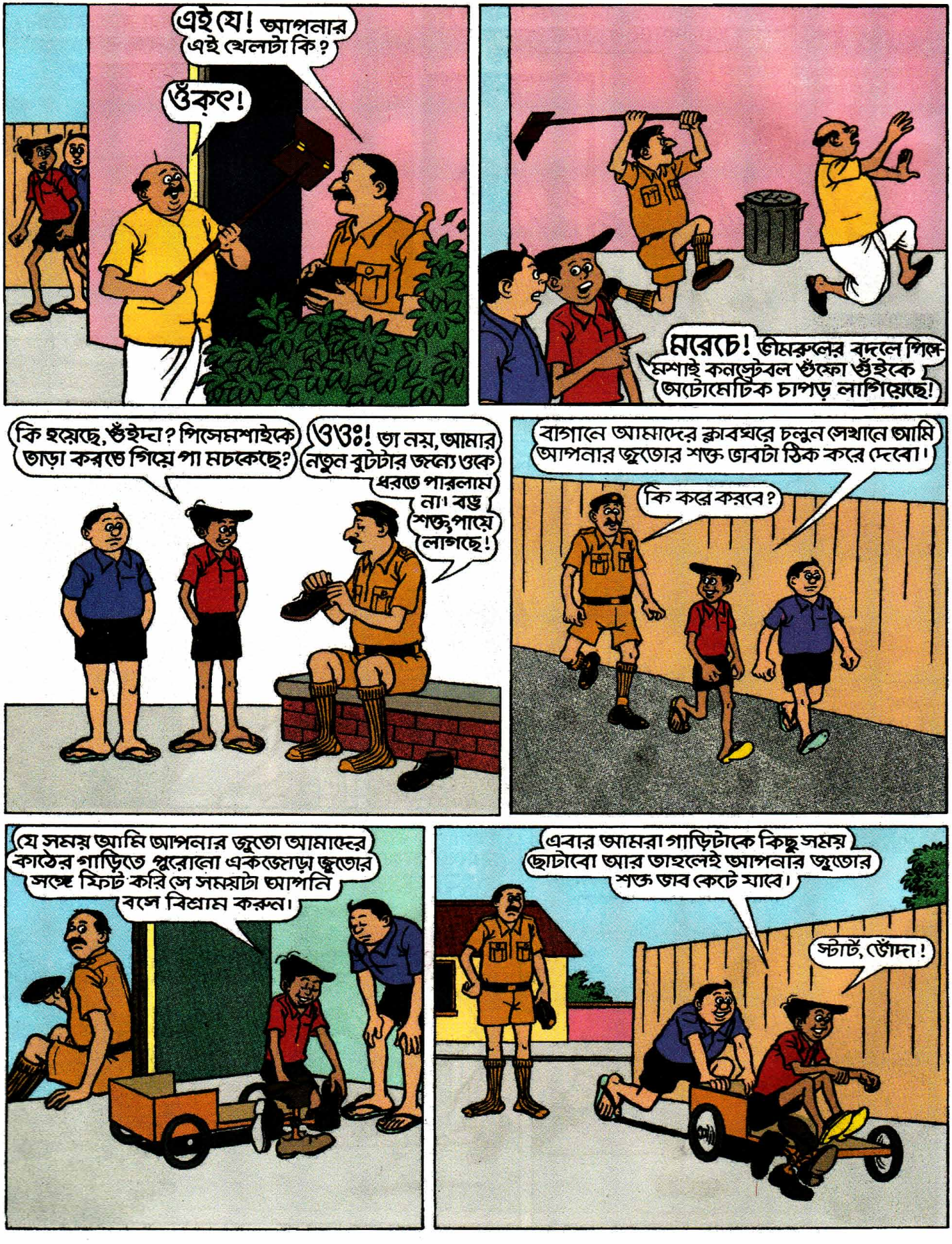
এই যে! আপনার এই খেলটা কি?
ওঁক্‌ৎ!
মরেচে! জীমরুলের বদলে পিসে মশাই কনভেন্টবল শুঁফো শুঁইকে অটোমেটিক চাপড় লাগিয়েছে!
কি হয়েছে, শুঁইদা? পিসেমশাইকে তাড়া করতে গিয়ে পা মচকেছে?
ওওঃ! তা নয়, আমার নতুন বুটটার জন্যে ওকে ধরতে পারলাম না। বড্ড শক্ত পায়ে লাগছে!
বাগানে আমাদের ক্লাবঘরে চলুন সেখানে আমি আপনার জুতোর শক্ত ভাবটা ঠিক করে দেবো।
কি করে করবে?
যে সময় আমি আপনার জুতো আমাদের কাঠের গাড়িতে পুরোনো একজোড়া জুতোর সঙ্গে ফিট করি সে সময়টা আপনি বসে বিশ্রাম করুন।
এবার আমরা গাড়িটাকে কিছু সময় ছোটাবো আর তাহলেই আপনার জুতোর শক্ত ভাব কেটে যাবে।
স্টার্ট, ভোঁদা!


আমার হাত থেকে গাড়ি ফস্কেছে রে, হাঁদা!
মরেচে! পায়ে ধাক্কা লেগে বালতি শূন্যে উঠে পড়েছে!
আউচ্‌হ! গালব! এ তো এক বালতি আলকাতরা!
ইরক্!
উফ্! শেষ পর্যন্ত এটা খুলেছি...
অ্যাই মরেচে! আবার ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে!
গেছি রে!
ঘড়াস!
অ্যাই মরেচে! একটা কুকুর এসে কনস্টেবল গুঁফো গুঁইয়ের একটা বুট নিয়ে পালাচ্ছে রে হাঁদা!
আমি এসে পড়ার আগেই তুলে নিয়ে গেলো, মাইরি!
ওফ্‌স্! আর ওকে ধরতে পারা যাবে না। মনে কর গুঁফো গুঁইয়ের বুটের দফারফা হয়ে গেলো!
হতচ্ছাড়া কুকুরটা কি বজ্জাত রে, মাইরি!


এই যে আর একটা বুট রাস্তায় ঢালা জিজে আলকাতরার মধ্যে পড়ে ছিলো।
এবার কি করবি, হাঁদা? তোকে তো এবার আবার জুতো তৈরির যন্ত্র বানাতে হবে।


ম্যালা ফালতু বকিস না, ভোঁদা—ইয়াহু! একটা উপায় পেয়েছি। এমনিতে নতুন আর পুরোনোর ফারাকটা ধরতে পারবে, কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটালে...


এই যে, শুঁইদা! এবার আপনার বুট পরখ করে দেখুন!
সাবাস, হাঁদা!


এক মিনিট দাঁড়া, হাঁদা! এই বুটটার তলায় একটা ফুটো রয়েছে!
তাই বুঝি? দেখিনি তো, আচ্ছা যাই তাহলে!


আর বুটের ওপর এই যে কালো চেকনাই এটা পালিশ নয়—এটা আলকাতরা!
এবার সরে পড়তে হবে!


এখানে ফিরে আয়, হতচ্ছাড়া ধোঁকাবাজ, আর আমাকে বল আমার নতুন বুট নিয়ে তুই কি করেছিস!
ইস! যন্ত্র বানিয়ে জুতো ঠিক করতে গিয়েই বেচারাকে বুটের গুঁতো খেতে হলো!

হাঁদা-ভোঁদার



দলবাজি


ওরে বাবা! এতো অনেক খরচের ব্যাপার! যদি টাকা সংগ্রহ করতে পারি তবে আমি যাবো!
আমিও!
আর আমিও!
ফুটবল
সেমি-ফাইনাল
ইস্টবাগান
বনাম
মোহনবেঙ্গল
প্রবেশ মূল্য ৫


অ্যাই! তোরা সবাই যদি ভোঁদাকে ছেড়ে আমার দলে আসিস তবে আমি তোদের খেলা দেখতে পয়সা দেবো!


হতচ্ছাড়া! ও আমার প্রায় সব অনুগত সঙ্গীদের ভুজুং দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গেলো!


কুছপরোয়া নেই, এখনো তুই আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী, বচা– আর দ্যাখ! এটা আমাকে একটা মতলব জুগিয়েছে!
বাতিল কাগজ চাই
উচ্চ মূল্য দেওয়া হবে


ধন্যবাদ! আমরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে বাতিল কাগজ সংগ্রহ করতে পারি তবে দুজনেই ম্যাচ দেখতে পারবো!


অনুমান হচ্ছে আমরা প্রায় আধ টনের মতো যোগাড় করেছি। দেখি এর জন্যে ঐ কাগজের মিল আমাদের কত দেয়।
চন্দ্রচূড়িয়া পেপার মিল


কিন্তু
ছুটির বিজ্ঞাপন
মিল বন্ধ


আমি অন্য একটা মতলব পেয়েছি। এইসব কাগজগুলি এখনো আমাদের ম্যাচ দেখতে সাহায্য করতে পারে!
এটা কি প্রকারের যন্ত্র ভোঁদাদা?

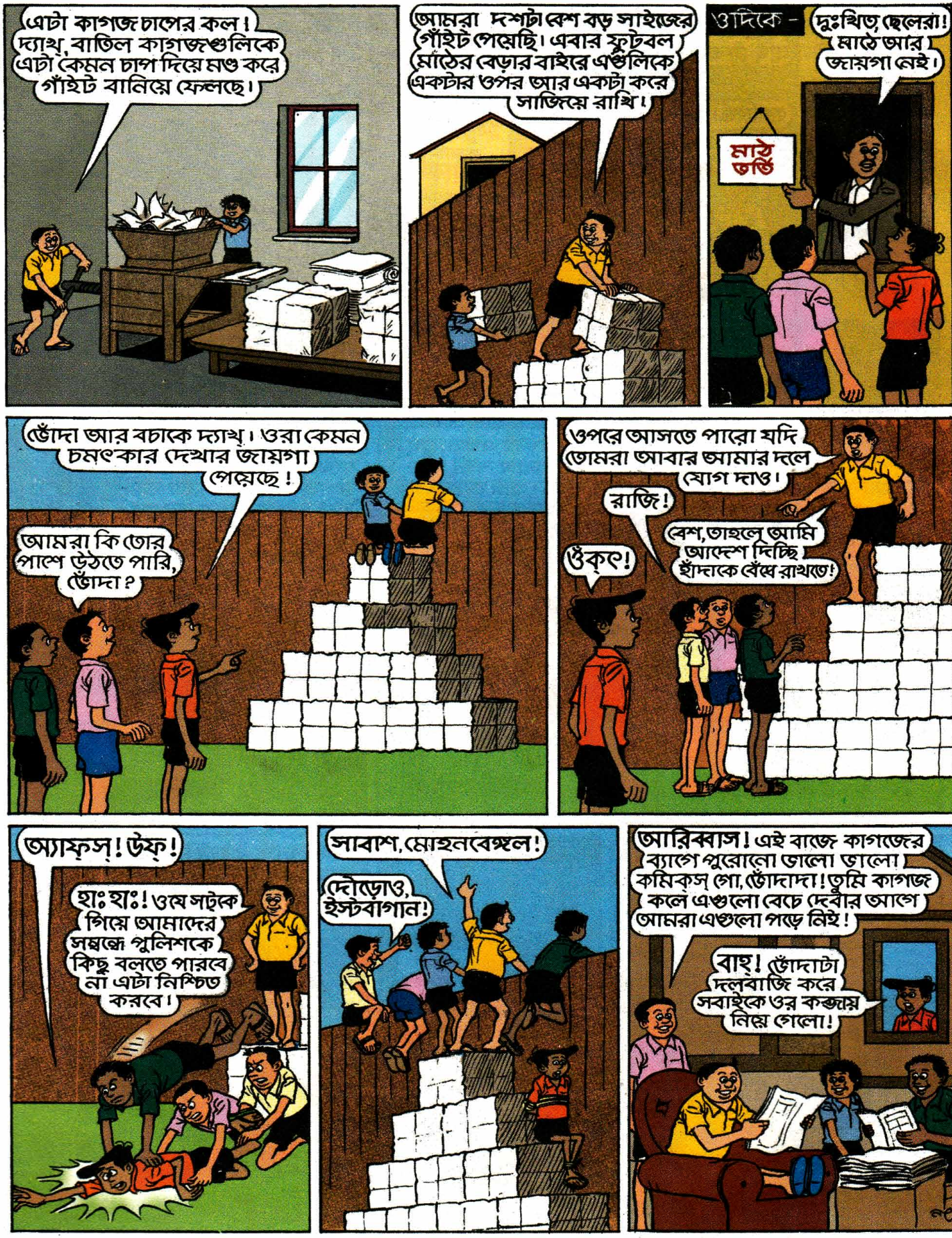
এটা কাগজ চাপের কল! দ্যাখ্, বাতিল কাগজগুলিকে এটা কেমন চাপ দিয়ে মণ্ড করে গাঁইট বানিয়ে ফেলছে।
আমরা দশটা বেশ বড় সাইজের গাঁইট পেয়েছি। এবার ফুটবল মাঠের বেড়ার বাইরে এগুলিকে একটার ওপর আর একটা করে সাজিয়ে রাখি।
ওদিকে -
দুঃখিত, ছেলেরা! মাঠে আর জায়গা নেই।
মাঠ ভর্তি
ভোঁদা আর বচাকে দ্যাখ্। ওরা কেমন চমৎকার দেখার জায়গা পেয়েছে!
আমরা কি তোর পাশে উঠতে পারি, ভোঁদা?
ওপরে আসতে পারো যদি তোমরা আবার আমার দলে যোগ দাও।
রাজি!
ওঁক্‌ৎ!
বেশ, তাহলে আমি আদেশ দিচ্ছি হাঁদাকে বেঁধে রাখতে!
অ্যাফ্‌স্! উফ্!
হাঃ হাঃ! ওযে সটকে গিয়ে আমাদের সম্বন্ধে পুলিশকে কিছু বলতে পারবে না এটা নিশ্চিত করবে।
সাবাশ, মোহনবেঙ্গল!
দৌড়োও, ইস্টবাগান!
আরিব্বাস! এই বাজে কাগজের ব্যাগে পুরোনো ভালো ভালো কমিক্‌স্ গো, ভোঁদাদা! তুমি কাগজ কলে এগুলো বেচে দেবার আগে আমরা এগুলো পড়ে নিই!
বাহ্! ভোঁদাটা দলবাজি করে সবাইকে ওর কব্জায় নিয়ে গেলো!

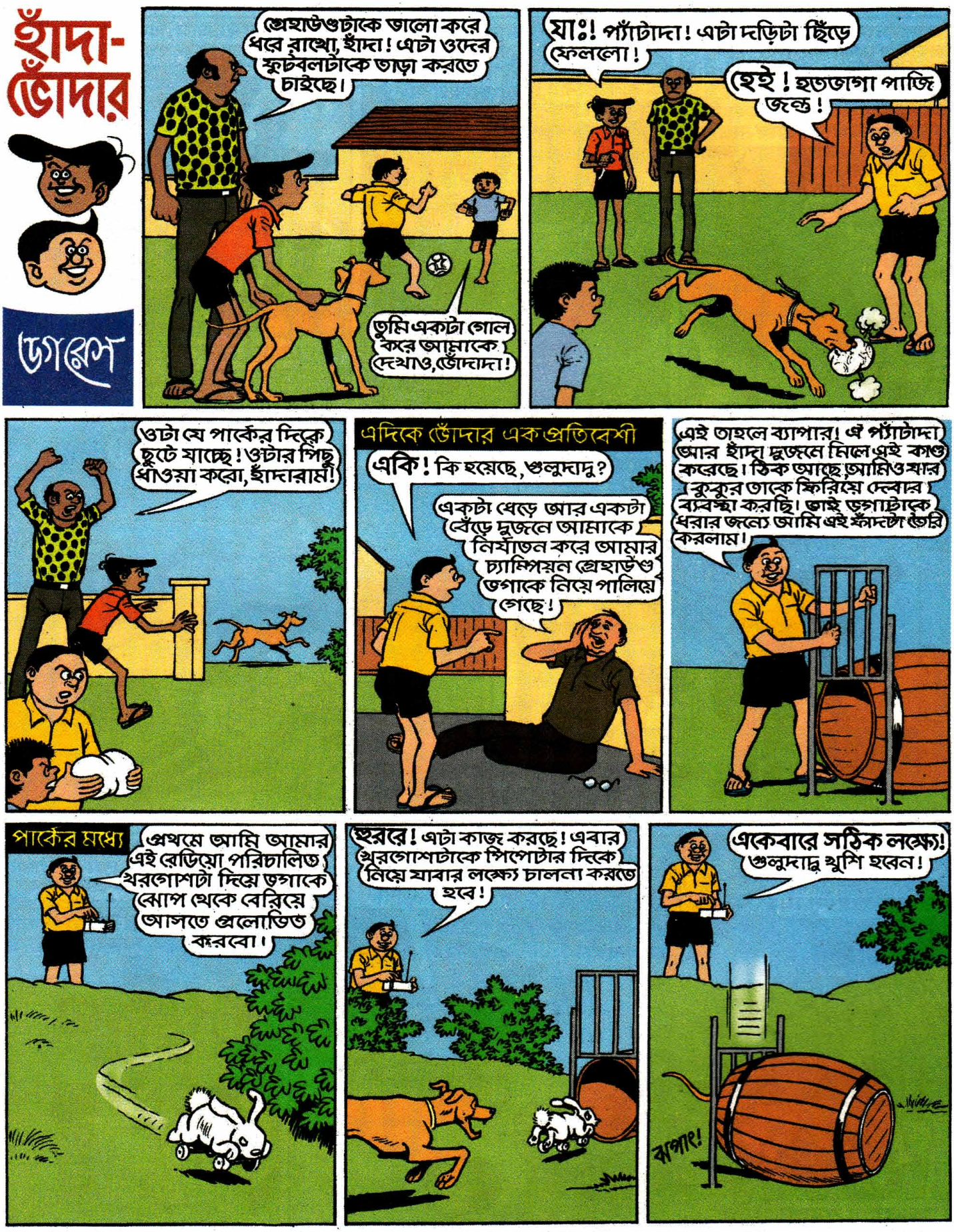
হাঁদা-ভোঁদার
ডগরেল
গ্রেহাউণ্ডটাকে ভালো করে ধরে রাখো, হাঁদা! এটা ওদের ফুটবলটাকে তাড়া করতে চাইছে।
তুমি একটা গোল করে আমাকে দেখাও, ভোঁদাদা!
যাঃ! প্যাঁটাদা! এটা দড়িটা ছিঁড়ে ফেললো!
হেই! হতভাগা পাজি জন্তু!
ওটা যে পার্কের দিকে ছুটে যাচ্ছে! ওটার পিছু ধাওয়া করো, হাঁদারাম!
এদিকে ভোঁদার এক প্রতিবেশী
একি! কি হয়েছে, গুলুদাদু?
একটা ধেড়ে আর একটা বেঁড়ে দুজনে আমাকে নির্যাতন করে আমার চ্যাম্পিয়ন গ্রেহাউণ্ড ভগাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে!
এই তাহলে ব্যাপার! ঐ প্যাঁটাদা আর হাঁদা দুজনে মিলে এই কাণ্ড করেছে। ঠিক আছে, আমিও যার কুকুর তাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। ভাই ভগাটাকে ধরার জন্যে আমি এই ফাঁদটা তৈরি করলাম।
পার্কের মধ্যে
প্রথমে আমি আমার এই রেডিয়ো পরিচালিত খরগোশটা দিয়ে ভগাকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রলোভিত করবো।
হুররে! এটা কাজ করছে! এবার খরগোশটাকে পিপেটার দিকে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে চালনা করতে হবে!
একেবারে সঠিক লক্ষ্যে! গুলুদাদু খুশি হবেন!
ঝপাৎ!


আজ বিকেলে ভগাকে বড় হেহাউণ্ড রেসে নামাবো! কিন্তু আমি নিশ্চিত ঐ পাজি দুটো ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওদের হয়ে ভগাকে রেসে নামাবার জন্যে।
ঘাবড়াবেন না, গুলুদাদু! আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি!
স্টেডিয়ামে
ঢোকার জন্যে একটা টিকিট দিন!
আরে কুকুরটা যার ফুটবলটা কামড়ে ফাঁসিয়েছিলো সেই ছেলেটা না?
শোনো! ঐ বাক্সটা থেকে কুকুরের ডাকের মতো শব্দ আসছে!
ঘেউ! ঘেউ!
অ্যাই মরেচে!
আমরা তোমার বেহালার কোন ক্ষতি করবো না,বৎস! শুধু ভেতরটা একবার দেখবো! হাঃ হাঃ!
ভগাকে আমরাই দৌড় করাবো আর পুরস্কারটা আমরাই নেবো!
গেছি রে!
ওরে বাবা!
ঝপাৎ!
জলদি! আমার সঙ্গে আয়, ভগা! আমি তোকে গুলুদাদুর হয়ে রেসে ঢুকিয়ে দেবো!
ফিরে আয় শয়তান!
হররে! ভগা জিতছে! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ,ভোঁদা!
দ্যাখ্ বচা! একটা নতুন ফুটবল! গুলুদাদু ভগার পুরস্কারের টাকা থেকে এটা আমার জন্যে কিনে দিয়েছে!
আরিব্বাস! এটা দারুণ হয়েছে, ভোঁদাদা!

হাঁদা-ভোঁদার



খাবার দখল











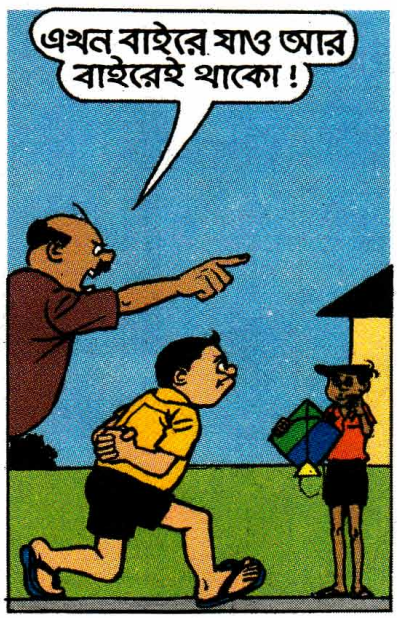





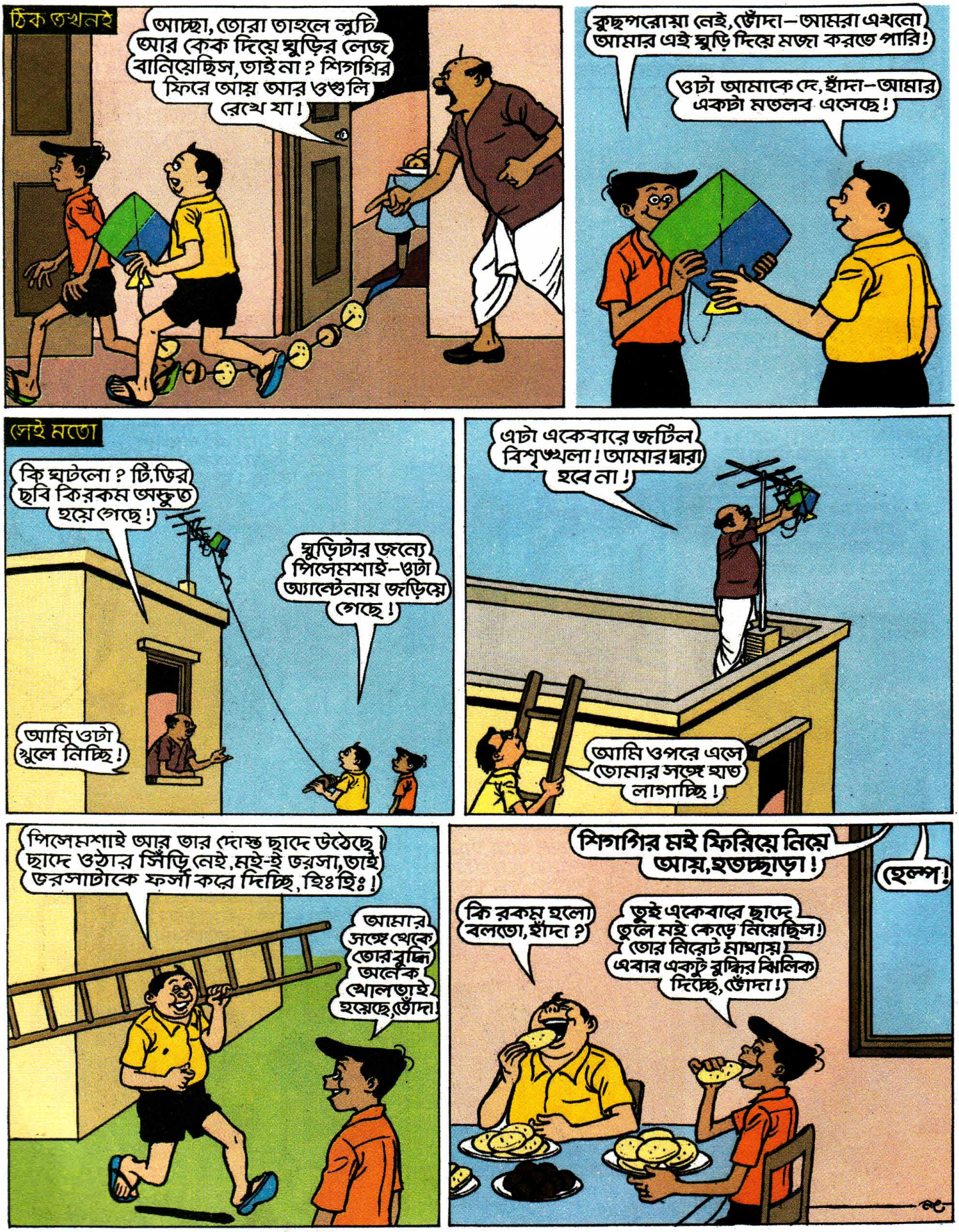
ঠিক তখনই
আচ্ছা, তোরা তাহলে লুচি আর কেক দিয়ে ঘুড়ির লেজ বানিয়েছিস, তাই না? শিগগির ফিরে আয় আর ওগুলি রেখে যা!
কুছপরোয়া নেই, ভোঁদা—আমরা এখনো আমার এই ঘুড়ি দিয়ে মজা করতে পারি!
ওটা আমাকে দে, হাঁদা—আমার একটা মতলব এসেছে!
সেই মতো
কি ঘটলো? টি.ভির ছবি কিরকম অদ্ভুত হয়ে গেছে!
ঘুড়িটার জন্যে পিসেমশাই—ওটা অ্যান্টেনায় জড়িয়ে গেছে!
আমি ওটা খুলে নিচ্ছি!
এটা একেবারে জটিল বিশৃঙ্খলা! আমার দ্বারা হবে না!
আমি ওপরে এসে তোমার সঙ্গে হাত লাগাচ্ছি!
পিসেমশাই আর তার দোস্ত ছাদে উঠেছে! ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই, মই-ই ভরসা, তাই ভরসাটাকে ফর্সা করে দিচ্ছি, হিঃ হিঃ!
আমার সঙ্গে থেকে তোর বুদ্ধি অনেক খোলতাই হয়েছে, ভোঁদা!
শিগগির মই ফিরিয়ে নিয়ে আয়, হতচ্ছাড়া!
হেল্প!
কি রকম হলো বলতো, হাঁদা?
তুই একেবারে ছাদে তুলে মই কেড়ে নিয়েছিস! তোর নিরেট মাথায় এবার একটু বুদ্ধির ঝিলিক দিচ্ছে, ভোঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



টর্চের টর্চার

















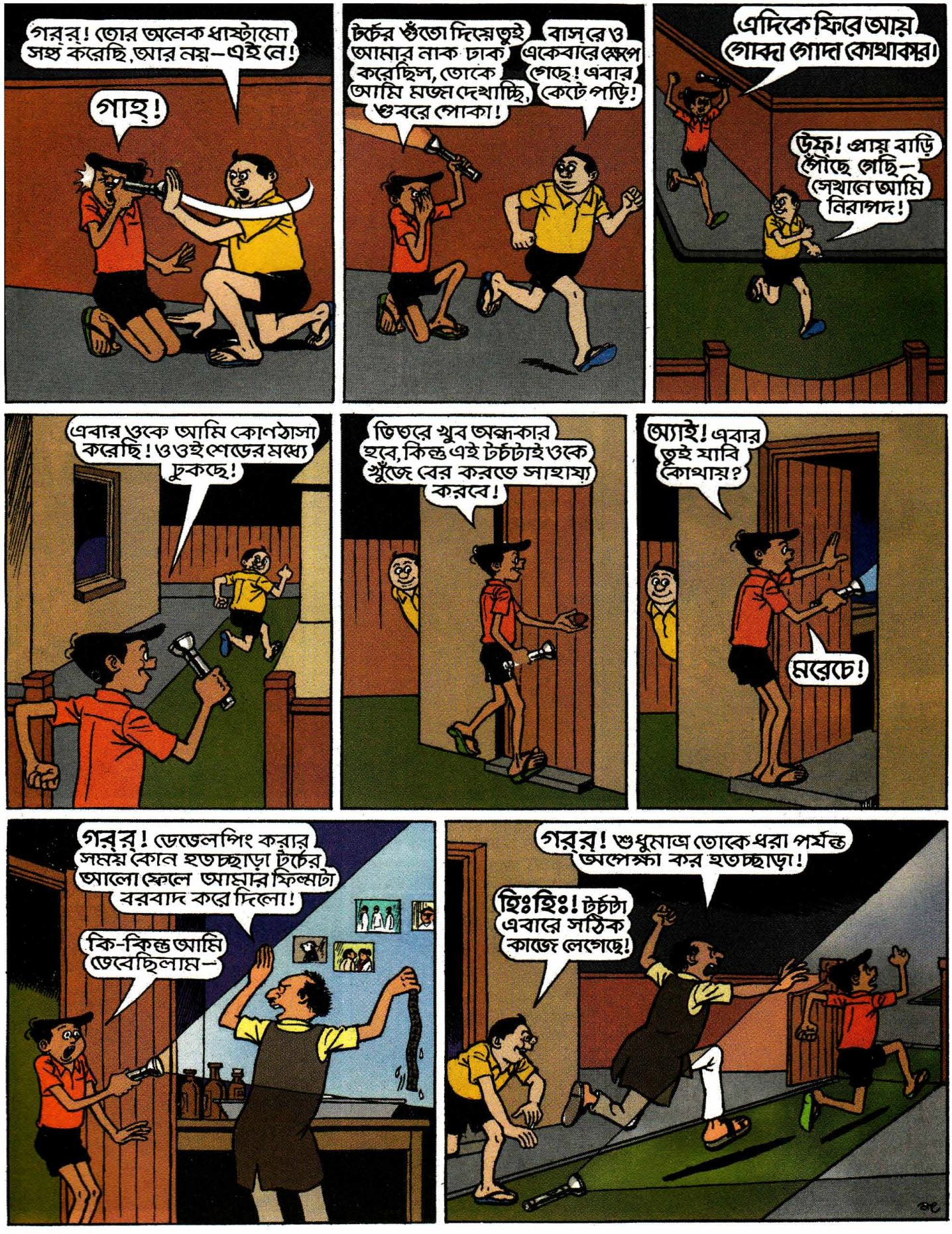
গর্‌র্‌! তোর অনেক ধাষ্টামো সহ্য করেছি, আর নয়—এই নে!
গাহ্!
টর্চের গুঁতো দিয়ে তুই আমার নাক ঢাক করেছিস, তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি, ওরে পোকা!
বাস্‌রে ও একেবারে ক্ষেপে গেছে! এবার কেটে পড়ি!
এদিকে ফিরে আয় গোবদা গোদা কোথাকার!
উফ্! প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি— সেখানে আমি নিরাপদ!
এবার ওকে আমি কোণঠাসা করেছি! ও ওই শেডের মধ্যে ঢুকছে!
ভিতরে খুব অন্ধকার হবে, কিন্তু এই টর্চটাই ওকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে!
অ্যাই! এবার তুই যাবি কোথায়?
মরেচে!
গর্‌র্‌! ডেভেলপিং করার সময় কোন হতচ্ছাড়া টর্চের আলো ফেলে আমার ফিল্মটা বরবাদ করে দিলো!
কি-কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—
গর্‌র্‌! শুধুমাত্র তোকে ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা কর হতচ্ছাড়া!
হিঃহিঃ! টর্চটা এবারে সঠিক কাজে লেগেছে!

হাঁদা-ভোঁদার



ক্রিকেট লড়াই

















কুছ পরোয়া নেই, বচা– আমি একটা ভালো প্ল্যান পেয়ে গেছি! চলে আয়!

সেই মতো

তোর মামা পাণ্ডাবাবুর এই গ্যারেজের মধ্যে খেলিস তবে কোন শার্শিও ভাঙবে না আর ফিরতি উড়ো বল তোর মাথা গুঁড়ো করতে আসবে না!

ঠিক আছে, ভোঁদাদা– বল করো!

এটাই সঠিক আইডিয়া, বচা। কিন্তু এটা মারতে তুই ব্যাটের লামনের দিক দিয়ে মারবি!

আমি চেষ্টা করবো ভোঁদাদা!

ঝনন্!

পরে-

এবার আমাদের ম্যাচে ফিরতে হবে, বচা, এবার এইসব প্র্যাকটিসে তোর ব্যাটিংয়ের খুব উন্নতি হয়েছে!

শিগগিরই বচার মামা ফিরে এলো-

গরর্! আমার গ্যারেজের তাকের জিনিস– চুরমার! দাঁড়াও, শুধু দুষ্কর্মকারীকে ধরার অপেক্ষা!

এ আপনার ভাগ্নে বচার কম্ম পাণ্ডাবাবু! আমি দেখেছি ওকে সঙ্গী ভোঁদার সঙ্গে খেলতে!

ম্যাচ আবার শুরু হলো-

হিঃহিঃ! বচা এরমধ্যেই পঞ্চাশ করে ফেলেছে! আমার ট্রেনিং ফল দিয়েছে। ও উইকেট খোয়াচ্ছেনা!

উফ্! পেরেছি! অবশ্যই বোল্ড হয়ে যাইনি!

এই রেটে কখনই জিততে পারবো না!

ওকে আউট করতে পারবিনা, হাঁদা! কারণ ও যার শার্শি ভেঙেছিলো সে আর ওর মামা পাণ্ডাবাবু ডাণ্ডা হাতে বাউণ্ডারিতে অপেক্ষা করছে! ও আউট হলেই ওকে ধরবে কাজেই– হিঃহিঃ!

ব্লাহ্!

হাঁদা-ভোঁদার



চালাকির ফল











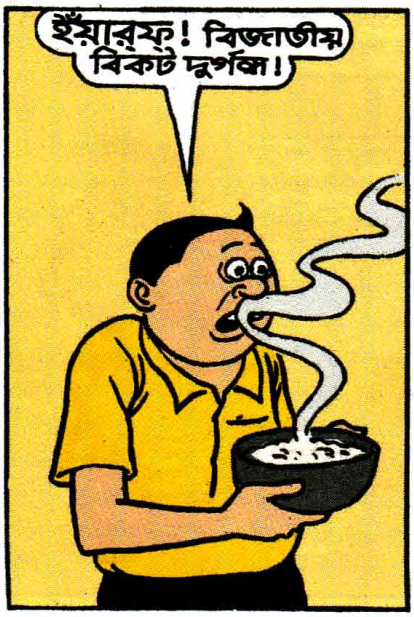






ইরক্! একটা বীভৎস পোকা!
বাহ্! মোটেই আমি আর এটা খাচ্ছি না!
এক্টু সময় পরে
আহ্! বেশ বড় সাইজের একটা কুলিপিঠে! এটা দেখতে তো ঠিকই আছে, কিন্তু এটা আমি আগে ভেঙে দেখবো।
উরক্! একটা কদাকার ব্যাঙ এই পিঠের মধ্যে শুঁড়ি মেরে ছিলো!
জলখাবারের সময়
খা, ভোঁদু! তুই খাবি বলে তোর জন্যে অনেক স্পেশাল জলখাবার তৈরি করেছি।
ইয়েগ্‌হ্! আমি আর মোটেই কোন খাবারের দিকে তাকাতে পারছিনা। আমি অসুস্থ বোধ করছি! আমি অবশ্যই এই ঘর থেকে চলে যাবো!
চমৎকার! আমার প্ল্যান কাজ করছে!
আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দাও!
মরেচে! ভোঁদা টেবিলক্লথটা খামচে ধরে যাওয়াতে টেবিলের সবকিছু ফেলে দিলো!
আলফ্রস্! একমাত্র হতচ্ছাড়া জেটকুটাই দেখছি এ ব্যাপারে লাভবান হলো! ইঃ!
হেঃহেঃ! আমার বিস্কুট খেয়ে ফেলার হাতে হাতে প্রতিফল!

হাঁদা-ভোঁদার



বাবল-গাম


উল্‌ম্প! আমি বাবল-গাম খুব পছন্দ করি!


ওয়াহ্!
হাঃহাঃ!


গরর্! পাজী, হতচ্ছাড়া!
তাহলে তুই বাবল-গাম পছন্দ করিস, ভোঁদা?


এতে তোর চোয়াল শক্ত হবে– সুতরাং আমরা দেখি তোরটা কত শক্ত হয়েছে।


দেখেছিস? এটা এতো শক্ত হয়েছে আমি আমার হাতটাকে প্রায় জখম করে ফেলেছিলাম!
হিঃহিঃ!


কিন্তু বাবল-গাম তোর দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর। তোর দাঁতগুলো দেখি!
গরর্! আমার সামনে থেকে সরে যা, হাঁদা!


আয়, আমাকে ওগুলো দেখতে দে!
আঁফ্‌স!


তাজ্জব ব্যাপার! তোর একটা দাঁতও শক্ত নয়। তুই খুব বেশি গাম চিবোতে পারবি না!


তুই এখন বসে পায়ের তদারক কর, ভোঁদা! আমি পরে আবার আসছি!
গরর! হাঁদাকে আমি এর প্রতিফল পাওয়াবো!
আরিব্বাস! এটা দ্যাখ্!
কি দেখবো?
এটাকে!
এটা কি? আমাকে দেখতে দে?
চিবিয়ে আমি বাবল-গামের একটা ভালো লুটি তৈরি করেছি!
আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না— অ্যাহ! আমার মাথার ওপর এটা কি?
হাঃহাঃ! তুই যেটা দেখতে চেষ্টা করছিলি সেটা এখন তোর মাথার ওপরে!
ইরক্! বাবল্-গাম!
ইয়াকস! আমি সেঁটে গেছি!
হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই তোকে আঠা দিয়ে আটকেছি হাঁদা। কিন্তু এটা তো সবে শুরু।
বাহ্! বেকায়দায় ফেলে ভোঁদা ওর গোদা হাতে আমাকে ঠ্যাঙালো! আর মনে হচ্ছে এই আঠা তোলার একমাত্র উপায় ন্যাড়া হওয়া! ওহ্, কি আপসোস। হুঁক হুঁক!

হাঁদা-ভোঁদার

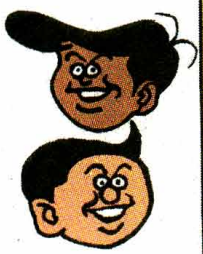

ঘরোয়া পার্টি
















হতচ্ছাড়া হাঁদাটাই এই অঘটনের মূলে—
ওফস্!
অবশেষে! এই সেই বাড়ি যেখানে পার্টি হচ্ছে!
চলে যাও, নোংরা বেল্লিক কোথাকার! এ পার্টিতে তুমি আসতে পারবে না!
হিঃ হিঃ!
বাইরে থেকে আমাদের খাওয়া দাওয়ার দৃশ্যটা তুই ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে পারবি, হাঁদা!
তোরা তাহলে এই ভেবেছিস!
একি! আমাদের কেক যে চলে যাচ্ছে!
এবার আমার খাওয়াটা তোরা ভিতর থেকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ কর হাঁদা!
হেঃ হেঃ!
আমাকে আটকানোর তোর লাট্টু তোদের পার্টি নাটি করে দিলো, হাঁদা! হাঃ হাঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



ঘুড়ির লড়াই







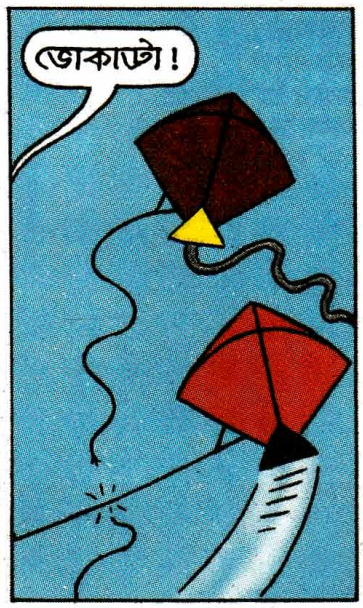

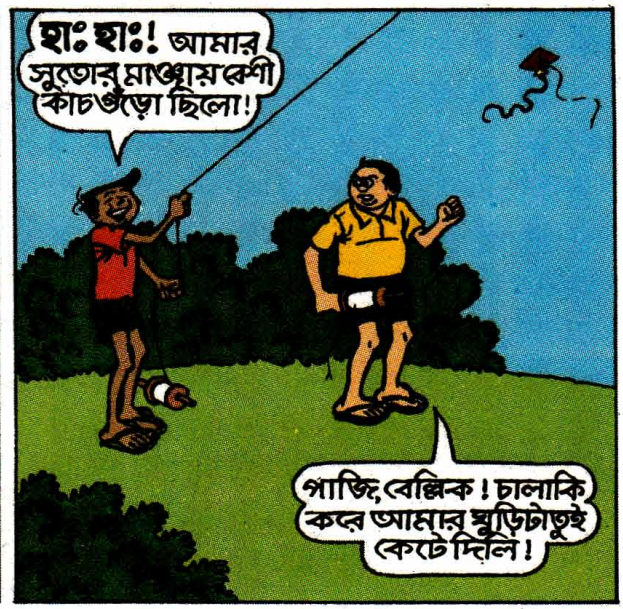







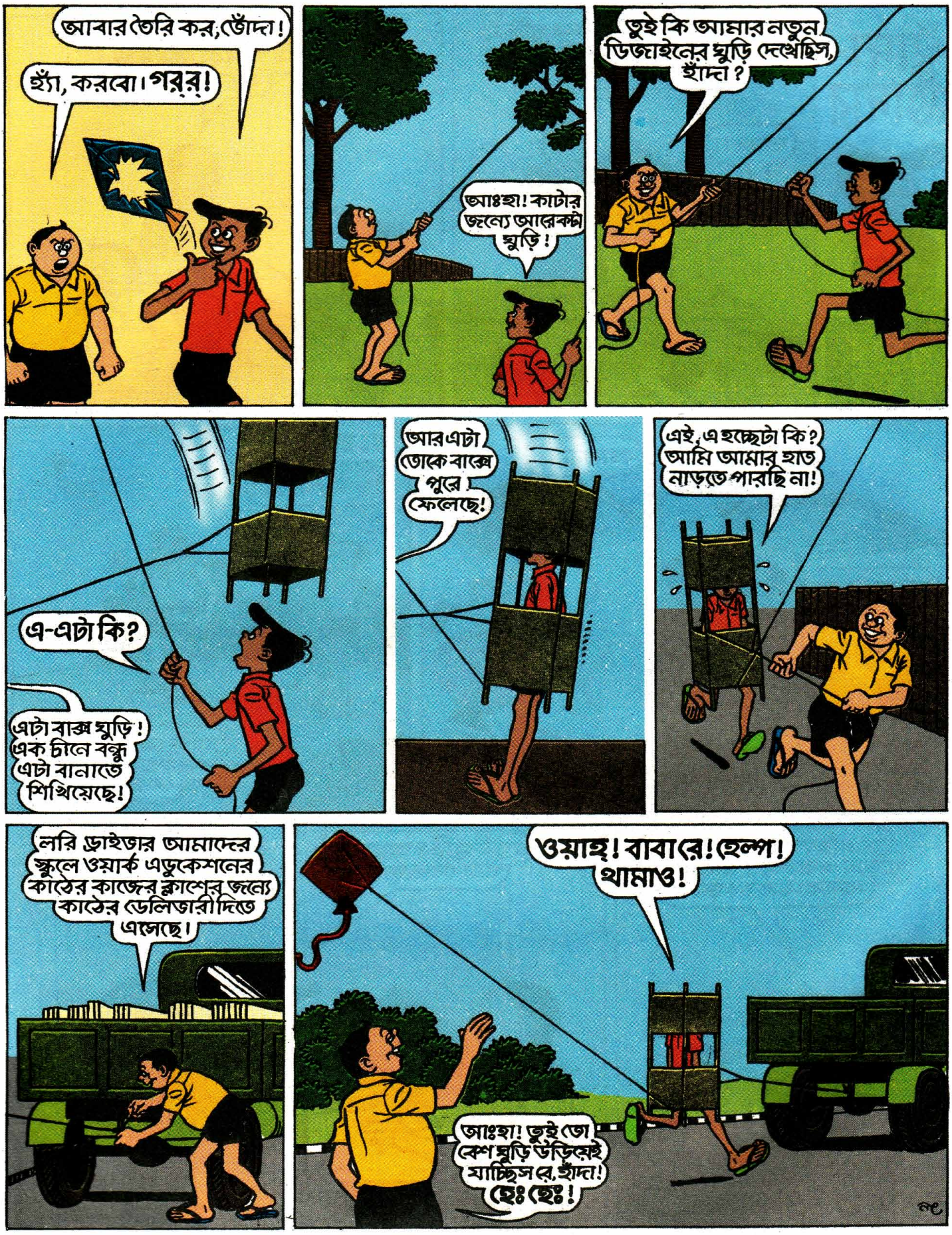
আবার তৈরি কর, ভোঁদা!
হ্যাঁ, করবো। গর্‌র্‌!
আঃহা! কাটার জন্যে আরেকটা ঘুড়ি!
তুই কি আমার নতুন ডিজাইনের ঘুড়ি দেখেছিস, হাঁদা?
এ-এটা কি?
এটা বাক্স ঘুড়ি! এক চীনে বন্ধু এটা বানাতে শিখিয়েছে!
আর এটা তোকে বাক্সে পুরে ফেলেছে!
এই, এ হচ্ছেটা কি? আমি আমার হাত নাড়তে পারছি না!
লরি ড্রাইভার আমাদের স্কুলে ওয়ার্ক এডুকেশনের কাঠের কাজের ক্লাশের জন্যে কাঠের ডেলিভারী দিতে এসেছে।
ওয়াহ্! বাবারে! হেল্প! থামাও!
আঃহা! তুই তো বেশ ঘুড়ি উড়িয়েই যাচ্ছিস রে, হাঁদা! হেঃ হেঃ!

হাঁদা-ভোঁদার



উলের গোলা


হিঃহিঃ! এই খালি ঠোঙাটা শব্দ করে ফাটিয়ে বুঁচকিটাকে একটু ভড়কে দিই!

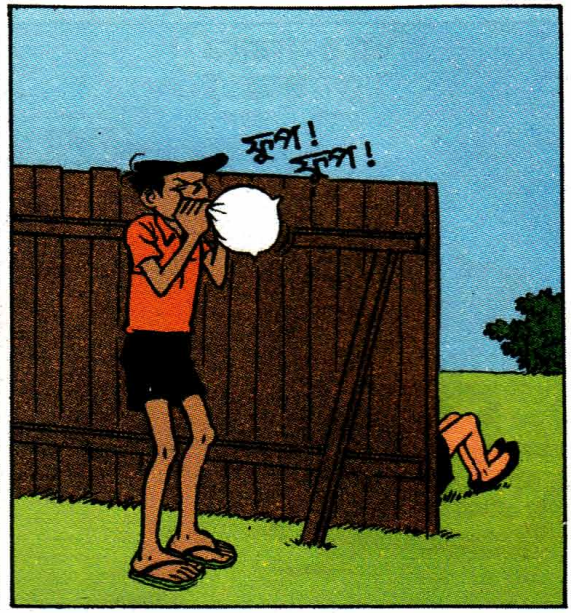
ফুপ! ফুপ!


ইরক! এটা কি?
দুম!


হাঃহাঃ! তুই তোর বোনা ফেলে দিলি, বুঁচকি!
গর্‌র্‌! এটা করে তুমি আমার বোনা নষ্ট করে দিলে!


একি রে, বুঁচকি! বোনা খুলে ফেলেছিস! এটা ঠিক করতে আমি কি তোকে সাহায্য করতে পারি?
আমি খুলিনি! হাঁদাদা এমন শব্দ করে ঠোঙা ফাটালো যে, এটা হাত ফস্কে পড়ে গেলো!


হ্যাঁ! আমি যতক্ষণ এই উলটা গুটিয়ে একটা গোলা না তৈরি করি ততক্ষণ তুমি উলটা ধরবে?
ঠিক আছে!


কিন্তু হাঁদা কাছেই ছিলো
এটা করা শিগগিরই আমি বন্ধ করছি!


অ্যাই! এটা কি হচ্ছে?
খুব শিগগিরই বুঝতে পারবি!


ওরে বাবারে! গেছিরে!
মরেচে!
হিঃ হিঃ! ওটা চুলকুনি-চূর্ণ ছিলো! এবার তুই নাচ-কোঁদা কর ওঁদা!
পরে পার্কের মধ্যে
জলদি, বুঁচকি! তোর সব বাড়তি উল বোনার কাঁটাগুলো দে আর আমি ওকে জব্দ করে দিচ্ছি!
হুঁয়োফস্!
গরর! তোকে আমি দুটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো হতচ্ছাড়া গোদা!
আগে তো আমাকে ধরবি তারপর তো করবি!
চিন্তা করিস না, আমি এখুনি সেটা করছি!
তুই তাই ভেবেছিস বুঝি!
গেছিরে, হেল্প, বাঁচাও!
দমাস!
নে, বুঁচকি! এবার ধীরে সুস্থে ভালো করে উলের গোলা বানিয়ে নে। হাঁদা এবার তোকে কত সুবিধে করে দিয়েছে।
হাঁদাদা খুবই ভালো সাহায্যকারী!

হাঁদা-ভোঁদার

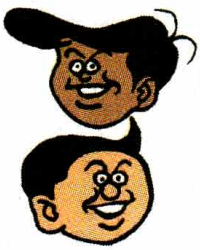

চালাকির ফল


















যদি বাঁচতে চাস এই লরিটায় লাফ মেরে উঠে পড়—এটা এখুনি ছাড়বে!
ধন্যবাদ, হাঁদা!
বাহ্! পালালো!
কয়েক মাইল ও চলে যাবে!
টা-টা!
কিন্তু কিছু সময় পরেই
ট্র্যাফিক লাইটের কাছে লরিটা থামতেই লাফ মেরে নেমে পড়েছি—কিন্তু ম্যাচে যেতে এখন আমার দেরী হয়ে যাবে!
না, হবে না—তুই আমার ঐ পুরোনো বাইকটা ধার নিতে পারিস!
ইর্‌ক্! হ্যাণ্ডলবার যে খুলে এলো, হাঁদা!
ঐ যাঃ! তোকে বলতে ভুলে গেছি মাইরি!
ঝপাৎ!
ঘুপস্! একটা কাদা ভর্তি নর্দমা!
পরে
দুঃখের বিষয় এই দুর্ঘটনায় তোর কব্জি মচকে গিয়েছে! কিন্তু তার চেয়ে আমি যে কোন দিনই ভালো গোলকিপার!
গর্‌র্!
কিন্তু
ওফ্! কি শক্ত পোক্ত টীমের সঙ্গে খেলছি!
ম্যাচের পরে—
তুই সত্যি আমার খুব উপকার করেছিস, হাঁদা! তুই আমাকে একটা বীভৎস টানা হ্যাঁচড়া গুঁতোগুঁতির ম্যাচ খেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস!

হাঁদা-ভোঁদার



স্কেট জাম্প


















হিঃহিঃ! দুঃখিত, বাছারা! তোদের পক্ষে আমি কি খুবই বেশী জোরে যাচ্ছিলাম!
গোঁ-গোঁ!
পরে
টাকলুদা! আপনার এই পায়া ভাঙা টেবিলটা আমরা একটু নিতে পারি?
অবশ্যই তবে কাজ হয়ে গেলে ফেরৎ দিও।
নিশ্চয়!
হাঁদাদা আসছে, ভোঁদাদা!
ঠিক আছে, বচা! ওর জন্যে আমরা তৈরি!
আরফ্! না-না! বাঁচাও! আমি থামতে পারছি না!
আঁউরফ্! বাঁচাও!
হুস্-স্-স!
দ্যাখ্, বচা! হাঁদা স্কী-জাম্পের বদলে স্কেট-জাম্প দিয়েছে! হিঃহিঃ!
ইয়োইচ!
ধমাস!
হাঃহাঃ! রোলার স্কেট নয়, হাঁদা-তোর যা দরকার ছিলো সেটা স্কীর!
হিঃহিঃ! আমার স্কেট ফিরিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ, হাঁদাদা!

হাঁদা-ভোঁদার



ঘোড়া লাফানো


নেটবল একটা নির্জীব স্যাঁতসেঁতে খেলা, ভোঁদা! আমার ইচ্ছে আমার খেলার জন্যে চাই আরো বেশী উদ্দীপক খেলা।


এই যে, হাঁদা! আমি তোর জন্যে একেবারে সঠিক জিনিস পেয়েছি— লাফ মেরে ঘোড়ায় চেপে ঘোড়া লাফানো।


ঘোড়া লাফানো? শুনতেই কেমন উদ্দীপক! আমি গিয়ে কিছু প্র্যাক্‌টিশ করি!


লাফানোটা আমি এই ভলটিং হর্স দিয়ে প্র্যাক্‌টিশ করি।

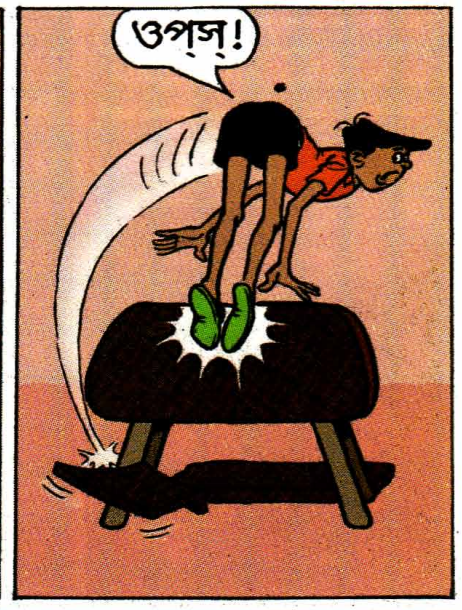
ওপ্‌স্!

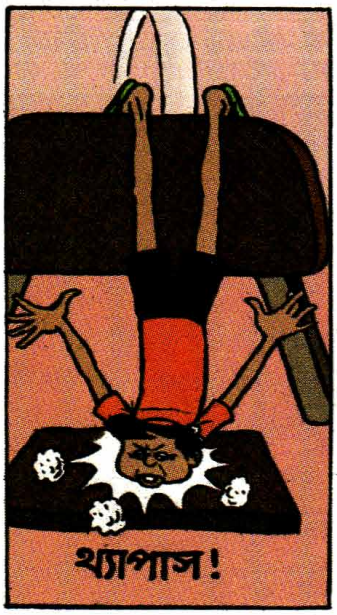
থ্যাপাস!


নীচু কিছুতে প্র্যাক্‌টিশ করতে হবে।


হাপ্! এটা কতো সোজা!


চালুম চুলুম শব্দে মালুম আমার খেলার সঙ্গীরা পিকনিক করছে। আমি ডিগবাজি খেয়ে বেড়া টপকে ওদের সঙ্গে যোগ দেবো।
চালুম! চুলুম!
ঝুপ!
চালুম চুলুম!

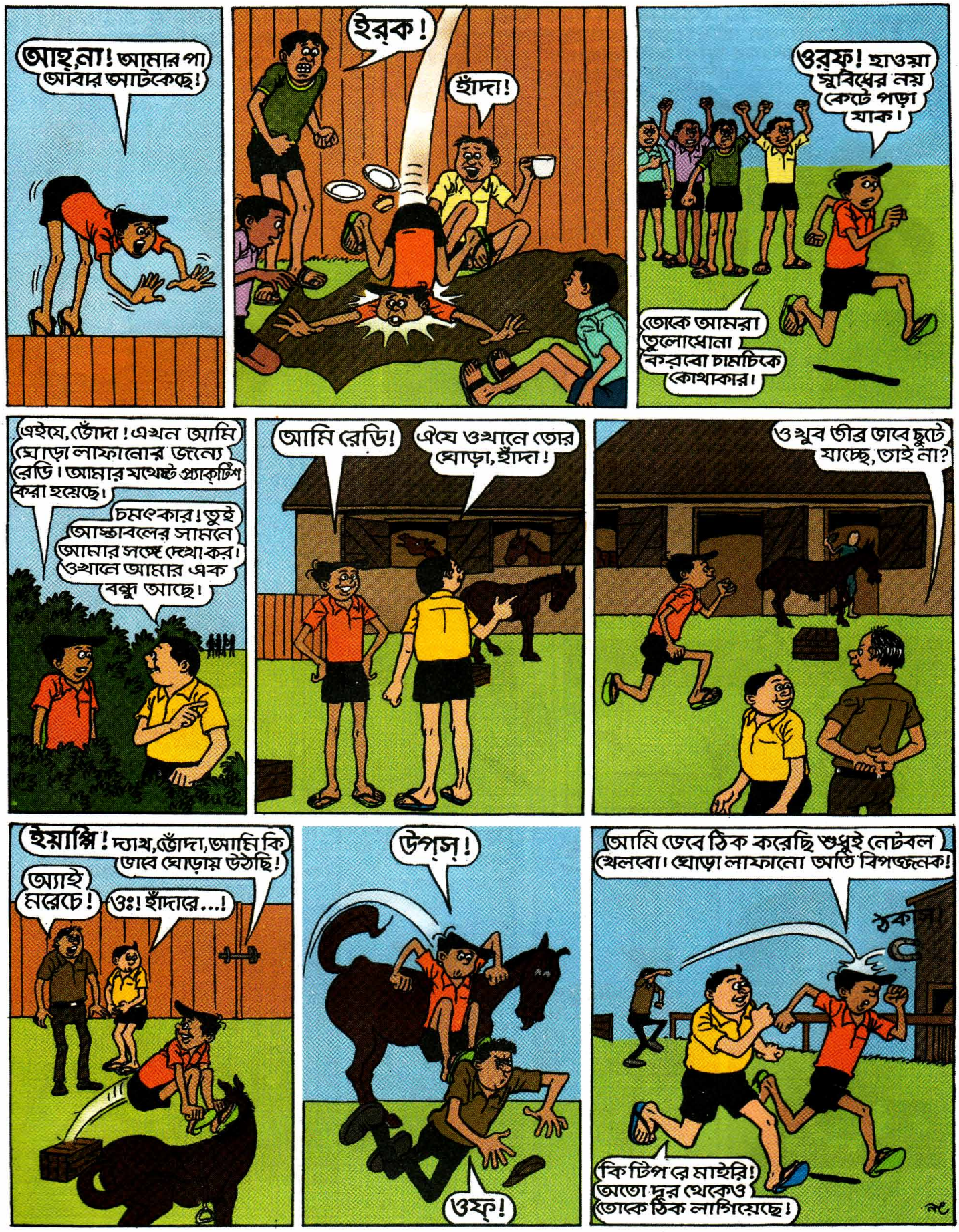
আহ্‌না! আমার পা আবার আটকেছে!
ইরক!
হাঁদা!
ওরফ্! হাওয়া সুবিধের নয় কেটে পড়া যাক।
তোকে আমরা তুলোধোনা করবো চামটিকে কোথাকার।
এইযে, ভোঁদা! এখন আমি ঘোড়া লাফানোর জন্যে রেডি। আমার যথেষ্ট প্র্যাক্‌টিশ করা হয়েছে।
চমৎকার! তুই আস্তাবলের সামনে আমার সঙ্গে দেখা কর। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে।
আমি রেডি!
ঐযে ওখানে তোর ঘোড়া, হাঁদা!
ও খুব তীব্র ভাবে ছুটে যাচ্ছে, তাই না?
ইয়াপ্পি! দ্যাখ, ভোঁদা, আমি কি ভাবে ঘোড়ায় উঠছি!
অ্যাই মরেচে!
ওঃ! হাঁদারে...!
উপ্‌স্!
ওফ্!
আমি ভেবে ঠিক করেছি শুধুই নেটবল খেলবো। ঘোড়া লাফানো অতি বিপজ্জনক!
ঠকাস্!
কি টিপ রে মাইরি! অতো দূর থেকেও তাকে ঠিক লাগিয়েছে!

হাঁদা-ভোঁদার



ডুয়েল


ওই ছেলেগুলো আমাকে আর আমার গুলতি দেখে এতো ঘাবড়ে গেছে যে, ওদের পিস্তল টিস্তল ফেলেই পালাচ্ছে!


অ্যাই, হাঁদা! দ্যাখ্ এখানে কে দাঁড়িয়ে!
অ্যাঃ?


হাঃ হাঃ! আমি ডেকে ওকে ঘুরিয়েছি তাই ও হড়কে নামা ছেলেটাকে দেখতেই পায় নি!
ওফ্!


এ জায়গা আমাদের দুজনের জন্যে যথেষ্ট বড়ো নয়– তুই এখান থেকে কেটে পড় ভোঁদা!
আমি এখানে আগে এসেছি!

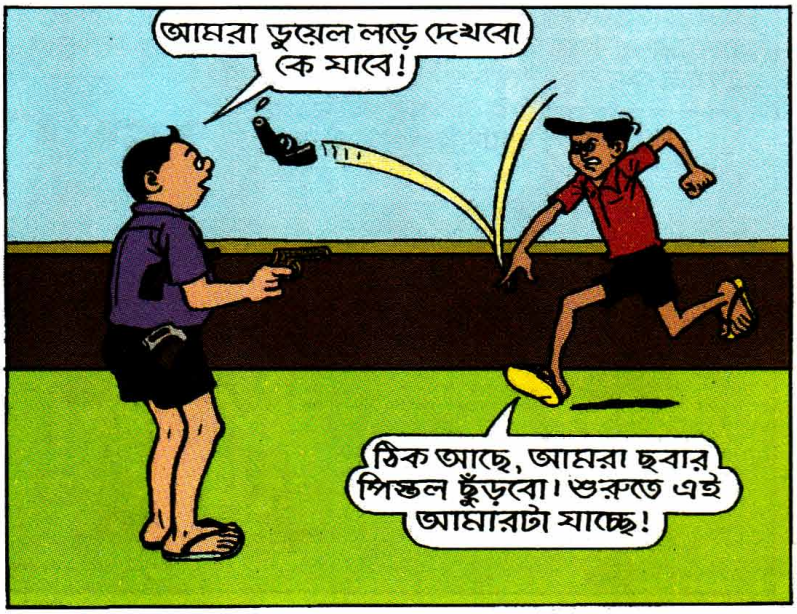
আমরা ডুয়েল লড়ে দেখবো কে যাবে!
ঠিক আছে, আমরা ছবার পিস্তল ছুঁড়বো। শুরুতে এই আমারটা যাচ্ছে!

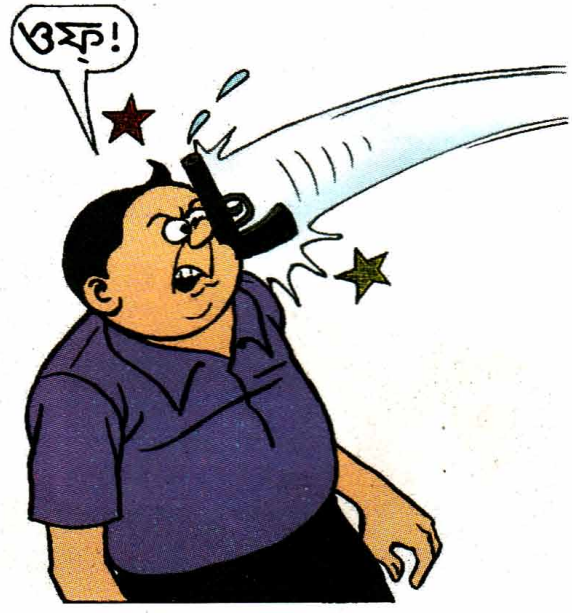
ওফ্!

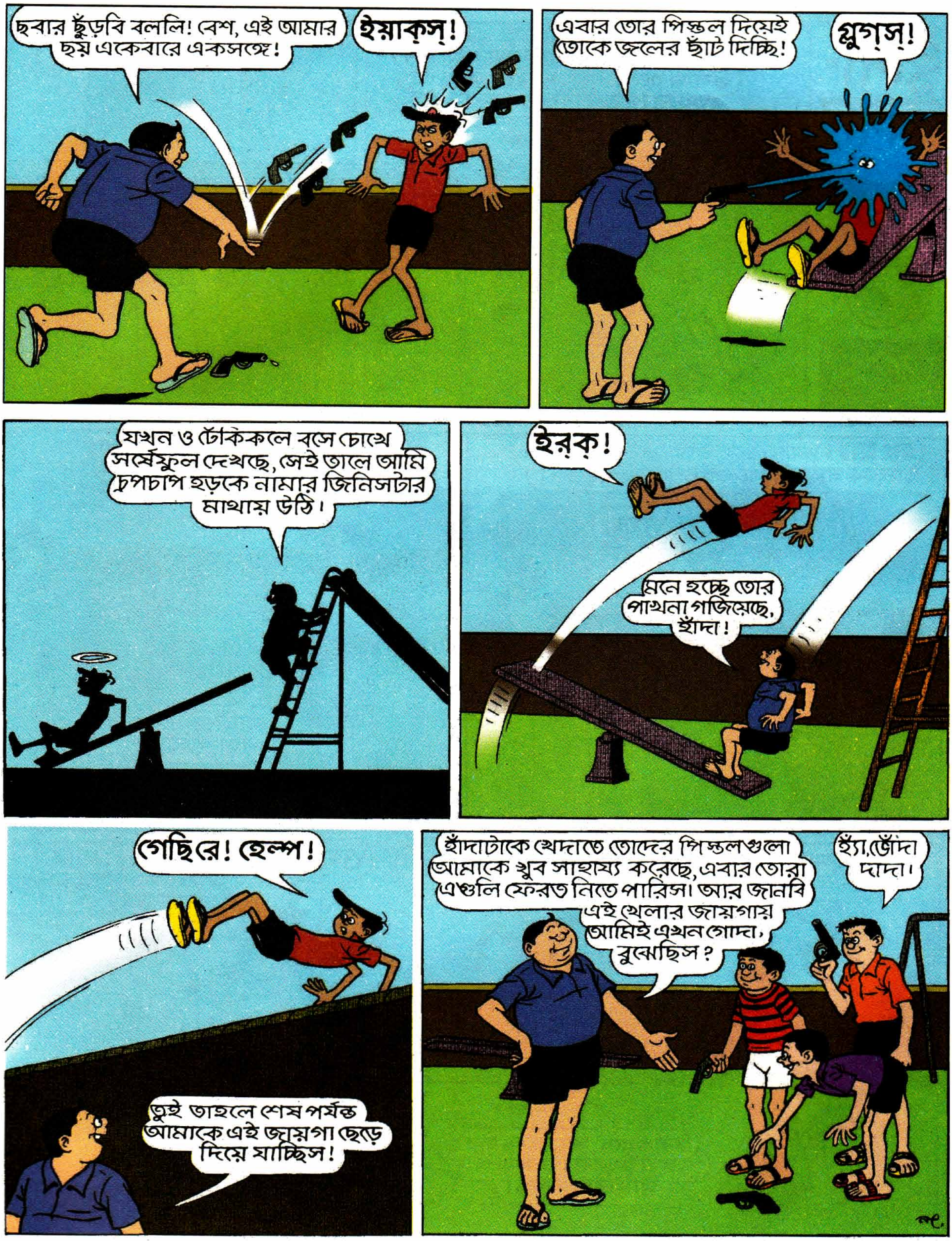
ছবার ছুঁড়বি বললি! বেশ, এই আমার ছয় একেবারে একসঙ্গে!
ইয়াক্‌স্!
এবার তোর পিস্তল দিয়েই তোকে জলের ছাঁট দিচ্ছি!
গ্লুগ্‌স্!
যখন ও টোকাকলে বসে চোখে সর্ষেফুল দেখছে, সেই তালে আমি চুপচাপ হড়কে নামার জিনিসটার মাথায় উঠি।
হর্‌ক্!
মনে হচ্ছে তোর পাখনা গজিয়েছে, হাঁদা!
গেছিরে! হেল্প!
তুই তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাকে এই জায়গা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছিস!
হাঁদাটাকে খেদাতে তোদের পিস্তলগুলো আমাকে খুব সাহায্য করেছে, এবার তোরা এগুলি ফেরত নিতে পারিস। আর জানবি এই খেলার জায়গায় আমিই এখন গোদা, বুঝেছিস?
হ্যাঁ, ভোঁদা দাদা।

হাঁদা-ভোঁদার

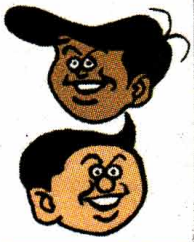

লেবুর লড়াই



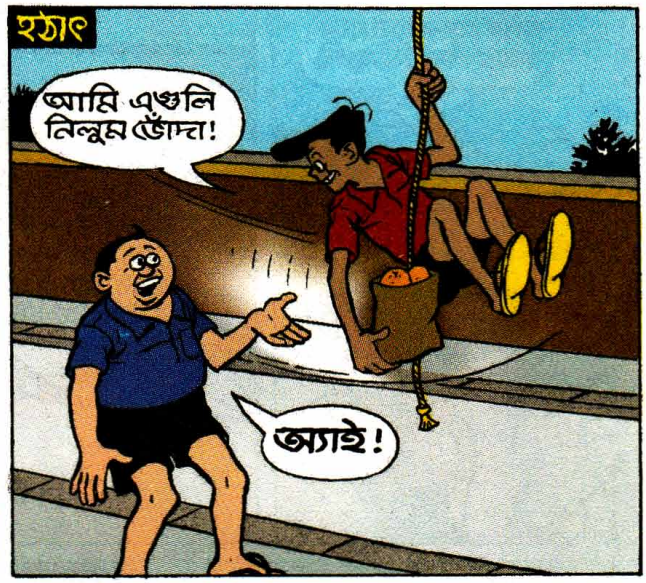





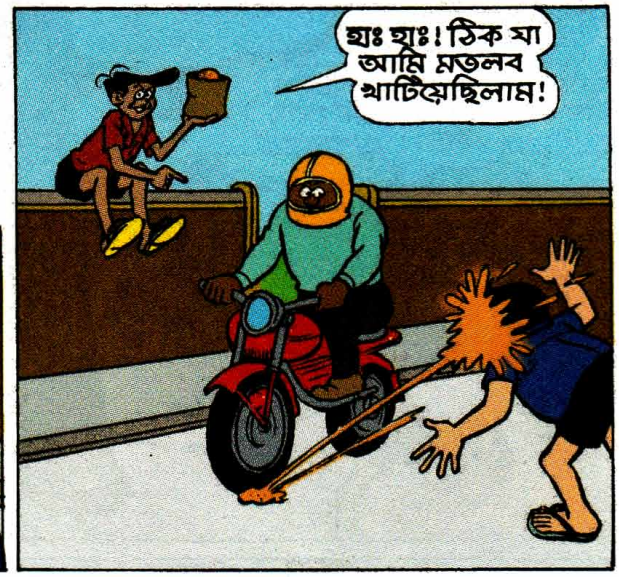



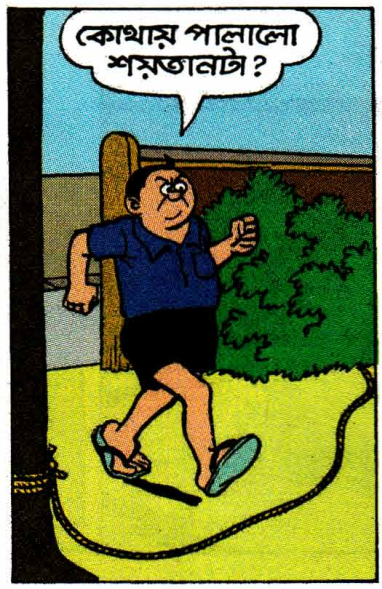




পরে
এবার তোকে পেয়েছি! আর তোর আমার হাত থেকে নিস্কৃতি নেই!
আমার নাগাল পাবি? সাইকে পড়ার জন্যে দ্যাখ দড়িটা গিঁয়ে রেখেছি!
ঠিক যে জিনিসটার আমার দরকার!
তোর চেয়ে আমি অনেক বেশী চালাক আর চটপটে, ভোঁদা!
তাকে বলেছিলাম আমি সরে পড়বো! দ্যাখ, কি রকম নিখুঁত ব্যবস্থা!
হিঃ হিঃ! ঐ তেল ওর খেল খতম করে দিয়েছে!
হুঁররর্‌ক!
ছপাস!
শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোর দড়ি তোকে সড়সড়িয়ে ফেলে দিলো রে ছাঁদু! হাঃ হাঃ!
বাহ্!

হাঁদা-ভোঁদার



পেরেক আর হাতুড়ি
















আরে, এই জুতোর ব্যাপারে অন্য জিনিসও আছে যা তুই দেখে নিতে ভুলে গেছিস হাঁদা!
বটে, সেটা কি?
জুতোর সোল!
আঘ্‌রাহ্!
বাপ রে! ক্ষেপে একেবারে লাল হয়ে গেছে!
গর্‌র্‌! এর ফল তোকে পেতে হবে!
হতচ্ছাড়াটাকে ফাঁকি দিতে পেরেছি। এবার জুতো পালটে আস্তাঘরটা একটু মেরামত করে নি।
কিছু পরে
এই তক্তাটা দেখছি ঢিলে। পেরেক ঠুকে এটাকে এঁটে দিই।
আমার মুখে পদাঘাত করে এখানে পালিয়ে এসে ভেবেছে ওকে পাবো না। এবার দেখাচ্ছি মজা!
আঁউফ্! এটা কি ছিলো? ওয়াইচ্!
হিঃহিঃ! তুই ভুল পেরেকে ঘা মেরেছিস, ভোঁদা!
ওয়াহ্! তুই তো এটা করলি, হতচ্ছাড়া!


ঠিক বলেছিস! আর সেই জন্যে এটাও!
ওয়াফ্!
তোর লাগানো পেরেকটা এখন ভালো কাজ দেবে!
গোঁওও! আমাকে ছেড়ে দে বলছি!
গররর! আমাকে নামিয়ে দে, ছুঁচো!
হেঃহেঃ! এখন তুই এখানেই থাক, ভোঁদা। তোর পেরেকগুলি আমি ধার নিচ্ছি!
আরঘ্হ্!
গররর! এবার আমি আমার ওপর এই উৎপীড়নের বদলা নেবো!
হঠাৎ
ভোঁদা! তুই তোর জামার এই অবস্থা কি করে করেছিস?
মরেচে! মা!
বাড়ি থেকে একটু বেরিয়েছি কি অমনি একটা কিছু ঘটাবে!
আঁফ্!


পরে
হতচ্ছাড়াটাকে এবার মজা দেখাচ্ছি!
ঐ যে ও আসছে!
এই দ্যাখ্ মজা!
ইয়ুফ্
ঠিক তখনি
সর্বনাশ! আমার টায়ার!
ইর্ক্! পিসেমশাই!
গর্র্! ভেতরে আয়!
ওহ্, না!
উফ্! আফ্স্! গেছিরে!
হাঃহাঃ! শোনো তোমরা! আমি ওকে পেরেক লাগিয়েছি এখন পিসেমশাই পেরেকে হাতুড়ি ঠুকছেন!

হাঁদা-ভোঁদার



ডাকের ছাপ


তোর এই নয়া পোস্ট অফিস সেট আমার খুব পছন্দ, বচা, পরে বিলি করার গুলি আমিই সংগ্রহ করবো।
ঠিক আছে, ভোঁদাদা! যত তাড়াতাড়ি হয় এই চিঠিগুলিতে আমি ছাপ মেরে দিই।


এই তোর একজনে খদ্দের এসেছে, ভোঁদা!
গেছি রে! আমার পা গেলো!


হ্যাট, ভোঁদা! নির্ঘাত সমস্ত ডাক বাক্স ঘুরে ঘুরে তোর এ অবস্থা হয়েছে!


আমি তোকে সাহায্য করছি, ভোঁদা! আমি ডাক বাক্সটাই তোর কাছে নিয়ে এসেছি!
ওফস্! এটা তুলে নে বলছি, হাঁদা!


এই যে এখানে কিছু চিঠি আছে যা ডাকে দিতে ফাঁকে পড়েছে- এবার সেগুলি যাচ্ছে!
আঁকস্! আমার মুখটা গেলো! শিগগির এসব থামা!


এবার আমি এখানে পোস্টমাস্টার, আমার কাছ থেকে কিছু ডাকটিকিট কিনতে চাস?
না, আমার কাছে কেনার পয়সা নেই!


তাহলে আমি তোকে বিনা পয়সায় টিকিট দেবো— চমৎকার কালির হাতে মারা ছাপ টিকিট!
ইরক্! না, হাঁদা! না!


হেঃ হেঃ! এই ডাকের ছাপ তোকে দূর দেশে নিয়ে আবার ফেরত দিয়ে যাবে, ভোঁদা!
থাম! ইরক্! আমার চোখ!

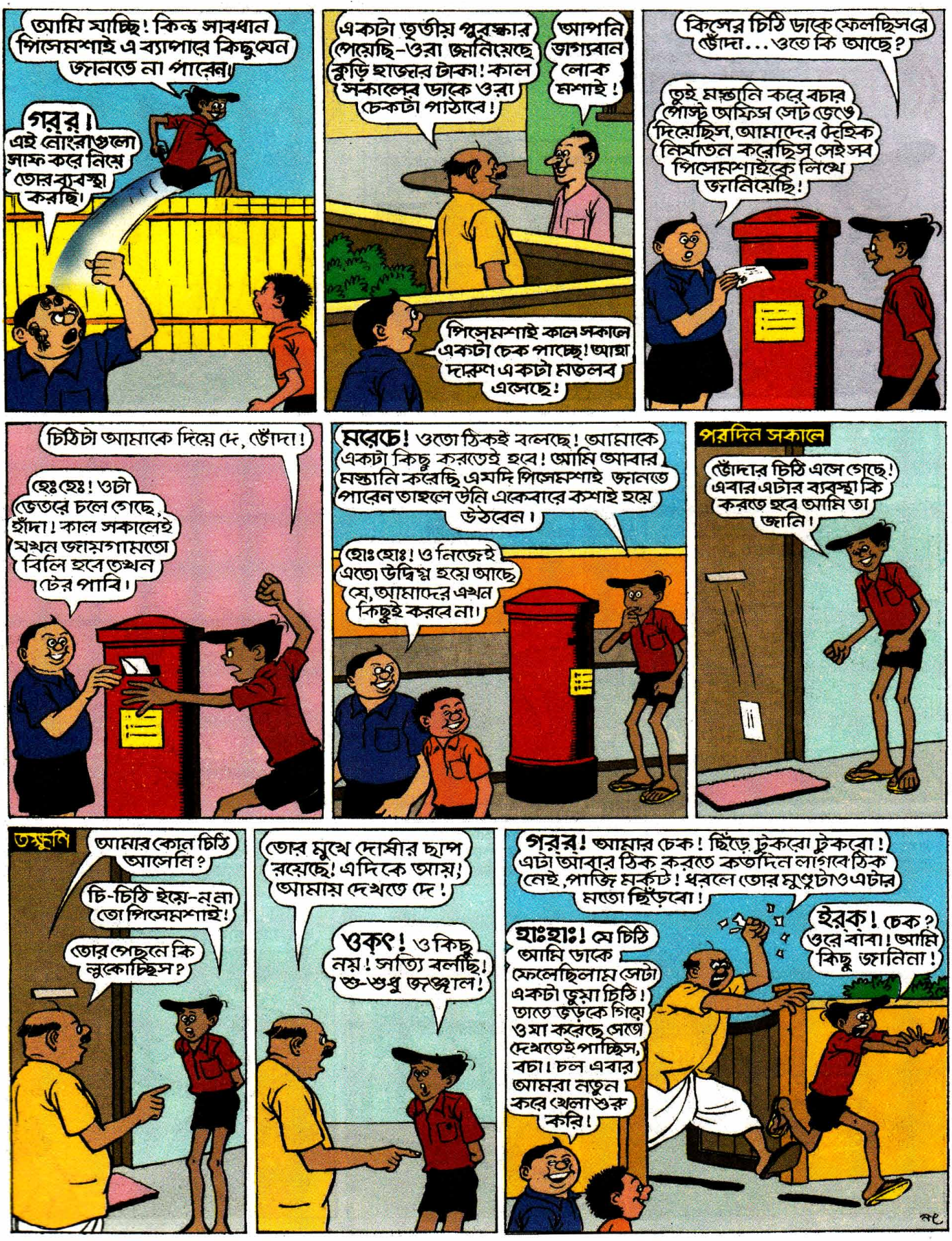
আমি যাচ্ছি! কিন্তু সাবধান পিসেমশাই এ ব্যাপারে কিছুযেন জানতে না পারেন।
গর্‌র্‌! এই নোংরাগুলো সাফ করে নিয়ে তোর ব্যবস্থা করছি।
একটা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছি-ওরা জানিয়েছে কুড়ি হাজার টাকা! কাল সকালের ডাকে ওরা চেকটা পাঠাবে!
আপনি ভাগ্যবান লোক মশাই!
পিসেমশাই কাল সকালে একটা চেক পাচ্ছে! আহা দারুণ একটা মতলব এসেছে!
কিসের চিঠি ডাকে ফেলছিসরে ভোঁদা... ওতে কি আছে?
তুই মস্তানি করে বচার পোস্ট অফিস সেট ভেঙে দিয়েছিস, আমাদের দৈহিক নির্যাতন করেছিস সেইসব পিসেমশাইকে লিখে জানিয়েছি!
চিঠিটা আমাকে দিয়ে দে, ভোঁদা!
হেঃহেঃ! ওটা ভেতরে চলে গেছে, হাঁদা! কাল সকালেই যখন জায়গামতো বিলি হবে তখন টের পাবি।
মরেচে! ওতো ঠিকই বলেছে! আমাকে একটা কিছু করতেই হবে! আমি আবার মস্তানি করেছি এমদি পিসেমশাই জানতে পারেন তাহলে উনি একেবারে কশাই হয়ে উঠবেন।
হোঃহোঃ! ও নিজেই এতো উদ্বিগ্ন হয়ে আছে যে, আমাদের এখন কিছুই করবে না।
পরদিন সকালে
ভোঁদার চিঠি এসে গেছে! এবার এটার ব্যবস্থা কি করতে হবে আমি তা জানি!
তক্ষুণি
আমার কোন চিঠি আসেনি?
চি-চিঠি ইয়ে-না না তো পিসেমশাই!
তোর পেছনে কি লুকোচ্ছিস?
তোর মুখে দোষীর ছাপ রয়েছে! এদিকে আয়! আমায় দেখতে দে!
ওকৎ! ও কিছু নয়! সত্যি বলছি! শু-শুধু জঞ্জাল!
গর্‌র্‌! আমার চেক! ছিঁড়ে টুকরো টুকরো! এটা আবার ঠিক করতে কতদিন লাগবে ঠিক নেই, পাজি মার্কট! ধরলে তোর মুণ্ডুটাও এটার মতো ছিঁড়বো!
হাঃহাঃ! যে চিঠি আমি ডাকে ফেলেছিলাম সেটা একটা ভুয়া চিঠি! তাতে ভড়কে গিয়ে ওমা করেছে সেতো দেখতেই পাচ্ছিস, বচা। চল এবার আমরা নতুন করে খেলা শুরু করি!
ইরক! চেক? ওরে বাবা! আমি কিছু জানিনা!

হাঁদা-ভোঁদার



লোহার টুপি













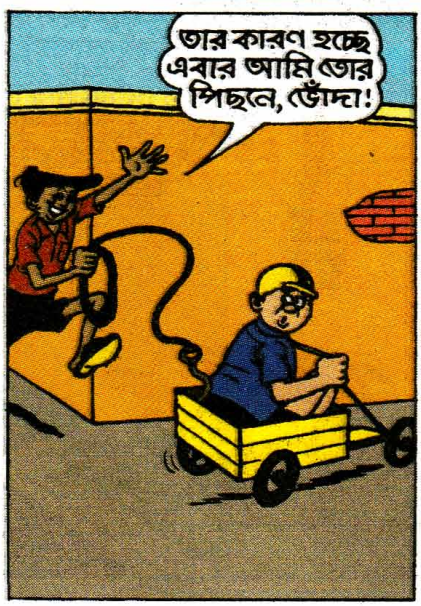





F-37

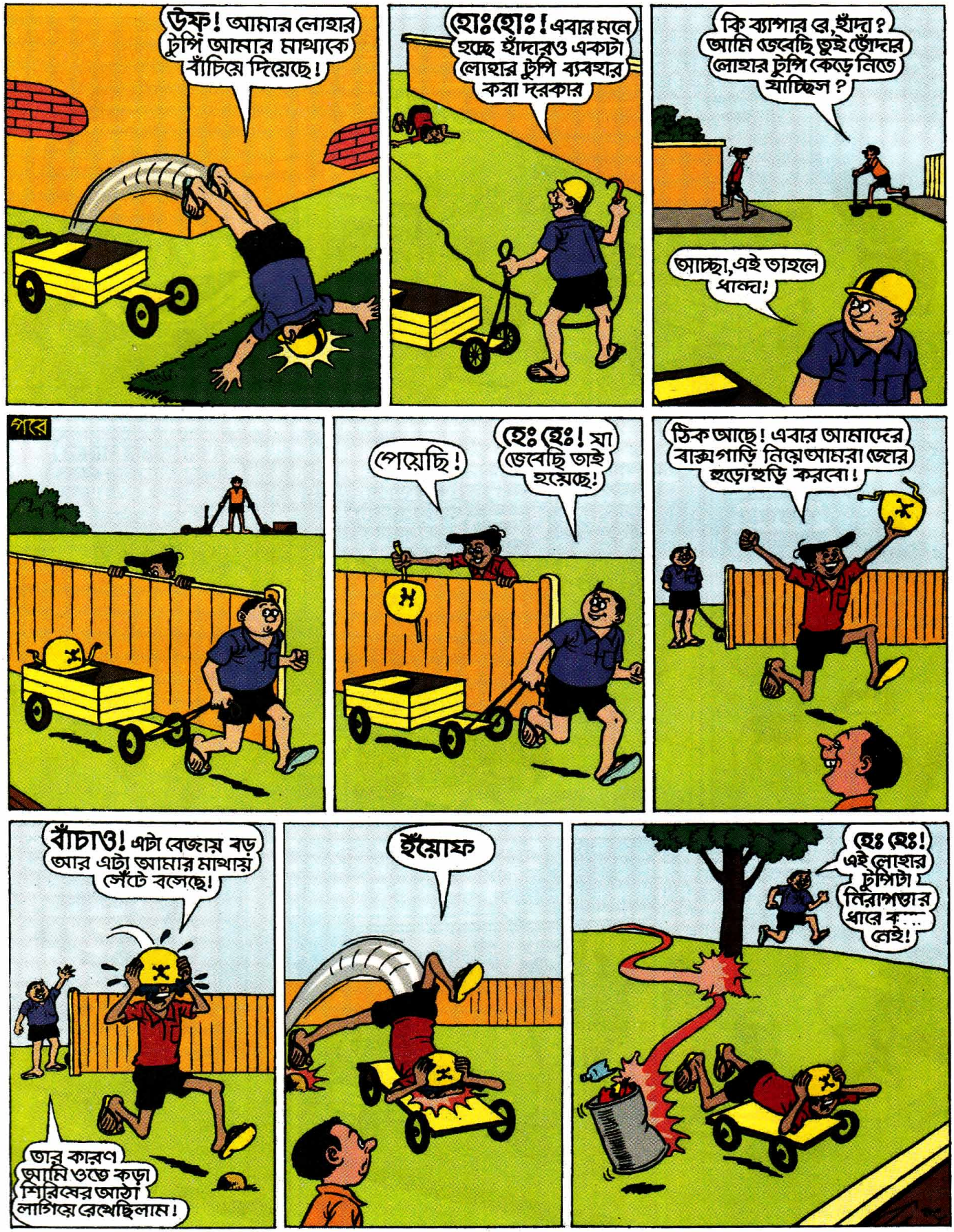
উফ! আমার লোহার টুপি আমার মাথাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে!
হোঃহোঃ! এবার মনে হচ্ছে হাঁদারও একটা লোহার টুপি ব্যবহার করা দরকার
কি ব্যাপার রে, হাঁদা? আমি ভেবেছি তুই ভোঁদার লোহার টুপি কেড়ে নিতে যাচ্ছিস?
আচ্ছা, এই তাহলে ধান্দা!
পরে
পেয়েছি!
হেঃ হেঃ! যা ভেবেছি তাই হয়েছে!
ঠিক আছে! এবার আমাদের বাক্স গাড়ি নিয়ে আমরা জোর হুড়োহুড়ি করবো!
বাঁচাও! এটা বেজায় বড় আর এটা আমার মাথায় সেঁটে বসেছে!
তার কারণ আমি ওতে কড়া শিরিষের আঠা লাগিয়ে রেখেছিলাম!
ইঁয়োফ
হেঃ হেঃ! এই লোহার টুপিটা নিরাপত্তার ধারে কা... নেই!

হাঁদা-ভোঁদার



পাল্টা লেগি


বলতো কে?
জানি—তুই হাঁদা!


আমি ঠিক! তুই আমাকে বোকা বানাতে পারিস নি!
হ্যাঁ! যতক্ষণ না আয়নায় দেখছিস!
ভোঁদা!


তোর নোংরা মুখটা দ্যাখ্! তোর মুখ সাফাই তারপর আচ্ছা ধাপাই দেওয়া দরকার!
কি-কিন্তু কি নোংরা মুখে?


কিছু পরে
তোর পিসেমশাইয়ের জামা উড়ে যাচ্ছে! ওটা ধর, ভোঁদা!
আমি তোর হয়ে ধরে দিচ্ছি, ভোঁদা!


দারুণ ধরেছি! জাগ্যিস এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ধরতে পারলাম, তাই নারে ভোঁদা?
কিন্তু তোর হাত তো নোংরা! কি অবস্থা করেছিস দ্যাখ্।


গরর! আমার জামাটার কি অবস্থা করেছিস! চল, দেখাচ্ছি মজা।
কি-কিন্তু-
হোঃহোঃ! পিসেমশাই এবার আগের চেয়ে বেশী খাপ্পা!


বাড়ি যাবার আগে এবার হাত ধুয়ে ফেলি। পিসেমশাই যাতে বুঝতে না পারেন যে, আমি এসব করেছি, হেঃহেঃ!


কিছু পরে বাড়ি ফেরার পথে—
এই, হাঁদা! বলটা আটকা!
পারবো না! আমি আর আমার হাতে নোংরা লাগাবো না!


বলটা নোংরা কাদাজলে পড়েছে, এটাকে তুলতে আমি ভোঁদার ছেড়ে রাখা জামাটা ব্যবহার করতে পারি!

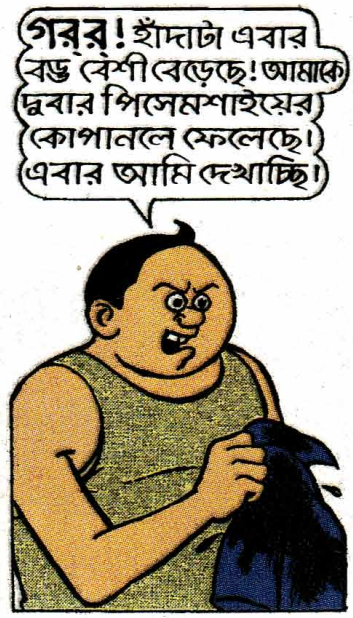
গর্‌র্‌! হাঁদাটা এবার বড্ড বেশী বেড়েছে! আমাকে দুবার পিসেমশাইয়ের কোপানলে ফেলেছে। এবার আমি দেখাচ্ছি!


হেঃহেঃ! ঠাণ্ডায় হাতে পরার জন্যে পিসেমশাই দস্তানা রেখেছেন। হাঁদাকে পালটা লেঙ্গি দেবার জন্যে এগুলি কাজে লাগাবো।


কুকুরটাকে এরপর হাঁদার কাছে পাঠিয়ে দেবো, হিঃহিঃ!


যখন হাঁদা বাড়ি ফিরলো
দেখুন, পিসেমশাই! আমি আমার হাত সাফ রেখেছি।


ইয়াহ! আমরা সকলেই ফুটবল খেলছিলাম আর সবারই হাত নোংরা শুধু হাঁদা ছাড়া। আপনি বলতে পারেন এটা ও কি করে করলো?


হ্যাঁ, নিশ্চয় পারি! ঠাণ্ডায় পরার জন্যে আমার নতুন কেনা দস্তানা ও পরেছিলো। খুবই নোংরা অবস্থায় আমি এগুলো পেয়েছি।
কি? না-না, আমি করিনি, পিসেমশাই! ভোঁদা লেঙ্গি দিচ্ছে।


ভেতরে চল, হাঁদা! তুই আমার নয়া দস্তানা নষ্ট করেছিস, এবার আমি কত রকম ভাবে কষ্ট দেওয়া যায় সেটা তোর ওপর পরীক্ষা করবো।
হেঃহেঃ! এবার আমি আমার হাত ধুয়ে ফেলি।

হাঁদা-ভোঁদার



যন্ত্রপাতি













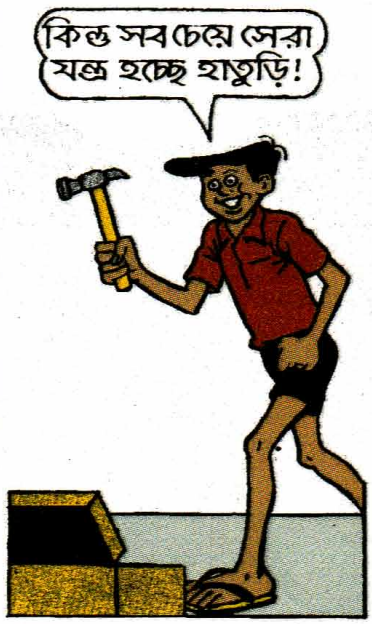




এবার ঠিকঠাক হয়েছে এখন তুই চাপাতে পারিস!
হাঃ হাঃ!
গরর! পাজি! হতচ্ছাড়া!
পরে
আঃহা! হাঁদা আবার এখানে আসছে!
বাইকটা আবার ঠিক হয়েছে!
এঃ?
তাহলে আমি এবারে চড়ে টেস্ট করে দেখি!
একটুখানি গিয়ে আমি এটার বারোটা বাজিয়ে দেবো!
অ্যাই! আমি সেঁটে গেছি!
হ্যাঁ! সাঁটবিই তো! স্যাড়ল, প্যাড়ল, হ্যাণ্ডল আর বার টিলে ছিলো— তাই আমি সুপারগাম দিয়ে ওগুলি এঁটে দিয়েছি! তাই সর্বত্রই লেগেছিলো!
হেঃ হেঃ!
ম-মতলবটা কি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?
বাইক রাখার জায়গায়, হাঁদা— এই যে সেটা!
এবার আমি এতে কুলুপ এঁটে দিলুম!
আর আমাকে হেনস্থা করার জন্যে এবার আমি তোকে কিছু শিক্ষা দিতে চাই!
ইঃ হিহিহি! শীতে জমে গেলুম সেইসঙ্গে ক্ষিদেতেও মলুম! ওঃ হোহো!
তুই খুব কাজ দিচ্ছিস, হাঁদা! তুই চোর বিতাড়ন যন্ত্র হয়েছিস। তোর চিল্লানিতে আজ এ তল্লাটে চোর ঘেঁষবে না!
হেঃ হেঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

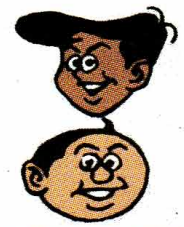

খাঁটের লড়াই

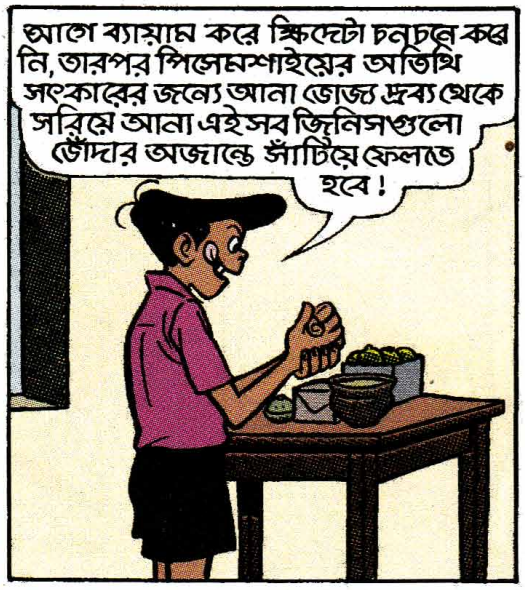
















কিন্তু
!
মরেচে! আমার স্কিপিং দড়ি কিছু একটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে!
ওফ!
আয় ল্যাদা, আমরা দরজা জানালা সাফাইকারীর এই মইটা দিয়ে নেমে যাই!
এটা এখানে রেখে জল নিয়ে আজি!
ওরে বাবা! এটা যে নীচে পড়ে যাচ্ছে রে!
কে দইয়ের ভাঁড় ছুঁড়েছে পিসেমশাই সেটা জেনে ফেলার আগেই তাড়াতাড়ি সরি!
উল্‌প!
এই তো সেই খাবার—আর হাঁদার ঘরের চাবি!
অ্যাই! খবরদার ও জিনিসে হাত দিবি না জোঁদা!
খেয়ে নে, ল্যাদা! হাঁদা এখন খুব ব্যস্ত!
তুইই তাহলে ব্যায়াম ঘরে ছিলি স্টুপিড! এবার তবে আমি তোর ওপর দিয়ে হাতের ব্যায়াম করেনি
উফ্‌স! আফ্‌স!

হাঁদা-ভোঁদার

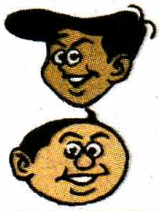

আম বিভ্রাট













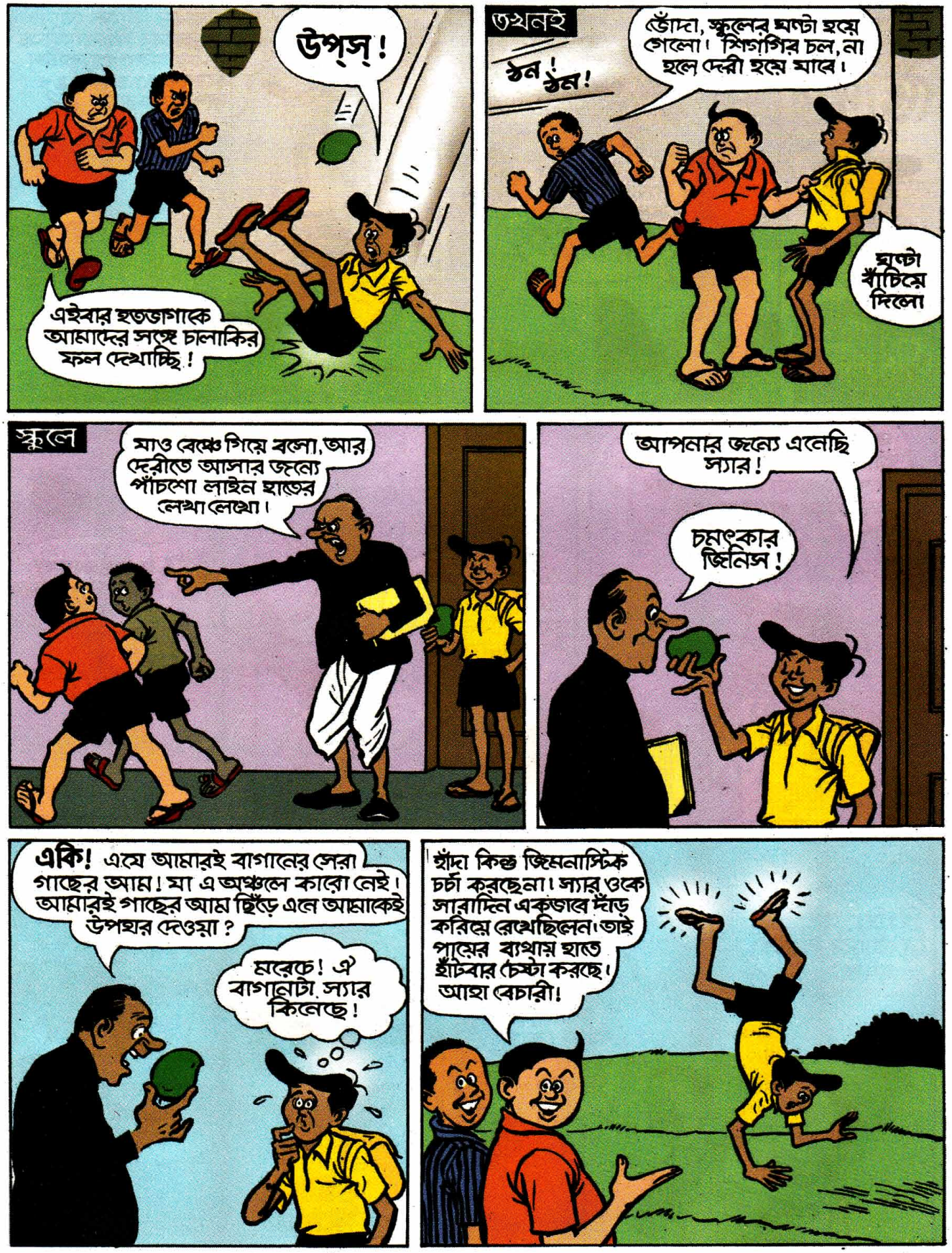
উপ্‌স্‌!
এইবার হতভাগাকে আমাদের সঙ্গে চালাকির ফল দেখাচ্ছি!
তখনই
ঠন! ঠন!
ভোঁদা, স্কুলের ঘন্টা হয়ে গেলো। শিগগির চল, না হলে দেরী হয়ে যাবে।
ঘন্টা বাঁচিয়ে দিলো
স্কুলে
যাও বেঞ্চে গিয়ে বসো, আর দেরীতে আসার জন্যে পাঁচশো লাইন হাতের লেখা লেখো।
আপনার জন্যে এনেছি স্যার!
চমৎকার জিনিস!
একি! এযে আমারই বাগানের সেরা গাছের আম! যা এ অঞ্চলে কারো নেই। আমারই গাছের আম ছিঁড়ে এনে আমাকেই উপহার দেওয়া?
মরেছে! ঐ বাগানটা স্যার কিনেছে!
হাঁদা কিন্তু জিমনাস্টিক চর্চা করছেনা। স্যার ওকে সারাদিন একভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তাই পায়ের ব্যথায় হাতে হাঁটবার চেষ্টা করছে। আহা বেচারী!

হাঁদা-ভোঁদার

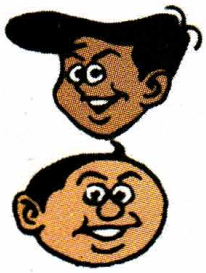

ফেরেববাজী

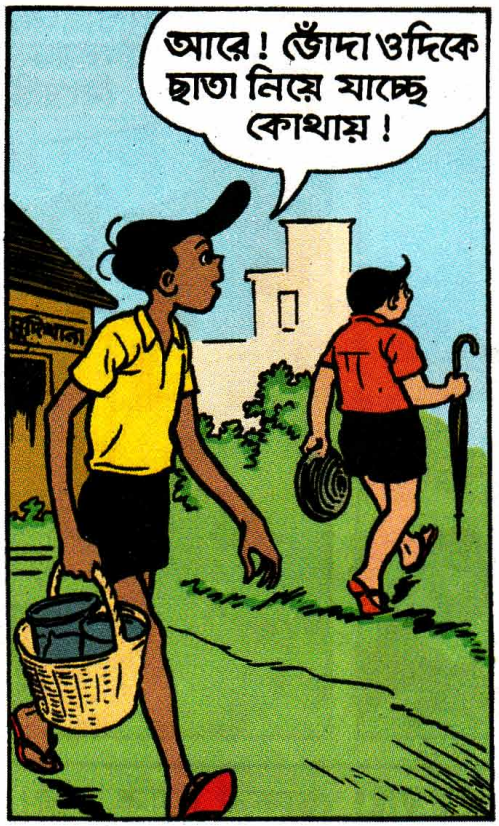
আরে! ভোঁদা ওদিকে ছাতা নিয়ে যাচ্ছে কোথায়!


ভোঁদা ফলসা পাড়ছে। ওকে বোকা বানিয়ে একটু মজা করি! হিঃ হিঃ হিঃ!


হাঁদা যে রে! তুইও ফলসা পাড়তে এসেছিস?
দূর বুদ্ধু কোথাকার! আমি খুঁজছি কড়াইশুঁটি!


হাঃ হাঃ! হাঁদা কড়াইশুঁটি পাড়তে এসেছে--- তুই যদি এই ঝোপে কড়াইশুঁটি পাস, তাহলে তোকে একটা স্পেশাল কোবরেজি কাটলেট খাওয়াবো!


এই দ্যাখ ভোঁদা কড়াইশুঁটি! এবার তোকে স্পেশাল কোবরেজি কাটলেট খাওয়াতে হবে!
আরি বাস্!
এই মরেচে! পিসেমশাইয়ের প্রিয় রান্না করা টিনের মাছ ফেলে দিয়েছি!
ওঃ ওঃ! এটা না নিয়ে যেতে পারলে পিসে আজ আর আস্ত রাখবে না!
হাঃ হাঃ! ছোকরা নাকি রান্না করা মাছ ধরছে — তাও আবার ছাতা দিয়ে! নির্ঘাত মুণ্ডু বিগড়েছে!
উঁহু উঁহু! কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না!

হাঁদা-ভোঁদার



পোষাপ্রাণী


আগামী কাল পোষমানা প্রাণী প্রতিযোগিতা হবে। সব থেকে সেরা পোষমানাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।


কাল যদি হোঁদোলকে স্কুলে নিয়ে যাই তবে তোমার আপত্তি নেই তো কাকা?
কিচ্ছু না, নিশ্চয় নিয়ে যাবি। তাতে বরঞ্চ কুঁড়ের বেহদ্দটার কিছু এক্সারসাইজ হবে।


সেইন্ট বার্ণাড কুকুরের গলায় মনে হয় পিপে ঝোলানো থাকে, তোর জন্যেও একটা করে দিচ্ছি হোঁদোল!


এই যে স্কুলে এসে গেছি। ভোঁদা দেখছি বেড়াল নিয়ে এসেছে। খবরদার হোঁদোল, তুই কিন্তু বেড়াল তাড়া করতে যাবি না!


এবার তোর গলায় ঝোলানো পিপে থেকে এই খেলনা পিস্তলে জল নিয়ে কি মজা করি। শেষ পর্যন্ত পুরস্কার নিতে শুধু তুইই থাকবি হোঁদোল। হিঃ হিঃ!


ঐ কাকাতুয়াটার ঘাড়টা একটু সাফা করা দরকার হোঃ হোঃ!


একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটলো


ব্যাটা বাঁদর যদি আবার চান করা পছন্দ করে?


ছিঃছিঃ! একেবারে বুনো জন্তু!
হুবুরে! এবারে তিন নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর কর্ণ সাফাই!
ওয়াফ!
হুম, এসব তাহলে হাঁদারই কারসাজি!
তুই তোর জল পিস্তলটা ফেলে দিয়েছিস হাঁদা!
কি ওটা?
তাহলে জল পিস্তলটা তোর, হাঁদা, আর তোর সেইন্ট বার্ণার্ড কুকুরের গলায় ঝোলানো পিপে থেকে জল নিচ্ছিস? ঠিক আছে তুই পিছনে দাঁড়িয়ে এক হাজার লাইন লিখবি!
কিন্তু স্যার, আমার কাছে কালি নেই!
চিন্তা নেই, তোকে অঢেল কালি যোগান দিচ্ছি!
তোর তৈরি পিপেতে যা কালি ধরেছে হাঁদা, কোটি লাইন লিখলেও তা ফুরোবে না! হাঃ হাঃ!
ম্যালা ফ্যাক ফ্যাক করবি না ভোঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার



জুতোর প্যাঁচ









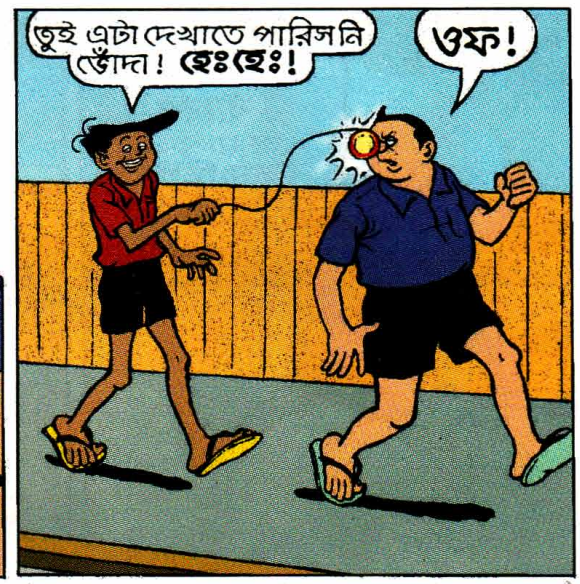








তারপর সেই ছাল দিয়ে জয়ঢাক বানিয়ে বাজাবো!
হিঃ হিঃ! আমি বেশ ভালোভাবেই হাঁদাকে ধরেছি!
বাঁচাও! আমাকে নীচে নামা শিগগির!
ওখানে ঝুলন্ত হাঁদা, আর এখানে তাল তাল কাদা। হাতের টিপ প্র্যাকটিস কর, বচা!
কাদার তাল ছুঁড়ে হাঁদার হাল একেবারে ঢিলে করে দিয়েছি। সহজে আর ও আমার পেছনে লাগবে না।
এর বেশ কিছুদিন পর
সেদিনের পর থেকে হাঁদার আর দেখা নেই। কোথায় গেলো বলতো?
মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে বলে শুনেছি।
আরো কিছুদিন পর
আইসক্রীম খেতে খেতে একবার হাঁদাদের ওদিকটা ঘুরে আসি।
আইসক্রীম


আরেঃ! হাঁদা যেরে!কোথায় ছিলি এতোদিন ?
আরেঃ ভোঁদা, তুই ?
গেছি রে!
ওওঃ! ব্যাপারটা কি ঘটলো ?
হোঃ হোঃ! সেই ঘটনার পর থেকে আমি জুডো শিখছিলাম!
ঘাবড়াস না, ভোঁদা! আমি তোকে খাড়া হতে সাহায্য করছি।
উফ! ধন্যবাদ!
জুডোর প্যাঁচ কেমন লাগছে বলতো, ভোঁদা?
ইররক! আর না!
সেদিন বেকায়দার ফায়দা যা তুলেছিলি এটা তার বদলা!
হেঃ হেঃ!
কিছুক্ষণ পর
হাঁদাদা আমাকে বললো তোর গুরু জুডোর প্যাঁচে কাতরাতে শুরু করেছে, গিয়ে দেখে আয়।
ওকে জব্দ করার একটা মতলব এসেছে,রচা। তুই ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

F-38


এই যে, এসে গেছিস, হাঁদা! তোর সঙ্গে আবার দেখা হওয়াতে খুশি হলুম...
তোর ঐ জুডোর প্যাঁচে আমি কিছু মনে করিনি, হাঁদা! নে হাতে হাত মেলা!
আছাড় খেয়ে তোর বুদ্ধি সাফ হয়েছে দেখে আমিও খুশি।
এ-একি!
এবার তোকে আমি ধরেছি এবং তোরই কায়দায়!
হিঃহিঃ! কিন্তু কিছুই করতে পারলি না, ভোঁদা! তুই আমার পা ই মাটি থেকে হটাতে পারলি না।
আমি হয়তো পারি নি!
...কিন্তু ও পারবে!
গেছি রে! বাঁচাও!
হাঃহাঃ! প্যাঁচগুলো বেশ ভালোই হচ্ছে কি বলিস, হাঁদা?

হাঁদা-ভোঁদার



ছদ্মবেশ


এই দ্যাখ! এটা ছদ্মবেশ ধরবার জিনিস পত্রের বাক্স। আমার এক কাকা বিলেত থেকে এটা এনে দিয়েছে। এখানে কোথাও এসব পাবি না।
গুল ঝাড়চিস তো?


গুল ঝাড়চি! যদি আমি ছদ্মবেশ ধরি, তবে বাজি রেখে বলতে পারি আমাকে চিনতে পারবি না।
বেশ, তাহলে সেই কথাই ভালো।


ঐ হাঁদা আসছে। ও ভেবেছে ওর ঐ ছদ্মবেশে ও আমাদের বোকা বানাবে, বুদ্ধু কোথাকার!
ওকে পাকড়াতে হবে।


তোকে ধরে ফেলেছি হাঁদা!
এ্যাঁহ!


এই দ্যাখ! আমি ঠিক হাঁদাকে ধরেছি।


আমি হাঁদা নই!
আমিও না।

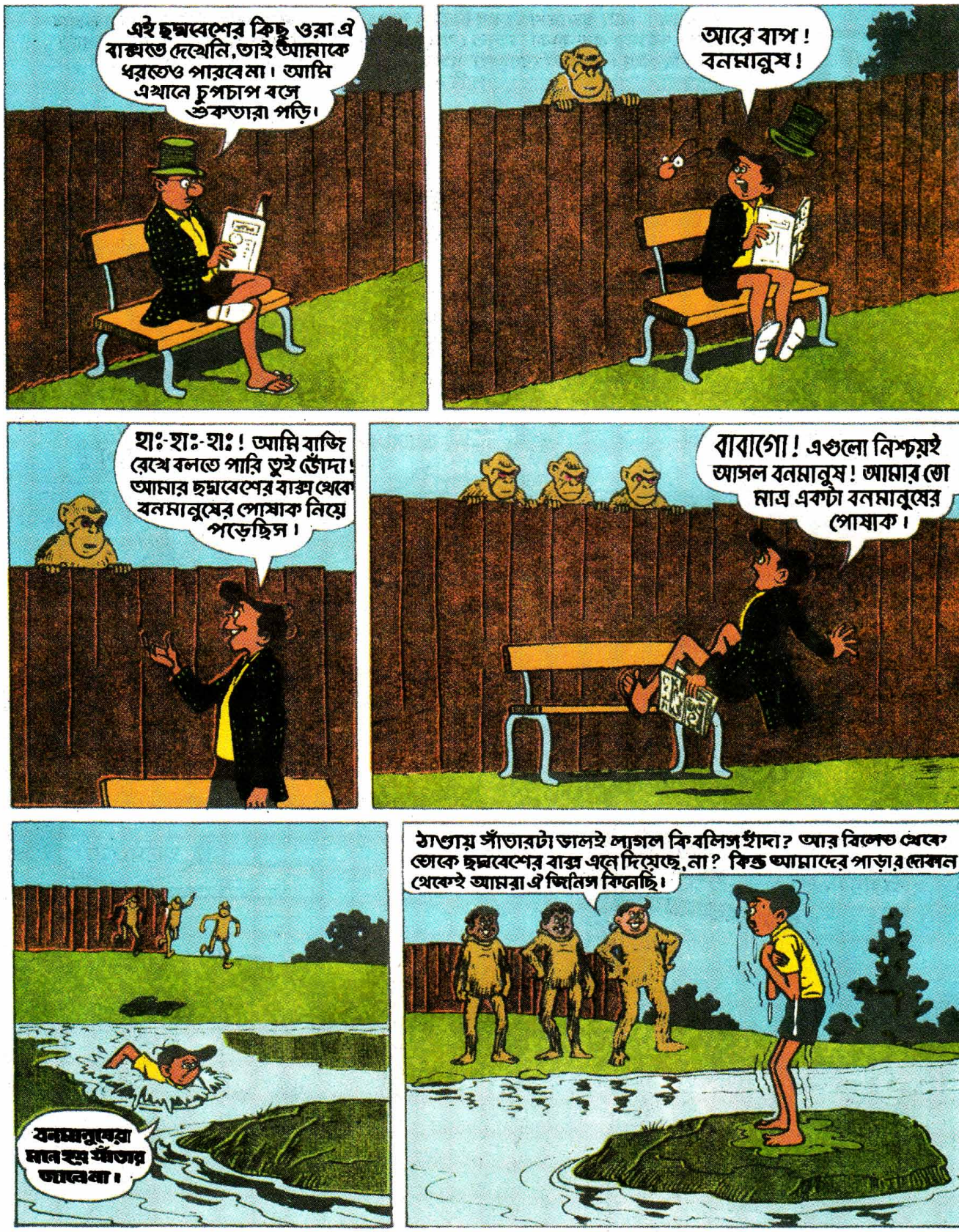
এই ছদ্মবেশের কিছু ওরা ঐ বাক্সতে দেখেনি, তাই আমাকে ধরতেও পারবে না। আমি এখানে চুপচাপ বসে শুকতারা পড়ি।
আরে বাপ! বনমানুষ!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুই ভোঁদা! আমার ছদ্মবেশের বাক্স থেকে বনমানুষের পোষাক নিয়ে পড়েছিস।
বাবাগো! এগুলো নিশ্চয়ই আসল বনমানুষ! আমার তো মাত্র একটা বনমানুষের পোষাক।
বনমানুষেরা মনে হয় সাঁতার জানে না।
ঠাণ্ডায় সাঁতারটা ভালই লাগল কি বলিস হাঁদা? আর বিলেত থেকে তোকে ছদ্মবেশের বাক্স এনে দিয়েছে, না? কিন্তু আমাদের পাড়ার দোকান থেকেই আমরা ঐ জিনিস কিনেছি।

হাঁদা-ভোঁদার

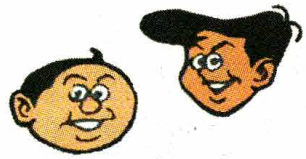

লুকোচুরি


রেস্টুরেন্ট
আরে! হাঁদা দেখছি রেস্টুরেন্টে ঢুকছে! একবার দেখতে হচ্ছেতো!


আহা! কি দারুন চিকেন রোস্ট!


আরে-আরে একি!


আমাকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া হচ্ছিল! খুব টাইট দিয়েছি!


নির্ঘাত ভোঁদা। কিন্তু আমিও ঐ রোস্ট কেড়ে আনবো!


ঐযে শয়তানটা ওখানে বসে খাওয়ার মতলব করছে। ওঃ, ঠিক সময়ে এসে গেছি!


দে, আমার চিকেন রোস্ট দে!


ওফ্!
হতচ্ছাড়া হাড়গিলে! তোর জন্যে আমার রোস্টটা ফুকুরে নিল!
মুরগির রোস্ট হাতে একটা ছেলেকে এদিকে দেখেছেন?
কি বললে?
বলছি যে— 'মুরগি'!
ওই ওখানে!
উজবুকটা তাহলে ঐখানে লুকিয়েছে!
পাঁচিল ডিঙিয়েই ভেতরে যাবো!
এ্যাই মরেচে! এটা যে মুরগি পালনের জায়গা!
মুরগি পালন ক্ষেত্র
ধর্ ধর্ ওটাকে ধর!
এবারে হোটেলে খাওয়ার টাকা দাও!
আমার রোস্ট নষ্ট করেছ, তার দাম দাও!
আর আমার মুরগির ডিমের দাম!
চমৎকার! এবারে নিশ্চিন্তে খাওয়া যাক!

হাঁদা-ভোঁদার



ঠকা ঠুকি


হাঁদা চিঠি দিয়েছে, আজই ও ফিরছে। তোকে স্টেশনে যেতে বলেছে ভোঁদা!
ঠিক আছে পিসেমশাই!


সাবধানে যাবি তারপর দুজনে সাবধানে ফিরবি বুঝলি?


হ্যাল্লো হাঁদা! উঃ, কতদিন পরে ফিরলি বলতো?
সত্যি ভাই ভোঁদা!


আমার সুটকেসটা তুই একটু নেনারে ভাই ভোঁদা!
এ আর বেশী কথা কি, নিচ্ছি!


কী রে সামান্য ব্যাগটা তুলতে পারছিস না!


অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল কিনা তাই তোর সঙ্গে একটু ইয়ে করলুম— হাঃ হাঃ হাঃ!
ওফ্!

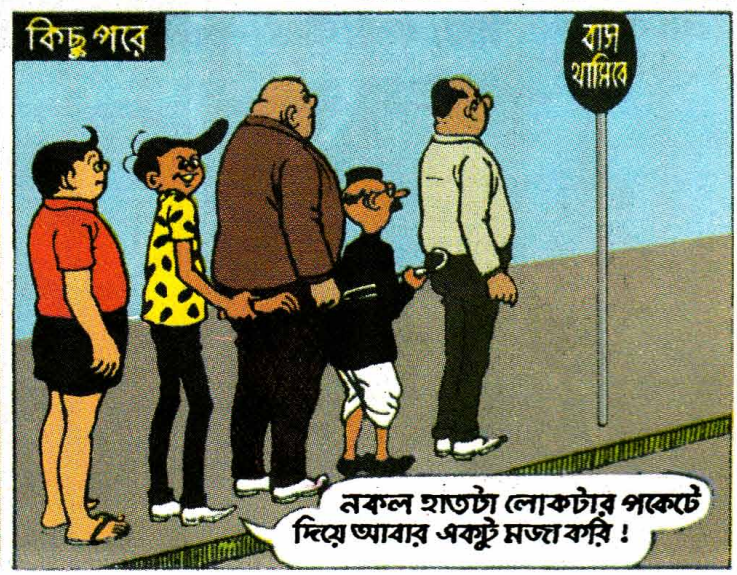
কিছু পরে
বাস থামিবে
নকল হাতটা লোকটার পকেটে দিয়ে আবার একটু মজা করি!


এ্যাই! পকেট মারার মতলব নাকি? শিগগির পকেট থেকে হাত বের কর!
দ্যাখ, পকেটে হাত সেঁধুনোর মজা!
আঁফ!
ঠিক টাইমলি বসে পড়েছি!
চ ভোঁদা ছুঁটে মেরে দিই। বাস আসতে অনেক দেরী!
দেখাচ্ছি মজা!
আ-আ, উঁটকো! এই দ্যাখ কি সুন্দর খাবার! এই নে। খাঁদার কাছে আরও আছে, যা!
শিগগির পালা খাঁদা! কুকুরটা পাগলা!
ঘেউ!
বাবারে!
শিগগির এই ঘরটায় ঢুকে পড় খাঁদা!
হোঃ হোঃ হোঃ!
আঁই! ইয়ো! আঁউ!
সেদিন বিকেলে
নেহাৎ আমার দুহাতই জোড়া নাহলে তোকে আমি.....
উত্তেজিত হোসনে খাঁদো: ডাক্তারবাবুর নিষেধ! হিঃ-হিঃ-হিঃ!
NO. 15

হাঁদা-ভোঁদার



ফন্দী ফিকির













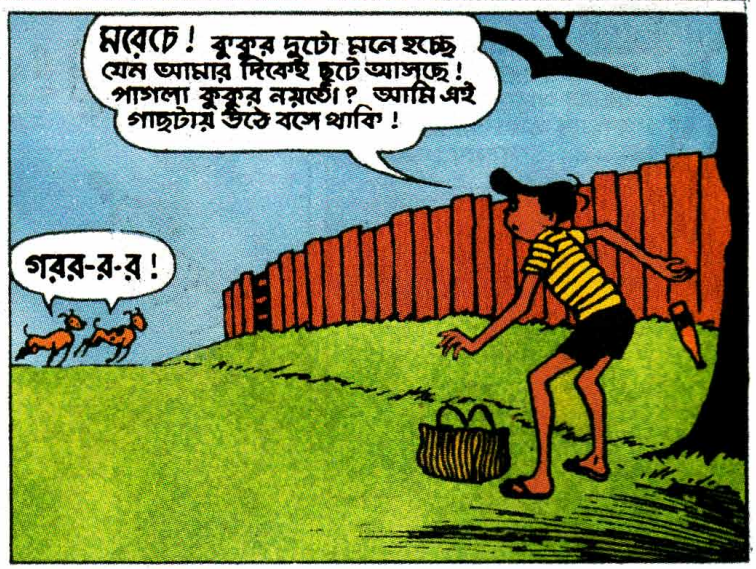


গেল আমার মাংস আর পরোটা ! এর লোভেই ব্যাটারা ছুটে এসেছিল !
মড়্-মড়্!
মড়াৎ!
ঝপাস্!
ইস্ ! একেবারে চেটে পুটে মেরে দিয়ে গেছে হতচ্ছাড়ারা !
ওরে না ! আবার ঐ জলে পড়তে চাই না !
গদাম্!
হতভাগা ছাগল ব্যাগটাকেই খেয়ে মেরে দিলে !
মচর্ !
মচর্ !
কিছু পরে
এখানে বসে বসে দুরে জামাটামাগুলো শুকিয়ে নি ! আর তো খাবার কিছু নেই, যে ছাগল ব্যাটা আবার গোঁতা মারবে !
বাপরে !
বাঃ ! আমি পিপড়ের ঢিবিতে বসেছিলুম, আর পিঁপড়েরা শেষে আমাকেই খাবার তালে ছিল !
আরে হাঁদা ! তুই এই পচা ডোবার জলে দাঁড়িয়ে, আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান ! খাবার নিয়ে যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলি ! শেষে বাড়িতেই মাংস পরোটা খেলাম। দারুণ হয়েছিল মাইরি মাংসটা !

হাঁদা-ভোঁদার



ছল চাতুরী


সন্ধ্যেবেলা মাকে পায়েস তৈরি করতে দেখেছি। আজ বোধহয় দেবেনা, কিন্তু একটু না চাখলে পায়েসের চিন্তায় রাতে ঘুমই আসবে না!


এখান থেকে দু'হাতা নিয়ে চাখলে মা মোটেই ধরতে পারবে না!


পরদিন সকালে
যা ভেবেছি! মুখের চাদ্দিকে পায়েস লেগে আছে!
কি হয়েছে মা? কি ব্যাপার?
ব্যাপার আমার মাথা! বলে যে পায়েস রেঁধেছিলাম তার সব ফাঁক!


এই দ্যাখ হতচ্ছাড়া! ছিটে ফোঁটাও আর নেই ওতে!
তাইতো! কিন্তু আমি সবটা খাইনি, সত্যি বলছি আমি মাত্র দু'হাতা চেখেছি!


দু'হাতা চেখেছি, হতচ্ছাড়া! তোর জন্যে কেউ একটু পায়েস পেলনা!
যা বলেছো মা! আমন বোলা কেন, যে চুরি করে খেতে হবে?


সত্যিই বলছি আমি সব পায়েস খাইনি! মাত্র দু'হাতাই খেয়েছি! এ নিশ্চয়ই ইঁদুরে খেয়েছে, আর নাহয় — কোন দোপেয়ে ইঁদুরে খেয়েছে!

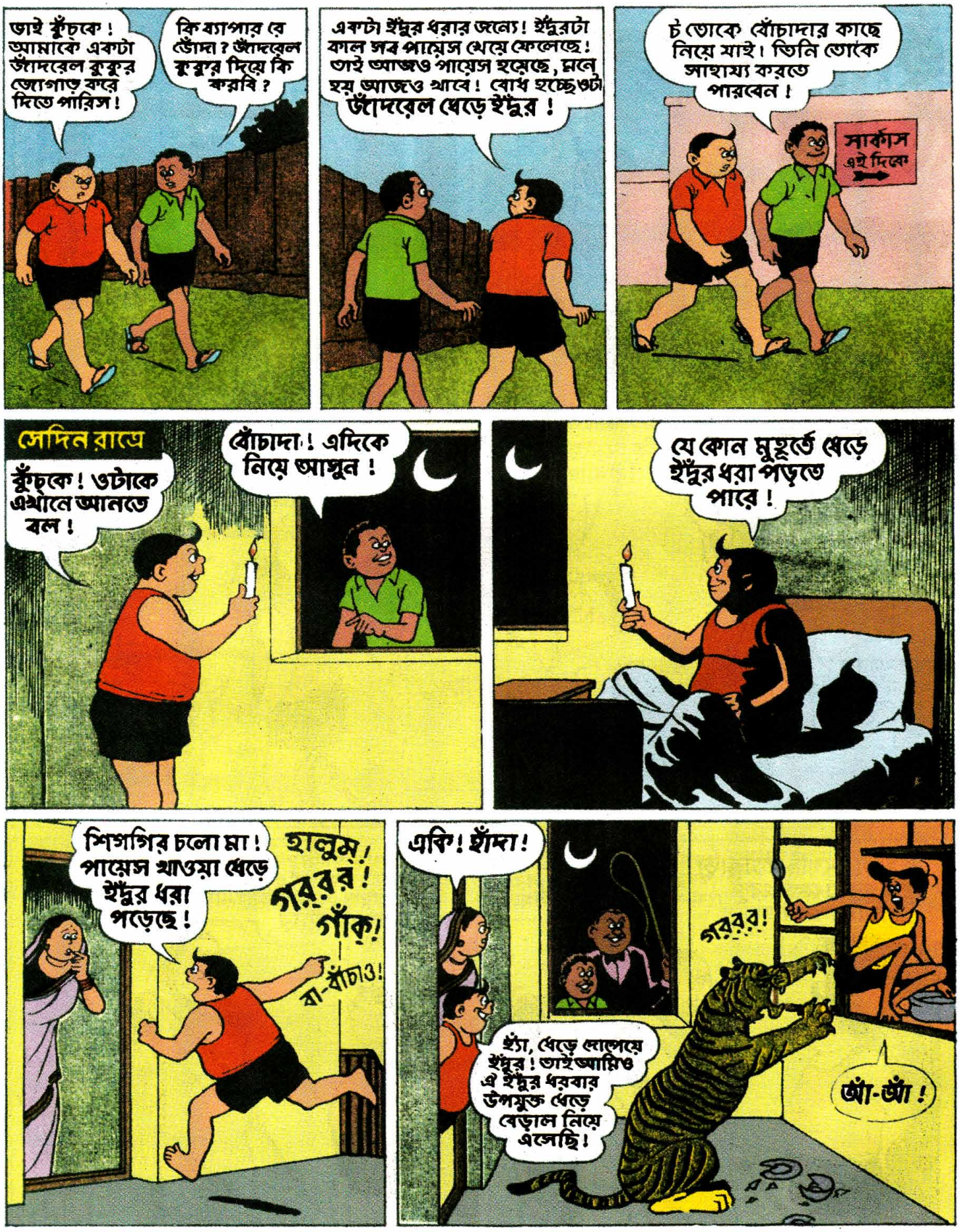
ভাই কুঁচকে! আমাকে একটা ভাঁদরেল কুকুর জোগাড় করে দিতে পারিস!
কি ব্যাপার রে ভোঁদা? ভাঁদরেল কুকুর দিয়ে কি করবি?
একটা ইঁদুর ধরার জন্যে! ইঁদুরটা কাল সব পায়েস খেয়ে ফেলেছে! তাই আজও পায়েস হয়েছে, মনে হয় আজও খাবে! বোধ হচ্ছে ওটা ভাঁদরেল ধেড়ে ইঁদুর!
চ তোকে বোঁচাদার কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোকে সাহায্য করতে পারবেন!
সার্কাস এই দিকে
সেদিন রাত্রে
কুঁচকে! ওটাকে এখানে আনতে বল!
বোঁচাদা! এদিকে নিয়ে আসুন!
যে কোন মুহূর্তে ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়তে পারে!
শিগগির চলো মা! পায়েস খাওয়া ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়েছে!
হালুম! গররর! গাঁক! বা-বাঁচাও!
একি! হাঁদা!
গররর!
হ্যাঁ, ধেড়ে লোপেয়ে ইঁদুর! তাই আমিও এ ইঁদুর ধরবার উপযুক্ত ধেড়ে বেড়াল নিয়ে এসেছি!
আঁ-আঁ!

হাঁদা-ভোঁদার



জলে যুদ্ধ


ক'দিন বাগানে জল দেওয়া হয়নি, তুই আজ ভাল করে বাগানে জল দেতো হাঁদা!
আচ্ছা!


যত থার্ডক্লাশ কাজ আমাকে দিয়ে করাবে!


আচ্ছা— পাইপের মুখটা হাত দিয়ে চেপে রেখে, তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দেখি তো জলটা কতদূর যায়!


আরে ব্বাস! রাস্তা পেরিয়ে একেবারে ভোঁদাদের বাগানে গিয়ে পড়েছে!


এ্যাই হাঁদা, ইডিয়েট! আমাকে জলে ডুবিয়ে মারবার মতলব করেছিস নাকি?
হিঃ-হিঃ! কিছু মনে করিসনা ব্রাদার! জলেটা হাত স্লিপ করে বেরিয়ে গেছে!


হেই! এটা কি হল ভোঁদা?
হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার পাইপটাও গোঁত্তা মেরেছে মাইরি!


এবার আমার গায়ে লাগাতে পারিসনি ভোঁদা! তোর হাতের নিশানা একদম বাজে!
আরে আরে! এ বদমাস ছোকরা, ই ক্যা রে — গাল্‌গ্‌!
ই বদমাস কো আচ্ছা সে দাবাই দিতে হোবে!
আমাদের ওয়াটার ফাইট খুব জমেছে, কি বলিস ভোঁদা!
হাঁ-হাঁ, হাঁন্দোয়া ভোঁন্দোয়া কো বাড়িকা সামনে—তুরন্ত!
সাধারণের জন্য টেলিফোন
আউর জোরসে ভেইয়া! গুণ্ডেকো আউর কুছু শিক্‌সা দিতে হোবে!
FIRE
ঘাবড়াচ্ছো কেন? বছর খানেক আর তোমাকে বাগানে জল দিতে হবেনা!

হাঁদা-ভোঁদার



ক্যাম্পিং


ক্যাম্পে গদী নিয়ে কি হবে রে হাঁদা ?
আরে জমিয়ে আরাম করে শোয়া যাবে বুঝলি ?
হাঃ-হাঃ ! বেচারা হাঁদা ওর গদীর চাপে আর ভালো করে এগোতে পারছে না !

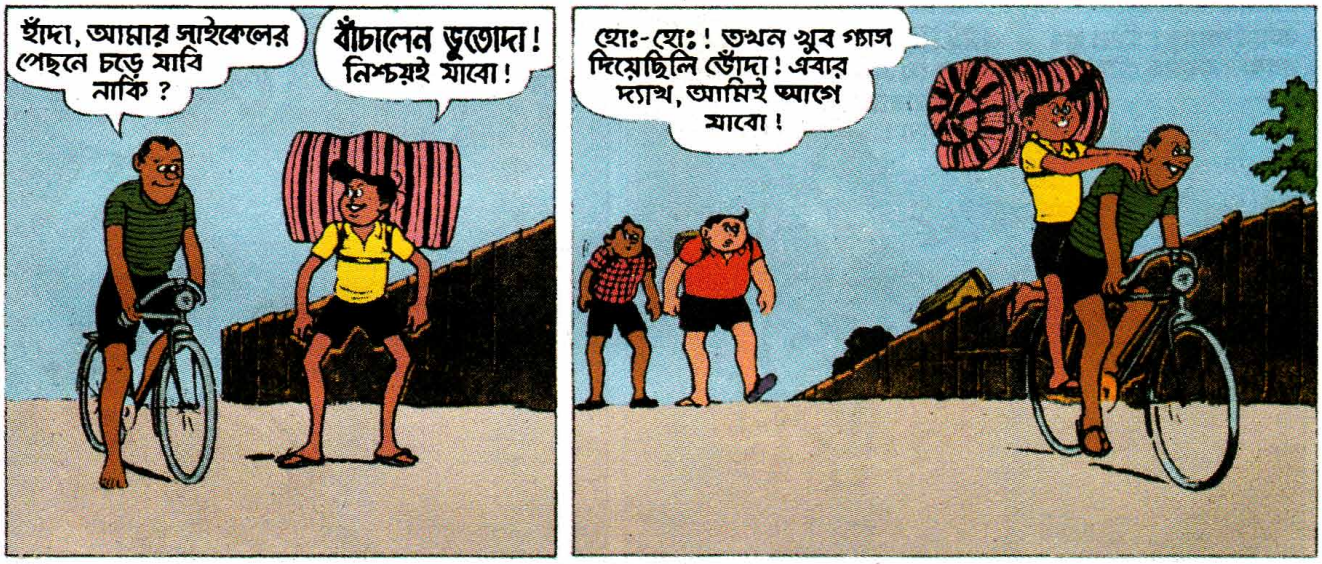
হাঁদা, আমার সাইকেলের পেছনে চড়ে যাবি নাকি ?
বাঁচালেন ভুতোদা ! নিশ্চয়ই যাবো !
হোঃ-হোঃ ! তখন খুব গ্যাস দিয়েছিলি ভোঁদা ! এবার দ্যাখ, আমিই আগে যাবো !

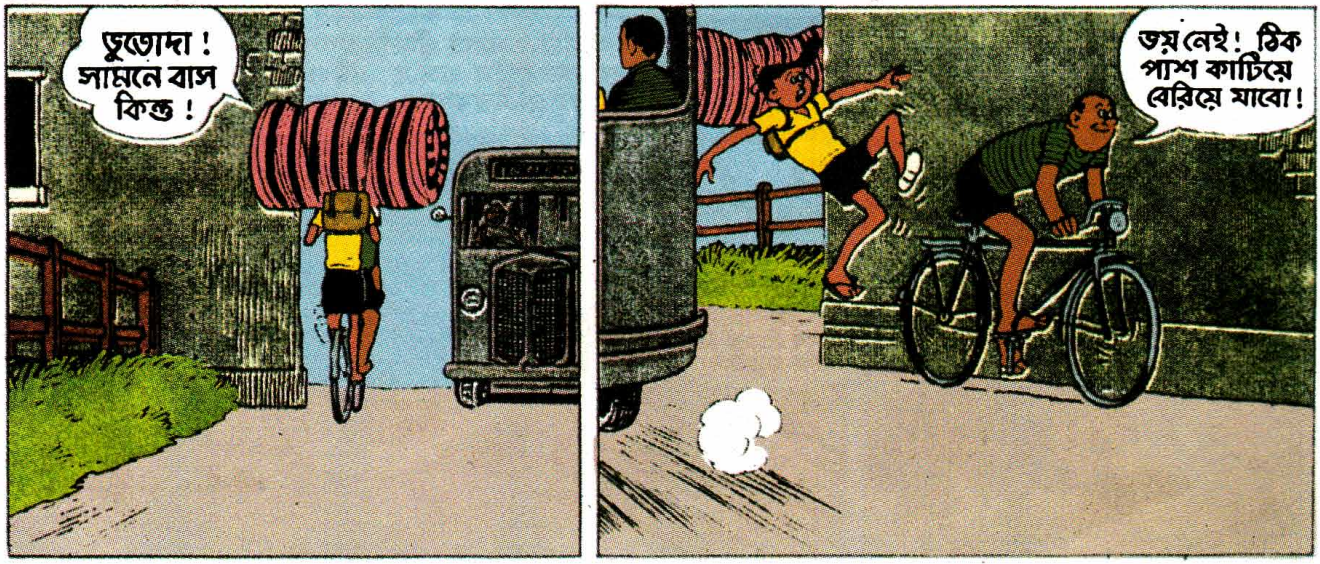
ভুতোদা ! সামনে বাস কিন্তু !
ভয় নেই ! ঠিক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবো !


আমাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দে ভোঁদা ! তারপর দেখবি !
আমার রোলার স্কেট জোড়া গদীর সঙ্গে বেঁধে নিয়েছি। এবারে বিনা পরিশ্রমে গড়গড়িয়ে ওদের নাকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবো !
আরে,আরে ! হাঁদা খুব কায়দা করেছে তো !
এ্যাই মরেচে ! এটাকে যে এদিক ওদিক ঘোরাতে পারছিনা !
সেরেচে ! রাস্তার বাঁকে মোড় ফেরাতে না পারায় হাঁদার গদী-গাড়ি পাঁচিলে গোঁত্তা মেরেছে !
গেছিরে !
একি ! চাদ্দিক অন্ধকার, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনা ! নিশ্চয়ই আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি !
ক্যাম্পে পৌঁছে
আমি তোকেই খুঁজছি হাঁদা ! বাড়িতে কুটুম এসেছে, এই গদীটা বাড়িতে দরকার !
হি:-হি:! শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে তোকে নাটিতেই শুতে হবে হাঁদা !
আঁ্যা !

হাঁদা-ভোঁদার



বোর্ডিং হাউস













F-39


ঝন্-ন্!
দেখাচ্ছি মজা! ভোঁদাকে ফোন করে আনাই! ও কিছুদিন খাঁড়া জিংয়ের কাছে কুস্তি টুস্তি শিখেছে! ওই ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে!
কইরে হাঁদা! সে ব্যাটা কোথায়? বাছাধনকে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিচ্ছি!
ওর ঘরে শুয়ে আছে।
চাঁই!
ধুম!
এ্যাই মরেচে!
নে হাঁদা, হতভাগাটাকে আউট করে তোকে বিপদমুক্ত করেছি! এবারে আমাকে বেশ করে কোপ্তা কালিয়া খাইয়ে দে!
ওরে বাবা! এবার যে সর্বস্ব গেল! এর চেয়ে না হয় দুমাসের টাকাটাই যেতো, ওঃ-ওঃ-!

হাঁদা-ভোঁদার

জীবন সাধনা









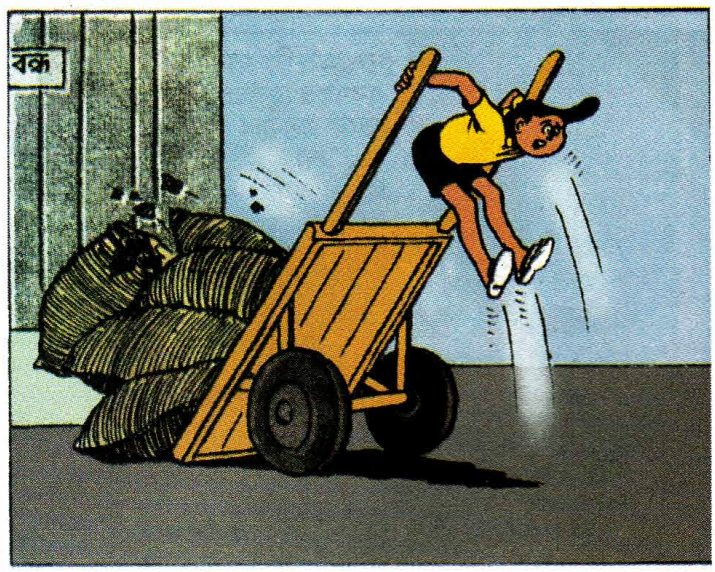


উফ্! বড্ড পেছনদিকে হয়ে গিয়েছিল। এবারে মধ্যিখানে বসিয়ে নি!
ওঃ! একেই বলে কঠোর পরিশ্রম করে পয়সা উপায় করা!
বিপদ
ওঁহুঁ!
দেখছেন কি দাদারা— একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আনুন না!
গর্তের মধ্যে কয়লার ভেতর ওটা কি দাদু?
বই চেয়েছিলি হাঁদা— খুঁজে খুঁজে এটাই পেলাম, জীবনে সফল হইবার উপায়।
জীবনে সফল হইবার উপায়


হাঁদা-ভোঁদার
দন্তোৎপাটন
এখুনি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যা ভোঁদা!
ওঃ! আক্কেল দাঁতের ব্যথায় মলুম রে হাঁদা!
না! না! দাঁতের ডাক্তারের কাছে নয়, অন্য কোন উপায় বের কর হাঁদা!
ঠিক হ্যায়! তাই করছি।
লরিটা যখন ছাড়বে, তোর দাঁত অমনি উপড়ে আসবে! কি একখানা বুদ্ধি বলতো?
তাড়াতাড়ি রাস্তার ওপারে যেতে হবে।
হঠাৎ
এ্যাঃ! আমার বদলে ওর দাঁতই খুলে বেরিয়ে গেল!
ঘ্যাক!
এসব ঠিক নয় ভোঁদা! দাঁতের ডাক্তারের কাছেই তোকে নিয়ে যাই!
না! না! বরঞ্চ আবার অন্য কিছু করা যাক!
এখন আমি এই ইঁটটা ছাড়লেই এটার টানে আমার দাঁতটাও উঠে আসবে!
হুঁ! মন্দ নয়!
ওরে দাদা!
মরেচে! আবার সেই লোকটাই যে রে হাঁদা! পালাই চল!
পটাং!
ডং!


না! না! আমার ব্যথা কমে গেছে!
এখন তো একথা বলছিস। তোর কোন ভয় নেই! চলে আয়!
ভাই হাঁদা! আমায় ছেড়ে দে!
দূর বোকা! ঘাবড়াবার কিছু নেই!
ক্রি-র-র-রিং
ক্রি-র-রিং
হঠাৎ হাঁদার হাত ফসকাল, আর দরজাও খুলে গেল!
খেয়েচে! যার দাঁত আমরা ভেঙে দিয়েছি, সেই দাঁতের ডাক্তার!
ওফ্!
ডং!
DENTIST
আমার তিনটে দাঁতের বদলে তোরও তিনটে দাঁত তুলবো!
আঃ! উঃ! এ্যাঁও!
কিন্তু
DENTIST
আঃ! এখন বেশ ভালই লাগছে বন্ধুগণ! তবে -----
তবে ডাক্তার কিন্তু আমার দাঁত তোলেনি। তুলেছে হাঁদার! হাঃ! হাঃ! হাঃ!
DENTIST
ইস্!


হাঁদা-ভোঁদার
স্নান যাত্রা
এই কড়া শীতে পিসে আমাকে চান করাতে চাইছে! কেটে পড়ি বাবা!
হাঁদা!
ফিরে আয় বলছি!
এই গ্যারেজের মধ্যে লুকিয়ে থাকি! আর এই কাঠের গাড়িটা আমার খুব কাজে লাগবে!
হি:-হি:! পিসে এখানে আমাকে খুঁজেই পাবেনা!
হ্যাঁরে ভোঁদা! হাঁদাকে এদিকে কোথাও দেখেছিস?
না পিসেমশাই! এদিকে ও আসেনি!
ব্রেকটা টেস্ট করে দেখি ঠিক হলো কিনা!
হুস্-স্-স্


ঠিক আছে!
ওরে বাবা! এ আবার কি হলো! কে কোথায় আছ আমাকে আটকাও!
ক্যাচ্!
হুস্-স্!
আমি কোথায় যাচ্ছি?
?
আউল্প!
হুউস-স্-স্!
একি! হাঁদা!
হুস্-স্-স্-স্!
আল্প্!
হেঃ-হেঃ! চান করবিনা বলে একেবারে পচা ডোবায় এসে ডুবলিরে হতচ্ছাড়া!
চমৎকার হাঁদা! নতুন ধরনের টুইস্ট দিচ্ছিস বুঝি? খাসা হচ্ছে!


হাঁদা-ভোঁদার
মডেল প্লেন
ভোঁদা ওর মডেল এরোপ্লেন নিয়ে খেলতে যাচ্ছে! তুই ওর সঙ্গে যা হাঁদা! আর দেখিস ও যেন কোন ঝামেলা না বাধায়!
সে আর বলতে হবেনা পিসেমশাই!
দে আমি উড়িয়ে দি! তুই ওড়াতে গেলে হয়তো পাশের বাগানে ফেলবি!
এঃ! একেবারে বোমারুর মত গোঁত্তা মেরেছে!
আর ঠিক ওলগোবিন্দবাবুর পেছনে!
হতচ্ছাড়া ছুঁচো! এরোপ্লেন নিয়ে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে! ফের যদি আমার কাছে আসে—
এবারে লেজে দড়ি বেঁধে নিয়েছি! দ্যাখ ভোঁদা! এবার কি রকম প্লেন কন্ট্রোল করি!
ঠিক আছে! লাগা তাহলে!
ঠকাস্!
হুউস্-স-স্!
প্লেন এবার তোর মাথাতেই গোঁত্তা মেরেছে রে হাঁদা!


বুঝলি ভোঁদা! দড়ি বেঁধে ওড়ানোর মতলবটা খারাপ নয়! শুধু এই দড়ি টানবার বাঁশটাই যত ফ্যাসাদ বাধিয়েছে!
এবারে দ্যাখ হাঁদা! মডেল প্লেন কি ভাবে ওড়াতে এবং আয়ত্বে রাখতে হয়!
এ আবার কি হলো বলতো হাঁদা?
কিছুনা! শুধু সেই প্লেনের গুঁতো খাওয়া লোকটার বাড়ির ছাদের ফুলের টবকে সুতোর পাকে জড়িয়েছে!
এ সব কি হচ্ছে এখানে?
দাঁড়ান-দাঁড়ান স্যার— টানবেন না!
গোলমাল কিসের রে ভোঁদা?
আমি বেশ ঝামেলা না বাধাই তা দেখবার জন্যে হাঁদাকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ও নিজেই অনেক ঝামেলা বাধিয়ে বসে আছে!
শিগগির বাঁশটা কেড়ে নে ভোঁদা!

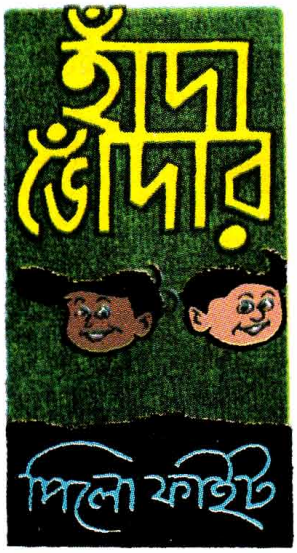
হাঁদা ভোঁদার
পিলো ফাইট


আয় হাঁদা! আমরা দুজনে বক্সিং খেলি!
নারে ভোঁদা তাতে কারো চোট লাগবে!


তবে আয় পিলো ফাইট খেলি!
এটা মন্দ নয়! কারণ তুলোয় চোট লাগেনা!


এই দ্যাখ হোৎকারাম! কি ভাবে মারতে হয়!
সুইজ
অ্যাঁক্
ধপাৎ!


দ্যাখ! তোর নিরেট মাথায় লেগে বালিসটার কি অবস্থা হলো!


হাঁদারে! কি হবে?
কি আর হবে। দ্যাখনা, এই ড্যাকুয়াম দিয়ে কত সহজে সব তুলো টেনে নিচ্ছি।
সু-স্-স্-স


সব তুলো এখন ড্যাকুয়ামের ভেতরে! তুই ইচ্ছে করলে এখন সামনে বেরুবার সুইচ টিপে সব তুলো আবার বালিসে ভরতে পারিস।
চমৎকার! সত্যি খুব সোজা!


কিন্তু
এঃ! একি হলোরে হাঁদা!
তুই একটা গর্দভ! মুখ সেলাই না করেই বালিসের মধ্যে তুলো ঢোকাচ্ছিস!
ফর্-র্-র্-র্
মরেচে! তুলো যে এবারে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে গেল!
হুস্!
চল হাঁদা! তুলোগুলি কুড়িয়ে আনি— ওঁক্!
আউফ্!
ওফ! আমার রংয়ের কৌটো!
ধরতে পারলে পুঁতে ফেলবো!
ভোঁদা! স্পীড বাড়িয়ে দে!
আধঘন্টা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটির পর
এতক্ষণে ধরেছি!
না-না!
কে বলেছেরে হাঁদা যে তুলোয় কারো চোট লাগেনা!

হাঁদা-ভোঁদার

উল্টো বিপত্তি

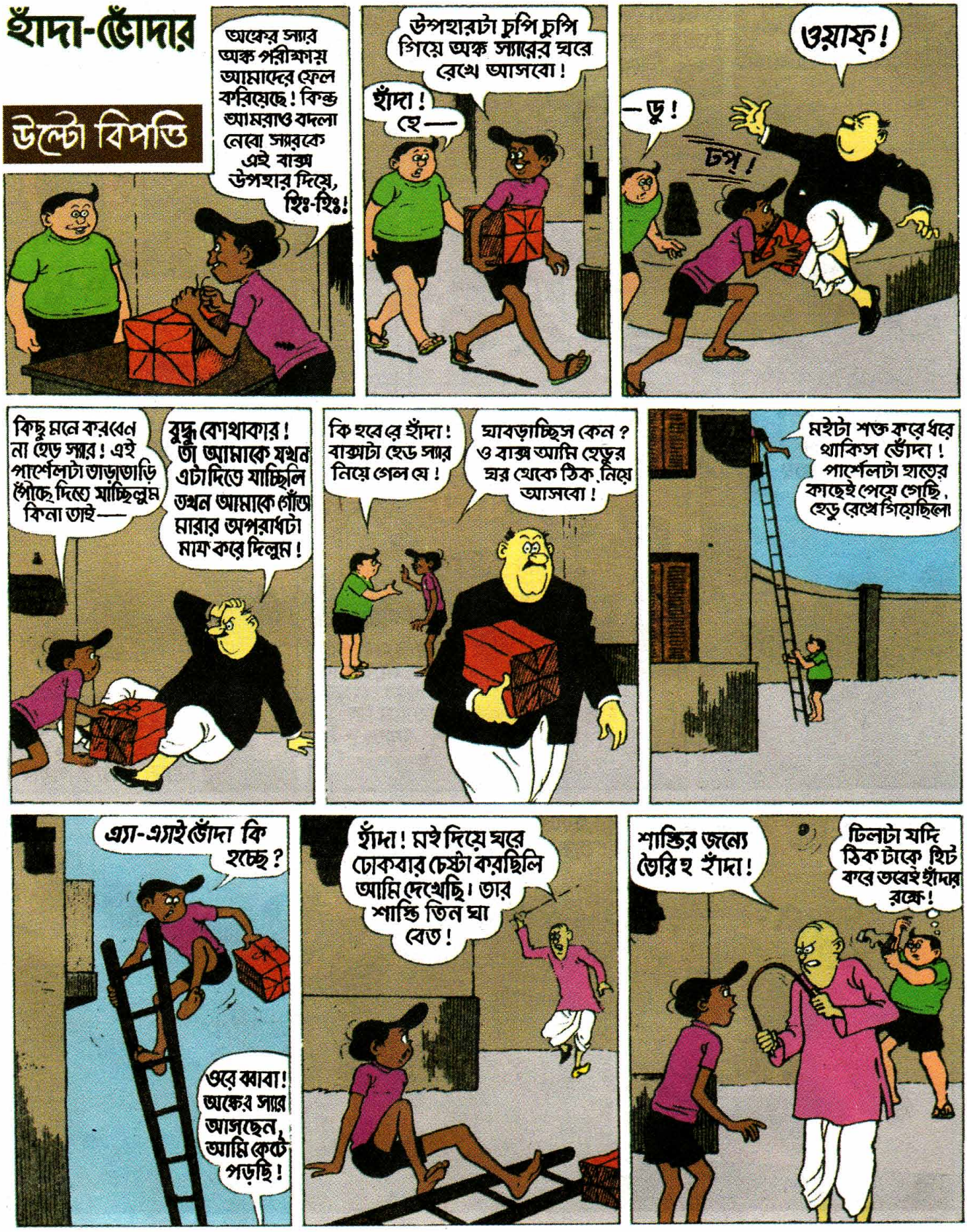


কিন্তু ইঁট সোজা এসে নামল হাঁদার মাথায়
আহা বেচারা! চ' তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই!
কিছু পরে
আরে! পার্শেলটা তো এখানেই ছিল, গেল কোথায়?
সেটা অঙ্ক স্যার থানায় জমা দিয়ে এলোরে হাঁদা!
চ' শিগগির ওটা ফেরৎ নিয়ে এসে অঙ্ক স্যারকে দিতেই হবে!
থানায়
সিপাইজী এই পার্শেল আমাদের।
হাম্মাদের বোললেই তো হোবে না, প্রমাণ দিতে হোবে! বোলো ভিতরমে কি আছে?
ওর মধ্যে? ওর মধ্যে এই কে-কেক, বিস্কুট, মি-মিষ্টি এইসব আছে!
ঠিক আছে! হামি আগে খুলকে দেখি!
এ্যাই সেরেছে! ভোঁদা! ব্যাক গিয়ার
ভোঁদা, ফুল স্পীড!
আগ্‌ফ!
দমাস!
ধরতে পারলেই আটক আর তার পরেই ফাটক— ভোঁদারে আরো স্পীড দে!

হাঁদা-ভোঁদার



দুঃসময়


হাঁদা! স্যার যে মানুষের দুঃসময় সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছেন—তার কিছু করেছিস?
চলিতেছে লেখকগণ
ওতো যে কোন সময় লিখতে পারি! তার চেয়ে আমার গুলতির টিপ দ্যাখ!


এই যে আর একটা টার্গেট! ও:! দ্যাখ কি একখানা হাতের টিপ!


পাঁচিলের ও পাশে
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
আগ্‌লস্!
এ্যাই মোশাই! আমার আঠার বালতি মাথায় নিয়ে ওটা কি হচ্ছে!


হাঃ-হাঃ-হাঃ!
আরে এটা আমার মাথা থেকে কেউ খুলে দাওনা!
ভোঁদারে, চ' এখান থেকে কেটে পড়ি!


এ্যাই দাঁড়া.
আরো জোরে ছুট লাগা ভোঁদা। ব্যাটা ভুঁড়োদাস আমাদের পাকড়াবার তালে আছে!


দাঁড়া, তোদের সঙ্গে দরকার আছে! তোদের আমার চাই!
ভোঁদারে! ফাঁদে আটকা পড়েছি!

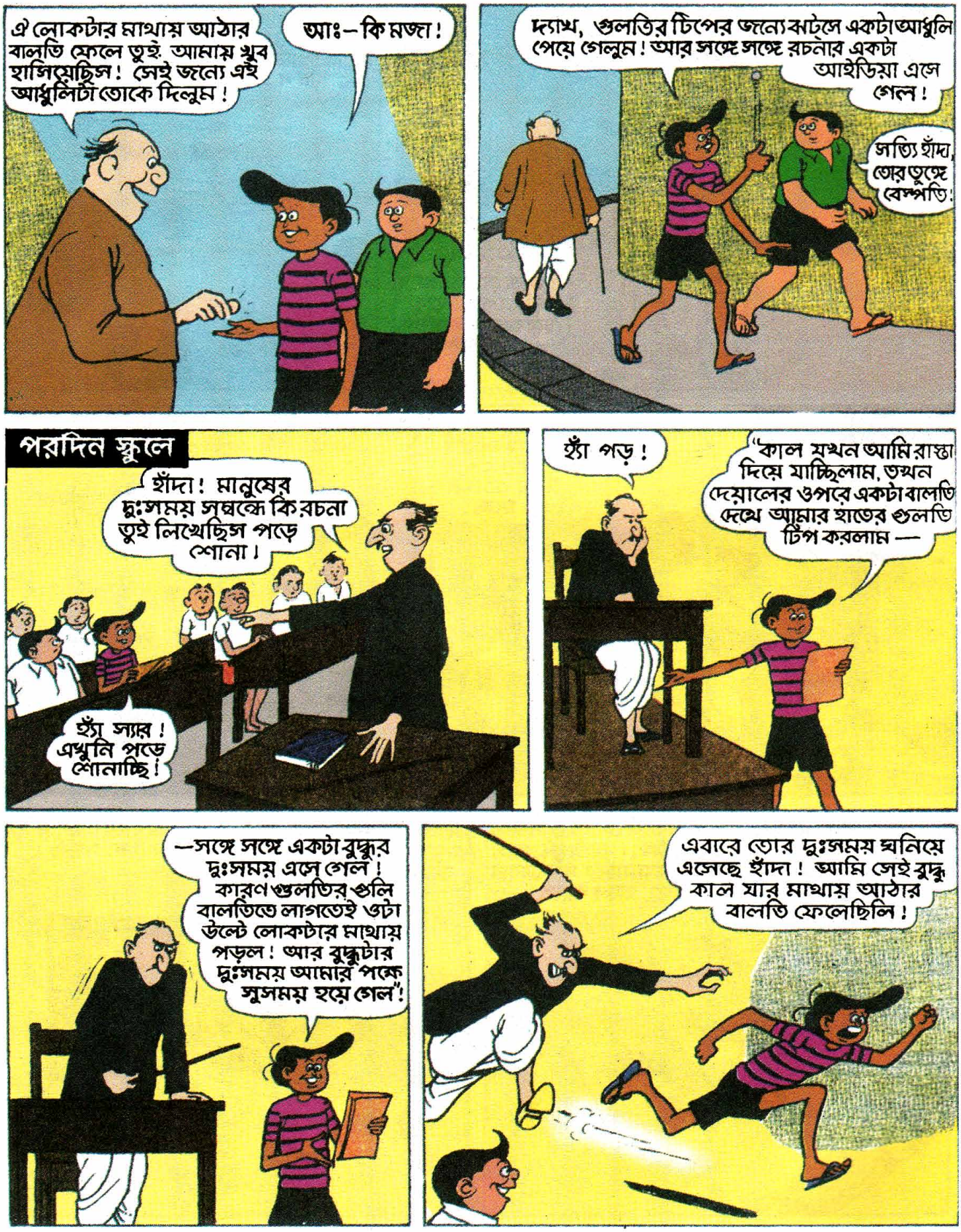
ঐ লোকটার মাথায় আঠার বালতি ফেলে তুই আমায় খুব হাসিয়েছিস! সেই জন্যে এই আধুলিটা তোকে দিলুম!
আঃ—কি মজা!
দ্যাখ, গুলতির টিপের জন্যে ঝটসে একটা আধুলি পেয়ে গেলুম! আর সঙ্গে সঙ্গে রচনার একটা আইডিয়া এসে গেল!
সত্যি হাঁদা, তোর তুলনে বেলপতি!
পরদিন স্কুলে
হাঁদা! মানুষের দুঃসময় সম্বন্ধে কি রচনা তুই লিখেছিস পড়ে শোনা!
হ্যাঁ স্যার! এখুনি পড়ে শোনাচ্ছি!
হ্যাঁ পড়!
"কাল যখন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেয়ালের ওপরে একটা বালতি দেখে আমার হাতের গুলতি টিপ করলাম—
—সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধুর দুঃসময় এসে গেল! কারণ গুলতির গুলি বালতিতে লাগতেই ওটা উল্টে লোকটার মাথায় পড়ল! আর বুদ্ধুটার দুঃসময় আমার পক্ষে সুসময় হয়ে গেল"!
এবারে তোর দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে হাঁদা! আমি সেই বুদ্ধু কাল যার মাথায় আঠার বালতি ফেলেছিলি!

হাঁদা-ভোঁদার

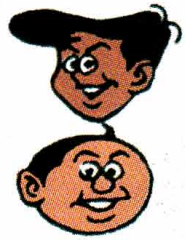

প্যানকেক

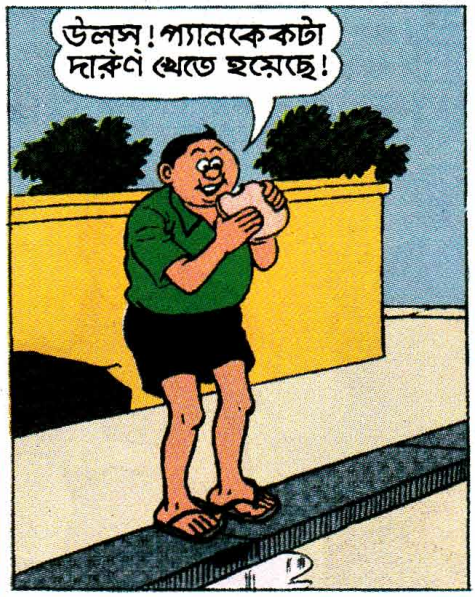

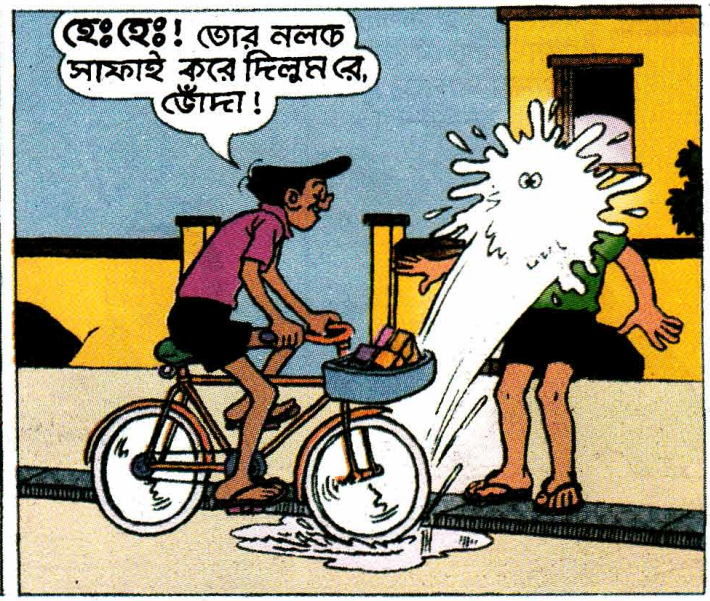

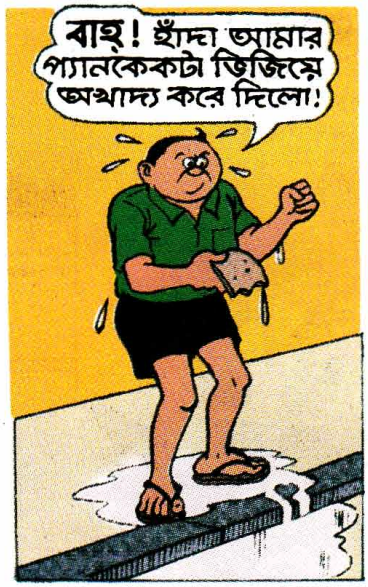











F-40

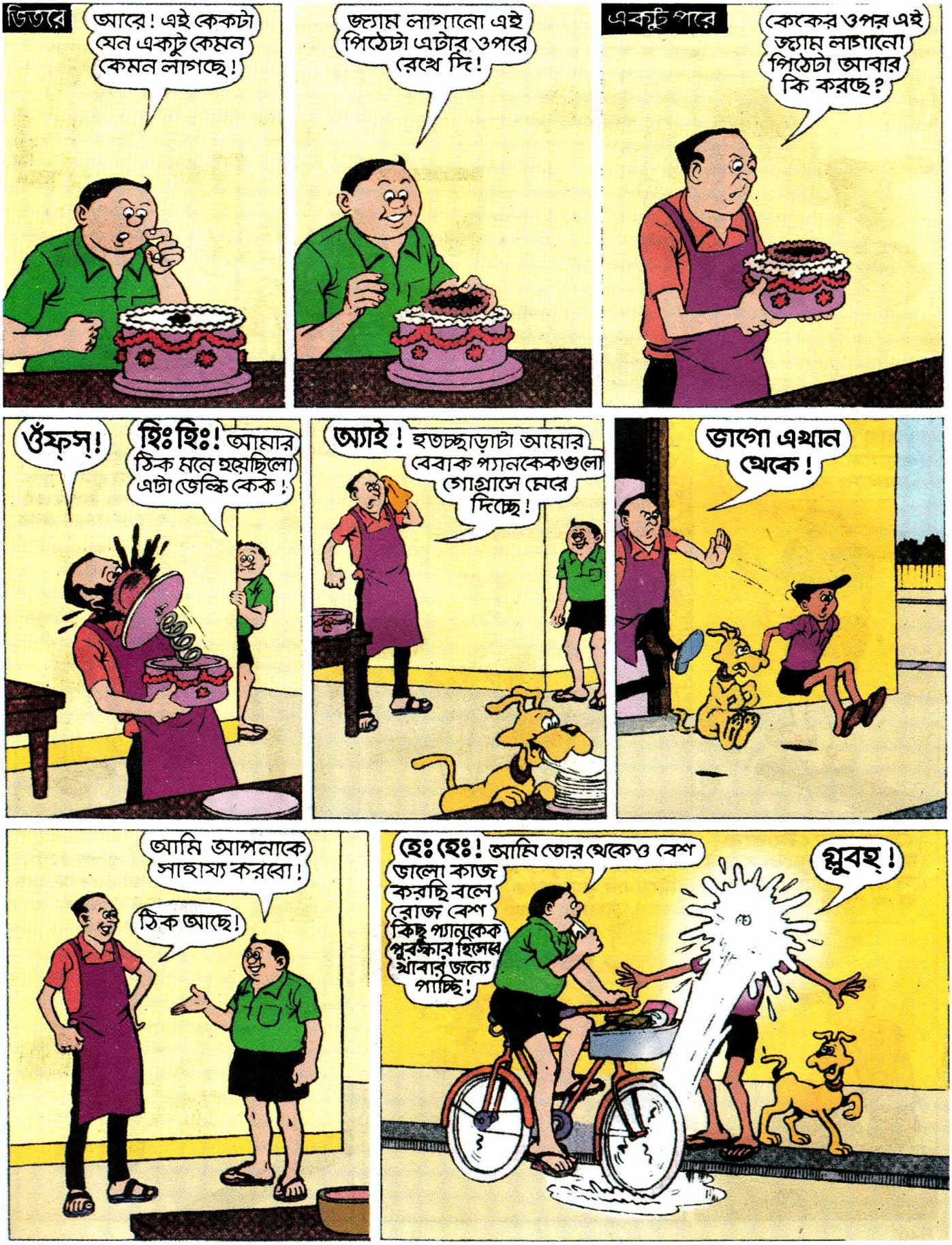
ভিতরে
আরে! এই কেকটা যেন একটু কেমন কেমন লাগছে!
জ্যাম লাগানো এই পিঠেটা এটার ওপরে রেখে দি!
একটু পরে
কেকের ওপর এই জ্যাম লাগানো পিঠেটা আবার কি করছে?
ওঁফ্‌স্!
হিঃ হিঃ! আমার ঠিক মনে হয়েছিলো এটা ডেল্কি কেক!
অ্যাই! হতচ্ছাড়াটা আমার বেবাক প্যানকেকগুলো গোগ্রাসে মেরে দিচ্ছে!
ভাগো এখান থেকে!
আমি আপনাকে সাহায্য করবো!
ঠিক আছে!
হেঃ হেঃ! আমি তোর থেকেও বেশ ভালো কাজ করছি বলে রোজ বেশ কিছু প্যানকেক পুরস্কার হিসেবে খাবার জন্যে পাচ্ছি!
গুবহ্!

হাঁদা-ভোঁদার



দন্ত চিকিৎসা









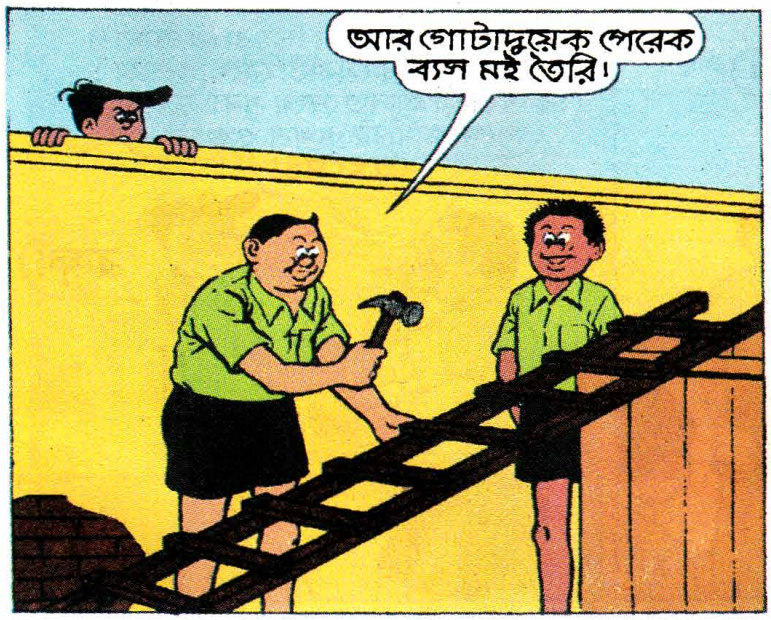




এইযে! অপেনার গাছের সব আম লোপাট হয়ে গেলো!
বটে! দেখাচ্ছি মজা!
অ্যাইও! হতভাগারা!
মূর্তিমান ঝামেলা আসছে! শীগগির পালা!
ওহ্! দুঃখিত, হাঁদা!
গেছিরে!
দন্ত চিকিৎসক আসার পর
বাদ বাকি তোমরা সব চলে যেতে পারো। এই ছেলেটির দাঁত মেরামত করতে আমার সারা দুপুর লেগে যাবে!
ভালো দাঁতের জন্যে বিশেষ পুরস্কার এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম জিতে আমরাই কাম ফতে করেছি!
আম গুলো দারুণ ছিলো রে, হাঁদা! তোর জন্যে কয়েকটা রেখেছিলাম কিন্তু তোর হালত দেখে খুবই দুঃখের সঙ্গে আমিই এখন ওগুলি — হেঃ হেঃ!
ক্রুফ্!

হাঁদা-ভোঁদার

সঙ্কেত বার্তা







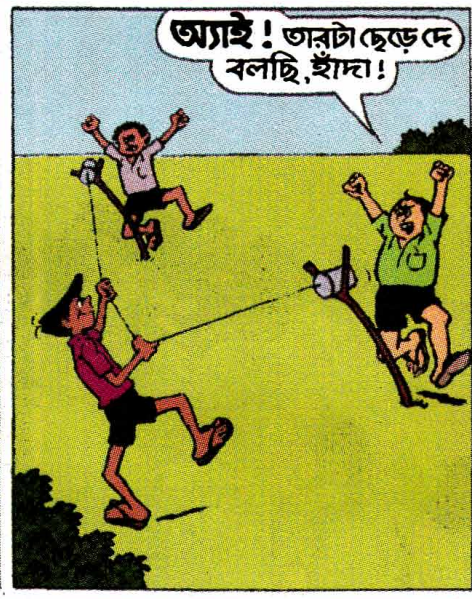





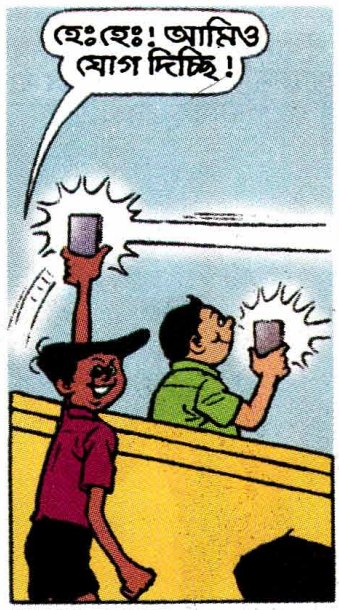




তুই তাহলে আয়না দিয়ে ঝলকানি দিচ্ছিলি, ভোঁদা!
তোর জন্যে আমার ঘাস ছাঁটাই মেসিন আমার হাত থেকে ছুটে গেছে! একবার তোকে হাতে পেলে হয়!
আমি এই ফ্ল্যাগ দুটো দিয়ে বচাকে সেম্যাফোর বার্তা পাঠাই।
আমি এটা নিচ্ছি, ভোঁদা!
হেঃহেঃ! আমি বার্তার চেয়েও বেশী পাঠাচ্ছি!
গেছি রে!
ও আমাকে ফস্কেছে কিন্তু কাউকে লাগিয়েছে!
আচ্ছা, তুমিই তাহলে ফ্ল্যাগ ছুঁড়ছ!
উদ্যান-রক্ষক কিন্তু পতাকা আন্দোলিত করে কোন বার্তা পাঠাচ্ছে না...
...কিন্তু একটা বার্তা হতচ্ছাড়াটা বেশ ভালোভাবেই টের পাচ্ছে।

হাঁদা-ভোঁদার



সচল বিজ্ঞাপন


















ওর! ও অন্য দোকানের লোক!
আঁউ!
আমার কাজ শেষ! এবার আমি আমার টাকা আনতে যাচ্ছি!
তুই তাহলে তোর পাওনা পেয়ে গেছিস, ভোঁদা! আমিও তোকে কিছু দেবো!
দাঁড়া তোকে আগে ধরি তারপর দেখবি কি করি!
আমার টাকা দিয়ে এটা আমি কিনেছি এবার কাজে লাগবে
ছপাৎ!
তোর মাথা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি, হাঁদা!
ওরেবাবা! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!
উফ!
ওফ্!
আলপ্!
মকট! এই ত্যালি দিয়ে তোর খুলি ঘ্যাঁক করবো!
হাঃ হাঃ! হাঁদা শেষ পর্যন্ত একটা কাজ পেয়ে গেছে, সচল বিজ্ঞাপনের কাজ!

হাঁদা-ভোঁদার দেহচর্চা

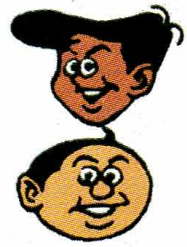


উফ! এক সঙ্গে এতো জনের সঙ্গে কারাতে লড়াই বেশ মেহনতের কম্ম।
উরিব্বাস! হাঁদা দেখছি কারাতে ওস্তাদ হয়ে গেছে


লড়াই করে শরীর আর এখন যথেষ্ট ফিট নেই। তাই তুই বেঁচে গেলি ভোঁদা! না হলে তোকেও টিট করে ছাড়তুম।


ভোঁদাদা! আমি এখুনি দেখে এলুম হাঁদাদা বাগানে শরীর ফিট রাখার যন্ত্রপাতি দিয়ে ব্যায়াম শুরু করেছে।
মরেচে!
ফিট হচ্ছে? আমি এখানে নেই!


এই চেস্ট-এক্সপ্যাণ্ডার খুবই জবরদস্ত জিনিস।
ওকে থামাতে হবে!


হাতলে কয়েক ফোঁটা তেলেই কাজ দেবে...


অ্যাঃ! আমার হাতের তালু সাংঘাতিক হড়হড়ে হয়ে গেছে। মরেচে! আসলে আমি আর—


ছড়াৎ!
বাপ রে! আমার চোখটা বুঝি গেলো!


উফ! হাতে পাউডার মাখিয়ে নিই তাহলে আর হাত থেকে ফস্কাবে না।
আর আমি ওর মতলব ভণ্ডুল করবো!


হাপ! ওফস!
এটা বেশ ভারী!
গেছি রে!
বাবারে! গেছিরে!
আমার পা গেলো!
এটা সোজা। এতে ঘুণ্ডরগুলোর দিকে নজর না দিলেও চলে।
আর এটাই হাঁদার ভুল!
দুটোকে লাগিয়েছি!
আঁউফস্!
হেঃহেঃ!
এই যে, ভোঁদা! হাঁদার শরীর ফিট রাখার চর্চা কেমন চলছে?
ওঃ, হাঁদা এখন দারুণ ফিট—
নানা যন্ত্রপাতির হিট খেয়ে এখন হাঁদা একেবারে ফিট!
হিঃহিঃ!
গোঁয়াও!

হাঁদা-ভোঁদার



নৌবিহার


ওঃ! আমি যেন সাগরের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেছি...
নৌকো আরোহণ ১/- টাকা


তোর সময় পার হয়ে গেছে, ভোঁদা! এবার উঠে আয়!
বাজে বকিস না! মাত্র কয়েক মিনিট আমি নৌকো চড়েছি! আমি এখন উঠছি না!


ঘটনা এই রকম হলে... তোকে সিধে জলের মধ্যে যেতে হবে!


আজ বড়ই গরম! বরং সাঁতারই কাটা যাক!
না,তাও পারবি না! ওকে ভুলে আন,ভুলো!


অ্যাই হতচ্ছাড়া কুকুর,ছেড়ে দে বলছি!
হেঃ হেঃ! ভুলোর সঙ্গে কোনরকম জারি জুরি খাটবে না!


কিছু পরে
হঠাৎ সব একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। একটা খদ্দেরেরও টিকির দেখা পাচ্ছি না!

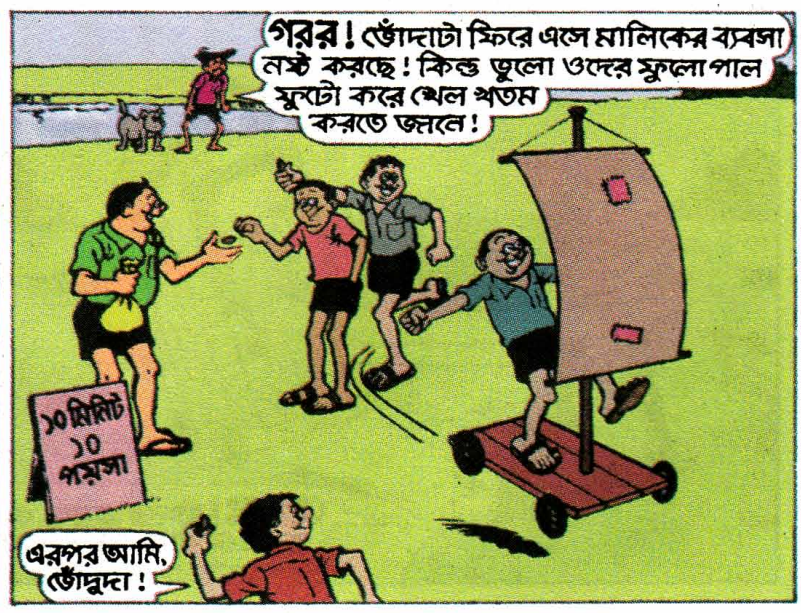
গরর! ভোঁদাটা ফিরে এসে মালিকের ব্যবসা নষ্ট করছে! কিন্তু ভুলো ওদের ফুলো পাল ফুটো করে খেল খতম করতে জানে!
১০ মিনিট ১০ পয়সা
এরপর আমি, ভোঁদুদা!

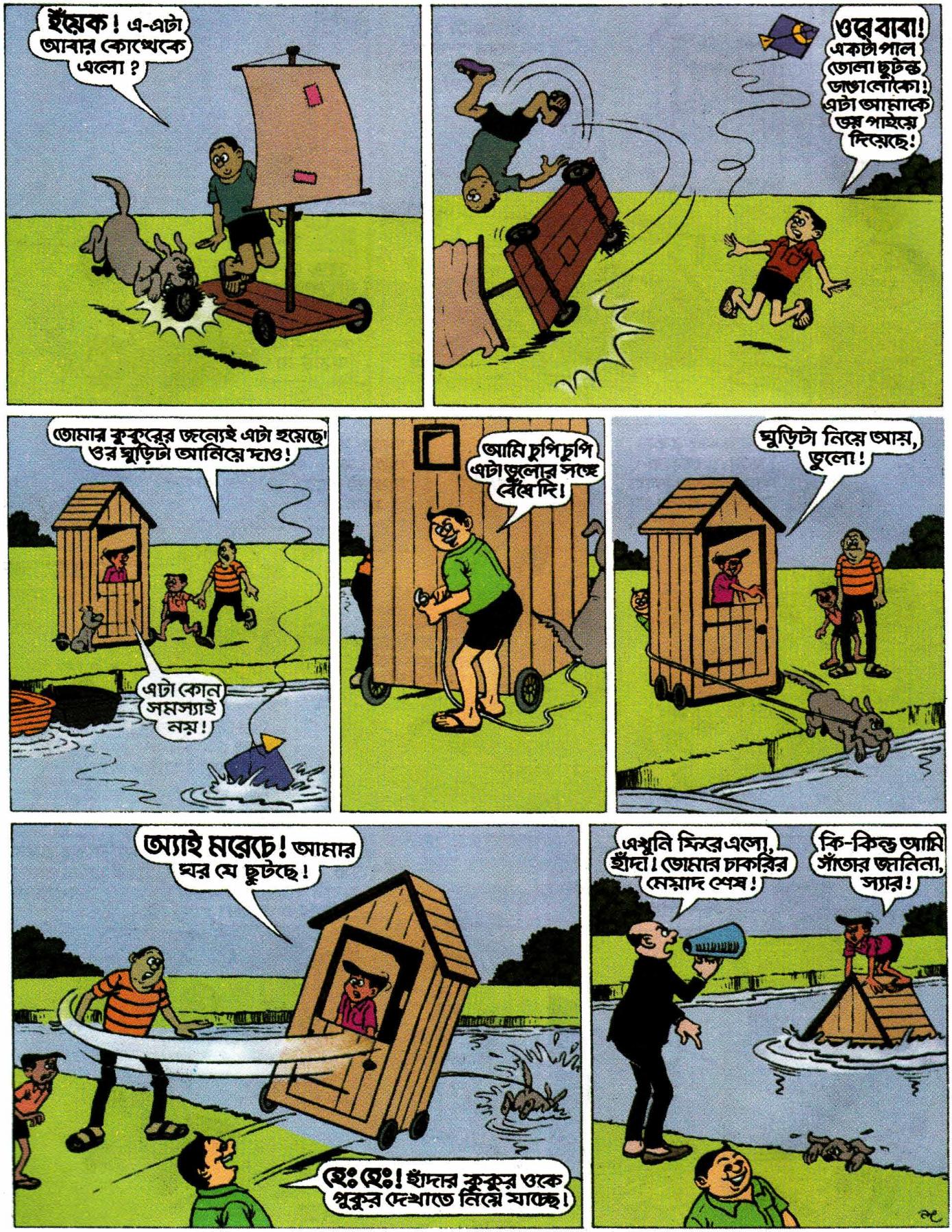
ইঁয়েক! এ-এটা আবার কোত্থেকে এলো?
ওরে বাবা! একটা পাল তোলা ছুটন্ত ভাঙা নৌকো! এটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে!
তোমার কুকুরের জন্যেই এটা হয়েছে! ওর ঘুড়িটা আনিয়ে দাও!
এটা কোন সমস্যাই নয়!
আমি চুপিচুপি এটা ভুলোর সঙ্গে বেঁধে দি!
ঘুড়িটা নিয়ে আয়, ভুলো!
অ্যাই মরেচে! আমার ঘর যে ছুটছে!
হেঃ হেঃ! হাঁদার কুকুর ওকে পুকুর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে!
এখুনি ফিরে এসো, হাঁদা! তোমার চাকরির মেয়াদ শেষ!
কি-কিন্তু আমি সাঁতার জানিনা, স্যার!

হাঁদা-ভোঁদার



সবেদা চুরি


বাগান মালিকের কোন পাত্তা নেই, তাই এই বাগান থেকে ছিনতাই করা সবেদার থলে নিয়ে সটকে পড়ার এই তাল!


নমস্কার, টকাই খুড়ো। আমি ও পাড়ায় গিয়েছিলাম থলে ভর্তি করে ইয়ে— এই কাঠের গুঁড়ো আনতে!


কেউ আমার গাছের সবেদা ছিঁড়ে নিচ্ছে। যে আমাকে এই সবেদা চোরকে ধরতে সাহায্য করবে তাকে আমি ভুরিভোজ করাবো!
এটা দারুণ ব্যবস্থা, টকাই খুড়ো।


আমি জানি কি করে ঐ ভুরিভোজ– আর ঐ সঙ্গে আরো সবেদা বাগানো যায়!


টকাই খুড়ো তার সবেদা বাগান থেকে এমনিই আমাকে সবেদা তুলতে দিয়েছে গাছে এতো ফলেছে যে, যে যাচ্ছে তাকেই পেড়ে নিয়ে খেতে বলছে রে, ভোঁদা।
বলিস কি রে, হাঁদা!


নিশ্চিন্তে সবেদা আমি যত খেতে পারি খাবো। এটা আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না! ইঃ কি দারুণ!


টকাই খুড়ো! আমি এখুনি সবেদা চোরকে আপনার একটা গাছে দেখে এলাম!
আচ্ছা!


আমি ওকে একটা ভোজ দিচ্ছি!
ভোঁদাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে আমি আরো সবেদা নিয়ে সরে পড়ি।

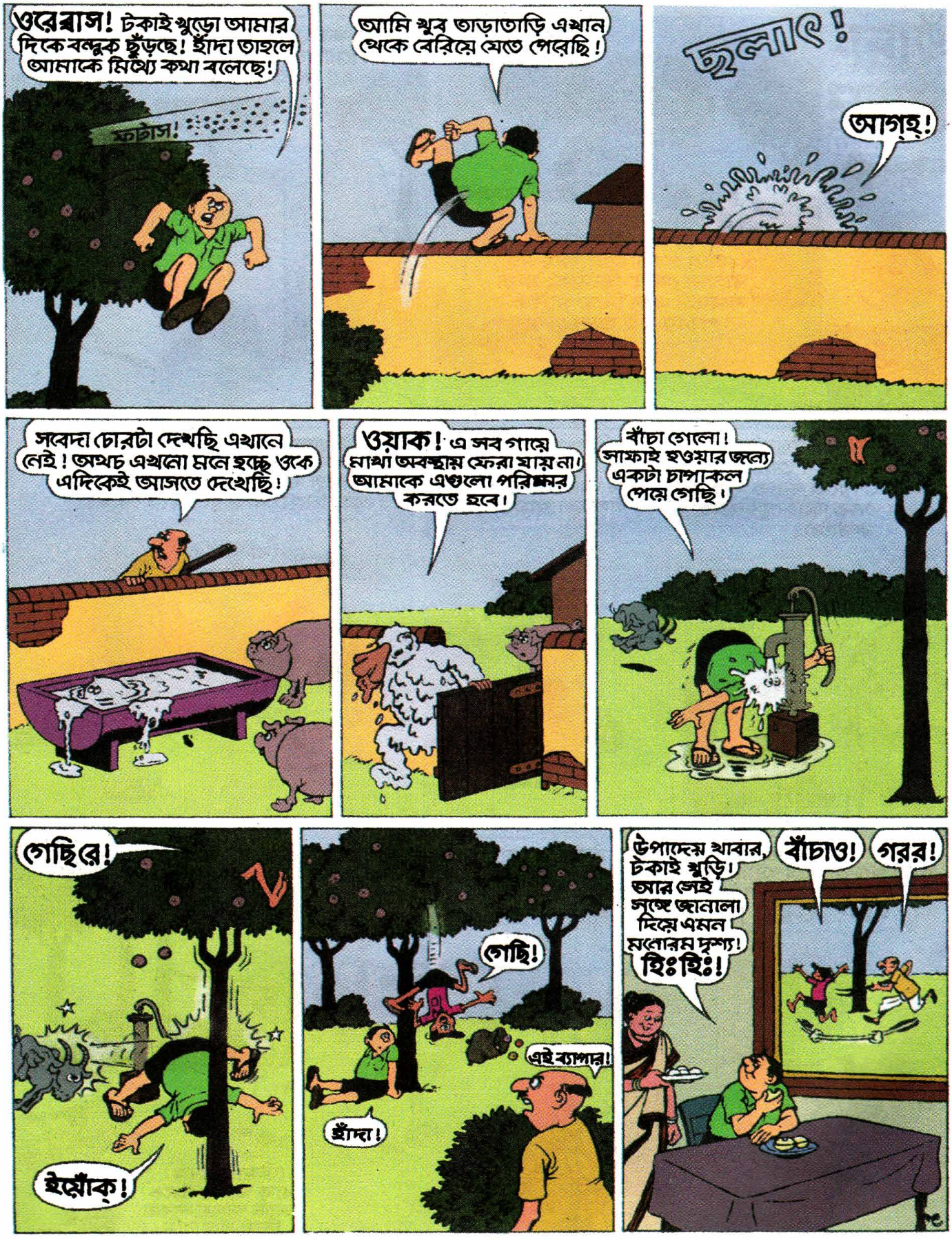
ওরেব্বাস! টকাই খুড়ো আমার দিকে বন্দুক ছুঁড়ছে! হাঁদা তাহলে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে!
ফটাস!
আমি খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছি!
ছলাৎ!
আগহ্!
সবেদা চোরটা দেখছি এখানে নেই! অথচ এখনো মনে হচ্ছে ওকে এদিকেই আসতে দেখেছি!
ওয়াক! এ সব গায়ে মাখা অবস্থায় ফেরা যায় না! আমাকে এগুলো পরিষ্কার করতে হবে।
বাঁচা গেলো! সাফাই হওয়ার জন্যে একটা চাপাকল পেয়ে গেছি!
গেছিরে!
ইয়োঁক্!
গেছি!
এই ব্যাদার!
হাঁদা!
উপাদেয় খাবার, টকাই খুড়ি! আর সেই সঙ্গে জানালা দিয়ে এমন মনোরম দৃশ্য! হিঃহিঃ!
বাঁচাও!
গরর!

হাঁদা-ভোঁদার



গামবুট


অ্যাই,ভোঁদা তোর বলে আমার নতুন গামবুট পরা পায়ের একটা লাথি হাঁকাবো!
না দিলে ঝামেলা করবে!
ইয়ে–ঠিক আছে,হাঁদা!


ওপস্! কি বাজে বল রে তোর,ভোঁদা! যেখানে চাস সেখানে এটা যায় না!
তুইও একটা বাজে লাথি মারিয়ে!


গরর! আমার উদ্ভিদ গবেষণাগার ভাঙার জন্যে দায়ী কে?
বলটা ওর!


হতচ্ছাড়া! তোর মুণ্ডুটা ভাঙতে পারলে ভালো হতো!
উফ্!
হতভাগা,হাঁদা! এর ফল ওকে ভুগতে হবে!


এই যে,হাঁদা! তুই আমাকে যে হেনস্তা করেছিস এই হচ্ছে তার বদলা!
ওহ! ভোঁদা,তুই!


এই দ্যাখ!
এঃ! আমি ভেবেছিলাম বালতি ভর্তি জল!
বা-বালি!


হাঃহাঃ! তোর এই কৌশলটা মাঠে মারা গেলো,ভোঁদা! কষ্ট করে যা করতে গিয়েছিলি তা নষ্ট হয়ে শুধু আমার বুটটা বালিতে বোঝাই হলো!

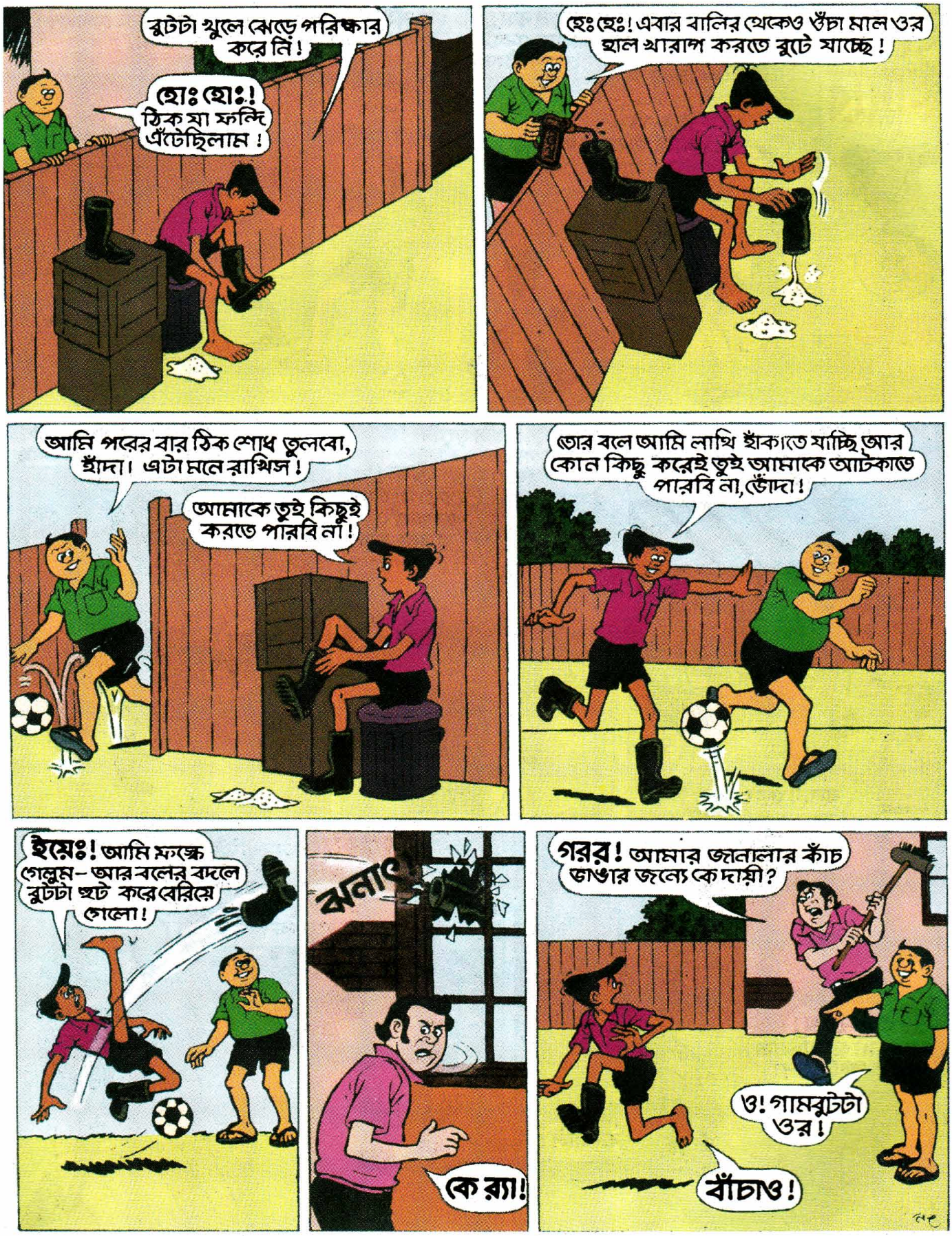
বুটটা খুলে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নি!
হোঃ হোঃ! ঠিক যা ফন্দি এঁটেছিলাম!
হেঃ হেঃ! এবার বালির থেকেও উঁচা মাল ওর হাল খারাপ করতে বুটে যাচ্ছে!
আমি পরের বার ঠিক শোধ তুলবো, হাঁদা। এটা মনে রাখিস!
আমাকে তুই কিছুই করতে পারবি না!
তার বলে আমি লাথি হাঁকাতে যাচ্ছি আর কোন কিছু করেই তুই আমাকে আটকাতে পারবি না, ভোঁদা!
ইয়েঃ! আমি ফস্কে গেলুম – আর বলের বদলে বুটটা ছুট করে বেরিয়ে গেলো!
ঝনাৎ
কে র‍্যা!
গরর! আমার জানালার কাঁচ ভাঙার জন্যে কে দায়ী?
ও! গামবুটটা ওর!
বাঁচাও!

হাঁদা-ভোঁদার



দড়ি টানাটানি











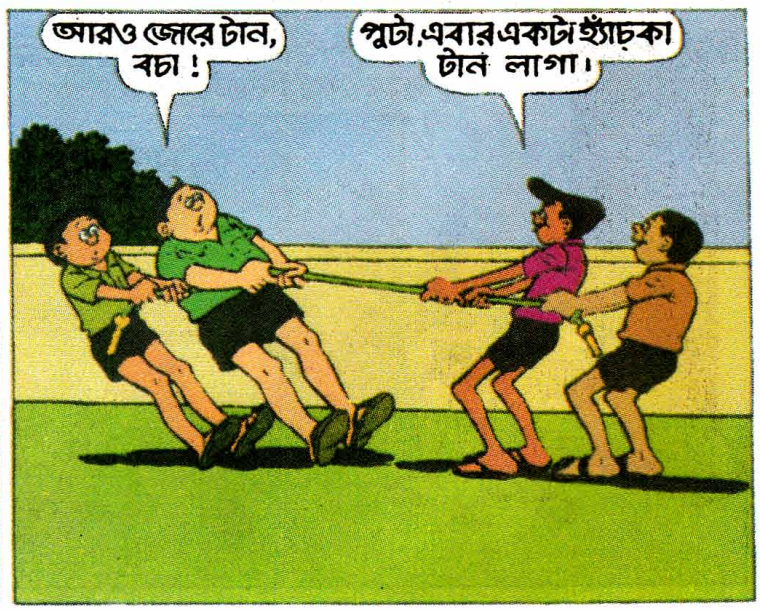

F-41


ভোঁদা! তুই দেখতেই গোদা! এই ক্ষমতা নিয়ে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আসিস!
হাঁদার সঙ্গে দড়ি টানাটানি করে দারুণ একটা মতলব এসেছে রে, বচা!
একটু পরেই হাঁদা বাড়ি যাবে।
একটু পরে বাড়ি ফিরে
তখন নেহাৎ বরাত জোরে জিতেছিলি, হাঁদা! হিম্মত থাকে আবার লড়বি আয়।
তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েও শিক্ষা হয়নি দেখছি! আয়, বচা, এবার আরো ভালো করে আছাড় খাওয়াই।
ঠিক সময় মতো আবার একসঙ্গে হ্যাঁচকা টান লাগাবো!
আর আগের চাইতে বেশী জোরে।
হোঃ হোঃ! দুটো লাফদড়ি একসঙ্গে জুড়ে তার একদিকে খাবার ঘরের দরজার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলাম!
মরেচে!
পিসেমশাই এটা একটা ফাঁদ—
ঠিক আছে, চাঁদু! একবার নাগালে পেলে দড়ি বেঁধে দরজা ভাঙার মজা টের পেয়ে যাবি!

হাঁদা-ভোঁদার



মাসতুতো ভাই
















পরে
বাঃ! ঐ রকম পাকা আম আমার খুব পছন্দ।
ঠিক! আমি তোর কাঁধে উঠে ওটা পাড়বো।
আশ্চর্য! আমটা ভালে বাঁধা রয়েছে!
এইরে!
হাঃহাঃ! দোকান থেকেই আনা একটা আমকে আমি গাছে টোপ হিসেবে ঝুলিয়েছি!
আবার দোকানে ফিরে
তোদের দুজনকে ঘোড়ার মতো একসঙ্গে বাঁধা হয়েছে, এবারে মাল নিয়ে বাড়ি চল।
(ফিসফিসিয়ে) যদি আমরা এসব ফেলে দি তাহলে ও যখন এগুলি কুড়োবে সেই ভালে আমরা পালিয়ে যাবো।
ঠিক! সব ফেলে দিয়ে পালা!
হিঃহিঃ! ওরা ল্যাম্প পোস্টের দুপাশ দিয়ে ঘোড়োবার সময় ভুলে গিয়েছিলো যে ওরা দুজনে একসঙ্গে বাঁধা।
ধাস!
হাঁদা, সেই তোকেই সব বয়ে নিতে হলো। তবে এবার বোঝার ওপর আবার মালভুতো ভাই হাঃ হাঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

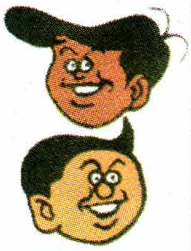

আম কাহিনী


এই যে খোকারা! তোমরা কি আম খেতে চাও? তাহলে আমার বাগানের এ গাছটা থেকে পেড়ে খেতে পারো।
কিন্তু আমরা কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকবো কি করে?
আমি হাইজাম্পার। এই সামান্য বেড়া আমি লাফিয়ে পেরিয়ে যাবো!


হেঃহেঃ! আমি একগাদা টুসটুসে পাকা আম পেড়ে নেবো!
আমি তো ঢুকতেই পারবো না তুই আমার জন্যেও আনিস, হাঁদা!


আম বাগানের মালিক লোকটা বড়ো ভালো বুঝলি, ভোঁদা! কতো আম এনেছি।
আমাকে আদ্দেক দিবি তো, হাঁদা?


একটাও দিচ্ছি না। আম খাবার ইচ্ছে হলে পেড়ে খাও।
যদি না দিস তো কেড়ে নেবো।


ভোঁদা! তুই তোর গোদা শরীর নিয়ে আমাকে ধরতেই পারবি না।
পারি কিনা দেখতে পাবি।


এবার কোথায় যাবি? এই নালার কাছে তোকে ধরবো, হাঁদা!
অতো সহজ নয়, ভোঁদা! এবার লংজাম্প!


আমি পুলের ওপর দিয়ে নালা পার হয়ে ওকে ধরবো।


ঠিক তখনি
বাবারে! গেলুম রে!
একি! হাঁদার গলা বলে মনে হচ্ছে যেন!
উঃ! আঃ! কি পেটের ব্যাথা রে, বাবা!
অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আমগুলো নির্ঘাত জয়ানেক টক। ডাগ্যিস ওর থেকে নিয়ে আমি আম খাইনি। এটা বাগান মালিকের শয়তানি। এবার আমিও দেখাচ্ছি।
একগাদা লম্বা কাঠের টুকরো, ঠিক আমার যা দরকার।
হোঃ হোঃ! এবার আমু অডিযানে যেতে হবে।
বেড়া পার হবার জন্যে হাইজাম্পের আর দরকার নেই।
হেঃ হেঃ! এবার হাঁদার মতো মালিকের পছন্দের নয়, আমার পছন্দের গাছের আম পাড়ছি।
দ্যাখ, হাঁদা! লাফালাফি না করে সোজা বেড়া ডিঙিয়ে সেরা গাছের সেরা মিষ্টি আম পেড়ে এনেছি। কিন্তু তোর ভালোর জন্যেই তোকে এই আম দিচ্ছি না, কারণ টকের পরে মিষ্টি আম খেলে তোর পেট কামড়ানো আরো বেড়ে যাবে। হেঃহেঃ!
উরর্‌ফ!

হাঁদা-ভোঁদার

রংয়ের লড়াই




















পুলিশের মুখে রং মাখিয়ে পালাবি কোথায়? তোকে আমি ধরবো ঠিকই!
মরেচে! কোথায় যে আত্মগোপন করি!
এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করি।
গেলো কোথায় উল্লিংড়োটা! তক্কে তক্কে থেকে ঠিক ধরবো! যাবে কোথায়?
ভাগ্যিস ঝোপে বসে এই প্ল্যানটা মাথায় এসেছিলো! এখন সামনে এলেও চিনতে পারবে না, হিঃ হিঃ!
শেষে নিজের মুখে নিজেকেই রং মাখতে হলো রে, হাঁদা?
হিঃ হিঃ! দ্যাখ, ভোঁদা! কাছে থেকেও চিনতে পারছে না আমাকে!
কোথায় যে গেলো বদমাশটা!
হঠাৎ-
ফ্যাচাৎ!
এইতো পাজিটা! রংয়ে মুখটা ঢাকা ছিলো তাই বুঝতে পারি নি, এবার গাড়ির চাকা জল ছেটানোয় রং ধুয়ে মুখ বেরিয়ে পড়েছে!
ওঁক্‌ৎ!
অ্যাই, ভোঁদা! দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস, আটকাতে পারছিস না?
মাথা খারাপ নাকি? পুলিশ আটকাতে গিয়ে ফাটকে আটক হই আর কি!